GIFT

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা

(The Role of Micro Investment Projects of Islamic Banks In The Socio-Economic Development of Khulna District : A Critical Review)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
এস. এম. ফরহাদ হোসেন
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নং ৩১
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

466241

Dhaka University Library
466241

DIGITIZED

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৪ মার্চ ২০১৩

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

যাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও আন্তরিক দোয়ায় আমি মুগ্ধ সেই শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা এবং পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের প্রতি

466241

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর অধীনে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য 'খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা' (The Role of Micro Investment Projects of Islamic Banks In The Socio-Economic Development of Khulna District : A Critical Review) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচনা করা হয়েছে। এটি একটি একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোথাও কোন উদ্দেশ্যে এটি উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

এস. এম. ফরহাদ হোসেন

এস. এম. ফরহাদ হোসেন
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নং ৩১
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তারিখ, ঢাকা
১৪ মার্চ ২০১৩

466241

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Md. Akhteruzzaman
Associate Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

সূত্র :

তারিখ : ১৪ মার্চ ২০১৩

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এস. এম. ফরহাদ হোসেন, পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক উপস্থাপিত 'খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা' (The Role of Micro Investment Projects of Islamic Banks In The Socio-Economic Development of Khulna District : A Critical Review) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আমার নির্দেশনায় একটি পরিপূর্ণ গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এটি পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি লাভ বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপিত হয়নি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

14-3-2013

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্ব নিয়ন্তা মহান রব্বুল 'আলামীনের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি এ কারণে যে, তিনি অসীম করুনার মাধ্যমে 'খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা' (The Role of Micro Investment Projects of Islamic Banks In The Socio-Economic Development of Khulna District : A Critical Review) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুসম্পন্ন ও উপস্থাপনের সুযোগ দান করেছেন। দরুদ ও সালাম জানাই বিশ্বনবী মুহাম্মদ(স.) এর প্রতি যার অক্লান্ত কর্মের ফলে বিশ্ব সভ্যতা ইসলামের সুমহান আর্দশের সাথে সুপরিচিত হতে সক্ষম হয়েছে।

গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পরম শ্রদ্ধেয় গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. মোঃ আখতারুজ্জামানের প্রতি যিনি শত ব্যস্ততার মাঝে আমার গবেষণাকর্মটি সুনিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন। গবেষণাকর্মের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যায় বিন্যাস, মাঠ-জরিপসহ সকল কর্মকাণ্ডে তার নির্দেশনা ছিল গবেষণাকর্মের প্রাণ। গবেষণাকর্মটির প্রতিটি পরতে পরতে মিশে আছে তার নিরলস শ্রম ও গভীর আন্তরিকতা মিশ্রিত সহযোগিতা। সত্যিকার অর্থে তার সর্বাত্মক সহযোগিতা না পেলে আমার এ গবেষণাকর্মটি হয়তো কোন দিনই আলোর মুখ দেখতোনা; থেকে যেত অপ্রকাশিত। এহেন সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আমি তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। কামনা করছি তার জীবনের সর্বাঙ্গিন সাফল্য। আলোয় ভরে উঠুক তার কর্মময় জীবন।

গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্ব এস. এম. নুরুল ইসলাম ও মাতা নুরজাহান বেগমের প্রতি। যাদের আজন্মের লালিত স্বপ্ন হিসেবে আমি জীবনের বর্তমান অবস্থানে অসীন হয়েছি। সন্তানের কল্যাণের জন্য যারা আজীবন দু'হাত তুলে সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করেছেন। তাদের দোয়ার কল্যাণেই সৃষ্টিকর্তা আমাকে বরকতময় জীবন দান করেছেন। সহধর্মিনী উরুবান আতরাবা তামান্নার সার্বক্ষণিক সহযোগিতাকে স্মরণ করছি। আল্লাহ যেন তাকে সুখী ও শান্তিময় জীবন দান করেন, এ প্রত্যাশা করছি। আদরের কন্যা ফারিহা তাসনিমের সহয়তাপূর্ণ আচরণে আমি মুগ্ধ। কন্যা ফারাহ জারিন ও পুত্র ফারহান জামিলের মায়াবী মুখ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমার গবেষণার কর্মে যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দিন, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক ও বর্তমান দুই চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ ও অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিক আহমেদ এবং ড. এম. মিজানুর রহমান, ড. এস. এম. আলী আব্বাস, ড. সালেহ মতীন, মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন প্রমুখ। গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সেতাউর রহমান, এটিএম সালেহ, ইকবাল কবীর মোহন, বি.এম হাবিবুর রহমান, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক একরামুল হক, এসএমই বিভাগীয় প্রধান আবেদ আহমদ খান, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী ও এসএমই বিভাগীয় প্রধান শওকত উল আমিনের প্রতি। তাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাকে কৃতার্থ করেছে।

মাঠ জরিপের তথ্য সংগ্রহে যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খুলনা জোনের প্রধান জনাব ওবায়দুল হক, খুলনা শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ ফয়জুল কবির, আরডিএস বিভাগের আব্দুস সামাদ, দৌলতপুর শাখার কর্মকর্তা মুশফিকুল করীম, কেডিএ এভিনিউ শাখার ব্যবস্থাপক হাবিবুর রহমান, পাইকগাছা শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মাগফুরুর রহমান, ফুলতলা শাখার ব্যবস্থাপক খন্দকার মোঃ আবু জাফর ও আরডিএস বিভাগের মোঃ মহিদুল ইসলাম, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখার কর্মকর্তা মোঃ ইমরান হোসেন, চুকনগর শাখার কর্মকর্তা মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও জিএসআইএস বিভাগের মোঃ আঃ গাফফার, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখার কর্মকর্তা বিমল কুমার সাহা, পাইকগাছা শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মোতালেব হোসেন, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখার কর্মকর্তা মোঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর একেএম আহসানুল কবীর মামুন, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখার ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ আনাস, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখার ব্যবস্থাপক একেএম বেলায়েত হোসেন, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা কর্পোরেট শাখার কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম। তথ্য বিশ্লেষণে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ পরিসংখ্যানবিদ হাফিজুর রহমান ও কম্পিউটার অপারেটর মোঃ শরীফ হোসেনের নিকট।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সে সকল দেশি বিদেশি লেখকগণের প্রতি; যাদের গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও জার্নাল আমার এ অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। পাদটীকা অংশে যদিও আমি তাদের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছি, তবুও তাদের প্রতি আমার ঋণ অসীম। মূলত এ সকল গ্রন্থাবলি,

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধসমূহ, সংকলন, জার্নাল, সাময়িকী, বার্ষিকী, পত্র-পত্রিকা আমার অভিসন্দর্ভের জন্য ব্যাপক ফলদায়ক হয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণা সহায়ক সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি, যাদের ও যেগুলোর আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিত আমার পক্ষে আদৌ এ গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব ছিলনা। গবেষণা, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, মাঠজরিপ, তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আকুল আবেদন, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং জীবনের সকল সাধ্য, মেধা ও মনন দিয়ে তার দ্বীনের পথে জ্ঞানসাধনা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে মুসলিম জাতির সেবা করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

তারিখ, ঢাকা
১৪ মার্চ ২০১৩

এস. এম. ফরহাদ হোসেন
গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(الحروف الهجائية العربية)

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
وُ	উ	ـَـ	া	ض	দ/জ্ব	أ	অ
وُو	ঊ	ـِـ	ি	ط	ত	ب	ব
وى	বি/ভী	ـُـ	ু	ظ	য	ت	ত
يَ	ইয়া	اَـ	া	ع	'	ث	স
ى	য়ি	ـِ ي	ী	غ	গ	ج	জ
ىى	বী	ـُ وْ	ূ	ف	ফ	ح	হ
يْ	উ	ا	আ	ق	ক্ব/ক	خ	খ
يُو	ইউ	أ	আ	ل	ল	د	দ
عَ	'আ/য়া'	إ	ই	م	ম	ذ	য
عَا	'আ/'য়া	إي	য়ি	ن	ন	ر	র
ع	ই	أ	উ	و	ও	ز	য
عي	ঈ	أو	ঊ	ہ	হ	س	স
غُ	উ/য়ু	وَ/وَا	ওয়া	ء	'	ش	শ
غُو	ঊ	و	বি	ي	য়	ص	ছ

দ্র. ع সাকিন হলে (') চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন, رعد =রা'দ, جامع = জামি' ইত্যাদি
ء আলিফের মতো হলেও সাকিন হলে ـْ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন, مؤمن =মু'মিন ইত্যাদি

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, বহুল প্রচলিত বাংলা বানানসমূহের ক্ষেত্রে অনেক স্থানে তেমন পরিবর্তন করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

আইবিবিএল	: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
এআইবিএল	: আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
এসআইবিএল	: সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
হি.	: হিজরি
পৃ.	: পৃষ্ঠা
অনু.	: অনুবাদ
ই.ফা.বা.	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
তাং	: তারিখ
খ্রি.	: খ্রিষ্টাব্দ
লি.	: লিমিটেড
র.	: রহমাতুল্লাহ 'আলাইহি
রা.	: রাদিআল্লাহু তা'আলা 'আনহু
স.	: সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
সম্পা.	: সম্পাদনা
ড.	: ডক্টর অব ফিলোসফি
প্রাগুক্ত.	: পূর্বোক্ত
AAOIFI	: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
ASA	: Association for Social Advancement
AIBL	: Al-Arafah Islami Bank Limited
BARD	: Bangladesh Association for Rural Development
BBS	: Bangladesh Bureau of Statistics
BIT	: Bangladesh Institute of Islamic Thought
BIDS	: Bangladesh Institute of Development Studies
BRAC	: Bangladesh Rural Advancement Committee
cf.	: Confer
CBN	: Cost of Basic Needs
CDF	: Credit and Development Forum
CRR	: Cash Reserve Ratio
DCI	: Direct Calorie Intake
ed.	: edition
eds.	: edited
FEMIP	: Family Empowerment Micro Investment Program
GDP	: Gross Domestic Product
GNP	: Gross National Product

HPSM	: Hire Purchase under Shirkatul Milk
http.	: Hyper Text Transfer Protocol
Ibid	: Ibiden
IBBL	: Islami Bank Bangladesh Limited
IBF	: Islami Bank Foundation
IDB	: Islamic Development Bank
IFAD	: International Fund for Agricultural Development
IIIT	: International Institute of Islamic Thought
IIIE	: International Institute of Islamic Economics
IIUM	: International Islamic University Malaysia
IMF	: International Monitory fund
InM	: Institute of Microfinance
Ltd	: Limited
MDGs	: Millennium Development Goal
MF	: Microfinance
MFIs	: Microfinance Institute
M.Phil	: Master of Philosophy
NCB	: Nationalized Commercial Banks
NGO	: None Government Organizations
MDG	: Millennium Development Goal
OIC	: Organization of Islamic Countries
op.cit.	: Open cito
p.	: Page
pp.	: Pages
Ph.D	: Doctor of Philosophy
PKSF	: Palli Karmo Sahayak Foundation
PROSHIKA	: Proshika Manabik Unayan Kendro
PRSP	: Poverty Reduction Strategy Paper
RDS	: Rural Development Scheme
SIBL	: Social Islami Bank Limited
SJIBL	: Sahjalal Islami Bank Limited
UNDP	: United Nations Development Program
vol.	: Volume
WB	: World Bank
WTO	: World Trade Organization
GSIS	: Grameen Small Investment Scheme

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

- উৎসর্গ ii
- ঘোষণা পত্র iii
- প্রত্যয়ন পত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- প্রতিবর্ণায়ন viii
- শব্দ সংক্ষেপ ix
- সূচিপত্র xi

প্রথম অধ্যায় ১ - ২২
গবেষণা অভিসন্দর্ভের বাস্তবতা পর্যালোচনা

১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা ০২
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ০৬
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ০৭
১.৪ গবেষণার পদ্ধতি ০৯
১.৫ গবেষণার পরিধি ১০
১.৬ গবেষণায় তথ্যের উৎসসমূহ ১০
১.৭ গবেষণার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ১১
১.৮ গবেষণার সময়কাল ১১
১.৯ গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা ১২
১.১০ গবেষণার তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ১২
১.১১ গবেষণার অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ১৭
১.১২ উপসংহার ২১

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৩ - ৮৪
খুলনা জেলার ইতিহাস

২.১ খুলনা জেলার পরিচিতি ২৪
২.২ খুলনা জেলার সীমারেখা ও বিবর্তন ৩৩
২.৩ খুলনা জেলার প্রশাসনিক কাঠামো ৩৫
২.৪ খুলনা জেলার সামাজিক ইতিহাস ৫০
২.৫ খুলনা জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস ৫৬
২.৬ খুলনা জেলার অর্থনৈতিক ইতিহাস ৬৭
২.৭ খুলনা জেলার ধর্মীয় ইতিহাস ৭৭
২.৮ খুলনা জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস ৮০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ৮৫ - ১৩৫

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্রমবিকাশ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

৩.১ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারণা ৮৬
৩.২ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পদ ৯০
৩.৩ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য ৯১
৩.৪ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গতিধারা ৯৯
৩.৫ ইসলাম ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ১১১
৩.৬ দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ ১১৫
৩.৭ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপসমূহ ১১৭
৩.৮ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংশোধনমূলক পদক্ষেপসমূহ ১১৯
৩.৯ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামের সহায়ক উপাদান ১৩০

চতুর্থ অধ্যায় ১৩৬ - ১৯৪

ইসলামী অর্থনীতি ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা

৪.১ ইসলামী অর্থনীতির পরিচয় ১৩৭
৪.২ ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি ও বাংলাদেশে এর ক্রমবিকাশ ১৫৩
৪.৩ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচিতি ১৬৬
৪.৪ এ দেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুসৃত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ ১৮১

পঞ্চম অধ্যায় ১৯৫ - ২৬৫

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমসমূহ

৫.১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচিতি ১৯৬
৫.২ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ২০২
৫.৩ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ২১০
৫.৪ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচিতি ২১৯
৫.৫ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগসমূহ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ২৩০
৫.৬ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ২৪৪
৫.৭ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ২৫১
৫.৮ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের তুলনামূলক আলোচনা ২৫৫
৫.৯ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কল্যাণমূলক কার্যক্রম ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ২৬৬ - ৩১৬

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প, সাফল্য ব্যর্থতার ধারা বিশ্লেষণ

৬.১ খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ ২৬৭

৬.২ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর কার্যক্রমসমূহ ২৬৮

৬.৩ খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমসমূহ ২৭৮

৬.৪ খুলনা জেলায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমসমূহ ২৮৪

৬.৫ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যাংকভিত্তিক কার্যক্রমসমূহ ২৮৭

৬.৬ খুলনা জেলায় অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম ২৮৯

৬.৭ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক অবস্থা বিন্যাস ২৯৫

৬.৮ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের প্রবৃদ্ধির তুলনামূলক অবস্থা বিন্যাস ২৯৯

৬.৯ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ ৩০৪

৬.১০ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ ৩১৩

সপ্তম অধ্যায় ৩১৭ - ৩৮১

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পর্কিত গ্রাহক দৃষ্টিভঙ্গি

৭.১ প্রথম স্তর : মাঠ জরিপের গ্রাহক, ব্যাংক, শাখা নির্বাচন বিন্যাস ৩২০

৭.২ দ্বিতীয় স্তর : মাঠ জরিপের গ্রাহকগণের প্রাথমিক অবস্থা পর্যালোচনা ৩২৩

৭.৩ তৃতীয় স্তর : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলাফল বিন্যাস ৩২৯

৭.৪ চতুর্থ স্তর : ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণের নৈতিক মান ও ধর্মীয় উন্নয়ন বিন্যাস ৩৫৯

৭.৫ পঞ্চম স্তর : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মতামত পর্যালোচনা ৩৬৫

৭.৬ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকার সফলতা প্রমাণে কাই বর্গ(χ^2-test) ও টি টেস্ট(t-test) ৩৭৩

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় ৩৮২ - ৪১০

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা বিষয়ক গবেষণার ফলাফল, সমস্যাবলি ও সমাধান নির্দেশনাসমূহ

৮.১ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ ৩৮৩
৮.১.১ গ্রাহকগণের উপর অর্থনৈতিক ফলাফলসমূহ ৩৮৬
৮.১.২ গ্রাহকগণের উপর সামাজিক ফলাফলসমূহ ৩৮৭
৮.১.৩ গ্রাহকগণের উপর সাংস্কৃতিক ফলাফলসমূহ ৩৮৯
৮.২ গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত সমস্যাবলি ৩৯০
৮.৩ গবেষণার আলোকে প্রদত্ত সম্ভাব্য সমাধান নির্দেশনাসমূহ ৪০০

উপসংহার ৪১১-৪১৮
সাক্ষাৎকার অনুসূচি ৪১৯
গ্রন্থপঞ্জি ৪২৬-৪৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা অভিসন্দর্ভের বাস্তবতা পর্যালোচনা

১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি

১.৫ গবেষণার পরিধি

১.৬ গবেষণায় তথ্যের উৎসসমূহ

১.৭ গবেষণার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

১.৮ গবেষণার সময়কাল

১.৯ গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা

১.১০ গবেষণার তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা

১.১১ গবেষণার অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা

১.১২ উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা অভিসন্দর্ভের বাস্তবতা পর্যালোচনা

১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা(Research Proposal)

পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের[১] একটি নিজস্ব উজ্জ্বলতর ও সফল ব্যবস্থাপনা রয়েছে, যেখানে মানব সভ্যতার প্রয়োজনীয় সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিধৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।[২] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'ইবাদত কবুলের প্রথম শর্ত হল হালাল উপার্জন'।[৩] বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ তাই ইসলামী শারী'আহ্ এর ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে আগ্রহী। ইসলাম উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত পুঁজির প্রবাহ সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করে, যাতে কর্মসংস্থানসহ অগ্রগতি ও উন্নয়নের সকল দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। ব্যাংক[৪] ব্যবস্থা অর্থনীতির প্রাণ, তাই ব্যাংকিং[৫] ব্যবস্থা সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে আধুনিক

---

১ ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী(স.) প্রদর্শিত একমাত্র দ্বীন। মানুষ ও জীন জাতির হেদায়াতের জন্য আল কুরানুল কারীমকে নাযিল করা হয়েছে, যা ইসলামের সকল নির্দেশনায় পরিপূর্ণ। মুহাম্মদ(স.) আরবের মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ও মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন ৬১০ খ্রিস্টাব্দে। কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াসই হচ্ছে পর্যায়ক্রমে ইসলামের নীতিমালায় মৌল উৎস। বিশ্বের মানুষের হেদায়াত, মুক্তি ও কল্যাণের বাণী ও বিধি নির্দেশ সম্বলিত জীবন বিধানই ইসলামের মৌলিক বিষয়। দ্র. ড. এম. এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*(ঢাকা :দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, মে ২০০২), পৃ. ৩

২ আল কুরআন, ২ : ২৭৫

৩ ইসলাম মানুষকে এ স্বাধীনতা দেয় যে, উপার্জন করো এবং তা ভোগ করো। কিন্তু তা অবশ্যই ইসলামের নিয়ন্ত্রিত সীমারেখার মধ্যে থেকে, হালাল হারামকে সামনে রেখে। দ্র. ডা. এসরার আহমাদ, অনু. মোস্তাফা ওয়াহীদুজ্জামান, *ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষা*(ঢাকা : নাকিব পাবলিকেশনন্স, ২০১০), পৃ. ২৩; ইসলামে উপার্জনের গুরুত্ব অনেক। তবে তা হালাল উপায় হওয়া অপরিহার্য। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত-মাসআলা মাসায়েল*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ২০০৫, পৃ. ১৩

৪ ব্যাংক (Bank) ইংরেজি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ হলো খাল বা নদীর তীর বা তটরেখা, খেতের আল, জলাশয়, ধনভান্ডার, কোষাগার, লম্বা টুল বা বেঞ্চ, অধিকোষ বা কোন বস্তু বিশেষের স্তুপ বা অর্থগচ্ছিত করা প্রভৃতি। দ্র. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান ও ড. মোঃ আলাউদ্দিন, *আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা*(ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, বাংলাবাজার, জুন ২০০৫), পৃ. ২; ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন ইতিহাসবিদ এবং গ্রন্থকারের মতে, প্রাচীন ল্যাটিন শব্দ বা ইটালিয়ান শব্দ Banco বা Bangk বা Banque বা Bancus প্রভৃতি শব্দ হতেই ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এ মতের অনুসারীদের যুক্তি হলো, প্রাচীন ও ল্যাটিন শব্দের অর্থ বেঞ্চ বা বসবার জন্য ব্যবহৃত লম্বা টেবিল বা টুল, এই বেঞ্চ বা টুলের উপর বসেই প্রাচীনকালে ব্যবসায়ীরা টাকার লেনদেন ও ঋণের কারবার করত। এই লম্বা টুলকে Banco বা Banca বলা হতো যা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে 'Bank' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। আধুনিককালে ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার গ্রাহকগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে, গৃহীত আমানত অধিক লাভে বিনিয়োগ প্রদান করে এবং আমানতের বিপরীতে ইস্যুকৃত চেক, রশিদ বা অন্য কোন অঙ্গীকারনামা যথানিয়মে পরিশোধ করে। মূল্যবান সম্পদ বা দলিলাদির নিরাপদ সংরক্ষণ, অর্থ স্থানান্তরসহ সার্বিক আর্থিক লেনদেনের আইনানুগ প্রতিষ্ঠানই হলো ব্যাংক। বলা যায় যে, ব্যাংক হচ্ছে অর্থ ও ঋণের/বিনিয়োগের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যা স্বল্প সুদে/স্বল্প মুনাফায় জনগণের নিকট হতে জমা গ্রহণ করে অধিক সুদ/অধিক লাভের বিনিময়ে অন্যকে ঋণ বা ধার দেয় এবং পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিস্পত্তি করে, অর্থের লেনদেন করে, ঋণ সৃষ্টি ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : নাফিজা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১২), পৃ. ১; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শারীয়াহ্ বোর্ড

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা যায়। মুসলিমগণের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমে কতকগুলো ইসলামী ব্যাংক[৬] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রচলিত অনেক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। সুদের কুফল[৭] মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ. ২৫; ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*(ঢাকা : জেরিন পাবলিশার্স, ২০১১), পৃ. ৯২-৯৫

৫ ব্যাংক যে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে, তা-ই ব্যাংকিং। যেমন: আমানত সংগ্রহ করা, ঋণদান, ঋণ আমানত সৃষ্টি, বিল, বন্ড ভাঙ্গানো, বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য করা, বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদিসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন। মোট কথা ব্যাংক বা ব্যাংকারের দৈনন্দিন কার্যাবলিকে সমষ্টিগতভাবে ব্যাংকিং বলা হয়। দ্র. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান ও ড. মোঃ আলাউদ্দিন, *আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৬ ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী শারী'আহ্'র নীতিমালার উপর ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত, আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর আইনের মাধ্যমে এর যাবতীয় কার্যক্রম ও লেন-দেন নিয়ন্ত্রিত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(স.)-এর অনুমোদিত কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থা কায়েমে তা বদ্ধপরিকর। প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. আহমদ আবদুল আজিজ আল নাজ্জারের উদ্যোগে মিথ গামার লোকাল সেভিং ব্যাংক জুলাই, ১৯৬৩ সালে মিসরে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রদানকারী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এক পর্যায়ে জামাল আবদুল নাসের সরকার এটি বন্ধ করে দেন। পরে এ মডেলটিই নাসের সোস্যাল ব্যাংক নামে ১৯৭২ সালের ২৩ জুলাই মিসরে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এটিই বিশ্বের প্রথম সুদমুক্ত সরকারি ব্যাংক। সমকালীন বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাবস্থা এক সম্পূর্ণ নতুন ধারা, এক নতুন চিন্তাধারা ও এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। এর ইনসাফপূর্ণ কার্যক্রম ও সাফল্য আধুনিক অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আদর্শ (Ideology), বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংক সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ে ভিন্ন। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭

৭ ইসলামে সুদকে চিরতরে হারাম করা হয়েছে। সুদের কুফল অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। সুদের অনিষ্ট কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং এর কুফল মানবজীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। সুদ মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, অর্থলিপ্সা, নির্মমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা জন্ম দেয়। সুদের কারবারিরা স্বার্থপর, অর্থলিপ্সু ও কৃপণ হয়ে থাকে। সুদখোরদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে স্বার্থপরতা, লোভ ও কৃপণতা এমনভাবে বিকাশ হতে থাকে যে তারা সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে শাইলকের মত আচরণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। সুদ এক বড় ধরনের অপরাধ, যা আল্লাহর ক্রোধকে প্রজ্জ্বলিত করে এবং সুদখোররা আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি পাওয়া যোগ্য। সুদের প্রভাবে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য বেড়ে যায়। অসহায়-দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ একান্ত প্রয়োজনে সাহায্যের কোন উপায় না পেয়ে নিরুপায় হয়ে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সে ঋণ উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল উভয় প্রকার খাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদন কর্মকাণ্ডে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতায় লোপ পায়। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে কারয্ হাসানা এর কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ তো দূরের কথা উৎপাদনমুখী খাতেও বিনা সুদে ঋণ মেলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত তাকে সুদ পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার শেষ সম্বল যা হাতের কাছে পায় তাই বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। সুদের অর্থ পেয়ে ধনী আরো হয়। ঋণগ্রহীতা হয় আরো দরিদ্র। ফলে বৃদ্ধি পায় সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য। সুদ মানুষকে প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ফিরেয়ে রাখে। এতে তার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টার লক্ষ্যকে ঘুরিয়ে দেয়; যার জন্য প্রকৃত পণ্যসামগ্রী ও সেবা যোগানের পরিবর্তে অর্থ দিয়ে অর্থ লাভ করার লক্ষ্যই যাবতীয় প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়। সুদের কারণেই সমাজের দরিদ্র শ্রেণী আরো দরিদ্র এবং ধনী আরো ধনী হয়। পরিণামে সামাজিক শ্রেণীগত বৈষম্য বেড়েই চলে। বস্তুত সুদের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষতির সর্বনাশা সয়লাব থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে ইসলাম সকল প্রকার সুদকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২২; শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*(রাজশাহী : দি রাজশাহী স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০০৫), পৃ. ৮৭-৯৮; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৭৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ঘটনাবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ খুলনা[৮] জেলাতেও ইসলামী ব্যাংকসমূহের বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংক আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি কল্যাণমূলক ও লাভজনক খাতে এর যে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ[৯] ব্যবস্থা তন্মধ্যে মধ্যে অন্যতম। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এর বহুমুখী কার্যক্রমের

---

৮ খুলনা জেলা বৃটিশ ভারত তথা অবিভক্ত বাংলার প্রথম মহকুমা হিসেবে ১৮৭৩ সালের প্রশাসনিক পূনর্বিন্যাস-পূর্বকালে আয়তনের হিসেবে ছিল বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম জেলা। লোকসংখ্যায় দশম। এসময় 'খুলনা জেলা' বলতে বুঝাতো খুলনা সদর, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা মহকুমার সম্মিলিত ভূভাগকে, যার মোট আয়তন ছিল ৪,৬৯৭ বর্গমাইল। তবে প্রশাসনিক পুর্বিন্যাসের কারণে খুলনার পরিমাণফল দাঁড়ায় ৪,৩৯৪ বর্গকিলোমিটার, এবারে হয় দেশের চতুর্থ বৃহত্তম জেলা। জেলা গঠনকালের অব্যবহিত পূর্বের বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ১৮৮১ সালে 'বঙ্গীয় জনগণনা' (Census of Bengal, 1881) অনুযায়ী বৃটিশ শাসনাধীন 'বঙ্গপ্রদেশ' বলতে বুঝাতো বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুর এবং কোচবিহার-পাবর্ত্য ত্রিপুরা প্রভৃতি ৩টি সামন্তরাজ্য যা নিয়ে ১,৫০,৫৮৮ বর্গমাইলব্যাপী (সুন্দরবন ও বড় বড় নদী এলাকা ব্যতীত) বিস্তৃত ভূভাগকে। এর মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের যেসব জেলা আজকের প্রচলিত নামেই বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল যথা 'প্রেসিডেন্সি' বিভাগাধীন যশোর ও খুলনা সহ ১৫টি জেলার মধ্যে আয়তনের দিক দিয়ে খুলনা ছিল দ্বাদশ স্থানীয়। অন্যদিকে দেশবিভাগ তথা ৪৭-পরবর্তীকালে বর্ণিত পনেরো জেলা ও কুষ্টিয়া মিলিয়ে মোট ১৬টি জেলার মধ্যে খুলনা ছিল আয়তনে তৃতীয় এবং লোকসংখ্যার হিসাবে একাদশ। বৃটিশ প্রশাসনিক স্তর হিসেবে খুলনা জেলা গঠিত হয়েছিল ১৮৮২ সালের ১ জুন তারিখে। এ ব্যাপারে তৎকালীন সরকারি প্রধান মুখপাত্র 'The Calcutta Gazette' এর ১৯ ও ২৬ এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় দুটি প্রজ্ঞাপন মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়েছিল যদিও এদের ঘোষণা বা জারির তারিখ ছিল যথাক্রমে ১৪ ও ২৫ এপ্রিল। নিচে প্রথম ১৪ এপ্রিল তারিখের প্রজ্ঞাপনটি হুবহু উদ্ধৃত করা হলোঃ The Calcutta Gazette, April 19,1882.365, Notification, The 14th April 1882. It is hereby notified for general information that with the previous sanction of his Excellency the Governor-General in Council, and of the Right Hon'ble the Seceretary of State for India, the Sub-division of Khoolna and Bagirhat, hitherto forming parts of the district of Jessore, are formed into a new district to be styled the Khoolna district, and with head-quarters at the station of Khoolna. This notification will take cffect from 1st May 1882. Pending completion of the necessary arrangements for the office and treasury of the Collector at Khoolna, all payments of land revenue, and public works cess made on account of property situated in the Sub-divition of Satkhira will continue to be received at the treasury of the 24-Pergunnahs, and all similar payment on account of property siuated in the Sub-divion of Khoolna and Bagirhat will continue to be received at the Jessore treasury. *D. BARBOUR, offg.secy. to the Govt. of Bengal.* যা থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে 'খুলনা জেলা' গঠিত হয়েছিল তৎকালীন যশোর জেলার বিদ্যমান সদর (১৮৪২) ও বাগেরহাট মহকুমা (১৮৬১) এবং ২৪-পরগনণা জেলার সাতক্ষীরা (১৮৬৩) মহকুমা-এ তিনের সমম্বয়ে, এবং জেলা চালুর প্রথম তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ মে, ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ। কিন্তু পরবর্তীকালে ২৫ এপ্রিল তারিখে ভিন্ন একটি প্রজ্ঞাপন জারি বলে ১৪ এপ্রিল তারিখের প্রজ্ঞাপনের ১ম ও ৩য় অনুচ্ছেদ হুবহু একই রকম রেখে ২য় অনুচ্ছেদ অর্থাৎ জেলা চালুর তারিখের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়ন এবং ৪র্থ অনুচ্ছেদ সংযোজন মূলে ইতোপূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল যা হুবহু উদ্ধৃত করা হলোঃ The Calcutta Gazette, April 26, 1882.393,[Frist Publication],Notification, The 25th April 1882, It is..........Khoolna. This notification will take effect from 1st June 1882. Pending completion...........treasury. This cancels the notification of the 14th April 1882, publication at page 365 of part I of the Calcutta Gazette of th 19th item. *A.P Macdonnell, Offg.Secy.to the Govt.of Bengal*. cf. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on 22 Dec. 2011; *বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ ২০০৩, পৃ. ২১৭-২০; Report on the Census of Bengal 1818, Vol. I. J. A Bourdillon, p. 19; আবুল কালাম সামসুদ্দিন, *শহর খুলনার আদিপর্ব*(খুলনা : খুলনা সাহিত্য মজলিশ, ১৯৮৬), পৃ. ১-৩৭

৯ ক্ষুদ্র ঋণ বলতে প্রাথমিক পর্যায়ে যতটুকু পরিমাণ টাকা গরিব জনগণ কোন উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড বা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে আয় বৃদ্ধি বা পারিবারিক ব্যয় করতে পারে তাকেই বুঝায়। দ্র. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং বেসরকারি সংস্থা আশার প্রেসিডেন্ট মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর লিখিত প্রবন্ধ, *ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার কত হওয়া চাই*(ঢাকা : দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৫ আগস্ট, ২০০৪), পৃ. ৮; Micro Credit may be broadly defined as a program that provides credit for self-employment and other

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে দেশের গরীব ও মূলধনহীন জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

খুলনা জেলার বিভিন্ন স্তরের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ভূমিকা সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা, এ ক্ষেত্রে সুবিধা, অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করাই আমাদের এ অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য। এ কারণেই অভিসন্দর্ভের উল্লিখিত 'খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা' শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কালের সকল চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করে দেশের সকল প্রান্তের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। একটি কল্যাণকর পদ্ধতি[১০] হিসেবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা ইসলামী ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে এর পরিধিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে চলেছে। বাংলাদেশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ খুলনা জেলাতেও ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পদ্ধতি ব্যাপক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে এ ক্রমবিকাশমান অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বহুমুখী পর্যালোচনাই আলোচ্য অভিসন্দর্ভের মৌলিক গবেষণার বিষয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ আধুনিক বিশ্ব সভ্যতায় একটি জনপ্রিয় বিষয়।[১১] দারিদ্র্য

---

financial services and business services to the poor people. অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঋণ হচ্ছে বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত এমন একটি কর্মসূচি যা আত্মকর্মসংস্থান, অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মসূচি এবং ব্যবসায়িক কর্মসূচির জন্য দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে ঋণ সরবরাহ করে। দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমদ লিখিত প্রবন্ধ, *Micro Credit and Poverty : New Realities and Issues*(ঢাকা : জার্নাল অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, খ. ৫, নং ১, ২০০৩), পৃ. ১; ক্ষুদ্র বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন ২০০২ এ প্রদত্ত সংজ্ঞা হল, Micro Credit defined as a progrom that provides credit for self-employment and other financial services and business services including savings and technical assistance to the foor people. অর্থাৎ ক্ষুদ্রঋণকে এরূপ একটি কর্মসূচি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা স্ব-কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সেবা এবং ব্যবসায়িক সেবা যার মধ্যে আমানত গ্রহণ এবং প্রযুক্তিগত/কারিগরি সহায়তা অন্তর্ভুক্ত; গরিব জনগণকে সম্প্রসারিত করে। উদ্ধৃত, ড. সালেহ উদ্দিন আহমদ, *Micro Credit and Poverty : New Realities and Issues*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়া উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে সমাজের নিম্নবিত্ত ও সহায়-সম্বলহীন মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এখন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মূলত পল্লী উন্নয়নের জন্যই মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচির উদ্ভব হয়েছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষদ্র ঋণ কনসেপ্টটি উদ্ভাবন করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে প্রদত্ত এ ঋণকেই ক্ষুদ্র ঋণ বা Micro Credit বলে। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*(ঢাকা : নাফিজা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১২), পৃ. ৬; ক্ষুদ্রপুঁজি আসলে গরিব মানুষের জন্য একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করে। একে কেন্দ্র করে মানুষ নিজের দিকে তাকাবার সুযোগ পায়। দ্র. ড. মুহাম্মদ ইউনুস, *গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন*(ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), ভূমিকা পাতা, পৃ. ৩-৫; ক্ষুদ্র ঋণ সাধারণত একটা দল বা গ্রুপের দেয়া হয়। গ্রুপের কোন সদস্য খেলাপি হলে তার জন্য গ্রুপের অন্য সদস্যরা দায়বদ্ধ থাকে। সাধারণত সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ঋণের টাকা আদায় করা হয়। ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ ঋণগ্রহীতাদের সক্রিয় মনিটরিং করেন। বাংলাদেশে ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, মাইডাস, গ্রামীণ ব্যাংক, টি.এম.এস.আর.ডি. আর.এস এবং আরো বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*(ঢাকা : ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স, ২০১২), পৃ. ৭

১১ জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণকে দারিদ্র্য দূরীকরণের একটা উপাদান বলে মনে করেন। তার মতে, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প মানব পুঁজির ক্ষেত্রে একটা ভাল বিনিয়োগ। ক্ষুদ্র ঋণের গুরুত্ব অনুধাবন করে পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, 'দারিদ্র্য বা গরিবি থেকে অসন্তোষ এবং অসন্তোষ থেকে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এই সংঘাত ও বিপ্লব প্রতিরোধের একটি পরীক্ষিত সফল উপায় হলো ক্ষুদ্র ঋণ। মার্কিন

Dhaka University Institutional Repository

বিমোচনে এটিকে ব্যাপকভাবে সফল একটি প্রক্রিয়া হিসেবে মনে করা হয়। গোটা বিশ্বে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করছে। মূলত দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য জামানত বিহীন বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে এক আর্শীবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

দারিদ্র্য মানব সভ্যতার প্রাচীনতম ইতিহাস।[১২] ইসলাম একদিকে যেমন দারিদ্র্যের বিরোধী, অপর দিকে তেমনি সমাজের অর্থ সম্পদ সীমিত লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকারও বিপক্ষে। সম্পদকে সমাজের সর্বস্তরে সুষমভাবে বিন্যাসের লক্ষ্যে ইসলামের চিরন্তন কল্যাণময় বিতরণ কর্মসূচি রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং মুসলিম সমাজের অর্থনীতির প্রাণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মুসলিম সমাজের আর্থ সামাজিক উন্নয়নই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এর কার্যক্রমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা চালু করেছে। সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীই এ কার্যক্রমের মৌলিক ক্ষেত্র। খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং এর অবদান ব্যাপক। বিশেষত এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে। এ বিনিয়োগ কার্যক্রম জেলাটির আর্থ সামাজিক উন্নয়নে রাখছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব(Rationality and Importance of the Research)

আর্থ-সামাজিক অবস্থাই একটি জনগোষ্ঠীর প্রকৃত অবস্থান ও পরিচয় সুস্পষ্ট করে। যে জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা যতটা উন্নত, সে জনগোষ্ঠীর সার্বিক ভাবমূর্তি ততটা ভালো। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন সকলের কাম্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যত দ্রুত অর্জন করা সম্ভব হবে, সামাজিক উন্নয়ন ততটাই ত্বরান্বিত হবে। খুলনা জেলা বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা। সমুদ্র, নদী ও অরণ্যের অনন্য রূপসুধায় রূপসী খুলনা।[১৩] এ জেলার ইতিহাস দেশের চিরায়ত নদী বিধৌত জীবন যাত্রার ঘাত-

---

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার 'ক্ষুদ্র ঋণের' কার্যকারিতায় মুগ্ধ হয়ে বলেন, দরিদ্রের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকরি পদ্ধতির নাম মাইক্রো ক্রেডিট। দ্র. উদ্ধৃত, রাশীদুল বারী, *মুহাম্মদ ইউনুস আমাদের বিশ্বমুখ*(ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৭), পৃ. ৮৩; মাইক্রো ক্রেডিট এর মাধ্যমে একজন বিত্তহীন ভূমিহীন ব্যক্তির সর্বপ্রথম সম্পদের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ঘটে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেদ করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হলো ক্ষুদ্র ঋণ। অর্থাৎ দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত চমক সৃষ্টি করেছে, দারিদ্র্যকে জয় করে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। দারিদ্র্য নির্মূলে আজ ক্ষুদ্র ঋণের সাফল্য প্রভাকরের আলোর মত সত্যে পরিণত হয়েছে। এটি আজ সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা নিয়ে দরিদ্ররা আয় বাড়াতে পারে। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১২ 'Poor and poverty is the ancient history of human civilization'. cf. Abul Basher Bhaiyan & others. *Islamic Micro Credit is the way of Alternative Approach for Eradicating Poverty in Bangladesh: A Review of Islamic Bank Microcredit Scheme*(Australia : Australian Journal of Basic and Applied Science). 5(5): 221-230, ISSN 1991-8178

১৩ সমুদ্র, নদী আর অরণ্যের অনন্য রূপসুধায় রূপসী খুলনা। দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরে আর তার কোল ঘেষে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন খুলনাকে দিয়েছে এক অনন্যমাত্রা। ভৈরব-রূপসা-শিবসা-অভ্রা-পশুরসহ আরো অনেক ছোট-বড় নদী ঘিরে আছে এই জেলাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত ফসলের ক্ষেত, জালের মত ছড়িয়ে থাকা নদ-নদী, খাল-বিল, নিবিড় অরণ্য, দৃশ্যমান নীল আকাশে আর দূষণহীন মুক্ত বাতাস খুলনাকে করে তুলেছে একধারে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যের আধার, অন্যদিকে বসবাস এবং পর্যটনের এক অনন্য জেলায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিঘাতের ইতিহাসে পরিপুর্ণ। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিকভাবে এ জেলার গুরুত্ব অপরিসীম। অধুনা সভ্যতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য বিষয়। খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও এটির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করছে। এদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প। ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখছে, এ বিষয়ে জানামতে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা করা হয়নি। তাই এ বিষয়ে গবেষণা এখন সময়ের দাবি। এ গবেষণা খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগকে তরান্বিত করবে। এ গবেষণার মাধ্যমে খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের স্বরূপ, সফলতা, ব্যর্থতা, গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রতিবন্ধকতা এবং এটা হতে উত্তোরণের উপায় বা সুপারিশ সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব। এর মাধ্যমে এ জেলাকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য(Purpose of the Research)

বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ জনগণের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ব্যাপক ও সুবিস্তৃত ভূমিকা অনস্বীকার্য। এজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণ ও জ্ঞানী সমাজ জানতে দারুনভাবে আগ্রহী। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত, বিশেষ করে 'ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প'[১৪] সংক্রান্ত গবেষণামূলক বই পত্রের সংখ্যা খুবই

পরিণত হয়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি হিসেবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বনভূমি সুন্দরবন অববাহিকার সমুদ্রমুখী সীমানা এই বনভূমি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত। ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে। সুন্দরবন ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সুন্দরবনকে জালের মত জড়িয়ে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, কাদা চর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবনাক্ততাসহ ছোট ছোট দ্বীপ। সুন্দরবনের মোট বনভূমির ৩১.১ শতাংশ, অর্থাৎ ১,৮৭৪ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নদী-নালা, খাল-বিল মিলিয়ে জলের এলাকা। বনভূমিটি, স্বনামে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টায়গার ছাড়াও নানান ধরনের পাখি, চিত্রা হরিণ, কুমির ও সাপসহ অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। জরিপ মোতাবেক ৫০০ বাঘ ও ৩০,০০০ চিত্রা হরিন রয়েছে এখন সুন্দরবন এলাকায়। ১৯৯২ সালে সুন্দরবন রামসার স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। cf. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on 22 December 2011

১৪ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগর সংজ্ঞা দিতে দিয়ে লিখেছেন, Islamic Microfinance is a tool of satisfying the financial needs of poor following Shariah principles which forbids of riba or the payment and receipt of interest in financial transaction. দ্র. মোঃ আবদুল মান্নান, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ইকোনমিক ফোরাম ফাউন্ডেশন(ডব্লিউআইইএফ) এবং সাউথ-ইস্ট এশিয়া কোঅপারেশন (সিএকো) আয়োজিত ঢাকার রেডিসন হোটেলে অনুষ্ঠিত *ইসলামিক মাইক্রো ফাইন্যান্স : দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশল* শীর্ষক সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা, পৃ. ৫; ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বলতে বুঝায় ঐ ঋণ বা আর্থিক সেবা যা দরিদ্রকে বিশেষ শর্তাধীনে সহায়ক জামানত ছাড়াই ইসলামী পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়। কেননা এসব দরিদ্র মানুষ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত নয়। ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ক্ষুদ্র বিমা, ক্ষুদ্র ঋণের আর্থিক সেবার আওতায় পড়ে। এ সকল সেবা তারাই পেতে পারেন যাদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করার মতো আর্থিক সামর্থ নেই। ড. মাহমুদ আহমদ, *ইসলামী ক্ষুদ্র ঋণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ডিসেম্বর ২০১০), পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

কম। এ সমস্ত সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করেই এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. গবেষণার প্রকৃত যৌক্তিকতা বা প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করা। যাতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, অভিসন্দর্ভটি সামাজিক গবেষণা হিসেবে অতীব গুরুত্বপুর্ণ ও সময়োপযোগী।

২. খুলনা জেলার ভৌগোলিক অবস্থা, জনসংখ্যা, শিক্ষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তুলে ধরা। জেলার প্রকৃত ইতিহাস সাবলীলভাবে প্রকাশ করা। এ জেলার মানুষের জীবন ধারার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ উপস্থাপন করা। জেলার জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন করা।

৩. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য ও এ থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা। ইসলামী প্রেক্ষিতে কিভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব তা বিশ্লেষণ করা।

৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা। ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্ভবের ইতিহাস তুলে ধরা। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ[১৫] বর্ণনা করা। ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও বিধানাবলি আলোকপাত করা।

৫. ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ধারণাপত্র পেশ করা, সারাবিশ্বে এর অবস্থান বিন্যাস ও বাংলাদেশে এর পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো পর্যালোচনা ও এর ধারা বিশ্লেষণ করা ।

৬. খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করা। এ সম্পর্কিত সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও তা উপস্থাপন করা। অত্র জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং এর গতিধারা বিশ্লেষণ করা।

৭. সরেজমিন জরিপের মাধ্যমে খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রকৃত চাহিদা তুলে ধরা। খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ সকল ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রকৃত প্রভাব বিশ্লেষণ করা ও যথার্থতা মূল্যায়ন করা। ইসলামী

---

[১৫] বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টায় ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ১৯৭৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের (১৯১৮-১৯৮৭) নেতৃত্বে ও প্রেরণায় ও প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৯ সালের ৩-৫ জুলাই এই সংস্থার উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (TSC) তে এবং বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি সেন্টার অডিটরিয়ামে ইসলামী অর্থনীতির উপরে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালের ১৫ ও ১৭ ডিসেম্বর ব্যুরোর উদ্যোগে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অডিটরিয়মে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারগণ অংশ নেন। এ ছাড়া ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, সৌদি এ্যারাবিয়ান মনিটরি এজেন্সির প্রতিনিধিসহ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশি গবেষক অধ্যাপক ও চিন্তাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এ সেমিনারে তাঁর ভাষণে শিগগিরই দেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সকল আন্দোলনের ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদ মুক্ত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ নিবন্ধিত হয়; ২৮ মার্চ ব্যাংকিং লাইসেন্স লাভ করে এবং ৩০ মার্চ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সফলতা নিরূপন, গ্রাহকগণের জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক তুলে আনা। ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রকৃত ফলাফল চিত্রায়ন করা।

৮. খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সম্পর্কিত গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত সমস্যাবলি সবিস্তারে তুলে ধরা ও এগুলোর সম্ভাব্য সমাধান নির্দেশ করা।

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি(Methodology of the Research)

গবেষণা পদ্ধতিই মূলত প্রবন্ধের প্রাণ, তাই গবেষণা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ ব্যতিত কোন ক্ষেত্রেই গবেষণা শিরোনামের রূপরেখা বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। এ পদ্ধতি নির্ভর করে গবেষণার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর উপর। আর এ পদ্ধতি হচ্ছে, কোন বিষয়ের তত্ত্বীয় কাঠামোর উপর ভিত্তি করে আনুসঙ্গিক প্রশ্নাবলি ও সম্ভাব্য বিষয়ের আলোকে কোন সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের কার্যকর প্রক্রিয়া নির্ধারণ। প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়টি যেহেতু কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত, তাই এতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচ্য 'খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা' গবেষণাকর্মটি একটি সামাজিক গবেষণাকর্ম[১৬]। এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা, তবে গবেষণার প্রয়োজনে ইংরেজি, আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলির সহায়তা নেয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আর্টিকেলসমূহ, দেশি বিদেশি পত্র পত্রিকা, সরকারি বেসরকারি প্রতিবেদন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

এ গবেষণায় খুলনা জেলার ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। খুলনার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহক ও বিনিয়োগকৃত বিষয়াবলি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রকৃত উপকার ভোগীদের নিকট থেকে এ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সঠিক ফলাফল সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক

---

১৬ ড. শাহজাহান তপন, *থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল*(ঢাকা : প্রতিভা, ১৯৯৩), পৃ. ৪১-৪২; সামাজিক গবেষণা সম্পর্কে তিনি আরো বলেন-সামাজিক গবেষণা হল সমাজে মানুষের আচরণ, তার সামাজিক জীবন, সামাজিক জীবনে তার বিভিন্ন সমস্যা ও এর সমাধান ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া, পদ্ধতিগতভাবে তথ্যানুসন্ধান এবং এ সব বিষয়ের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ লাভ। অন্য কথায় সামাজিক গবেষণা হল পদ্ধতিগত উপায়ে সামাজিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা, অনুসন্ধান, সন্দেহজনক বা দ্বিধাগ্রস্ত ঘটনাসমূহের সুস্পষ্টকরণ এবং সমাজ জীবন সম্পর্কিত ভুল ধারণার পরিবর্তন ও সংশোধন। কোন তত্ত্ব বিকাশে বা কোন শিল্পকলা অনুশীলনে জ্ঞানের বিস্তৃতি, সংশোধন ও যাচাইয়ের লক্ষ্যে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলি অনুসন্ধান বিশ্লেষণ ও ধ্যান ধারণা মূর্তকরণের সুসংবদ্ধ পদ্ধতিকে সামাজিক গবেষণা বলা যেতে পারে। Pauline V. Young এর মতে সামাজিক গবেষণা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হলো যুক্তিযুক্ত ও সুসংবদ্ধ কৌশলের মাধ্যমে-

(ক) নতুন সত্য বা ঘটনার আবিস্কার এবং পুরনো সত্য বা ঘটনা যাচাই।

(খ) এসব ঘটনার ধারাবাহিকতা ও পারস্পারিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং যথোপযুক্ত তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে উদ্ভূত (Derived) কার্যকরণ ব্যাখ্যা।

(গ) নতুন উপকরণ, ধারণা ও তত্ত্বের বিকাশ সাধন, যা মানব আচরণের নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ পর্যালোচনাকে সহজ করবে। দ্র. ড. শাহজাহান তপন, *থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল*(ঢাকা : প্রতিভা, ১৯৯৩), পৃ. ৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকর্ম হিসেবে সম্পাদন করা হয়েছে। সামাজিক গবেষণার মৌলিক পদ্ধতিসমূহ এতে অনুসরণ করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার পরিধি(Scope of the Research)

'খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা' শিরোনামে গবেষণার জন্য এ অভিসন্দর্ভে শুধু খুলনা জেলার পরিচিতি, ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো এটির অন্তর্ভূক্ত। ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় বিনিয়োগকৃত ক্ষুদ্র বিনিয়োগগুলো আলোচনা, উল্লিখিত এলাকায় ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সাথে এটা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমস্যা সমাধানে এর কতটা কার্যকর ভূমিকা রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা এর অন্তর্ভূক্ত। খুলনা জেলার ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের সাথে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পদ্ধতির আলোচনা করা এ গবেষণার আওতাভূক্ত। খুলনা জেলায় আলোচিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের যথার্থ প্রয়োগ ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এটির ফলাফল নির্ণয় করাও এ গবেষণার পরিধিভূক্ত।

১.৬ গবেষণার তথ্যের উৎসসমূহ(Sources of Data)

গবেষণাকর্মটি প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎসের ভিত্তিতে রচিত। এ দুটির সংমিশ্রনে গবেষণাকর্মটিকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়া হয়েছে।

ক. গবেষণার প্রাথমিক উৎসসমূহ(Primary Sources of Data)

গবেষণাকর্মটির প্রাথমিক উৎস হিসেবে সরেজমিন খুলনা জেলায় জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল শাখা হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়েছে। জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সকল পরিসংখ্যান সরেজমিন সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মধ্যে হতে ৮৮টি গ্রাম[১৭] হতে অবাছাইকৃত ভাবে ২০০ জন গ্রাহকের মৌলিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামে বাণিজ্যনীতি ও খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত দেশিয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত তথ্যাবলির সহয়োগিতা নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত তথ্য, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটে প্রচারিত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। সে সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের ও লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোর্ট সংগ্রহ করে অভিসন্দর্ভে সংযোজন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল প্রাথমিক উৎসকে তথ্য সংগ্রহের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. গবেষণার দ্বৈতীয়িক উৎসসমূহ(Secondary Sources of Data)

অত্র গবেষণায় দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে আল কুরআন, আল হাদীস, ইসলামী গ্রন্থাবলি, খুলনা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিষয়ক

---

[১৭] খুলনা জেলায় গ্রামের সংখ্যা ১১২২টি তন্মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের আওতাধীন গ্রাম সংখ্যা ২৬১টি। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রামসমূহের মধ্যে হতে মাঠ জরিপ ২০১২ এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে ৮৮টি গ্রাম। cf. *Community Report, Khulna Zila, June 2012, Population and Housing Census 2011*(Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning), p. 10

বইপত্র ছাড়াও ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে। এ সব বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনাকে ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রকাশনাসমূহের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

১.৭ গবেষণার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ(Data Analysis of the Research)

গবেষণার শিরোনামের সাথে সংগতি রেখে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের থেকে মাঠপর্যায়ে সরাসরি প্রাথমিক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার সংশ্লিষ্ট সকল দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল প্রাপ্ত তথ্যাবলি পরিসংখ্যান বিধি অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়েছে। পরিসংখ্যান পদ্ধতি অনুযায়ী এ সকল উপাদেয় থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে মৌলিক ফলাফল তৈরি করা হয়েছে। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ আধুনিক স্বীকৃত নিয়ম নীতি[১৮] মেনে চলা হয়েছে। প্রাথমিক/দ্বৈতীয়িক ডাটা সমূহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৮ গবেষণার সময় কাল(Time Frame of the Research)

গবেষণাকর্মটির প্রস্তাবিত সময় ২ বছর ৬ মাস। এ সময়কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করে গবেষণাকর্মটি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ : প্রথম পর্যায়ে গবেষণার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খুলনা জেলার ভৌগোলিক অবস্থা, এ জেলার অভ্যুদয় ও কালক্রমে এ জেলার জীবন পরিক্রমা বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পীর খান জাহান আলীর এ অঞ্চলে আগমন ও খলিফাবাদ[১৯] পরগণা সৃষ্টি, ঐতিহাসিক রোয়েদাদ ম্যাপ-৪৭[২০] এবং মুক্তিযুদ্ধ

---

১৮ মাঠ জরিপ হল সে ধরনের গবেষণা, গবেষক যেখানে বাস্তব পরিস্থিতিতে সতর্কতার সাথে কাজ করতে পারেন। এ ধরণের বিষয় অধিকতর জোরালো ও কার্যকরি ভাবে কাজ করে। এতে ফলোপ্রসুভাবে অনুসন্ধানের সুবিধা পাওয়া যায়। এ ধরণের গবেষণায় তত্ত্ব যাচাইয়ের যেমন সুবিধা থাকে, তেমনি বাস্তব সমস্যা সমাধাণেরও সুযোগ থাকে। দ্র. ড. শাহজাহান তপন, *থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

১৯ খানজাহান আলী(র.) গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে এ অঞ্চল শাসন করতেন বলে জানা যায়। এ কারণেই এ স্থানের নামকরণ করা হয় খলিফাতাবাদ বা প্রতিনিধির শহর। খলিফাতাবাদ ছিল বহু বিস্তৃত পরগণা। ১৫৮২ সালে সম্রাট আকবরের সময় রাজা টোডরমল বঙ্গদেশ জরিপ করে যে বিজয় তালিকা প্রস্তুত করেন, তাতেও খলিফাতাবাদ পরগণা নামে একটি বিভাগের উল্লেখ ছিল বলে জানা যায়। দ্র. ড. শেখ গাউস মিয়া, *বাগেরহাটের ইতিহাস*(বাগেরহাট : বেলায়েত হোসেন ফাউন্ডেশন, ২০০১), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭; খলিফাতাবাদ এর অবস্থান সম্পর্কে বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- দক্ষিণ যশোর ও পশ্চিম বাকেরগঞ্জ নিয়ে এটি গঠিত। বাগেরহাট এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্র. আকবরউদ্দীন অনূদিত, *বাংলার ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), পৃ. ৩৫৬; সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, *খানে আজম হযরত খানজাহান আলী*(বাগেরহাট : মোরশেদ পাবলিকেশন, ১৯৮২), পৃ. ১৫৩

২০ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ম্যাপ এর একটি পটভূমি রয়েছে। তা হল, ১৯৪৭ এর আগে বাংলা ও পাঞ্জাব ছিল একটা অখণ্ড প্রদেশ। তাদের পাকিস্তানে বা ভারতে যোগদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পূর্ব বাংলা ও পাঞ্জাব পরিষদের এক অধিবেশন আহবান করা হয়। উভয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণ পাকিস্তানে এবং সংখ্যালঘু অমুসলমান সদস্যরা ভারতে যোগদানের পক্ষে ভোট প্রদান করে। ভোটের ফলাফলের নিয়ম অনুযায়ী উভয় প্রদেশ অখণ্ডিত আকারে পাকিস্তানে যোগ দেবার কথা। কিন্তু বৃটিশ সরকার এ ক্ষেত্রে মেজরিটি ও মাইনরিটি ভোটকে সমান মর্যাদা দেয়। ফলে এ দুটো প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত কন্সার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তখন খণ্ডিত বাংলা, খণ্ডিত পাঞ্জাব এবং সিলেট জেলার ভারতীয় ও পাকিস্তানি অংশ চিহ্নিত করে দেয়ার জন্য ইংল্যান্ডের বিখ্যাত আইনজীবি স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ এর নেতৃত্বে দুটো কমিশন গঠিত হয়। উভয় পক্ষের দাবি শ্রবণ করে রোয়েদাদ প্রদান করার জন্য এ দুই কমিশনে বেশ কয়েকজন বিচারকও নিযুক্ত হন। এ ঘোষণার পরেই খুলনাকে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালসহ সকল ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/ঋণ/অর্থায়ন বিষয়ে সকল উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতিনিয়ত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে সাফল্যের সাক্ষর রেখে যাচ্ছে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বই, প্রকাশনা, জার্নাল, প্রবন্ধ, সাময়িকী ও বার্ষিকী থেকে তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ : দ্বিতীয় পর্যায়ে খুলনা জেলায় কর্মরত সকল ইসলামী ব্যাংকের তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্পর্কিত মাঠজরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। গ্রাহকগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক চিত্র তুলে আনা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ : গবেষণাকর্মটির তৃতীয় পর্যায়ে সংগৃহীত প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক তথ্যাবলি এবং সাক্ষাৎকারের আলোকে প্রাপ্ত ফলাফলের সমন্বয় সাধন, তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পাদনা করে চূড়ান্তভাবে থিসিসটি উপস্থাপনা করা হয়েছে।

১.৯ গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা(Limitation of the Research)

অভিসন্দর্ভটি গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও গবেষণাটিতে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে অনেক গ্রাহক খোলামেলা উত্তরদানে ইতস্ততা বোধ করেছেন, যার ফলে এ কর্ম সম্পাদনে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ থেকে ডাটা সংগ্রহে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ থেকে পর্যাপ্ত সাড়া পাওয়া যায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা কাঙ্ক্ষিত মানের ছিলনা। এতে গবেষণার পূর্ণতা পেতে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত প্রকাশনা বাজারে না থাকায় গবেষণাকর্মটি আরো বেশি তথ্য সমৃদ্ধ করা যায়নি। সামগ্রীক অর্থে গবেষণাকর্মটি সফল হলেও এর বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা এটিকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করেছে।

১.১০ গবেষণার তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা(Literature Review of the Research)

অত্র গবেষণায় নিম্নোক্ত গ্রন্থসহ বিষয় সংশিষ্ট অন্যান্য গ্রন্থাবলির সহায়তা নেয়া হয়েছে ও এগুলো থেকে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রন্থাবলি থেকে অভিসন্দর্ভের সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি সংগৃহীত হয়েছে ও এগুলো ব্যবহার করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য সহায়ক গ্রন্থসমূহ থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল:

মীর আমির আলী তার *'খুলনা শহরের ইতিকথা(১৯৮০)'* গ্রন্থে খুলনার ভৌগোলিক অবস্থা, এ জেলার সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠা, সামাজিক লেনদেন, রাজনৈতিক ইতিহাস,

---

পাকিস্তানভূক্ত করার জন্য গঠন করা হয় বাউন্ডারি কমিটি। মূলত ইতিহাসে এটিই র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ। ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হলে মুসলিম প্রধান এলাকা নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু খুলনা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয় ঐ বছরের ১৭ আগস্ট সন্ধ্যার পর র‍্যাডক্লিফ মিশনের রোয়েদাদ অনুযায়ী। দ্র. ড. শেখ গাউস মিয়া, *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*(খুলনা: এ এইচ এম আলী হাফেজ ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০০২), পৃ. ২৪৩; অজিত কুমার নাগ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা*(কলিকাতা : সেলস্ এলায়েন্স, ১৯৮৪), পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক জীবনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ জেলার পরিবর্তনসমূহ সুনিপুনভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত খুলনার বিবর্তনময় জীবন ধারা বর্ণনার এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

আবুল কালাম সামসুদ্দিন তার *'শহর খুলনার আদিপর্ব(১৯৮৬)'* গ্রন্থে ভাটি বাংলার কপোতাক্ষ তীরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেভাবে খুলনার ইতিহাস রচিত হয়েছে, তা বর্ণনা করেছেন। খুলনা জেলার নদীনালা সৃষ্টি, পরিবর্তন ও এর সাথে সাথে কিভাবে সভ্যতার বিবর্তন হয়েছে গ্রন্থটিতে তা তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি মূলত গ্রাম, জমি, ফসল, সভ্যতা, সমাজ, সব মিলিয়ে খুলনার সুনিবিড় বর্ণনা সম্বলিত একটি মৌলিক ইতিহাস।

মোঃ নুরুল ইসলাম তার *'খুলনা জেলা(১৯৮২)'* গ্রন্থে এ জেলার প্রকৃতি, ইতিহাস, লোকাচার, প্রসিদ্ধ স্থান, শাসন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি গভীর পান্ডিত্যপূর্ণ, তথ্য বহুল এবং সুললিত। লেখক পাঠকগণকে খুলনার ইতিহাসের পাশাপাশি বাংলার ইতিহাস ও উপমহাদেশের ইতিহাসের বর্ণনা দান করেছেন। মূলত গ্রন্থটিতে তিনি পুরো আংগিকে খুলনার ইতিহাস উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন।

সতীশ চন্দ্র মিত্র তার *'যশোহর খুলনার ইতিহাস(১৯১৪)'* গ্রন্থে নিপুন হাতে মেঘনা ভাগীরথীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ন ভূখণ্ডের বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি অত্র এলাকার অতীতকালের ভূতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিকসহ সকল বিষয় তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের পরিধি সমতট ও তদসন্নিহিত অঞ্চল বলে উল্লিখিত হলেও এর বিষয়বস্ত মূলত বঙ্গীয় ইতিহাসের সাথে প্রবলভাবে সম্মন্ধযুক্ত। গ্রন্থে গ্রামীণ সমাজের উচ্চবিত্তদের পাশাপাশি চাষি, মজুর, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, পঞ্চায়েত, চৌকিদার, দফাদারদের জীবনযাত্রা নিপুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ড. শেখ গাউস মিয়া তার *'মহানগরী খুলনা ইতিহাসের আলোকে(২০০৪)'* গ্রন্থে খুলনার শহর বন্দরের শেকড় সন্ধানের প্রয়াস নিয়েছেন। খুলনার সূচনা ও এর ক্রমবিকাশ এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। গ্রন্থটিতে অধিকাংশ তথ্যই, ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভিত্তিতে, সাক্ষ্য প্রদানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তবেই খুলনার ইতিহাসে অন্তর্ভূক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিত্ব হিসেবে লেখক খুলনার সুনিপুণ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

মোঃ ইউনুসুর রহমান ও এস এম রইজ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত *'খুলনা বিভাগের ইতিহাস(২০১০)'* গ্রন্থে খুলনা বিভাগ সৃষ্টির ইতিহাস, বিচার ব্যবস্থা, বনজ সম্পদ, স্থানীয় সরকার বিষয়ের উপর তথ্যভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশ করেছেন। গ্রন্থটি মূলত ব্যাপক তথ্য সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, কলেজ শিক্ষক ইতিহাস সমিতি, খুলনা কর্তৃক *'আঞ্চলিক ইতিহাস সিরিজ খুলনা(২০০৮)'* গ্রন্থে খুলনার ইতিহাস সম্বলিত ১৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলিতে খুলনার পরিচিতি, প্রত্নতত্ত্ব, শিক্ষা ব্যবস্থা, পর্যটন ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। মূলত এটি খুলনার একটি সফল ইতিহাস পরিক্রমা।

ড. মোঃ নুরুল ইসলাম তার *'সামাজিক উন্নয়নঃ নীতি ও পরিকল্পনা(২০১১)'* গ্রন্থে উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কৌশল বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি মূলত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিন্তাধারার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। আধুনিক প্রেক্ষিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ-পরিক্রমা গ্রন্থটিতে বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে।

ড. আকবর আলী খান তার *'পরার্থপরতার অর্থনীতি(২০১২)'* গ্রন্থে অর্থনীতির কল্যাণ, অকল্যাণ, রাজনৈতিক অর্থনীতি, বাঁচা মরার অর্থনীতি, ভবিষ্যতের অর্থনীতি, শোষণ, লিঙ্গ বৈষম্য, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে অর্থনীতি ও উন্নয়নের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। এটি মূলত আমাদের দেশের সামগ্রীক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক মুক্তির দিক নির্দেশনামূলক গ্রন্থ।

ড. মোহাম্মদ তারেক ও নাসির উদ্দিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত *'উন্নয়ন অর্থনীতি : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত(১৯৯৩)'* গ্রন্থটি মূলত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ২৬টি প্রবন্ধের সংকলন। সংকলনটিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি, কৌশল, উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়েছে।

অমর্ত্য সেন তার *'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি(২০০৮)'* গ্রন্থে গরিব দেশের গরিব মানুষের ভালো থাকা মন্দ থাকার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি ও লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতের মতো অতি বাস্তব ও জীবন্ত সমস্যা, মানুষের ভালো থাকার নানা অর্থের মধ্যে চুলচেরা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন।

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান তার *'ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ(২০০৫)'* গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক ১৯টি প্রবন্ধের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এতে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা, মূলনীতি, রূপরেখা, ভোক্তা, আয় ও সম্পদ বন্টন, যাকাত, সুদ, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী বিমা, ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে। এটি ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে লেখকের ব্যাপক জ্ঞানগর্ভ লেখনি সমৃদ্ধ।

ড. এম. এ. হামিদ তার *'ইসলামী অর্থনীতি(২০০২)'* গ্রন্থে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এতে লেখক ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, ইসলামী ব্যষ্টিক অর্থনীতি, ইসলামী সামষ্টিক অর্থনীতি, ইসলামী মুদ্রানীতি ও ব্যাংকিং, ইসলামের সরকারি অর্থ ব্যবস্থা, ইসলামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি মূলত ইসলামী অর্থনীতির অত্যাধুনিক বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ।

ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম তার *'ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং (২০০৯)'* গ্রন্থে ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিবৃত্ত ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। তার আলোচ্য সূচির মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, মহানবী(স.) এর অর্থ প্রশাসন, ইসলামের সম্পদ আয় ব্যয় ও বন্টন, ইসলামের রাজস্ব, যাকাত, খারাজ, উশর, গানীমাহ,

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ভূমিনীতি, বায়তুলমাল, ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রানীতি, সুদ, ইসলামী ব্যাংক-বিমা ইত্যাদি। গ্রন্থটি ইসলামী অর্থব্যবস্থার সামগ্রীক বিষয়াবলি সমৃদ্ধ।

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান তার *'ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা(২০০৮)'* গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংকিং এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মনীতি গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণমুখি লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংকিং এর ভূমিকা, সম্পদ সৃষ্টি ও বন্টনে সুদি ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংক এর পার্থক্য, প্রভৃতি বিষয় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

ইকবাল কবীর মোহন তার *'ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং(২০১১)'* গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে ২৪টি অধ্যায়ের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এতে ইসলামের অর্থনীতি, উৎপাদন, রিবা, আমানত, বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, ইসলামী বিমাসহ বিবিধ বিষয় স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি মূলত ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি তথ্যবহুল রচনা।

ড. মুহাম্মদ ইউনুস তার *'গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন(২০০৬)'* গ্রন্থে গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম ও পরিচালনা ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটিতে ক্ষুদ্র ঋণের এই জনক মূলত তার অনুভূতি, সহমর্মিতা ও অভিজ্ঞতা থেকে কিভাবে সারাবিশ্বে তার সৃষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্য বিমোচনের স্বীকৃত মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা *'বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত(২০১২)'* গ্রন্থে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এতে ক্ষুদ্র অর্থায়নের অতীত ইতিহাস, বর্তমান সাফল্যময় অবস্থানের ব্যাপক ও তথ্যভিত্তিক বর্ণনা করা হয়েছে। বইটি মূলত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নের তথ্যে সমৃদ্ধ একটি দর্পন।

প্রণব চক্রবর্তী তার *'এনজিও ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রঋণ(২০১২)'* গ্রন্থে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কিত প্রচলিত আইন ও কাঠামো সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এতে ক্ষুদ্র ঋণ আইনসহ সমাজসেবামূলক সকল কার্যক্রমের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। এটি ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনাকারীদের জন্য একটি পথ নির্দেশিকা।

এস.আর. ওসমানী ও এম.এ. বাকী খলীলী তাদের সম্পাদিত সংকলন *'Reading in Microfinance, Reach and Impact(২০১১)'* তে মোট ৩১টি প্রবন্ধকে স্থান দিয়েছেন। ক্ষুদ্র অর্থায়নের গবেষণা প্রবন্ধমালা সম্বলিত এ সংকলনটি মূলত একটি তথ্য ভান্ডার। এ সংকলনটি ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ে ব্যাপক ও আধুনিক তথ্যসমৃদ্ধ।

ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ ও এম.এ.হাকিম এর *'Attacking Poverty with Microcredit(২০০৪)'* গ্রন্থটি ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক ১৬টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধসমূহে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ে এতে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ড. ইউসুফ আল কারযাভী তার *'ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন(২০০৮)'* গ্রন্থে ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্য বর্ণনা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মানুষ যেখানে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যর্থ, সেখানে ইসলামের সুচনালগ্নে মানুষ কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে সফল হয়েছিল, গ্রন্থটিতে যে বিষয়ে চমৎকার ও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত ইসলামে দারিদ্র্য পরিত্যাজ্য, এ বিষয়টিই গ্রন্থটিতে সুনিপুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এএফএম আব্দুল জলীল তার *'সুন্দরবনের ইতিহাস(২০০৮)'* গ্রন্থে সুন্দরবনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে যেয়ে নদী কেন্দ্রিক জীবনযাত্রা ভিত্তিক খুলনা জেলার মানুষের জীবন চিত্র অংকন করেছেন। তিনি এ ভূখণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস ও আলেখ্য সমৃদ্ধ বিশ্লেষণসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

অমর্ত্য সেন তার 'উন্নয়ন ও সক্ষমতা (২০০২)' গ্রন্থে উন্নয়নের লক্ষ্য ও পন্থা বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া স্বাধীনতা ও ন্যায়ের ভিত্তি, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কারণ ও এ থেকে প্রতিকারের উপায় বিশ্লেষণ করেছেন।

অমর্ত্য সেন তার *'দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ(২০১১)'* গ্রন্থে দারিদ্র্যের বিবিধ ধারণা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া দারিদ্র্য চিহ্নিত ও সমষ্টিকরণ, অনাহার আর দুর্ভিক্ষ, স্বত্বাধিকার পন্থা, বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ ও বঞ্চনার বিশ্লেষণ করেছেন।

রিজওয়ানুল ইসলাম তার *'উন্নয়নের অর্থনীতি(২০১০)'* গ্রন্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরিমাপ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া উন্নয়নের শ্রেণীবিন্যাস, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নয়নের বহুমাত্রিক ধারণা বর্ণনা করেছেন।

বিচারপতি আল্লামা তাকী ওসমানী তার *'ইসলাম ও আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা(২০০৩)'* গ্রন্থে প্রচলিত অর্থনীতির সাথে ইসলামী অর্থনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। এতে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলোর বিপরীত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সবল দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

ড. এম. উমর চাপরা তার *'ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ(২০০০)'* গ্রন্থে প্রচলিত ও অতীতে অনুসৃত বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী অর্থনীতিতে কল্যাণকর বিষয়াবলি অন্তর্ভূক্ত করণের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

শাহ আবদুল হান্নান তার *'ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল(২০০২)'* গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দর্শন, কর্মকৌশল, প্রয়োগ, বাস্তবতা ও বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতির ঐতিহাসিক ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণকর বিষয়াবলির ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি আল্লামা তাকী ওসমানী তার *'ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান(২০০৫)'* গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন। এ সকল পদ্ধতি বাস্তবায়নে সৃষ্ট সমস্যাবলি ও এর পথ নির্দেশনা এতে দেয়া হয়েছে।

আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ তাদের *'ইসলামী ব্যাংকিং♦তত্ত্ব♦প্রয়োগ♦পদ্ধতি(২০০৪)'* গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতির আলোকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ করেছেন। এতে সুদ, ইসলামী ব্যাংকিং এর উৎপত্তি ও ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে সবিস্তারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.১১ গবেষণার অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা(Structure of the Research)

অত্র গবেষণাকর্মটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো নিম্নরূপ:

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বাস্তবতা/যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে গবেষণাকর্মের ভূমিকাসহ, উদ্দেশ্যাবলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটির আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে কোন কোন মৌলিক বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে তা উপস্থান করা হয়েছে। গবেষণার সময়কে যেভাবে বিন্যাস করা হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় বিন্যাস ও উৎসসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ে খুলনা জেলার পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। খুলনা জেলার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। জেলার নামকরণের ঐতিহাসিক ক্রমধারা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে খুলনার উৎপত্তি, জেলা গঠন ও এটির বিকাশ প্রক্রিয়া তা উপস্থাপন করা হয়েছে। জেলার সীমারেখায় কালে কালে বিভিন্ন কারণে যে পরিবর্তন হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। প্রশাসনিক একটি শক্তিশালী ইউনিট হিসেবে খুলনার বেড়ে ওঠার পাশাপাশি আয়তন ও জনসংখ্যার ভিন্নতা তুলে ধরা হয়েছে। খুলনার শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ নিদর্শনাবলি ও স্থানসমূহ ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। জেলার সামাজিক অবস্থা, সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস, মুসলিম সামাজিক শ্রেণী, হিন্দু সামাজিক শ্রেণী, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, বিবাহ ও যৌতুক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। খুলনার রাজনৈতিক ইতিহাসে বখ্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় থেকে খান জাহান আলীর খুলনা বিজয়, খলিফাবাদ পরগণা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। মুঘল আমল, বৃটিশ আমল, রোয়েদাদ ম্যাপ-৪৭ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করা হয়েছে। খুলনার অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন, কৃষি, মৎস, চিংড়ি শিল্প,[২১] ব্যবসা বাণিজ্য, লবন চাষ, পাটকল, শিপইয়ার্ড, নিউজপ্রিন্ট, হার্ডবোর্ড, টেক্সটাইল, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

---

২১ চিংড়ি আজ আর শুধু চিংড়ি নয়, তা আজ সাদা সোনা। একমাত্র চিংড়ি রপ্তানি করেই বর্তমানে দেশে আসছে কোটি কোটি টাকা। হিমায়িত খাদ্য তথা মৎস্যজাত পণ্য বর্তমানে দেশের একটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্য। শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানিমূখী এ শিল্প সম্পূর্ণ দেশজ কাঁচামাল নির্ভর। রপ্তানি বাণিজ্যে এর স্থান চতুর্থ। এই হিমায়িত খাদ্যের ৯০ ভাগই চিংড়ি। এক হিসেব থেকে জানা যায় মোট জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় সাড়ে তিন ভাগ এবং মোট রপ্তানি আয়ের বার শতাংশ আসে এ মৎস্য খাত থেকে। এর প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে চিংড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারণা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া, বৈশিষ্ট্য, কাঠামো, মূলধন, মানব সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া দারিদ্র্য, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, কারণ, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, দূরীকরণের পদ্ধতি, কৃষি, দারিদ্র্যের হার, মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয়, দারিদ্র্যের গতিধারা, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দারিদ্র্য বিষয়ে ইসলামের ধারণা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামের পদ্ধতিসমূহ, যাকাতসহ দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের কৌশলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে। এতে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা, উৎস, বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। সুদ ও ইসলামী অর্থনীতির বিপরীতপূর্ণ বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর বিভিন্নমুখি কল্যাণময় বৈশিষ্ট্য[২২] ও উদ্যোগ, এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ ও প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পদ্ধতি যেমন, মুদারাবা, মুশারাকা, বায়' মুরাবাহা, বায়' মুয়াজ্জাল, বায়' সালাম, বায়' ইসতিসনা', ইজারা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে ড. মুহাম্মদ ইউনুস[২৩] ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/ঋণ ব্যবস্থা সফলভাবে চালু করেন। ১৯৭৪ সালে এদেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তাকে খুব ব্যথিত করেছিল।[২৪] অসহায় দরিদ্রদের বাঁচানোর

বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ বিশ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে বৃহত্তর খুলনা জেলাতেই ৬৫ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ির চাষ হচ্ছে দ্র. ড. শেখ গাউস মিয়া, *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৫-৭৭৬

২২ ইসলামী ব্যাংক তার নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ হতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সহায়তা করে এবং একই সাথে সমাজে সুবিচার ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে। আর এ জন্য ইসলামী ব্যাংক (১) সঞ্চয় সমাবেশ (২) প্রাপ্ত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার (৩) কৃষিখাতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান (৪) প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন (৫) যাকাত ও সাদাকাহসহ মানব বহির্ভূত সম্পদের সমাবেশ (৬) আয় ও সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা (৭) দক্ষতা ও ধৈর্যের সাথে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন (৮) বাণিজ্যিক উন্নয়নমুখী ও কল্যাণমুখী ভূমিকার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দিকে গুরুত্বারোপ করে থাকে। নিজেদের অনুসৃত কর্মকৌশল ও বাস্তবমুখী পদ্ধতির জন্য ইসলামী ব্যাংক আজ আর শুধু একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র নয়, বরং আর্থ-সামাজিক কল্যাণকামী ও উন্নয়নমুখী ইসলামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। ইসলামী ব্যাংকের উপরিউক্ত আদর্শবাদী ভাবাদর্শনের গুরুত্ব উপস্থাপনের প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংক বিশ্বকোষ থেকে নিচের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে "ইসলামী ব্যাংক যখন উৎপাদনধর্মী বিনিয়োগ প্রদান তখন শ্রমমূল্যের স্বীকৃতি ও এর ফলাফল নির্ণয়ের আর্থিক দিক-নির্দেশনায় সচেষ্ট হয় এবং শ্রমিভিত্তিক কর্মকাণ্ডে সৃষ্ট বহুমাত্রিকতার ফলে সমাজের উন্নয়ন সাধনে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমে শ্রমিকদের সম্পৃক্ত করে, আর এরই মাধ্যমে পুঁজির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে। ইসলামী ব্যাংকের এ সেবাধর্মী মনোভাবের কারণে কোন গ্রাহক তার সেবা গ্রহণ করে নিজের ও সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত হয় এমন কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারে না। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, ২০১২ পৃ. ৫৯; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-১০০

২৩ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বাংলাদেশে প্রথম নোবেল বিজয়ী গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্ম ১৯৮০ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায়। প্রাকৃতিক লীলাভূমিতে বেড়ে উঠা ইউনূস ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্টের ভ্যানডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মিডিল ট্যানিসেসি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ফিরে

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যেই তিনি জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ/বিনিয়োগ ব্যবস্থা চালু করেন। এ অধ্যায়ে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সংজ্ঞা, ইতিহাস, বিশ্বের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, পিকেএসএফ, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড,[২৫] আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড[২৬] ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক

এসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে এটি একটি ব্যাংক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শুরু করে। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১; সাফল্য ও গৌরবগাথার অপর নাম মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক। বিশ্বের সবচেয়ে গরিব দেশের একজন মানুষের উদ্ভাবিত একটি পদ্ধতি আজ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল দেশের কাছে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে এক অনুসরণযোগ্য মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে ছাত্রদের নিয়ে কাছাকাছি জোবরা গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে যে-কাজটি তিনি শুরু করেছিলেন, তা আজ এক বিশাল মহীরুহ হয়ে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অধ্যাপক ইউনূস বিশ্বাস করেন দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাবার ভাগ্য নিয়ে কেউ আসলে জন্মগ্রহণ করে না, মানুষকে দরিদ্র্য করে রাখা হয়। তিনি আরও বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে সীমাহীন সৃজনশীলতা, অপার সম্ভাবনা। অপেক্ষা কেবল তাকে আবিষ্কার করার, বিকাশের পথ করে দেয়ার। আর এই বিশ্বাস তাঁর দারিদ্র্য বিরোধী সংগ্রামের পেছনে মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁকে আজকের সাফল্য এনে দিয়েছে। দ্র. ড. মুহাম্মদ ইউনূস, *গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন*, প্রাগুক্ত, কভার পেজ; রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২৪ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বলেন, ১৯৭৪ হল সেই বছর যা আমার অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছিল। সেবার বাংলাদেশ ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। উত্তরের প্রত্যন্ত গ্রাম ও জেলা-শহরগুলি থেকে অনাহার ও মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হতে লাগল সংবাদপত্রগুলিতে। ক্রমশ ঢাকার রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডগুলিতে কঙ্কালসার মানুষের দেখা মিলতে লাগল। অনতিবিলম্বে দু-চারটে মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর আসতে লাগল। ঢাকায় বুভুক্ষু মানুষের ঢল নামল, যা শুরু হয়েছিল এক ক্ষীণধারার মতো। সর্বত্র অনাহারী মানুষের ভিড়। এমনকি মৃত ও জীবিত মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। পুরুষ নারী ও শিশুদের মতো। অন্যদিকে শিশুদের চেহারা বৃদ্ধদের মতো। এসব মানুষকে শহরের এক জায়গায় জড়ো করে খাবার দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ থেকে লঙ্গরখানা খোলা হল। কিন্তু এগুলির সামর্থ্য ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এক পর্যায়ে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেল যে তাদের মধ্যে তফাত করাই দুষ্কর হয়ে উঠল। রাস্তায় অসহায়ভাবে পড়ে থাকা মা ও শিশু এই পৃথিবীর না অন্য গ্রহের মানুষ তাই যেন সন্দেহ হতে লাগল। মৃত্যু আসছিল এত নিঃশব্দে, এত নিষ্ঠুরভাবে, কেউ যেন তার হাহাকার শুনতেও পাচ্ছিল না। এত সব ঘটছিল শুধু একজন দুবেলা একমুঠো খেতে পাচ্ছিল না বলে। এত প্রাচুর্যময় জগতে একজন মানুষের অন্নের এত মহার্ঘ? চারপাশে আর সবাই যখন উদরপূর্তি করছে তখনই তাকে অভুক্ত থাকতে হচ্ছে। ছোট্ট শিশু যে এখন বিশ্বের কোনও রহস্যেরই সন্ধান পায়নি সে শুধু একটানা কেঁদেই চলেছে- শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার প্রয়োজনীয় দুধটুকুর অভাবে। পরের দিন তার সেই কান্নার শক্তিটুকুও আর থাকল না। অসংখ্য অভুক্ত মানুষের যে ঢল নেমেছে ঢাকা শহরের বুকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে চরম অপদার্থ বলে মনে হতে লাগল। শহরের নানা স্থানে সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাগুলো খাবার দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রতিদিন একজনের পক্ষে কতজনের অন্ন জোগানো সম্ভব ? আমাদের চোখের সামনে দুর্ভিক্ষ তার করাল ছায়া নিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। মূলত ১৯৭৪ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তাকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/ঋণের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিল। দ্র. ড. মুহাম্মদ ইউনূস, *গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন*, প্রাগুক্ত, ২০০৬, পৃ. ৩-৫

২৫ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ কোম্পানি আইনের আওতায় একটি পাবলিক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়; ২৮ মার্চ ব্যাংকিং লাইসেন্স লাভ করে এবং ৩০ মার্চ থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদ মুক্ত ব্যাংক উদ্বোধন করেন তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী এস.এম শফিউল আজম। এই অনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কায়-কারবার আবার জনগণের প্রত্যাশিত সুদমুক্ত ধারায় ফিরিয়ে আনার সূচনা হয়। এটি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং কোম্পানি, এর মূলধনের অংশীদারিত্বে শতকরা ৫৮.২৩ ভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক মধ্যেপ্রাচ্যের কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক,

Dhaka University Institutional Repository

লিমিটেডের[২৭] ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ, এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, কর্মপ্রক্রিয়া, সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট কল্যাণমূলক কার্যক্রমও উপস্থাপিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এতে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমসমূহ ও এর সাফল্য-ব্যর্থতার চিত্রায়ন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে খুলনা জেলায় কর্মরত সকল ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিগত পাঁচ বছরের আমানত, বিনিয়োগ, আয়, ব্যয়, আমদানি, রপ্তানি ও ফরেন রেমিটেন্স বিষয়ক তথ্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাগণের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। খুলনা জেলায় এ বিনিয়োগের পর্যায় ক্রমিক উন্নয়নকে বিন্যাস্ত করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। অত্র জেলার ইসলামী ব্যাংকসমূহের সমাজসেবামূলক কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি মন্ত্রণালয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের উদ্যোক্তারা রয়েছেন। শতকরা ৪১.৭৭ ভাগ মূলধনের অংশীদার হচ্ছেন বাংলাদেশি উদ্যোক্তা ও শেয়ারহোল্ডারগণ। ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০,০০০ মিলিয়ন, ৭,৪১৩ মিলিয়ন ১৬,০৮১ মিলিয়ন টাকা। ডিসেম্বর ২০১১ শেষে মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫১টিতে। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামি শারী'আহ্ কাউন্সিল' রয়েছে। এই ব্যাংকটি বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করতে সক সক্ষম হয়েছে। ব্যাংকটির দক্ষ ও সৎ জনশক্তি, শক্তিশালী পরিচালনা পর্ষদ, আন্তরিকতাপূর্ণ গ্রাহকসেবা ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের প্রাইভেট সেক্টরে শীর্ষ সম্মান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

[২৬] আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সাল থেকে ইসলামি ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ইসলামি শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকটি সম্পূর্ণ দেশিয় উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি ব্যাংক। ২০১০ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫,০০০ মিলিয়ন, ৪৬৭৭ মিলিয়ন এবং ৩০০১ মিলিয়ন টাকা। ৩১ জুন ২০১১-এ ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ৬০ টিতে দাঁড়ায়। উল্লিখিত সময়ে ব্যাংকের মোট জনশক্তি ছিল ১৭৯০ জন, এর মধ্যে ১৫১৫ জন কর্মকর্তা এবং ২৭৫ জন কর্মচারি। শুরু থেকেই শারী'আহ্ ও আধুনিক ব্যাংকিং-এর এক অনন্য সমন্বয়ের জন্য এ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাংকের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন এম.এম নুরুল হক। বর্তমানে চেয়ারম্যান হচ্ছেন বদিউর রহমান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হচ্ছেন একরামুল হক। তিনি ২৯ জুলাই ২০১০ ব্যবস্থাপনা পরিচালনক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর আগে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন এম.এ.সামাদ শেখ। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩৭

[২৭] সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সারাদেশে ৬৪টি শাখার মাধ্যমে এ ব্যাংক ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান এবং বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্যসহ যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৩০ জুন ২০১১ এ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৬৪টি ও এসএমই সেন্টারের সংখ্যা ১০টি। দরদি সমাজ গঠনে সমবেত অংশগ্রহণ(Working Together for a Caring Society) এই মূলনীতিকে ধারণ করে ব্যাংকটির জন্ম। জন্মলগ্ন হতেই এই ব্যংক ফরমাল, নন-ফরমাল এবং ভলান্টারি এই তিন সেক্টরে সর্বস্তরের জনসাধারণকে আধুনিক ও উন্নত ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে আসছে। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা সম্পর্কিত সরেজমিন জরিপের[২৮] তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। এর প্রথম ধাপে মাঠ জরিপের গ্রাহক, ব্যাংক ও শাখা বিন্যাস দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে গ্রাহকগণের প্রাথমিক তথ্যাবলি এবং তৃতীয় ধাপে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলাফল দেখানো হয়েছে। চতুর্থ ধাপে গ্রাহকগণের নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়ন এবং পঞ্চম ধাপে গ্রাহকগণের মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত সমস্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। সমস্যাবলি সমাধানের পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সমস্যাবলি সমাধানের জন্য সুচিন্তিত মতামত ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। সে সকল সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা হলে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ এর মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

১.১১ উপসংহার(Conclusion)

খুলনা জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ জেলা হিসেবে স্বীকৃত। একটি বিভাগীয় সদরের জেলা হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই জেলার মানুষের জীবন যাত্রার বেশির ভাগ সময় প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রাম মুখর জনপদে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে হতে ৭টি ব্যাংকের ১৪টি শাখা ও একটি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো কাজ করে যাচ্ছে। অত্র জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে হতে তিনটি ব্যাংক যথা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[২৯] ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ একটি অগ্রসরমান ও সম্ভাবনাময় বিষয় যা ইসলামী অর্থায়নে স্বীকৃত একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিকশিত।[৩০] এ সব ক্ষুদ্র বিনিয়োগ জেলার প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রায় প্রভাব বিস্তার করছে। পর্যায়ক্রমে এ সব ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের প্রসার বাড়ছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্রমবৃদ্ধি এ জেলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের দ্বার উন্মোচন করেছে। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠী

---

২৮ এটি এমন একটি আধুনিক প্রক্রিয়া যাহাতে তথ্যের সারণী ও চিত্রের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়। মাঠ পর্যায়ের গবেষণার ক্ষেত্রে এ ধরনের পর্যালোচনা ও উপস্থাপনা বেশ ফলদায়ক। ড. শাহজাহান তপন, *থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

২৯ খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমুহ মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচালনা করছে। ড্র. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩৯

৩০ 'The Islamic microfinance Industry is under developed and under-recognized in the broader Islamic finance Industry'
cf. http://investhalal.blogspot.com/2011/02/thoughts-on-islamic-microfinance.html visited on 01.03.2011; ড. এম. এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না। ব্যাংকসমূহের তহবিল সরবরাহ ক্রমেই বাড়ছে, পাশাপাশি নতুন শাখাসমূহে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সম্প্রসারণ ঘটছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণের জন্য বিনিয়োগ সুবিধার পাশাপাশি কিছু কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডও ব্যাংকসমূহ চালু করেছে। এর ফলে সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রা পর্যায়ক্রমে উন্নতি হচ্ছে। ক্রমেই তারা আর্থিকভাবে সক্ষম হয়ে উঠছেন। বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য বিমোচনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ।[৩১] ক্ষুদ্র বিনিয়োগ খুলনা জেলায় পর্যায়ক্রমে বিকশিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকের কল্যাণময় কর্মসূচির আলোকে খুলনা জেলায় পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ প্রকৃত পক্ষে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান সহযোগির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটি অব্যহত রাখতে পারলে এবং সুপরিকল্পিতভাবে প্রসার ঘটাতে পারলে, খুব স্বল্প সময়ে খুলনা জেলার দারিদ্র্য দূরীভূত করে অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

---

৩১ 'Islamic Microfinance is a proven Success. Shariah-compliant products are feasible. And a huge potential Market is waiting to be sized.' Dr. Linda Eagle, *Micro finance and Islamic finance: A Perfect Match,* cf. :http://www.bankersacademycom/pdf/Microfinance_and_Islamic_finance. pdf visited on 01.03.2011

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

খুলনা জেলার ইতিহাস

২.১ খুলনা জেলার পরিচিতি

২.২ খুলনা জেলার সীমারেখা ও বিবর্তন

২.৩ খুলনা জেলার প্রশাসনিক কাঠামো

২.৪ খুলনা জেলার সামাজিক ইতিহাস

২.৫ খুলনা জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস

২.৬ খুলনা জেলার অর্থনৈতিক ইতিহাস

২.৭ খুলনা জেলার ধর্মীয় ইতিহাস

২.৮ খুলনা জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

খুলনা জেলার ইতিহাস

খুলনা জেলার পরিচয় বাংলাদেশের মৌলিক অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। দেশের আর্থ-সামাজিক চিত্রের নিবিড় প্রতিনিধিত্ব করে এ জেলা। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থানের সাথে সংগতি রেখে খুলনা জেলার অবস্থানও গুরুত্বের দাবি রাখে। আর্থ-সামাজিকসহ সার্বিক বিবেচনায় এ জেলাটি চিরায়ত বাংলায় মূর্ত প্রতিক।

২.১ খুলনা জেলার পরিচিতি

খুলনা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সুন্দরবন বেষ্টিত, হযরত খান জাহান আলী(র.) এর পদচারণায় ধন্য, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত খুলনা শহর এ জেলা ও বিভাগের কেন্দ্রবিন্দু।

চিত্র : খুলনা জেলার মানচিত্র[১]

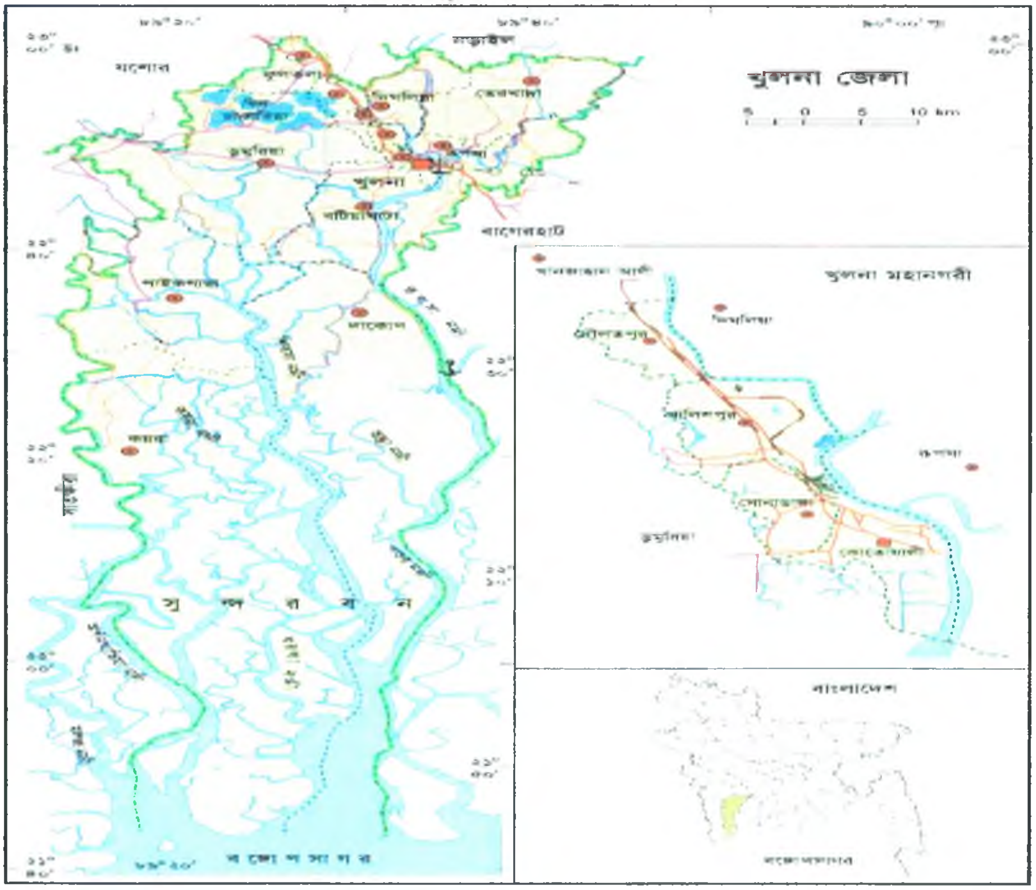

---

১ বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ, দ্র. *http://www.banglapedia.org/ HTB/101238.htm visited on 06-12-2012*

Dhaka University Institutional Repository

২.১.১ খুলনা জেলার অবস্থান

খুলনা জেলা প্রাচীন বাংলার অন্যতম দক্ষিণাংশের[২] মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।[৩] প্রাচীনকালে বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল সমতট[৪] নামেও পরিচিত হত।[৫] এ সমতট অঞ্চলের উত্তরাংশ ভূ-তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অতি প্রাচীন। তবে এর দক্ষিণের উপকূল ভাগ নবীন দ্বীপাঞ্চল এবং খুলনার সিংহাভাগই এ দ্বীপাঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত।[৬] গঙ্গা ও এর শাখা-প্রশাখার প্রবাহই এ দ্বীপাঞ্চল তথা বর্তমান খুলনার ভূমি গঠন করেছে ও এখানে পলি সঞ্চিত করেছে।[৭] পলি সঞ্চিত এ উপকূল ভাগ গঠিত হওয়ার সাথে সাথে এ অঞ্চলে সুন্দরবন সম্প্রসারিত হয়েছে। ভৌগোলিক বিন্যাসে এ জেলা ২১°৩৯' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩°১' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫৫' থেকে ৮৯°৫৮' পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।[৮]

২.১.২ খুলনা জেলার নামকরণ

খুলনা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে একাধিক প্রবাদ/কিংবদন্তী আছে এবং সে সকলের বিশেষ ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। তবে তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক কয়েকটি মতামতও পাওয়া যায়। নিম্নে নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী ও প্রচলিত উপাখ্যানসহ ঐতিহাসিক বিবরণী আলোচনা করা হলঃ

♦ বর্তমান খুলনা শহর পূর্বকালে সুন্দরবনে পূর্ণ ছিল। ইংরেজ আমলেও খুলনাকে নয়াবাদ বা নতুন আবাদ বলা হত। নয়াবাদের উত্তর পাড়ে সেনের বাজার ছিল অতি প্রাচীন জনবহুল স্থান। তৎকালে লোকে কাঠ কাটতে মধু আহরণ করতে সুন্দরবনে যেত এবং এদেশের ব্যবহারোপযোগী কাঠ সুন্দরবন হতে নিয়ে আসত। বিদেশে বাণিজ্যের জন্য যেতে হলে

---

২ গঙ্গা বিধৌত বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থিত এ জনপদের পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা ও পূর্বে ব্রহ্মপূত্র ও মেঘনা নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এটি ছিল পুন্ড্র সংলগ্ন দেশ। দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*(কলিকাতা : শ্রী সুরজিত চন্দ্র দাস, ১৩৫২ বাং), পৃ. ১০

৩ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*(ঢাকা:*লেখক সমবায়*, ১ম প্রকাশ, পূনর্মুদ্রিত ২০০৬), খ. ১, পৃ. ৩

৪ আলেকজান্ডার কার্নিংহাম সমতট সম্পর্কে বলেন যে, সমতট ব-দ্বীপের পূর্বাংশে অবস্থিত। আর এটা নিশ্চিত যে, সমতট গাংগীয় ব-দ্বীপের অন্তর্ভূক্ত ও এদেশ বেষ্টিত স্থান থেকে ৩০০০ লী বা ৫০০ মাইল দুরে অবস্থিত ভাগীরথী এবং গঙ্গার প্রধান প্রবাহের মধ্যবর্তী সমগ্র ব-দ্বীপ এর অন্তর্ভূক্ত। cf. Majumdar Sastri (ed.), *Cunninghams Ancient Geography of India*(Calcutta : Chuckez Vertty Chatterjee and Co. Ltd., 1924), p. 576

৫ K.G.M Latiful Bari (ed.), *Bangladesh District Gazetteers Jessore*(Dhaka: Establishment Division, Government of The Peoples Republic of Bangladesh, 1979), p. 27; নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*(কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩), পৃ. ১০৩

৬ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬; নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪

৭ দূর্গাপদ রায়, *খুলনা শহর : উৎপত্তি ও বিকাশ(১৮৪২ - ১৯৮৪)*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, আই. বি. এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪, পৃ. ১৫

৮ আবদুশ শাকুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা(প্রাকৃতিক ও অর্থ-সামাজিক ইতিহাস)*, (ঢাকা : সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, ১৯৯৬), পৃ. ১; মোঃ নুরুল ইসলাম, *খুলনা জেলা*(খুলনা : সাপ্তাহিক খুলনা, জেলা পরিষদ ভবন খুলনা, ১৯৮২), পৃ. ৩; মুহম্মদ আবূ তালিব, *খুলনা জেলায় ইসলাম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে যেতে হত। নয়াবাদে জনবসতির শেষ এবং সুন্দরবনের আরম্ভ ছিল। দিন শেষে নৌকার বহর নয়াবাদের সন্নিকটে এসে নোঙর করে রাত যাপন করত। রাতে কেউ নৌকা খুলতে সাহস করত না। প্রচলিত আছে যে, রাতে কোন দুঃসাহসিক মাঝি নৌকা খুলতে গেলে, জঙ্গলের মধ্য হতে বন দেবতা তাকে নিষেধ করে বলতেন, খু'লোনা খু'লোনা। এ থেকেই এ স্থানের নাম হয়ে যায় খুলনা।[৯]

♦ কিংবদন্তী প্রচলিত অনুরূপ আর একটি মত হল: খুলনা শহরের বর্তমান স্থান সুন্দরবনে পরিপূর্ণ ছিল এবং এখানে কাঠুরেরা কাঠ সংগ্রহ করতে এসে নৌকা নোঙর করত। একদা ঝড়ের সময় ঐ সকল নৌকার মাঝিরা নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য গভীর রাতে নৌকা খুলতে গেলে জঙ্গলের মধ্য থেকে 'খু' লোনা উচ্চারণের অদৃশ্য স্থান হতে অনেক আওয়াজ হয়। সম্ভবত এই 'খু' লোনা থেকে পরবর্তীতে এ স্থানের নাম হয় খুলনা।[১০]

♦ এলাকার প্রাচীন কবি কংকন রচিত চন্ডিকাব্যে উল্লেখ আছে যে, এ এলাকায় প্রবাহিত অজয় নদীর তীরে বসবাসকারী সওদাগর ধনপতির দু'জন স্ত্রী ছিল। তাদের নাম লহনা ও খুল্লনা। এদের মধ্যে খুল্লনা ছিল পতিপ্রাণ আদর্শ নারী। এই ধনপতি কপিলমুনিতে কপিলেশ্বরী দেবীর মন্দিরের অনুকরণে ভৈরবের তীরে প্রিয়তমা স্ত্রী খুল্লনেশ্বরীকে উদ্দেশ্য করে চন্ডি দেবীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের নামানুসারে এ স্থানের নাম হয় খুলনা।[১১]

♦ ড. সুকুমার সেনের মতে খুলনা এসেছে 'খুল্লনাবা' শব্দ থেকে। অর্থ ক্ষুদ্র নৌকা। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা ভাসে এমন স্থান।[১২]

♦ অন্যমতে খুলনা শহরের পূর্বপাড়ে খুলনেশ্বরী কালিবাড়ি বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, এই খুলনেশ্বরী নাম হতে খুলনা নামকরণ হয়েছে। তবে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্থানের নামের সাথে মিল রেখে মন্দিরের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বলে ঢাকেশ্বরী, যশোরে প্রতিষ্ঠিত বিধায় যশোরেশ্বরী, তেমনি খুলনায়

---

৯ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খ. ১, পৃ. ৩৬

১০ এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*(ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৩য় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০৮), পৃ. ৫৭১; মীর আমীর আলী, *খুলনা শহরের ইতিকথা*(খুলনা: ইষ্টার্ণ প্রেস, স্যার ইকবাল রোড, ১ম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮০), পৃ. ১৪; ড. শেখ গাউস মিয়া, *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*(খুলনা: এ এইচ এম আলী হাফেজ ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০০২), পৃ. ৮৮৯; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯১), খ. ১০, পৃ. ১৭৩; আবুল কালাম সামসুদ্দিন, *শহর খুলনার আদি পর্ব*(খুলনা: খুলনা সাহিত্য মজলিশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬), পৃ. ৫

১১ *খুলনা জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩; *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, পুনর্মুদ্রিত খ. ১, পৃ. ৩৬-৩৭; অজিতকুমার নাগ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা*(কলকাতা : সেলস এ্যালায়েনস, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪), পৃ. ৯; শেখ শাহজাহান, *'খুলনা নামকরণ প্রসঙ্গ' শতবর্ষে খুলনা পৌরসভা(১৮৮৪-১৯৮৪)*, সম্পা. মদিরুল হুদা, খুলনা, ১৯৮৫, পৃ. ৩১

১২ ড. সুকুমার সেন, *বাংলা স্থান নাম*(কলকাতা : আনন্দ প্রেস পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ভাদ্র-১৩৮৯), পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত বলে খুলনেশ্বরী নামকরণ হয়েছে। স্থানের নামানুসারে মন্দিরের নামকরণ হয়েছে এমন ধারণাই অধিকতর যুক্তিসংগত।[১৩]

♦ প্রাচীন কালে আরব দেশিয় বণিকগণ এস্থানে এসে বলত আদ-খাল্না অর্থাৎ আমরা প্রবেশ করেছি। এই আদ্-খাল্না কথাটি থেকেই এ স্থানের নাম খুলনা হয়েছে[১৪]। পূর্বোক্ত মতামতগুলো মূলত কিংবদন্তীর ও অধিকাংশই অনুমান নির্ভর।[১৫] ঐতিহাসিক দালিলিক ভিত্তি হিসেবে খুলনা নামের যে লিখিত প্রমাণ সূত্র পাওয়া যায় তা হল :

♦ খ্রিস্টীয় আঠারো শতকের শেষার্ধে খুলনা বন্দরের নাম বিখ্যাত ছিল। ১৭৬৬ খ্রি. এর একটি ঐতিহাসিক বিবরণী থেকে জানা যায়, ঐ সালে খুলনার অদূরে পশুর নদীর দক্ষিণভাগে Fall Mouth নামে একটি লবনবাহী জাহাজ ডুবে যায়। উক্ত জাহাজ উদ্ধারকারী নাবিকদের রেকর্ডপত্রে স্থানটিকে Culnea (কুলনিয়া বা কালনিয়া) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মতের সমর্থনে বলা হয় যে, অতীতের মানচিত্রসমূহের কোথাও কোথাও খুলনাকে Jessor-Culna (যশোর-কালনা) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে বলা যায় যে, ইংরেজ আমলের রেকর্ড ও মানচিত্রে Culna (কালনা) শব্দটি ছিল। পরবর্তীতে এ রেকর্ডের নামানুসারে নতুন থানার নামকরণ করা হয়, কালনা যার পরবর্তী ভ্রংশ থেকে খুলনা।[১৬] খুলনার নামকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে মতটি পাওয়া যায় সেটি হল, খুলনা শহর সংলগ্ন রূপসা নদীর পূর্ব তীরে 'কিসমত খুলনা'[১৭] নামে একটি ক্ষুদ্র মৌজার নামানুসারে প্রথমে খুলনা মহাকুমা ও পরে তা খুলনা সদরে পরিণত হয়। এ মতের সমর্থনে বলা যায় যে, বর্তমানে রূপসা নদীর পূর্বপাড়ে ও নয়াবাদের

---

১৩ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১; *সুন্দরবনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১

১৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩; *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৯

১৫ *"যশোর জেলায় ইসলাম"* গ্রন্থের লেখক জনাব মুহম্মদ আবূ তালিব তার গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, তৎকালীন বাঙ্গালী হিন্দুদের স্বাভাবিক প্রবণতা বশেই হিন্দু দেব-দেবীদের নামে সারাদেশের গ্রাম, নগর, বন্দরগুলির নাম, পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে কিংবদন্তী প্রচলিত লোকগাঁথা, কল্প কাহিনী অনুসরণ করা হয়েছে। আবূ তালিব সাহেব চন্ডীমন্ডল কাব্যের নায়িকা খুল্লনার নামের খুল্লনেশ্বরী মন্দির থেকে খুলনা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন, চন্ডীমন্ডল একটি মধ্যযুগীয় কাব্য, খুলনা নামের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। দ্র. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৭

১৬ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১; *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৯-৮৯০; *খুলনা জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১; *খুলনা জেলায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১৭ কিসমত ফার্সী শব্দ, এ থেকে মনে হয় তুর্ক আফগাণ আমলে এ এলাকা খুলনা নামে বিভূষিত হয়। দ্র. *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, পৃ. ৮৯০; কিসমত খুলনা নাম থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে কিসমত এই আরবি শব্দযুক্ত নামটি নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ আমলের সৃষ্টি নয়। এটি নিতান্তই মুসলিম আমলের সৃষ্টি। এ কিসমত খুলনার উপর দিয়েই ঈসায়ী পনের শতকের বিখ্যাত দরবেশ সুলতান হযরত খাঁন জাহান আলী(র.) তাঁর কল্যাণতরী সেনাবাহিনী নিয়ে খলিফাতাবাদে রওনা হয়েছিলেন। বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১১ খ্রি.) বাংলাদেশকে কতকগুলো পরগনা, শিক, মহল ও কিসমতে ভাগ করা হয়। কিসমত খুলনা নামটিও এই সময়ের সৃষ্টি বলে মনে করা যেতে পারে। বর্তমান খুলনা এই কিসমত খুলনারই উত্তরাধিকারী। পরবর্তী কালে কিসমত শব্দটি বাদ পড়ে শুধু খুলনা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। দ্র. *খুলনা জেলায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪

দক্ষিণ দিকে এখনো খুলনা নামে একটি মৌজা আছে এবং এখানেই প্রথমে খুলনা মহাকুমা সদর দপ্তর স্থাপিত হয় ও সে নামেই শহরের উৎপত্তি হয়।[১৮]

২.১.৩ খুলনার উৎপত্তি ও জেলা গঠন

জেলা[১৯] গঠনের ইতিহাস তথা খুলনা জেলার তথ্যসমৃদ্ধ প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলের ভূমি গঠন হয়েছে অনেক পরে এবং সুন্দরবন ও সমুদ্রের নিকটবর্তী বলে এ অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। এছাড়া জনবসতি গড়ে ওঠার পূর্ব থেকেই যশোর জনপদের সাথে অঙ্গীভূত থাকায় খুলনার অস্তিত্ব প্রকাশ পায়নি। তবে এখানকার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত হিন্দু ও বৌদ্ধদের বহু প্রাচীন নিদর্শন এবং অসংখ্য মুসলিম স্থাপত্য এখানে হিন্দু-বৌদ্ধ ও মুসলিমগণের ধারাবাহিক শাসনের ইঙ্গিত বহন করে। সে হিসেবে বলা যায় যে, মৌর্য ও গুপ্ত আমল থেকে শুরু করে শশাংক, হর্ষবর্ধন, পাল ও সেন রাজাদের এবং মধ্যযুগের দিল্লী ও বাংলার মুসলিম শাসনাধীন ছিল এ অঞ্চল।[২০] অবশ্য তখনও বর্তমান খুলনার পুরোটাই সুন্দরবনের বনরাজিতে আবৃত ছিল। এ বনরাজির মাঝেই বৌদ্ধ ও হিন্দুরা বিভিন্ন সময় এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসতি গড়ে তুলে নিজ নিজ পুরাকীর্তিসমূহ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান, যা ধ্বংসস্তুপ আকারে আজও এ এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান। কিন্তু এ বসতি

---

১৮ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১; *খুলনা জেলায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; *খুলনা জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩; *সুন্দরবনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১

১৯ জেলা একটি দেশের প্রশাসনিক একক (Unit)। জেলার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'District' দেশভেদে যার অর্থের ভিন্নতা রয়েছে: In Britain, a district is a division of parish or unit of local Government; In India, a district is the unit of adminstration of a province; In U.S.A. a district is the Federal Government area; In France, a district is called department. cf. *The World Book Encycolopaedia*(London: Field Enterprises Educational Corporation, 1966), Vol-4, p. 14; সৃষ্টিলগ্ন থেকে বাংলার প্রশাসনিক একক (Unit) হিসেবে এ শব্দটি এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকে। এ কারণেই জেলা ও জেলা প্রশাসন জনগণের নিকট খুবই পরিচিত শব্দ। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার ব্রিটিশ কলোনিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ পরিভাষার প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। দ্র. N. Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Socities, Bangladesh and Pakistan*(Dhaka : National Institute of Public Adminstration, 1973), p. xxiii; আধুনিককালে প্রশাসনিক একক হিসেবে জেলা যে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, এটি মূলত ভারত বর্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত। ব্রিটিশ শাসনামলে জেলা ছিল একটি অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র। দ্র. M. M. Siddiquee, *Origin and Development of District Studies in Bangladesh*(Dhaka : Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol-xv, 1993), p. 9; ১৭৫৭ সালের পর বাংলায় মোঘল শাসন পদ্ধতি যখন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে, তখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্রুত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নয়ন কল্পে জেলার প্রবর্তন করেন। দ্র. Mohammad Mohibullah Siddiquee, *Socio-Economic Development of Bangal District: A study of Jessore, 1883-1925*(Rajshahi : Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 1997), p. 29; প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বাংলায় জেলা গঠনের ইতিহাস দুই শতকের কিছু বেশি সময়ের। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে সুষ্ঠু শাসনের প্রয়োজনীয়তায় বিভিন্ন প্রশাসনিক একক প্রতিষ্ঠা করা হত। গুপ্তযুগে ৩২০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভুক্তি, বিষয়, মন্ডল, বীথি, গ্রাম ইত্যাদি প্রশাসনিক এককে বিভক্ত ছিল। cf. Ibid, p. 28; *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, পৃ. ৩২১; তৎকালীন ভুক্তি ও বিষয় আধুনিককালের বিভাগ ও জেলার সমতুল্য ছিল। ভুক্তি ও বিষয়ের শাসনকর্তাকে যথাক্রমে উপরিক এবং কুমারামাত্য বা বিষয়পতি নামে আখ্যা দেয়া হত। এরা ছিল বর্তমান সময়ের কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনারের সমতুল্য। দ্র. R.C. Majumder (ed.), *The History of Bengal, Hindu Period*(Dhaka : University of Dhaka, 1963), Vol-1, p. 205

২০ M. M Siddique, op.cit, p. 22

এত বিচ্ছিন্ন ও অপ্রতুল ছিল যে, তা বঙ্গের বা সমতটের লোকালয় বা জনগোষ্ঠীভূক্ত হয়নি। সুতরাং তখন বসতি গড়ে ওঠেনি।[২১]

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন-মুহাম্মদ-বিন বখ্‌তিয়ার খিলজি বাংলা জয় করে সর্ব প্রথম বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[২২] পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খুলনা অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসে। তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে সনদ নিয়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্ব প্রথম খান জাহান আলী(র.) নামক এক বিরল ব্যক্তিত্ব এ অঞ্চলে আসেন।[২৩] মহাবীর মুসলিম সেনাপতি খাঁজা খান জাহান আলী(র.) এর আগমন কালে এ এলাকার অধিকাংশই বনাঞ্চল ছিল।[২৪] তিনিই বন জঙ্গল পরিস্কার করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন এবং পথিমধ্যে যে সকল এলাকায় অবস্থান করেন সে সব স্থানকে বসতির উপযোগী করে গড়ে তোলেন। খান জাহান আলী(র.) ও তাঁর অনুসারী সৈন্য সামন্ত ও লোকজনের মাধ্যমে এভাবে বন জঙ্গল পরিস্কার করে ভৈরব নদের পূর্ব পাড়ে যে নতুন লোকালয় বা আবাদ গড়ে তোলা হয়, তার নাম হয় নয়াবাদ অর্থাৎ নতুন আবাদ। এ নয়াবাদকে কেন্দ্র করেই খুলনার জনপদ গড়ে উঠে। খান জাহান আলী(র.) অধিকতর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে খলিফাতাবাদ[২৫](বর্তমান বাগেরহাট) নামক একটি শহর গড়ে তোলেন এবং এখানে তার প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। মোগল আমলে খলিফাতাবাদ একটি সরকারের মর্যাদা লাভ করে এবং নয়াবাদ তথা খুলনা এর অন্তর্ভূক্ত হয়। এর অধীনে ৩২টি পরগণা ছিল এবং রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫৪,০২,১৪০ দাম (তাম্রমুদ্রা) বা ১,৩৫,০৫৩ সিক্কা রুপি (৪০ দামে এক সিক্কা রুপি)।[২৬]

উল্লেখ্য, নবাবি আমল থেকে সুন্দরবন এলাকা লবন শিল্পের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের সুন্দরবন অঞ্চলের 'রায়মঙ্গল' লবণ এজেন্সির সদর দপ্তর স্থাপন করে নয়াবাদের নিকটবর্তী কয়লাঘাট নামক স্থানে।[২৭] এ দায়িত্ব পালন করেন যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল।[২৮] এরপর থেকে কয়লাঘাটের এ লবণ এজেন্সির পুলিশ চৌকি নয়াবাদের

---

২১ সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২২ K.G.M Latiful Bari (ed.), *Bangaldesh District Gazetters Khulna*(Dhaka : Establishment Division, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, 1978), p. 45

২৩ Ibid, p. 46

২৪ মোঃ মাসুম আলীম, *হযরত খানজাহান আলী : জীবন ও কর্ম*(রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুস-শাফিয়া, ২০০২), পৃ. ৩৯-৪২

২৫ cf. Mohammad Adbul Bari, "*Khalifatabad : A Study of Its History and Monuments*" Unpublished M. Phil Thesis, Rajshahi University, 1980

২৬ Abul Fazal, Tr. by H.S. Jarret, *The Ain-E-Akbari*(New Delhi : Oriental Books, 3rd ed., Vol. II, 1978), pp. 144-146; M M Siddique, op. cit, p. 41

২৭ দুর্গাপদ রায়, *'খুলনা শহর : উৎপত্তি ও বিকাশ (১৮৪২-১৯৮৪)*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, আই.বি.এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাগুক্ত, ২০০৪, পৃ. ২৩

২৮ আ.ফ.ম আবদুল হক ফরিদী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১), পৃ. ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশি দায়িত্ব পালন করতে থাকে।[২৯] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে অত্র এলাকায় জনবসতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোরেলগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা মোরেল সাহেব এই এলাকায় বসবাস শুরু করলে সুন্দরবন আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। এভাবে দক্ষিণ বঙ্গ তথা সুন্দরবন এলাকা লোকালয়ে পরিণত হয়। ১৭৮৬ সালে সুন্দরবনসহ এ এলাকায় সরকারি খাস জমি রক্ষার জন্য যশোরের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল সীমানা চিহ্নিত করে সুদীর্ঘ ১০০ (একশত) মাইলের অধিক এলাকাব্যাপী ঘনঘন বাঁশ পুতে প্রাচীর নির্মাণ করে দেন।[৩০]

বর্তমান খুলনা জেলার পুরোটাই হেঙ্কেল সাহেবের চিহ্নিত চৌহদ্দিভূক্ত এলাকা।[৩১] হেঙ্কেল সাহেবের এ ব্যবস্থা জমিদারদের স্বার্থের পরিপন্থি হওয়ায় তারা তা মেনে নিতে পারেনি। ফলে তারা তা বাতিলের জন্য সরকারের নিকট দাবি জানায়। তাদের এ দাবি আদায়ের আন্দোলন দীর্ঘদিন চলতে থাকে। এতে আইন-শৃঙ্খলা জনিত নানা প্রকার সমস্যার উদ্ভব হয়। মোগল শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী এ সময় পর্যন্ত থানার ফৌজদারি ও পুলিশি ক্ষমতা জমিদারদের হাতে থাকায় আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এ অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় জনগণেরই ক্ষতি হয় সর্বাধিক। কারণ তাদের অভিযোগ করার কোন স্থান ছিল না। এর পাশাপাশি ইংরেজ কর্মচারিদের অত্যাচার এ ক্ষেত্রে যেমন নতুন মাত্রা যোগ হয়, তেমনি জমিদারদের সাথে ইংরেজ কর্মচারিদের ক্ষমতার দ্বন্দের সূত্রপাত হয়। ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে এবং খুলনার প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।[৩২] এমতাবস্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হেঙ্কেল সাহেব যশোর জেলার থানাগুলোর দায়িত্ব জমিদারদের হাত থেকে কেড়ে নিজ হাতে নেন এবং প্রত্যেক থানায় একজন দারোগা ও কিছু সংখ্যক ইংরেজ সিপাহী রাখার ব্যবস্থা করেন।[৩৩] অবশ্য নয়াবাদে দারোগা-পুলিশ রাখার ব্যবস্থা করা হয়নি, লবন চৌকির গার্ডের হাতেই এখানকার পুলিশি দায়িত্ব অব্যাহত রাখা হয়।

জমিদারদের হাত থেকে পুলিশি ক্ষমতা কেড়ে নেয়ায় তাদের ক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পায় এবং কোম্পানির কর্মচারিদের সাথে তাদের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। তাছাড়া হেঙ্কেল সাহেবের এ পুলিশি ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়ায় পরের বছর অর্থাৎ ১৭৮২ সালে তা বাতিল করা হয়।[৩৪] এতে জমিদাররা ফৌজদারি ও পুলিশি ক্ষমতা ফিরে পায় এবং এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর তাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা ইংরেজ নীলকর কোম্পানির

---

[২৯] *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[৩০] মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, 'হেঙ্কেল সাহেবের বাঁশগাড়ী ও তারপর' *স্মরণিকা : শতবর্ষে খুলনা*(খুলনা : স্মরণিকা উপ-কমিটি, ১৯৮২), পৃ. ৯-১১

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৩২] *খুলনা শহর : উৎপত্তি ও বিকাশ (১৮৪২-১৯৮৪)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৩৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারিদের মর্যাদা ও স্বার্থে আঘাত লাগে। বিশেষ করে তাদের অবৈধ আয়, অর্থশোষণ, নির্যাতন, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি বাধাগ্রস্ত হয়। তাই ইংরেজগণ জমিদারদের এ পুলিশি কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করে এবং জমিদারদের ক্ষমতার পরোয়া না করে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবসা-বাণিজ্যে তথা অবৈধ উপার্জন ও অত্যাচার-নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটেই নয়াবাদ এলাকার দু'ধারে অবস্থানরত ইংরেজ নীলকর উইলিয়াম রেনী ও জমিদার শিবনাথ ঘোষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

ভৈরব নদীর তীরে তালিমপুরে অবস্থিত ছিল রেনীর নীলকুঠি। তার অত্যাচারে এ এলাকার কৃষকসহ সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিবনাথ ঘোষের নেতৃত্বে প্রজারা সংগঠিত হয় এবং রেনীর ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা দেয়, ফলে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ সংঘর্ষ অনেক দিন ধরে চলতে থাকে। এতে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক লাঠিয়াল পেশার মানুষ শিবনাথের পক্ষে অংশ নিয়ে রেনীকে বিপর্যস্ত করে তোলে।[৩৫] নীলকরদের বিরুদ্ধে আর একটি সংগ্রাম গড়ে তোলেন রহিম উল্লাহ।[৩৬] এ বিরোধ সংঘর্ষে রূপ নিলে এখানকার আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। অবশ্য এ বিরোধ ছিল স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে আধিপত্যের বিরোধ। যাহোক, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ইংরেজ সরকার ১৮৩৬ সালে এখানে একটি পুলিশ চৌকি স্থাপন করেন।[৩৭] এভাবে নয়াবাদে থানার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এর মাধমে এই প্রথম এ এলাকা সরকারের নিকট একটি প্রশাসনিক ইউনিটের মর্যাদা লাভ করে। একে কেন্দ্র করেই পরে স্থানীয় জনগণ খুলনা শহর গড়ে তোলেন। তারা নিকটবর্তী বিশাল উর্বর কৃষিক্ষেতের রাজস্ব আদায়ে তহশীল অফিস হিসেবে এ শহরকে ব্যবহার করেন।[৩৮] এখানকার সংখ্যালঘু মুসলিমগণ হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারে যেমন কোনঠাসা হয়ে পড়ে, তেমনি তারা বেকার সমস্যা ও অর্থাভাবে সর্বস্ব হারিয়ে নানা প্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন

---

[৩৫] এ লাঠিয়াল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে লাঠিয়াল সরদার সাদেক মোল্লা, চন্দ্রকান্ত দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, গৌর ধোপা, ফকির মামুদ, সান মাসুদ জোলা, আফাজ উদ্দিন প্রমুখ ব্যক্তিরা রেনীর বিরুদ্ধে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেয়। দ্র. *খুলনা জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮-২৬৯; ড. শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকে খুলনা মহকুমা ও ফরাজি আন্দোলন'* ২০০৬ সালের ১৮ মার্চ খুলনায় অনুষ্ঠিত 'খুলনাঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

[৩৬] রহিম উল্লাহ, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; তিনি খুলনায় এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুলনা শহরের ৮০/৯০ মাইল দক্ষিণে বসবাসরত মোরেল নামক এক জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকদের সুসংগঠিত করে সংগ্রামে লিপ্ত হন। তিনি জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান হেলীকে প্রকাশ্যে অপমান করলে হেলী তার দলবল নিয়ে রাতের অন্ধকারে রহিম উল্লাহর বাড়ি আক্রমন করে। সারা রাত যুদ্ধের পর রহিম উল্লাহর গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেলে বাড়ির মহিলারা তাদের স্বর্ণালংকারসহ বিভিন্ন গহনা ভেঙ্গে গুলি হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন শেষরক্ষা হল না, তখন রহিমউল্লাহ লাঠি-বল্লম নিয়ে হেলীর বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়েন। অবশেষে হেলীর বাহিনীর গুলিতে তিনি শহীদ হন। দ্র. মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; *খুলনা জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৭৫

[৩৭] মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৩৮] *খুলনা শহর : উৎপত্তি ও বিকাশ (১৮৪২-১৯৮৪)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়ে। বাংলার সর্বত্র তখন এ অবস্থা চলতে থাকে। এ থেকে মুসলিমগণকে রক্ষার জন্য উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ফরায়েজি আন্দোলন ও তিতুমীরের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। খুলনা অঞ্চলের মুসলিমগণ এ আন্দোলন দু'টিতে সাড়া দিয়ে জমিদার ও ব্রিটিশবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৩৯] ইংরেজ নীলকর ও কোম্পানির কর্মচারিদের সাথে হিন্দু জমিদারদের বিরোধের পাশাপাশি মুসলমিগণের এ সংগ্রামে খুলনা এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সরকার ১৮৪২ সালে খুলনায় যশোর জেলাধীন একটি মহাকুমা স্থাপন করে এবং ভৈরবের পশ্চিম তীরে, নয়াবাদের বিপরীতে কিসমত খুলনা গ্রামে এর সদর দপ্তর স্থাপন করেন।[৪০] পরবর্তীতে 'কিসমত' শব্দটি বাদ দিয়ে 'খুলনা' নাম ব্যবহৃত হতে থাকে। বাংলায় এটাই প্রথম মহাকুমা।[৪১] এর প্রথম প্রশাসক (এসডিও) ছিলেন মি. শোর।[৪২]

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ শাসন জারি হওয়ার পর ভারতের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো কঠোর করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮২ সালে যশোর জেলা থেকে খুলনা ও বাগেরহাট মহাকুমাকে আলাদা করে এবং এর সাথে চব্বিশ পরগনা জেলার সাতক্ষীরা মহাকুমা যুক্ত করে একটি নতুন জেলা গঠন করা হয় এবং খুলনায় এর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়।[৪৩] মূলত জঙ্গলাকীর্ণ খুলনাকে যশোর থেকে শাসন করা সম্ভব ছিল না। জেলায় উন্নীত হওয়ার পর খুলনার উন্নয়ন ও গুরুত্ব এতই বৃদ্ধি পায় যে, এ জেলা বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এখানে শিল্প বিকাশের যে যাত্রা শুরু হয়, পাকিস্তান সৃষ্টির পর তারই ধারাবাহিকতায় এখানে শিল্পের দ্রুত বিস্তার ঘটে।

মংলা সমুদ্র বন্দর এখানকার শিল্প ও বাণিজ্যে বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে এখানে গড়ে ওঠে বণিক ও শ্রমিক শ্রেণী, যাদেরকে কেন্দ্র করে এখানকার আর্থ-সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক অবস্থা আবর্তিত হতে থাকে। এ অবস্থায় ১৯৬০ সালে খুলনাকে কেন্দ্র করে নতুন একটি প্রশাসনিক বিভাগ 'খুলনা বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪৪]

---

৩৯ K.G.M Latiful Bari, op.cit, p. 57

৪০ মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪১ দূর্গাপদ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৪২ কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' ২০০২ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, 'খুলনা জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' *গৌরব*(খুলনা : জেলা প্রশাসন, ২০০২), পৃ. ১১

৪৩ *Community Report, Khulna Zila, June 2012, Population and Housing Census 2011,* Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, cf.//www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Khulna/Khuln a/Khulna%20 at%20 a%20 glance.pdf visited on 10-12-2012

৪৪ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

২.২ খুলনা জেলার সীমারেখা ও বিবর্তন

১৮৮২ সালে খুলনা জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৪৫] পূর্বে খুলনা যশোর জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি মহাকুমা ছিল। জেলা গঠন পরবর্তীতে খুলনার সীমানা দাঁড়ায়, উত্তরে যশোর ও ফরিদপুর, পূর্বে ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ।[৪৬] তবে বিভিন্ন সময় খুলনা জেলার এই সীমানার পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হয়। বাংলার জেলাসমূহের সীমানার পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটার উল্লেখযোগ্য কারণ হল:

২.২.১ প্রশাসনিক কাজে সুবিধা

জেলা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলোর আয়তন ছিল বিশাল। এ জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ জেলা শহর ছাড়া এর অন্যান্য অংশের উপর সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হত। ফলে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, নারী ধর্ষণসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটত। এ সকল সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ নিরসনের জন্য সরকার আইন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে কোম্পানি পুরাতন সীমানার পরিবর্তন করে নতুন জেলা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

২.২.২ বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে

জেলার সীমারেখা পরিবর্তনের আর একটি কারণ এ অঞ্চলের আদিবাসীদের সংযমী মনোভাবের অভাব ও তাদের আক্রমণাত্মক আচার-আচরণ। আদিবাসীদের এহেন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সীমান্ত এলাকায় কোন কোন সময় বিদ্রোহ দেখা দিত। এছাড়াও তাদের কর্মকাণ্ডে বসতিপূর্ণ এলাকায় লুটতরাজ, ঘরবাড়ি জ্বালানো, হত্যা এবং নারী নির্যাতন ইত্যাকার কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেত। এ সমস্ত হিংস্র-বন্য জাতিকে মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার কয়েকটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ রকম পদক্ষেপের ফলে দার্জিলিং, চট্টগ্রাম, পাহাড়ি এলাকা, সাঁওতাল পরগণা এবং জলপাইগুঁড়ি জেলার আবির্ভাব ঘটে, ফলে বৃহত্তর যশোর জেলার সীমানারও পরিবর্তন সূচিত হয়।[৪৭]

২.২.৩ অর্থনৈতিক/রাজস্ব সংক্রান্ত কারণ

কোম্পানি প্রশাসনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায় করা। মূলত রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাকে তারা একটি প্রশাসনিক পরীক্ষাগার হিসেবে

---

৪৫ J. Westland, *A Report on the District of Jessore: Its Antiquiteest, its History and its Commerce*(Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1874), p. 221

৪৬ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৪৭ Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করে।[৪৮] পরীক্ষার অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে সুপারভাইজার, কালেক্টর বা বিচারক নিয়োগ আবার বিভিন্ন সময় তাদের প্রত্যাহার বা পদের বিলুপ্তি এ সকল পদক্ষেপ জেলা গঠন ও এর সীমানা পরিবর্তনের একটি অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে।[৪৯]

২.২.৪ জমিদার ও জনসাধারণের সুবিধা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারগণ তাদের নিজস্ব এলাকা বিক্রি করার অধিকার লাভ করে। নতুন ক্রেতারা তাদের সুবিধার্থে সরকারের নিকট ক্রয়কৃত জমিদারির অংশ নিজ জেলায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদন করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করা হত। এছাড়া অনেক সময় কোন জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার নাগরিক কোন কারণ দেখিয়ে তাদের গ্রামকে পার্শ্ববর্তী জেলার সাথে সংযুক্তির আবেদন জানালেও তা সদয় বিবেচনা করা হত। ফলে এসব কারণও জেলার সীমানা পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

২.২.৫ ভৌগোলিক কারণ

বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেও জেলার সীমানার পরিবর্তন করা হত। খুলনা জেলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলা গঠনের সময় খুলনা মহাকুমাসহ এর সাথে তৎকালীন যশোর জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহাকুমা ও ২৪ পরগণা (ভারত) জেলার সাতক্ষীরা মহাকুমাকে সন্নিবেশ করা হয়,[৫০] যা ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একই সীমানাভূক্ত ছিল। বৃহত্তর খুলনায় ০৩ (তিনটি) মহাকুমার অধীনে ১৯৮০ সন পর্যন্ত সর্বমোট ২২টি থানা ছিল। খুলনা ও বাগেরহাট মহাকুমার অপেক্ষাকৃত বড় থানাগুলোকে ভেঙ্গে নতুন কয়েকটি থানা সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে বৃহত্তর খুলনা জেলার পূর্বের ২২টির স্থলে থানা দাঁড়ায় মোট ৩০টিতে।[৫১]

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৪ সালে মহাকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা হয়। ফলে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ থেকে বাগেরহাট মহাকুমা এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ থেকে খুলনা সদর ও সাতক্ষীরা এই তিনটি, পৃথক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৫২] এর ফলে বৃহত্তর খুলনা বর্তমানে খুলনা, বাগেরহাট[৫৩] ও সাতক্ষীরা এই তিনটি আলাদা জেলায় পরিণত হয়েছে। তবে

---

৫০ M M Siddiquee, op. cit., p. 18

৫১ R. M. C. Bahadur, op. cit., p. 25

৫০ Bangladesh District Gazeteer Jessore, p. 329

৫১ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

৫২ সরকারি প্রজ্ঞাপন: এস আর ও ৭৩- এল/৮৪ এম ই আর (জে এ-১১)-২৬৪/৮৩-৯৯, তারিখ. ১৯-০২-১৯৮৪ অনুযায়ী বাগেরহাট মহকুমা এবং এস আর ও ৭৩- এল/৮৪/এম ই আর (জে এ-১১) -২৬৪/৮৩-১০৬, তাং- ২২-০২-১৯৮৪ অনুযায়ী খুলনা সদর ও সাতক্ষীরা মহাকুমাদ্বয় জেলায় উন্নীত করা হয়। উদ্ধৃত, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, পৃ. ৪৫০

৫৩ ড. শেখ গাউস মিয়া. *বাগেরহাটের ইতিহাস*(বাগেরহাট : বেলায়েত হোসেন ফাউন্ডেশন, জুলাই ২০০১), খ. ১, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত জেলাগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত করা হয়। যেমনঃ খুলনা বিশেষ শ্রেণীর জেলা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলা।[৫৪] ১৯৮২ সালে গৃহীত সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে মহাকুমাগুলোকে যখন জেলায় উন্নীত করা হয় তখন থানাগুলোকে পর্যায়ক্রমে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৮৪ সালের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হওয়ার পর বর্তমানে খুলনা জেলায় উপজেলার সংখ্যা ৯ ও থানার সংখ্যা ৫টি।[৫৫]

বর্তমানে এ জেলার উত্তরে যশোর, উত্তর-পূর্বে নড়াইল ও গোপালগঞ্জ, পূর্বে ফরিদপুর ও বাগেরহাট, দক্ষিণে সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে যশোর ও সাতক্ষীরা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে। খুলনা জেলার দক্ষিণাংশ জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত যা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের মধ্যবর্তী অংশ বর্তমান খুলনা জেলার আওতাভূক্ত।

২.৩ খুলনা জেলার প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনিক বিন্যাসের ইতিহাস অনেক পুরনো। বাংলায় হোসেন শাহী শাসনামলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে) সমগ্র বাংলাকে ১৩টি প্রশাসনিক এককে ভাগ করা হয়।[৫৬] এ সকল এককের নাম ছিল আর্যা।[৫৭] যশোর-খুলনা সে সময়ে খলিফাতাবাদ[৫৮] এবং ফাতাহবাদ[৫৯] নামক দু'টি আর্যার অন্তর্ভূক্ত ছিল। মোঘল শাসনামলে বাংলার প্রশাসনিক বিভাজনে পুনরায় পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলাকে সে সময় সুবা[৬০] নামে অভিহিত করে ১৯টি

---

৫৪ Government of Bangladesh, *Report of the Special Committe to Recommend the Phases of Creation and Set up of New District*(Dhaka : Cabinet Division, December, 1983), p. 2

৫৫ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান* কোষ(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪), খ. ৩, পৃ. ৮৯

৬০ M. R. Tarafder, *Husain Shahi Bengal. 1494-1538 AD: A Socio political study*(Dhaka : Asiatic Society of Pakistan, 1965), p. 144

৬১ Ibid, p. 115

৬২ খলিফাতাবাদ শব্দের অর্থ প্রতিনিধির শহর। খানজাহান আলী গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে এ অঞ্চল শাসন করতেন বলে জানা যায়। এ কারণেই এ স্থানের নামকরণ করা হয় খলিফাতাবাদ বা প্রতিনিধির শহর। *বাগেরহাটের ইতিহাস*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৬৩ ফাতাহাবাদ : ফরিদপুরের পূর্বের নাম ছিল ফাতাহাবাদ। আইন-ই আকবরীতে উল্লেখ আছে, ফাতেহাবাদ ছিল হুসাইন শাহের প্রধান শহরের নাম। লক্ষ্মণাবতীর শাসক জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহর (১৪৮১-৮৭ খ্রি.) নামানুসারে ফাতাহাবাদ নামকরণ করা হয়েছে। কেননা আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ ছিলেন একজন আরব দেশিয় ভাগ্যান্বেষী। ফতেহ শাহর ভাই রুকনুদ্দীন বরবক শাহ তাঁকে রাজ দরবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তখন থেকেই জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহর প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ফলে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ১৪৯৩ সনে ফতেহ শাহর নামানুসারে পূর্বের ধলেশ্বরী পরগণার নাম বদলিয়ে ফতেহাবাদ রাখেন। দ্র. নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার* ফরিদপুর, পৃ. ৩৭; সৈয়দ মুর্তজা আলী, *পূর্ব পাকিস্তানের আউলিয়া দরবেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; উদ্ধৃত, মোঃ আব্দুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*(ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৩), পৃ. ৫; ফাতহবাদ-এর সীমানা সম্পর্কে বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, যশোরের ক্ষুদ্রাংশ ফরিদপুরের বৃহৎ অংশ, উত্তর বাকেরগঞ্জ, ঢাকা জেলার একাংশ, দক্ষিণ শাহবাজপুর দ্বীপ ও সন্দ্বীপ (মেঘনার মোহনায়) নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়েছিল। ফরিদপুর শহর এই ফাতহাবাদ হাবেলী পরগণার মধ্যে অবস্থিত। দ্র. *বাংলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

৬৪ সুবা নামের উৎপত্তি হয় বাদশাহ আকবরের আমলে। তিনি দশ- বার্ষিকী বন্দোবস্তির সময় রাজস্ব বিভাগগুলোকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন। এর ভিতরে সুবা একটি। কতকগুলো সরকারের সমন্বয়ে সুবা গঠিত। আর সরকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক এককে বিভক্ত করা হয়। আর এ সকল এককের নাম দেয়া হয় সরকার। যশোর-খুলনা অঞ্চল মাহমুদাবাদ[৬১] খলিফাতাবাদ এবং ফাতাহাবাদ এই ৩টি সরকার অবস্থিত ছিল।[৬২] এ সময় যশোর-খুলনা অঞ্চল একজন মোঘল কর্মকর্তা কর্তৃক শাসিত হতে থাকে। তিনি যশোরের ফৌজদার নামে খ্যাত ছিলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্যের পতনের সময় (সম্ভবত ১৬১০ খি.) পর্যন্ত এই ব্যবস্থাপনা বহাল ছিল। ১৭১৭ খ্রি. বাংলার সুবাদার হিসেবে মুর্শিদ কুলি খান দায়িত্ব নেয়ার পর প্রশাসনিক কাঠামোয় পুর্নবিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তিনি ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সুবা কে ১৩টি প্রশাসনিক এককে ভাগ করেন। আর এ সকল প্রশাসনিক একক 'চাকলা' নামে পরিচিত ছিল।[৬৩] যশোর-খুলনা অঞ্চল যশোর ও ভূষণা নামক দুইটি চাকলার অন্তর্ভূক্ত ছিল[৬৪] এবং প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে যশোর একটি প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক এককের স্বীকৃতি লাভ করে।[৬৫]

বাংলা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার পূর্বে আঞ্চলিক প্রশাসন ৩টি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হত। শান্তি-শৃংখলার দায়িত্বে ছিল ফৌজদার। বিচারের দায়িত্বে ছিল কাজী এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিল আমিল বা তহশিলদার। ফৌজদারের সীমানাকে সরকার, তহশীলদারের এলাকাকে পরগণা[৬৬] এবং কাজীর এলাকাকে জেলা বলা হত। এগুলোর প্রত্যেকটিই ছিল একে অপরের অন্তর্ভূক্ত।[৬৭] কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর বিচার, রাজস্ব এবং ফৌজদারি এই ত্রিমুখি দায়িত্ব একজন কর্মকর্তার হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়। ফলশ্রুতিতে পূর্বেকার সরকার, জেলা ও পরগণাকে একত্রিত করে একটি প্রশাসনিক একক District বা জেলা গঠিত হয়। তবে এ

কতকগুলো দপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত, দপ্তর কতকগুলো পরগণা বা মহলের সমন্বয়ে গঠিত। দ্র. ইলিয়টের Glossary আইন, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫; তবকত-ই-নাসিরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮ ও ২৬২; উদ্ধৃতি, আকবর উদ্দীন অনূদিত, *বাংলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

৬২ বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহের নামে মাহমুদাবাদের নামকরণ হয়েছিল। নদীয়ার উত্তর-পর্বাঞ্চল, যশোরের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও ফরিদপুরের পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়েছিল। এই সরকারের ছিল ৮৪টি মহল। সান্তোর, নলদী, মাহমুদশাহী ও নসরতশাহী ছিল এর প্রধান মহল। দ্র. আকবর উদ্দীন অনূদিত, *বাংলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯ ও ৩৫৬

৬৬ Abul Fazl Allami, Translated by H.S. Jarret, *Ain-i-Akbari*(New Delhi : Oriental Books Corporation, 3rd ed., 1978), Vol-11, p.135

৬৭ A Karim, *Murshid Quli Khan and His times*(Dhaka : Asiatic Society of Pakistan, 1963), p. 79

৬৮ J. Westland, op. cit., p. 53

৬৯ M. M. Siddiquee, op. cit., p. 28

৭০ পরগণা, এটি ফার্সি পরগণাহ এর প্রতিশব্দ, যার অর্থ অনেকগুলো গ্রামের সমষ্টি; জেলার অংশ বিশেষ। দ্র. ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৭১৯; রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থে পরগণার অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, পরগণা এর প্রতিশব্দ 'মহল' পরগণা বা মহল মুঘল সম্রাটদের অধীনে স্থানীয় প্রধানদের অধীনস্থ এক একটি রাজস্ব বিভাগের প্রাথমিক স্তর, দ্র. আকবর উদ্দীন অনূ. *বাংলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

৭১ সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশ শাসন কাঠামো*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

জেলা গঠনের প্রক্রিয়া কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পরপরই শুরু হয়নি বরং বেশ কিছু পরে তা শুরু হয়েছে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভের পর এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পরও কোম্পানির কর্মকাণ্ড বাণিজ্য পরিচালনা ও রাজস্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় কোম্পানি কতকগুলো অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে এবং বাংলাকে একটি পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন স্থানে সুপারভাইজার ও কালেক্টর নিয়োগ করে।[৬৮] কোম্পানির শাসন কাঠামোয় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস নতুন গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম সমন্বিত জেলা সৃষ্টি করেন। তিনি সারা দেশকে মোট ১৯টি জেলায় বিভক্ত করে প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর[৬৯] নামে একজন জেলা প্রশাসক নিযুক্ত করেন। জেলাগুলোর তালিকায় যশোরের নাম বিদ্যমান।[৭০] এ সময় রাজস্ব আদায়ের জন্য যশোর, খুলনা ও ফরিদপুর নিয়ে গঠিত তহশিল বিভাগ একজন কালেক্টরের হাতে অর্পণ করা হয়। অবশ্য পরবর্তীতে নানা সমস্যাজনিত কারণে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।[৭১] ১৭৭৩ সালে জেলা প্রথা প্রত্যাহার করে প্রদেশ প্রথা চালু করা হয়। এ প্রথায় মোট জেলা সংখ্যা ২৮টি ছিল।[৭২]

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে হেংকেল সাহেব যশোরের মুড়লীতে প্রতিষ্ঠিত আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন।[৭৩] এ সময়ে বর্তমান মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর এবং ইছামতি নদীর পূর্বতীরে চব্বিশ পরগণা জেলার অংশের উপরও এ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৪] অতঃপর ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে মোটামুটিভাবে ঈশপপুর[৭৫] ও সৈয়দপুর[৭৬] পরগণা সমষ্টি বা চাঁচড়া রাজ্য নিয়ে যশোর জেলা গঠিত হয়। এটিই বাংলার প্রথম জেলা এবং টিলম্যান হেংকেল ছিলেন এর প্রথম কালেক্টর। হেঙ্কেলের উত্তরসূরী তথা প্রধান সহকারী ছিলেন রিচার্ড রোকে। একই বৎসর অর্থাৎ ১৭৮৬ সালে খুলনার নয়াবাদে প্রথম থানা

---

৭২ M. M. Siddiquee, op. cit., p. 29

৭৩ জেলায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান ব্যক্তির পদবী ছিল কালেক্টর।

৭৪ জেলাগুলোর নাম যথাক্রমে, হুগলী, মোহাম্মদশাহী, নদীয়া, দিনাজপুর, রংপুর, বীরভূম, যশোর, ঢাকা, রাজশাহী, লশকরপুর, রোকনপুর, ত্রিপুরা, কালিন্দা, নোয়াখালী, জাহাঙ্গীরপুর, চুনাখালী, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও কলকাতা প্রভৃতি। দ্র. Raj M R. M. C. Bahadur, op.cit., pp. 9-10; ড. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৭৫ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০২

৭৬ R. M. C. Bahadur, op. cit., p. 11

৭৭ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৬-৮৭

৭৮ J. Westland, op.cit., p. 54

৭৯ পূর্ব দিকে ভৈরব ও পাণ্ডর নদী থেকে পশ্চিমের ইছামতি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এ জমিদারি/পরগণা অবস্থিত ছিল। এর উত্তর সীমানা ছিল কলকাতা থেকে যশোর হয়ে ঢাকা যাওয়ার মহাসড়ক বরাবর। দ্র. J. Westland, op.cit., p. 54.

৮০ সৈয়দপুর জমিদারি, মূল সৈয়দপুর জমিদারির বারো আনা অংশ। এ জমিদারির চার আনা অংশ একজন মুসলিম জমিদারের জন্য আগেই ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। প্রথমোক্ত অংশ সৈয়দপুর পরগণা ও শাহুর পরগণা এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। এদের নাম এসেছিল সৈয়দপুরের নাম থেকে। দ্র. প্রাগুক্ত।

স্থাপিত হয়। ইতোপূর্বে থানার কাজ পরিচালিত হত মুড়লী থেকে।[৭৭] হেঙ্কেলের বদলীর পর ১৭৮৯ সালে এই রিচার্ড রকি যশোরের নতুন ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮১৬ সালে কোম্পানি সুন্দরবনের ভূমি প্রশাসনের জন্য 'সুন্দরবন কমিশনার' নিযুক্ত করেন। তার দপ্তর স্থাপিত হয় আলিপুরে। মি. ডি স্কট হন এর প্রথম কমিশনার। ১৮২৯ সালে লে. আলেকজ্যান্ডার হর্জেজ সুন্দরবন এলাকা জরিপ করেন।[৭৮] ১৮৪২ সালে খুলনাকে একটি মহাকুমায় পরিণত করা হয়।[৭৯] এর প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট হন এম এইচ এস শোর। তালিমপুরে নয়াবাদ থানার পশ্চিমে রেনীর কুঠিরের ঠিক পাশেই তাবু খাটিয়ে মহাকুমার কাজকর্ম শুরু করা হয়। ১৮৪৫ সালে মহাকুমা প্রশাসকের দপ্তর ও বাসস্থানের জন্য পাকা ইমরাত নির্মাণ করা হয়।[৮০] ১৮৬১ সালে সাতক্ষীরা ও ১৮৬৩ সালে বাগেরহাট মহাকুমা গঠন করা হয়।[৮১] এরপর সুন্দরবনের আবাদ বৃদ্ধি, সম্পদ রক্ষা, ঐ অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সালে খুলনাকে খুলনা সদর, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা মহাকুমার সমন্বয়ে নতুন জেলায় উন্নীত করা হয়। জেলার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট হন মি. ডব্লিউ এম ক্লে।[৮২]

জেলা সদর হিসেবে ঘোষণার পরই প্রকৃত পক্ষে শহর গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আদালত ভবন,[৮৩] কালেক্টরেট, কর্মচারিদের বাসস্থান, নতুন থানা ভবন, জেলা বোর্ড, রেজিস্ট্রার অফিস, পৌরসভা ভবন, জেলখানা, পোস্ট অফিস, হাসপাতাল[৮৪] ইত্যাদি ভবন তৈরির জন্য জমি হুকুম দখল করা হয়। খুলনা শহরকে দ্রুত বিকশিত করে তোলা ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সুপারিশে ১৮৮৪ সালে খুলনা পৌরসভা গঠিত হয়।[৮৫] ১৯৮৪ সালে পৃথক জেলা গঠনের পূর্বে বৃহত্তর খুলনা জেলা প্রশাসন এর প্রধান ছিলেন জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার। জেলা প্রশাসকের পদবী ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ছিল জেলা

---

৭৭ *খুলনা জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

৭৮ ড. শেখ গাউস মিয়া, *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৭৯ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, পুনর্মুদ্রিত খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৬

৮০ *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৮১ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৮২ *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৮৩ জেলা সদরের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বর্তমান জেলা জজ আদালতের পূর্ব দিকে আর একটা ঘরে পূর্বেই মুন্সেফ আদালতের কাজ শুরু হয়েছিল। নব প্রতিষ্ঠিত জেলায় প্রথম অবস্থায় জেলা জজ দেয়া হয়নি। স্থানীয় দেওয়ানি বিচারের জন্য একজন সাব জজ আসতেন। একজন জেলা জজ মাঝে মাঝে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য খুলনায় আসতেন। এ জেলায় প্রথম সাব জজ নিযুক্ত হন শ্রী ভগবান চক্রবর্তী রায় বাহাদুর। পরবর্তীতে আদালত ভবন নির্মিত হলে ১৯০৮ সালে স্থায়ী জেলা ও দায়রা জজ হয়ে আসেন শ্রী শশি ভূষণ চৌধুরী। দ্র. কাজী আব্দুস সালাম, *খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*(শতবর্ষ পূর্তি ১৮৮৩-১৯৮৩), স্বরণিকা *'শতাব্দী'*(খুলনা : খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতি, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮২), পৃ. ১-২

৮৪ জেলা গঠনের পূর্বেই মহকুমা সদর খুলনায় হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়। জেলা গঠিত হওয়ার পর তাকে আরও সম্প্রসারিত করা হয় এবং বাংলার লেঃ গভর্নরের নামানুসারে এর নাম রাখা হয় উডবার্ন হাসপাতাল। দ্র. *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০; *বাংলাপিডিয়া*, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। মন্ত্রী পরিষদ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন বিভাগের অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা একাধারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ভূমি রাজস্বের কালেক্টর ছিলেন। জেলার আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব তার উপরই ন্যস্ত থাকত। তিনি জাতি গঠনমূলক সব কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করতেন। তাকে সহায়তা করার জন্যে তিনজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন সাধারণ প্রশাসনসহ আইন শৃংখলা, একজন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও আর একজন রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য ডেপুটি কমিশনারের অধীনে নিয়োজিত ২৯ জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এর সহায়তায় জেলার প্রশাসন পরিচালিত হত।[৮৬]

বৃহত্তর খুলনায় তিনটি মহাকুমার প্রত্যেকটির জন্যে একজন করে মহাকুমা অফিসার ছিলেন এবং মহাকুমা পর্যায়ে তিনিই ছিলেন মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি অপরাধমূলক আইন ও রাজস্ব প্রশাসন এর সহায়তাদানের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। মহাকুমার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকির দায়িত্ব মহাকুমা অফিসারের উপর ন্যস্ত ছিল। বৃহত্তর খুলনায় ২২টি থানা ছিল। থানা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দেখাশুনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র কর্মকর্তা ছিলেন সার্কেল অফিসার (CO) উন্নয়ন।

প্রত্যেকটি থানা কয়েকটি ইউনিয়নে বিভক্ত ছিল। ইউনিয়ন পরিষদ ছিল প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর। এ পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। বৃহত্তর খুলনায় ২১৬টি ইউনিয়ন পরিষদ ছিল।[৮৭] সাম্প্রতিক কালে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ১৯৮৪ সালে মহাকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮৪ সালে পৃথক জেলা গঠন পরবর্তীতে ঐ সালেই পূর্বের পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৬ সালের পহেলা জুলাই খুলনাকে মেট্রোপলিটন শহরে রূপান্তরিত করা হয়।[৮৮]

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও জেলা, খুলনার প্রশাসনিক কাঠামো অত্যন্ত মজবুত। এ জেলায় বেসামরিক বিচার প্রশাসন অর্থাৎ জজ কোর্ট, নির্বাচন কমিশন কার্যালয়, জেলা প্রশাসন অফিস, মেট্রোপলিটন পুলিশ অফিস, গ্রাম পুলিশ কার্যালয়, রেঞ্জ পুলিশ অফিস, কারাগার, দুর্নীতি দমন ব্যুরো, আনসার ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, পাসপোর্ট অফিস, ভূমি রাজস্ব প্রশাসন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, রাজস্ব বোর্ড, শুল্ক, আবগরি ও ভ্যাট অফিস, জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস, গৃহ নির্মাণ ও ঋণদান সংস্থা,

---

৮৬ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯-৪৫০

৮৭ আবু মোস্তফা কামাল উদ্দীন ও আফসানা ইয়াসমীন, *জেলা তথ্য : খুলনা*(ঢাকা : পিডিওআইসিজেডএমপি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫), পৃ. ৪৫০

৮৮ *জেলা তথ্য: খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, জেলা খাদ্য অফিস, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়, জেলা কৃষি অফিস, জেলা বিপনন অফিস, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, জেলা পশু সম্পদ অফিস, জেলা মৎস্য কার্যালয়, বন বিভাগীয় অফিস, পূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত বিভাগ, গৃহ সংস্থান পরিদপ্তর, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পরিসংখ্যান ব্যুরো, ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস রয়েছে ।

এছাড়াও যোগাযোগ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন অফিস, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কয়লা অফিস, অভ্যন্তরীন নৌপরিবহণ ও জাহাজ চলাচল কর্তৃপক্ষ, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অফিসসহ আরো অনেক সরকারি, আধা সরকারি কার্যালয় রয়েছে এবং সে সকল কার্যালয়ের মাধ্যমে খুলনা জেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বর্তমানে একটি সিটি কর্পোরেশন ও ৯টি উপজেলার সমন্বয়ে খুলনা জেলার প্রশাসনিক কাঠামো সুবিন্যস্ত।[৮৯] সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান হলেন সিটি মেয়র। খুলনা জেলার উপজেলা গুলো হল পাইকগাছা (১৮৭২), কয়রা (১৯৮০), ডুমুরিয়া (১৯১৮), ফুলতলা (১৮৮২), বটিয়াঘাটা (১৮৯২), দাকোপ (১৯০৬), তেরখাদা (১৯১৮), রূপসা (১৯৮১) ও দিঘলিয়া (১৯৮৬)। মেট্রোপলিটন শহর খুলনার অধীনস্থ ৫টি থানা হল-খুলনা সদর, সোনাডাঙ্গা, দৌলতপুর, খালিশপুর ও খান জাহান আলী।[৯০] খুলনা জেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ৭১, মৌজার সংখ্যা ৯৬১ এবং গ্রামের সংখ্যা ১১০৬।[৯১]

২.৩.১ খুলনা জেলার আয়তন ও জনসংখ্যা

আয়তন ও জনসংখ্যা একটি জেলার গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত খুলনা জেলার আয়তন ও জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

---

[৮৯] *বাংলা পিডিয়া*, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; সম্পা. মনু ইসলাম, *আমাদের খুলনা*(ঢাকা : বাংলাদেশ বায়োগ্রাফিক্যাল সেন্টার, ১৯৮৮), পৃ. ৩২-৩৩

[৯১] *বাংলা পিডিয়া*, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; *জেলা তথ্য : খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১; Population and Housing Census 2011 অনুসারে খুলা জেলায় উপজেলা/থানার সংখ্যা ১৪টি, ইউনিয়নের সংখ্যা ৭০টি, মৌজা সংখ্যা ৭১৬টি ও গ্রামের সংখ্যা ১১২২টি উল্লেখ করা হয়েছে। দ্র. *Community Report, Khulna Zila, June 2012, Population and Housing Census 2011,* Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, cf. http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Khulna/Khulna/Khulna%20at%20a%20glance.pdf visited on 10-12-2012

২.৩.১.১ খুলনা জেলার আয়তন

জেলা প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বৃহত্তর খুলনা জেলার আয়তন কত ছিল তার তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আদমশুমারির রিপোর্টে। এক্ষেত্রে ১৮৯১ সালের শুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যার পাশাপাশি তৎকালীন জেলার আয়তন উল্লেখ করা হয়েছে ৪৭৬৫ বর্গমাইল। যার মধ্যে ২৬৮৮ বর্গমাইল ছিল সুন্দরবন।[৯২] এছাড়া ১৯০১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বৃহত্তর খুলনা জেলার আয়তন ছিল ৫৩৭৯.৪৩ বর্গ কিলোমিটার।[৯৩] ১৯২১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী এ আয়তন দাঁড়ায় ৪৭৩০ বর্গমাইল।[৯৪] স্বাধীনতা পরবর্তী পৃথক জেলা হিসেবে স্বীকৃত বর্তমান খুলনা জেলার আয়তন বর্ণনায় ১৯৯১ সালের আদম শুমারি রিপোর্টে এ জেলার আয়তন ৪৩৯৪.৪৫ বর্গ কি.মি. উল্লেখ করা হয়েছে।[৯৫] ২০১১ সালের আদমশুমারি ও গৃহগণনা রিপোর্টেও এ জেলার আয়তন ৪৩৯৪.৪৫ বর্গ কি. মি. বা ১৬৯৬ বর্গ মাইল উল্লেখ করা হয়েছে।[৯৬] বর্তমানে এটিকেই খুলনা জেলার আয়তন হিসেবে ধরা হয়।

২.৩.১.২ খুলনা জেলার জনসংখ্যা

১৮০২ সালে খুলনায় প্রথম আদমশুমারি করা হয়।[৯৭] তবে তার কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়না। ১৮৬৯ সালে খুলনার তৎকালীন জেলা কালেক্টর জেমস ওয়েস্টল্যান্ড খুলনায় দ্বিতীয়বার আদমশুমারি করেন। তখন এ জেলায় জনসংখ্যার পরিমাণ ২,১৩,০৭১ জন ছিল বলে জানা যায়। ১৮৭২ সালে দেশব্যাপী আদমশুমারির গণনায় খুলনা জেলার জনসংখ্যা দেখানো হয় ১০,৪৬,৮৭৮ জন। ১৮৭২ সালে বর্তমান বৃহত্তর খুলনা জেলার আদমশুমারির ফলাফল নিম্নরূপ:[৯৮]

টেবিল ১ : ১৮৭২ সালে বৃহত্তর খুলনা জেলার আদমশুমারির ফলাফল

মহাকুমা	বর্গমাইলে মহাকুমার আয়তন	গ্রাম/শহরের সংখ্যা	বাড়ির সংখ্যা	মোট লোক সংখ্যা	প্রতি বর্গমাইলে লোক গড়	প্রতি বাড়িতে লোক সংখ্যার গড়
খুলনা	৬১৫	৫৪৯	৪২,৩৩৪	৩,২৩,৯৯১	৪৬৬	৭.৭
বাগেরহাট	৬৮০	৬৫৫	৪৮,৫৬৬	২,৯৯,৫২৩	৪৪০	৬.২
সাতক্ষীরা	৭১৩	১০১১	৬২,৬৩৭	৪,২৩,৩৬৪	৫৯৪	৬.৮
খুলনা জেলা	২০৮৮	২২১৫	১,৫৩,৫৩৭	১০,৪৬,৮৭৮	৫০০	৬.৯

---

৯২ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৯৩ *Bangladesh District Gazetteers Khulna*, 1978, উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৯৪ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮

৯৫ *Bangladesh Population Census 1991*, Bangladesh Burea of Statistics, Dhaka, December, 1992; *জেলা তথ্য : খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১; *বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯; *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৯৬ *Community Report, Khulna Zila, June 2012, Population and Housing Census 2011*, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, cf. http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011 /Khulna/Khulna/Khulna%20at% 20a%20glance.pdf visited on 10 December, 2012

৯৭ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১, ১৫৩

৯৮ W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal, 24 Pargnas and Sundarbans*, 1885, p. 42

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১০,৭৯,৯৪৮ জন। ১৮৯১ সালের শুমারি অনুযায়ী খুলনা জেলার জনসংখ্যার পরিমাণ ১১,৭৭,৬৫২ এবং বৃদ্ধির হার ৯% ছিল। পরবর্তীতে আদমশুমারি ১৯০১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২,৫৩,০৪৩ জন যার বৃদ্ধির হার ৬.৪% ছিল।[৯৯]

টেবিল ২ : ১৯০১ সালে বৃহত্তর খুলনা জেলার আদমশুমারির ফলাফল

জেলার নাম	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	শহরের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জনসংখ্যার পরিমাণ	প্রতি বর্গ কি.মি. তে জনসংখ্যার পরিমাণ	১৮৯১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত জনংখ্যা বৃদ্ধির পাথর্ক্য
খুলনা	১৬৮০.৯১	১	৯১৯	৪,০১,৭৮৫	২৩৮.৯৯	+১৭.৭
বাগেরহাট	১৭৫৮.৬১	--	১০৪৫	৩,৬৩,০৪১	২০৬.৫৬	+৬.৬
সাতক্ষীরা	১৯৩৯.৯১	২	১৪৬৭	৪,৮৮,২১৭	২৫১.৭৩	+১.৫
মোট	৫৩৭৯.৪৩	৩	৩৪৩১	১২,৫৩,০৪৩	২৩২.৪১	+৬.৪

১৯২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যার পরিমাণ ১৪,৫৩,০৩৪ জন।[১০০] অন্য মতে ১৪,৭১,৮৬০ জন।[১০১] ১৯৬১ সালের পূর্বের আদমশুমারিতে থানাভিত্তিক জনসংখ্যা জানা যায় না। ১৯৬১, ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালে থানা ভিত্তিক আদমশুমারি/জনসংখ্যা গণনা করা হয়। ১৯৬১ থেকে ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বৃহত্তর খুলনা জেলার জনসংখ্যা ও তার পার্থক্যের হার নিম্নের সারণীতে দেখানো হল:

টেবিল ৩ : বৃহত্তর খুলনা জেলার আদমশুমারি ১৯৬১-৮১[১০২]

থানার নাম	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	জনসংখ্যার পার্থক্যের হার (১৯৬১-৭৪)	জনসংখ্যার পার্থক্যের হার (১৯৭৪-৮১)	জনসংখ্যার পার্থক্যের হার (১৯৬১-৮১)
খুলনা সদর	১,৩১,৯৩৯	৫,৪৮,৫৩১	৪,৪৮,৫৩১	২৯০.৬৯	(-) ২.৯৯	২৩৯.৯৬
রূপসা	--		--	--	--	--
বটিয়াঘাটা	৭৪,৭৪৮	৯০,৩৪৮	৯০,৩৪৮	১৪.৭৩	২১.৭৯	৩৯.৭৩
দৌলতপুর	১,২১,২০৪	৯৩,৬৮২	১,১০,০৩৫	(-)২২.৭১	২৯৬.৬৬	২০৬.৫৯
ফুলতলা	৪২,৪৩৭	৭৩,৮৯২	৮৯,৯৬৩	৭৪.১২	২১.৭৪	১১১.৯৯
ডুমুরিয়া	১,৩২,৯২৫	১,৮০,৪১১	২,২৫,৭২৮	৩৬.৫৪	২৫.১২	৭০.৮৪
তেরখাদা	৬৩,৯৩৬	৮৫,০৮৩	৯৯,৬৭৯	৩৩.০৭	১৭.১৫	৫৫.৯০
দাকোপ	৭৬,৫০৯	৮৯,৩৮১	১,১০,৫৬০	১৬.৮২	২৩.৬৯	৪৪.৫১

---

[৯৯] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

[১০০] সতীশ চন্দ্র মিত্র তার গ্রন্থে উল্লিখিত সংখ্যা অর্থাৎ ১৪,৫৩,০৩৪ জন উল্লেখ করেছেন। দ্র. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮

[১০১] অন্যদিকে বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনাতে উক্ত সালের জনসংখ্যা রিপোর্ট ১৪,৭১,৮৬০ জন উল্লেখ করা হয়েছে। দ্র. *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

[১০২] খুলনা জেলা পরিসংখ্যান, ১৯৮৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

পাইকগাছা	১,৯৪,১৯৮	১,৪৯,২১৫	১,৭৫,৮৫৬	২৩.১৬	১৭.৮৫	(-)৯.৪৪
কয়রা	--	১,০৮,৮৬৫	১,২৫,০৫২	--	১৪.৮৭	--
সুন্দরবন এলাকা	--	--	২০,৬৮২	--	--	--
খুলনা সদর	৮,৪১,০৯৬	১৩,৮৬,৩৪৭	১৭,৭৭,৬৮৪	৬৪.৮৩	২৮.২৩	১১১.৩৫
বাগেরহাট	১,৪৬,১৭৮	১,৯২,৫৩০	২,৩২,৩৫১	৩১.৭১	২০.৬৮	৫৮.৯৫
ফকিরহাট	৬৩,৬৪৯	৮৬,৭৭৯	১,০০,৫২৬	৩৬.৩৪	১৫.৮৪	৫৭.৯৩
মোল্লারহাট	১,১৮,৯৮৭	১,৪৬,৫৭১	১,৭৩,৬৩৬	২৩.১১	১৮.৪৫	৪৫.৯৩
কচুয়া	৭৭,৫৪৫	৯৪,৫০৪	১,১১,৪৯৯	২১.৮৭	১৭.৯৮	৪৩.৭৯
চিতলমারী	--	--	--	--	--	--
শরণখোলা	৫২,২১১	৭১,১৭৭	৮৫,৬৫০	৩৬.৩২	২০.৩৩	৬৪.৪
রামপাল	১,৫৭,৬১০	২,০২,৯৪৪	২,৪১,০৪০	২৮.৭৬	১৮.৭৯	৫২.৯৬
মোংলা	--	--	--	--	--	--
মোরেলগঞ্জ	১,৭৬,৭৬২	২,৩২,৬৪৭	২,৭৩,৩৬০	৩১.৬২	১৭.৫০	৫৪.৬৫
বাগেরহাট	৭,৯২,৯৪২	১০,২৭,১৬০	১২,১৮,১০২	২৯.৫৪	১৮.৫৯	৫৩.৬২
সাতক্ষীরা	১,৩৫,৯২৬	২,০৮,৯১০	২,৫১,৭৭১	৫৩.৯৬	২০.৫২	৮৫.২৩
কলারোয়া	৮০,৩৫৪	১,২৯,৮০৪	১,৫০,৪৮৩	৬১.৫৪	১৫.৯৩	৮৭.২৭
কালীগঞ্জ	১,২৮,৩৮৪	১,৭১,১৬৭	২,০২,৬৮১	৩৩.৩২	১৮.৪১	৫৭.৮৭
তালা	১,৩৬,৮৬১	১,৮৫,৯১০	২,৮১,৩৪৮	৩৫.৮৪	১৯.০৬	৬১.৭৩
দেবহাটা	৪৮,৪৩৯	৬৬,৫৮৫	৭৭,০৩২	৩৭.৪৬	১৫.৬৯	৫৯.০৩
আশাশুনি	১,৪১,৮৪৬	১,৮৫,৩৩৬	২,২৪,১৩৫	৩০.৬৭	২০.৯২	৫৮.০১
শ্যামনগর	১,৪২,৮৭২	১,৯৬,২২১	২,২৯,৯৪৯	৩৭.৩৪	১৭.১৯	৬০.৯৪
সাতক্ষীরা	৪,১৪,৬৮২	১১,৪৩,৯৫৩	১৩,৫৭,৩৯৯	৪০.৪২	১৮.৬৬	৬৬.৬২
বৃহত্তর খুলনা জেলা	২৪,৪৮,৭২০	৩৫,৫৭,৪৬০	৪৩,৫৩,১৮৫	৪৫.২৮	২২.৩৭	৭৭.৭৭

১৯৯১ সনের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী স্বতন্ত্র খুলনা জেলার জনসংখ্যা ছিল ২০,১০,৬৪৩ জন।[১০৩] ২০০১ সালের আদম শুমারিতে এ সংখ্যা ২৫.০৪ লক্ষে উন্নীত হয়।[১০৪] বাংলা পিডিয়ার তথ্য মতে জনসংখ্যা মোট ২৩,৩৪,২৮৫, পুরুষ ৫১.৮৭%, মহিলা ৪৮.১৩ শতাংশ। মুসলিম ৭৩.৪৯%, হিন্দু ২৫.৭৪%, খ্রিস্টান ০.৬৭%, বৌদ্ধ ০.০৪% এবং অন্যান্য ০.০৬

---

[১০৩] *Bangladesh Population Census 1991*(Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, December 1992), p. 17

[১০৪] *জেলা তথ্য : খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

শতাংশ।[১০৫] ২০১১ সালের আদম শুমারি ও গৃহগণনাতে এ সংখ্যা ২৪,০৭,৬৮০ জন উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৬]

২.৩.২ খুলনা জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান

১৮৮২ সালে খুলনা শহরে খুলনা মহাকুমার সদর দপ্তর স্থাপিত হওয়ার পর থেকে খুলনা শহরের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে জনবসতি। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইতোপূর্বে ঔপনিবেশিক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের নীতি সরকার গ্রহণ করায় এ মহাকুমায়ও তার প্রভাব পড়ে এবং গড়ে উঠতে থাকে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর পূর্বে সনাতনী পদ্ধতিতে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন টোল,[১০৭] পাঠশালা,[১০৮] চন্ডীমন্ডপ, মক্তব,[১০৯] মাদ্রাসা ছিল বলে জানা যায়।[১১০] ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, খুলনা জেলায় স্বাক্ষর ব্যক্তির হার ছিল শতকরা ৬.৯ এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৯৮৩ ও ছাত্র সংখ্যা ৩৪,৩৫৬ জন।[১১১] জেলার উত্তরাংশের অধিকাংশ বিদ্যালয় নদীর উপকূলবর্তী অধিক উন্নত স্থানসমূহে গড়ে উঠে। কেননা এ সকল এলাকায় বিত্তশালী হিন্দু ও মুসলিমগণের বাস ছিল। কিন্তু দক্ষিণের এলাকা সুন্দরবন ও নদ-নদী প্রবাহিত কর্দমাক্ত ও নিম্নভূমির সমন্বয়ে গঠিত ছিল বলে এখানে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও দরিদ্র

---

১০৫ সন্দীপক মল্লিক, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞান কোষ, cf. http://www.banglapedia.org/HTB/101238.htm visited on 06-12-2012.

১০৬ *Community Report, Khulna Zila, June 2012, Population and Housing Census 2011,* Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, cf.http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Khulna/Khulna/ Khulna% 20at% 20a%20glance.pdf visited on 10-12-12

১০৭ টোল একটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একে চৌপাটি বা চৌবাড়িও বলা হত, যা চতুঃস্পাষ্টি শব্দ থেকে আগত। কখন টোল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়না। প্রধানত চতুস্পাষ্টিতে চার বেদ পড়ানো হত। টোল ছাত্রদেরকে কেবলমাত্র বিনা বেতনে সাংস্কৃতিক শিক্ষাই দেয়া হতনা বরং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণত আবাসিক এলাকা গ্রামে বা শহরের বাইরে টোল প্রতিষ্ঠিত হত। এটি সাধারণত মাটির দেয়াল ও খড়ের ছাদযুক্ত এক বা একাধিক লম্বা ঘর নিয়ে গঠিত হত। প্রত্যেক ঘর বিভিন্ন কামরায় বিভক্ত ছিল এবং মাঝখানের দেয়াল ছাদ পর্যন্ত ছিল না। টোলের কার্যক্রম সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলত। কোন কোন সময় সন্ধ্যায় আবার শুরু হতো। ৯ থেকে ৩০ বছর বয়সি ছাত্ররা এ টোলে পড়াশুনা করত। দ্র. Mahamahopadhay Mahes Chandra Nyayaranta, *Report on the tols of Bengal, Bihar and Orissa*(Calcutta : Bengal Secretariate press, 1892), p. 11; সম্পাদিত, *ভারত কোষ*(কলিকাতা : বংগীয় সাহিত্য পরিষদ), পৃ. ৬২০

১০৮ পাঠশালা ছিল মধ্যযুগে বাংলা প্রাথমিক দেশিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হত এবং হিন্দু ছেলেরাই এখানে বেশি অধ্যায়ন করত। দ্র. কাজী শহীদুল্লাহ ও আব্দুল মমিন চৌধুরী অনূদিত, *পাঠশালা থেকে স্কুল*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. মুখবন্ধ ৯-১০

১০৯ মক্তব ছিল মুসলিমগণের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠান। এজন্য মক্তবগুলো মুসলিমগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হত। এখানে সাধারণত কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হত। এ প্রতিষ্ঠানটি ছিল সাধারণত মসজিদ কেন্দ্রিক। দ্র. *Socio-Economic Development of Bengal District : A Study of Jessore, 1883-1925,* p. 243

১১০ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

১১১ L.S.S.O Malley, *Bengal District Gazetteers Khulna*(Calcutta : Bengal Secratariate Book Depo, 1912), p. 354

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমগণের বসবাস ছিল। তারা লেখাপড়ার চেয়ে চাষাবাদ, মৎস্য আহরণ ও গবাদিপশু পালনে অধিক মনোনিবেশ করেন। ফলে তারা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকে।[১১২]

খুলনা শহরের প্রথম স্কুলের নাম Middle English School (M.E. School), এটি ১৮৬৭ সালে দৌলতপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৭৪ সালে, High English School-এ উন্নীত হয়। ১৯৩৭ সালে এ স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন স্কুল রাখা হয়।[১১৩] ১৮৮৫ সালে খুলনা শহরের প্রাণকেন্দ্র তৎকালীন অভিজাত এলাকায় খুলনা জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১৪] টুটপাড়ার কালাচাঁদের পাঠশালায় ১৮৮০ সালে খুলনার প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এরপর ১৯০০ সালে ভিক্টোরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯১৩ সালে করোনেশন গার্লস স্কুল, ১৯১৪ সাল বি.কে ইউনিয়ন ইনস্টিটিউট, ১৯৩৯ সালে পল্লীমঙ্গল হাই স্কুল ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৪০ সালে সেন্ট জোসেফ[১১৫] উচ্চ বালক বিদ্যালয় ও ১৯০৪ সালে খালিশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১৬] ষাটের দশকে খুলনা শহর শিল্প এলাকায় পরিণত হলে এর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে শহরের বিভিন্ন পাড়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৬৩ সালে খুলনা অন্ধ ও মূক-বধির বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

খুলনায় প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ সালে দৌলতপুরে। তখন এটির নাম ছিল হিন্দু একাডেমি।[১১৭] পরে এর নাম হয় ব্রজলাল কলেজ (বি.এল কলেজ)।[১১৮] এটিকে ১৯৬৭ সালে

---

১১২ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

১১৩ ডাঃ আবুল কাশেম, *দৌলতপুর মুহসিন হাই স্কুল*(খুলনা : পিরামিড আর্ট প্রেস, দৌলতপুর, বাংলা, ১৩৭৬), পৃ.৪৩; *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১-৬১৩

১১৪ খুলনা শহরের দ্বিতীয় স্কুল জেলা স্কুল। জেলা সদর প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি এ স্কুল। খুলনা অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত করে দেয়ার কৃতিত্ব এ স্কুলেরই। স্কুলটি অবশ্য প্রথমে বেসরকারি হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে। পরে সরকার তার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। স্কুলটি তৎকালীন অভিজাত এলাকায় সুদৃশ্য অট্টালিকা ও বিস্তৃত সবুজ অঙ্গনে অবস্থিত। এর চারপাশে জেলা প্রশাসক, জেলা জজ, সিভিল সার্জন, জেলা পুলিশ কর্মকর্তা, মহকুমা শাসকসহ তৎকালীন উর্ধ্বতন রাজকর্মচারিরা বসবাস করতেন। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় যে, এসব রাজকর্মচারির সন্তানদের লেখাপড়ার জন্যই মূলত স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্র. *মহানগরী খুলনা: ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৪-৬১৫; এই জেলা স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত খুলনাবাসিকে হাই স্কুলে শিক্ষা লাভের জন্য দৌলতপুর হাই স্কুলের উপর নির্ভর করতে হত। এই স্কুলের সাথে একটি কৃষি উদ্যান ছিল ছাত্রদের কৃষি বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের জন্য। দ্র. *Bangladesh District Gazetteers Khulna*, p. 251

১১৫ সেন্ট জোসেফ স্কুল মিশনারীদের পরিচালিত খুলনার একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যিশু খৃষ্টের বাণী নিয়ে পর্তুগীজ বণিকেরা এদেশে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটানোর জন্য মানুষের মন জয় করতে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নেন। তাদের দ্বারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক স্কুল কলেজ স্থাপিত হয়। এর মধ্যে একটি হলো খুলনার সেন্ট জোসেফ স্কুল। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর মিশনের উদ্যোগে ১৯৪০ সালে। দ্র. মাইকেল সুশীল অধিকারী, *'খুলনায় খৃষ্টান সম্প্রদায়' শতবর্ষে খুলনা*, খুলনা শহরের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা ১৮৮২-১৯৮২, পৃ. ৪৩

১১৬ *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১-৬৩৫, *আমাদের খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৫

১১৭ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

১১৮ বি এল কলেজ শুধু খুলনা নয় সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যবাহী কলেজ। ইংরেজি ১৯০২ সালে খুলনার দৌলতপুরে ভৈরব নদীর তীরে এটি স্থাপিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল হিন্দু একাডেমি। নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ ছাড়া উচ্চ শিক্ষার জন্য অত্র অঞ্চলে কোন কলেজ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে।

সরকারিকরণ করা হয়। খুলনায় প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় কলেজটির নাম খুলনা মহিলা কলেজ। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০ সালে এবং সরকারি হয় ১৯৬৮ সালে।[১১৯] ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আজম খান কমার্স কলেজ। এটি ১৯৭৯ সালে সরকারি করা হয়। এরপর ১৯৬৫ সালে মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, ১৯৬৬ সালে নর্থ খুলনা কলেজ (তেরখাদা), ১৯৬৭ সালে পাইকগাছা কলেজ, কপিলমুনি কলেজ (পাইকগাছা) ও গিলাতলা কলেজ, ১৯৬৯ সালে সুন্দরবন কলেজ, পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ, দৌলতপুর নৈশ কলেজ ও দৌলতপুর মহসীন নৈশ কলেজ, ১৯৭০ সালে শাহপুর মধুগ্রাম কলেজ (ডুমুরিয়া), ১৯৭২ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, বঙ্গবন্ধু কলেজ (রূপসা) ও মহসীন মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২০]

এছাড়া খুলনা আলীয়া মাদ্রাসা[১২১] ১৯৫২ সালে হাফিজিয়া মাদ্রাসা হিসেবে, খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ১৯৬৩ সালে ও খুলনা মেডিকেল কলেজ ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। এটি ২০০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং এর নামকারণ করা হয় 'খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়'। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়[১২২] প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে।[১২৩]

বর্তমানে খুলনা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের(মাধ্যমিক, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) একটি তালিকা টেবিলে উপস্থাপন করা হল:

খুলনার সাথে নড়াইলের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। এমতাবস্থায় খুলনা অঞ্চলের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা বাস্তবায়নের কথা চিন্তা করে খুলনার বারইডাঙ্গা নিবাসী ব্রজলাল চক্রবর্তী (পেশায় আইনজিবি) সর্বপ্রথম কলেজটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ফলে তার নামানুসারেই কলেজটির নামকরণ করা হয় ব্রজলাল কলেজ (বি এল কলেজ)। এর প্রথম আচার্য ছিলেন পন্ডিত দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ ও কলেজ বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ হন বাবু শিবচন্দ্র গুই। দ্র. ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু, *দৌলতপুরের বিবরণ*(খুলনা : মিলনী প্রেস, দৌলতপুর, ২০ আষাঢ় ১৩৫৮), পৃ. ৫১ ও ৫৪; অধ্যক্ষ এবং চারজন অধ্যাপক নিয়ে এর এফ এ (First Arts) ক্লাশ শুরু হয়। প্রথম বছর এখানে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা ও গণিত পড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শুরুতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন সতীশ চন্দ্র মিত্র, কুঞ্জ বিহারী মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও বিজয়কুমার রায়। দ্র. মোঃ বজলুল করিম, *ব্রজলাল কলেজের ইতিহাস*(খুলনা : দৌলতপুর আর্ট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১ জুলাই, ১৯৮৯), পৃ. ৭৩

১১৯ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

১২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯; *মহানগরী খুলনা ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৮-৬৭১

১২১ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দ্যেশে কিছু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি খুলনায় পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসা স্থাপনে এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইউসুফিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন সুপারিনটেন্ডেন্ট আলহাজ্ব গোলাম নবী, মোহাম্মদ আলী, টুটপাড়া মসজিদের প্রাক্তন ইমাম মাওলানা খলিলুর রহমান প্রমুখ। তাদের প্রচেষ্টায় ১৯৫২ সালে ২ এপ্রিল খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা শুভ উদ্বোধন করা হয়। দ্র. মোহাম্মদ আলী, *খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*(খুলনা : প্রকাশকাল ১০ই মাঘ ১৪০১), পৃ. ৪-৫

১২২ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিভাগীয় শহর খুলনার গল্লামারী নামক স্থানে ১০০ একর জমির উপর স্থাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অধ্যাদেশ ৫ (১) জি ধারা মতে খুলনা বিভাগে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১৯৮৩ সালে কমিশন কর্তৃক সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি কমিটি প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। অতঃপর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ১৯৯০ সালের ৩১ জুলাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কল্পে আইন পাশ করে এবং ১৯৯১ সালে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। দ্র. *বাংলা পিডিয়া*, খ. ৩, পৃ. ৯২

১২৩ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০-৩৮৯

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪ : খুলনা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ[১২৪]

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা
০১	খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি	০১ টি
০২	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	০১ টি
০৩	পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	০১ টি
০৪	ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	০১ টি
০৫	হোমিওপ্যাথিক কলেজ	০১ টি
০৬	সমাজ সেবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০১ টি
০৭	মাদ্রাসা	২০৫ টি
০৮	সরকারি কলেজ	০৫ টি
০৯	বেসরকারি কলেজ	৪২ টি
১০	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৯ টি
১১	বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪৮ টি
১২	নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০৭ টি
১৩	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬২৫ টি
১৪	বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৯ টি
১৫	কমিউনিটি স্কুল	৩৪ টি
১৬	স্যাটালাইট স্কুল	৬৩ টি
১৭	এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র	১৯৯ টি
১৮	পিটিআই	০১ টি

২.৩.৩ খুলনা জেলার ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ নিদর্শনাবলি এবং স্থানসমূহ

অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই বাংলাদেশ। পাহাড় অরণ্য, সমুদ্র আর ঐতিহাসিক নির্দশন তথা প্রকৃতির সব বৈচিত্র্যকেই ধারণ করেছে মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এ ছোট্ট ভূ-খণ্ড। সে ক্ষেত্রে খুলনার অবদান কম নয়। বৃহত্তর খুলনার বেশিরভাগ ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ নিদর্শন এবং স্থানসমূহের মধ্যে মসজিদ, দীঘি ও সমাধি স্থাপত্য, মন্দির ও মঠ স্থাপত্য, প্রাসাদ স্থাপত্য এবং সুন্দরবন অন্যতম। ঐতিহাসিক মসজিদ ও সমাধি স্থাপত্যের অধিকাংশই বাগেরহাটে অবস্থিত এবং অল্প কয়েকটি বর্তমান খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৪২-৫৯) ইসলাম প্রচার ও সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচি নিয়ে অত্র অঞ্চলে হযরত খান জাহান আলী(র.) আগমন করেন । তাঁর প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মসজিদ, দীঘি, অট্টালিকা মাজার ইত্যাদি আজও ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলির স্বাক্ষর বহন করছে। হযরত খান জাহান আলী(র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলির মধ্যে বর্তমানে যেগুলো টিকে আছে, সেগুলির মধ্যে মসজিদ ও অন্যান্য নিদর্শনাবলি অন্যতম। বাগেরহাট শহর থেকে ৬ কি.

---

[১২৪] সন্দীপক মল্লিক, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞান কোষ, cf. http://www.banglapedia. org/htb/101238.htm visited on 06-12-2012

Dhaka University Institutional Repository

মি. পশ্চিমে, রূপসা-বাগেরহাট মহাসড়কের পাশে এশিয়ার বিখ্যাত নান্দনিক সৌন্দর্যমন্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ খাঁন জাহান আলী(র.) এর অমর কীর্তি, ষাট গম্বুজ[১২৫] মসজিদটি অবস্থিত। বৃহত্তর খুলনার অন্তর্গত বাগেরহাটের এক গম্বুজ মসজিদ, নয় গম্বুজ মসজিদ, দশ গম্বুজ মসজিদ, হোসেন শাহী মসজিদ, মসজিদ কুড় মসজিদ, বিবি বেগনী মসজিদ, চুনা খোলা মসজিদ, সিঙড়া মসজিদ, খাঞ্জেলী দীঘি, ঘোড়া দীঘি, খাঁন জাহান আলী (র.) এর মাজার ও সমাধি স্থাপত্য, মোহাম্মদ তাহেরের মাজার, জিন্দাপীরের মাজার ইত্যাদি। বৃহত্তর খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরা জেলায় রয়েছে সুলতানপুর শাহী মসজিদ, টেঙ্গা মসজিদ, বৈকারী শাহী মসজিদ, মৌতলা মসজিদ, পরবাজপুর মসজিদ ইত্যাদি।

মন্দির ও মঠ স্থাপত্য

বৃহত্তর খুলনায় বেশ কিছু মন্দির ও মঠ রয়েছে। যেগুলো অত্র অঞ্চলের ঐতিহাসিক স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে। রাজা বিক্রমাদিত্য, বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্য সুন্দরবন অঞ্চলে বহুদিন রাজত্ব করেন এবং বহু মন্দির, দূর্গ, প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। সেসব কীর্তির কিছু ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।[১২৬]

প্রাসাদ স্থাপত্য

খুলনা জেলার ফুলতলা থানার দক্ষিণ ডিহি গ্রামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শশুরালয় ও মাতুলালয় অবস্থিত।[১২৭] জরাজীর্ণ ভবনটি অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে। রবী ঠাকুরের স্ত্রী মৃনালিনী দেবীর শৈশব ও কৈশরের স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটি পুরনো আমলের নকশা সমৃদ্ধ ও অভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে অত্র অঞ্চলে আজও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করছে।

সুন্দরবন

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা লবনাজ জলাভূমির বন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর দৃষ্টি আকর্ষণীয় চিত্রল হরিণের আবাসস্থল বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ সুন্দরবন বৃহত্তর খুলনায় অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বঙ্গোপসাগরের তীরে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা

---

[১২৫] এই মসজিদের উপরে ৭৭টি এবং চারকোনে ৪টি মোট ৮১টি গম্বুজ থাকা সত্ত্বেও কেন ৬০ গম্বুজ মসজিদ বলা হয় তার কোন সঠিক কারণ খুজে পাওয়া যায়না। দ্র. *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, পৃ. ৫৪০; কেউ কেউ অনুমান করেন যে, মসিজিদের অভ্যন্তরে ৬০টি স্তম্ভ আছে, তা থেকেই ৬০ গম্বুজ নামের উৎপত্তি। আর কারো মতে মসজিদের উপর "সাত" সারির গম্বুজ থাকার দরুন সাত থেকে বিকৃতরূপ ষাট হয়ে ষাট গম্বুজ নামকরণ হয়েছে। এছাড়া ৭৭ গম্বুজ এর সাতাত্তর কথার সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ ষাট গম্বুজ নামকরণ হতে পারে। দ্র. *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, পুনর্মুদ্রিত, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

[১২৬] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

[১২৭] *বাগেরহাটের ইতিহাস*, খ. ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

জেলার দক্ষিণাংশ জুড়ে সুন্দরবন বিস্তৃত।[১২৮] পূর্ব-পশ্চিমে সুন্দরবনের দৈর্ঘ্য ১৬০ মাইল এবং উত্তর বিস্তার এর প্রস্থ পশ্চিম দিকে ৭০ মাইল হতে পূর্ব দিকে ৩০ মাইলের বেশি নয়। গড়ে বিস্তৃত ৫০ মাইল ধরলে সুন্দরবনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০০০ বর্গমাইল।[১২৯] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সুন্দরবনের পূর্বে বালেশ্বর এবং পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত সুন্দরবন বিস্তৃত। সুন্দরবনের বিস্তার রয়েছে বঙ্গোপসাগর। সুন্দরবনের ২/৩ অংশ বাংলাদেশে অবস্থিত।[১৩০]

ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে সুন্দরবনের অবস্থান সব সময়ই সু-উচ্চে ছিল। জীব-বৈচিত্রের অফুরন্ত ভান্ডার সুন্দরবনকে নিয়ে একদিকে যেমন পরিবেশবাদি ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের অসীম আগ্রহ, তেমনি এ রহস্যঘেরা বনের নানা উপকথা, কাহিনীও কম নয়। বনবিবি, গাজী-কালু-চম্পাবতী, পচাব্দী গাজীসহ নানা কিংবদন্তির জন্মস্থল এ সুন্দরবন। এ বনভূমি ও তার সন্নিহিত লোকালয়ে বসবাসকারী বনের উপর জীবিকা নির্বাহকারী অসংখ্য বনজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা তথা জীবন সংগ্রামের ইতিহাসও লোমহর্ষক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবনের শান্ত সুন্দর পরিবেশ সৌন্দর্য পিপাসু পর্যটকদের দৃষ্টি অবশ্যই কেড়ে নেবে। ১৯৯৮ সালের ৬ ডিসেম্বর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ২১তম অধিবেশনে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটগুলোর ঘোষিত তালিকায় পৃথিবীর ৫২২টি বিশ্ব ঐতিহ্যের মধ্যে বাংলাদেশের সুন্দরবনকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[১৩১] প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনেও সুন্দরবনের পক্ষে প্রচুর ভোট পাওয়া গিয়েছে।

খুলনা জেলার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি পৈত্রিক ভিটা রুপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে এবং শ্বশুরবাড়ী ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণ ডিহিতে অবস্থিত। খুলনা জেলার বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত আবদুল্লা উপন্যাসের রচয়িতা কাজী ইমদাদুল হক, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন রসায়ন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), কবি ও শিক্ষাবিদ কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭), রাজনীতি সচেতন নাট্যকার শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), বিখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী যুথিকা রায়, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী মনোরঞ্জন সরকার, সমাজ সেবক মেহের মুসল্লী, ১৮৮৮ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অবিভক্ত বাংলায় প্রথম স্থান অধিকারী কুমুদ বন্ধু রায় বাহাদুর, সুন্দরবনের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক এএফএম আবদুল জলিল, বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজ সেবক এ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার, আইন-বিশেষজ্ঞ ও বহু আইন বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা গাজী শামসুল রহমান, বহু গ্রন্থের প্রণেতা

---

১২৮ *বাগেরহাটের ইতিহাস*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

১২৯ *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১৩০ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

১৩১ কবির আহমেদ *"বাংলাদেশ ও পর্যটন শিল্প"*, *সচিত্র বাংলাদেশ, পর্যটন সংখ্যা*, জুন-২০০৫, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তার আবুল কাশেম, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক কে আলী, কবি ও সাহিত্যিক মালকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), দানবীর ও সমাজ সেবক রায়সাহেব বিনোদ বিহারী সাধু, খুলনা জেলার প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠাকারী ব্রজলাল শাস্ত্রী (১৮৭১-১৯৪৪), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এন্ট্রাস পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকারী ও পশ্চিম বঙ্গের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, আকিজ শিল্প গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা শেখ আকিজ উদ্দিন, বিশিষ্ঠ সমাজ সেবক ও শিক্ষানুরাগী শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা কামাক্ষা প্রসাদ রায় চৌধুরী, বিশিষ্ট পানি বিজ্ঞানী ড. আইনুন নিশাত, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ড. এস কে বাকার, সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য ও খুলনা পৌরসভার চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট এনায়েত আলী, সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রী সালাউদ্দিন ইউসুফ, সাবেক প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী এ্যাডভোকেট এস এম আমজাদ হোসেন, প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী এ্যাডভোকেট এ এইচ এম দেলদার আহমেদ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবু মোঃ ফেরদাউস, সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদ এ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম, রাজনীতিবিদ এম নুরুল ইসলাম দাদু ভাই, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়ার ও বিজেএমই এর সাবেক সভাপতি এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর সহ-সভাপতি আবুদস সালাম মূর্শেদী, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় শেখ মোঃ আসলাম, একটানা বার মিঃ বাংলাদেশ বছর আবুল কালাম আজাদ, ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধে সংঘটক এ্যাডভোকেট আবদুল হালিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা কমরেড রতন সেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান, বিজেএমই এর বর্তমান সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন প্রমুখ।[১৩২]

২.৪ খুলনা জেলার সামাজিক ইতিহাস

আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলতে কোন দেশ বা অঞ্চলের আধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থাসমূহকে বুঝায়। আর যে কোন দেশ বা অঞ্চলে কোন আর্থিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নতুন যে কোন কার্যক্রম মূলত সেই দেশ বা অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। 'খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যেহেতু খুলনা জেলার নির্দিষ্ট অঞ্চলকে ঘিরে সম্পাদন করা হয়েছে, সেহেতু প্রয়োজনের তাগিদেই খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা একান্তই গুরুত্বের দাবি রাখে।

---

[১৩২] cf. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on. 22-12-2011

Dhaka University Institutional Repository

২.৪.১ খুলনা জেলার সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস

বৃহত্তর খুলনা জেলায় মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। সম্প্রদায়ভেদে সামাজিক অবস্থায় কিছুটা তারতম্য থাকলেও মূল সমাজ ব্যবস্থায় তেমন কোন পার্থক্য নেই। ১৮৭৫ সনে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার লিখেছেন 'এই জেলায় হিন্দুরা অভিজাত শ্রেণী। ঐ সময় বেশির ভাগ মুসলিম চাষ-আবাদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। জমিদার, বড় ব্যবসায়ী ও ধনী দোকানদার শ্রেণী মূলত ছিল হিন্দু। পরবর্তী একশত বছরে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।' ১৯৪৭ সালের পর মুসলিমগণের অনেক উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে এই জেলার মুসলিমগণ বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে ভাল অবস্থানে রয়েছে।[১৩৩]

২.৪.২ খুলনা জেলার হিন্দু সামাজিক শ্রেণী

১৯৪৭ সালের পূর্বে সারাদেশের ন্যায় খুলনা অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব করত হিন্দুরা। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ১৯৪৭ পরবর্তীতে মুসলিমগণের অনেক উন্নতি হয়। হিন্দুদের মধ্যে নানা প্রকার গোত্র বা বর্ণ রয়েছে। মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণ রয়েছে।[১৩৪] এগুলোর মধ্যে ব্রাহ্মণরা হল সর্বোত্তম।[১৩৫]
ধর্মীয় ও সামাজিক দিক দিয়ে তাদের মর্যাদা সবার উপরে।[১৩৬] এর পরে ক্ষত্রিয়; এদের পেশা হল- শিক্ষা-দিক্ষা অস্ত্র পরিচালনা এবং রাজ্য শাসন সংক্রান্ত। বৈশ্যদের স্থান ক্ষত্রিয়দের পরে। এদের পেশা কৃষি, ব্যবসা। সর্বশেষ শ্রেণীটি হল শুদ্র। এরা হিন্দু সমাজের সবচেয়ে নিম্ন বর্ণের অধিকারী। এদের সামাজিক কোন মর্যাদা নেই বললেই চলে।[১৩৭] সমাজের উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা

---

১৩৩ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*(ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৯৬), পৃ. ৭০

১৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩; মোঃ আমিরুল ইসলাম, *যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ : একটি সমীক্ষা(১৭৮৬-১৯৪৭)*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৭ ইং, পৃ. ৩৪-৩৫; মোঃ আব্দুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৩৩

১৩৫ বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধরা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করত। নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের কোন গুরুত্বই ছিলনা। ব্রাহ্মণরা পূর্ব হতেই সমাজের উপর পূর্ণ প্রভূত্ব স্থাপন করেছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তির পথে ধাবিত হতে লাগল। দ্র. রামাইপন্ডিত, নগেন্দ্র বসু সম্পাদিত, *শুন্য পুরাণ*(কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪ বাং), পৃ. ১৪০; বাংলাদেশে সেনদের রাজত্বকালে এদেশে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে। বৌদ্ধদের তারা বিতাড়িত করেন। দ্র. শ. ম শওকত আলী, *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৩১; তাবাকাত-ই নাসিরীর বর্ণনায় আছে যে ব্রাহ্মণরা রাজা লক্ষণ সেনের প্রশাসন এবং নীতি নির্ধারণের বিষয়ে উপদেষ্টা নিযুক্ত ছিল। যেখানে বৌদ্ধ ও নিম্ন হিন্দুদের কোন গুরুত্বই ছিল না। দ্র. Nijam Al-Din Ahmad Bakshi, *Tabakat-E-Akbari*(Calcutta : Royal Asiatic Society of Bangal, Vol-1, 1927), p. 5

১৩৬ ফরিদপুরে ইসলাম, পৃ. ৩৩; সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা পূর্ব হতেই শীর্ষস্থান লাভ করেছিল, ভগবানের পরেই ছিল ব্রাহ্মণের স্থান। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, গো-দান, জল-দান ইত্যাদি অন্য বর্ণের লোকদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। ধর্মীয় কার্যাদি যেমন-পুজা অনুষ্ঠান, ব্রতানুশীলন, নাম-যজ্ঞের পৌণপুনিক আচরণাদি ইত্যাদি ব্রাহ্মণের দ্বারাই সম্পন্ন হত। দ্র. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪), পৃ. ৫১-৫২

১৩৭ *যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ : একটি সমীক্ষা* (১৭৮৬-১৯৪৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের উপর অত্যাচার করত এবং তারা দরিদ্রতার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে জীবন যাপন করত।[১৩৮] হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় ৪টি বর্ণ স্তর বিশিষ্ট হলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইত্যাদি শ্রেণীর বর্ণগতভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। সকলেই শুদ্রের পর্যায়ে গণ্য করা হতো।[১৩৯] ব্রাহ্মণ ও শুদ্র এ সকল বর্ণ গুলোর মধ্যে থেকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু শ্রেণীর উদ্ভব হয়। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হল- কায়স্থ বেদ, বৈবর্ত। শুদ্রের নিচের আরও কয়েকটি শ্রেণী কাপালিক, যোগী, চান্ডাল, পোদ, ডোম্বি, কর্মকার, তাঁতি, ধনুরী, শুড়ী, চর্মকার ইত্যাদি।[১৪০]

২.৪.৩ খুলনা জেলার মুসলিম সামাজিক শ্রেণী

মুসলিমগণের মধ্যে শ্রেণীভেদ বা জাতিভেদ বলতে কিছু নেই। ইসলাম পৃথিবীর সকল মানুষকে এক ও অখণ্ড মানব জাতির অংশ বলে মনে করে। আল কুরআনে এসেছে, 'নিশ্চয়ই তোমরা সকল উম্মত সবাইতো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর।'[১৪১] অন্যত্র বলা হয়েছে "হে মানব আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে

---

১৩৮ বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৬০-১১৭৮ খ্রি.) বর্ণপ্রথা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কুল প্রথা প্রচলনের ফলে বর্ণভেদ প্রথা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। দ্র. বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩; আধুনিক সুবিধা ভোগী ব্রাহ্মণদেরকে আরও অত্যাচারী করে তোলে। নিম্ন বর্ণের হিন্দু অথবা শুদ্র কিংবা বৌদ্ধরা তাদের অত্যাচারের শিকার হয়। দ্র.শুন্য পুরান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪০; ব্রাহ্মণ্যবাদি সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতি এমনভাবে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হত, যাতে তাদের ভোগের পেয়ালা উপচে পড়ত; অপর দিকে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীতে চলত নিদারুন অভাব, ক্ষুধা, পীড়ন, শোষন, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু, চর্যাপদের কবিতায় যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার করুণ চিত্র কবি এভাবে তুলে ধরেছেন:

টালত মোর ঘর নাহি পরবেসী
হাড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।

অর্থাৎ টিলার উপর আমার ঘর, আমার কোন প্রতিবেশি নেই। হাড়িতে ভাত নেই, অথচ নিত্যই (ক্ষুধার্ত) অতিথি এসে ভিড় করে। দ্র. *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

১৩৯ ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময় থেকে ব্রাহ্মণবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ ও কিছু কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। দ্র. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*(ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৭), পৃ ২০; ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মীয় প্রভাবের বলয়ে পূর্বেকার সামাজিক রীতি নীতিতে পরিবর্তন আসে। এমনকি হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজেও এ পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। পঞ্চদশ শতকে শ্রী চৈতন্যদেব গ্রাম বাংলার অনড় বর্ণবাদী সমাজের মূলে আঘাত করে বর্ণহীন বাঙ্গালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত ইসলামী সাম্য চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তিনি সমাজের ভিত নাড়িয়ে ছিলেন। এর ফলে শহরে এবং গ্রামে উল্লেখযোগ্য সামাজিক উন্নতি ও পরিবর্তন আসে। ইতোপূর্বে বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত কৌলিণ্য প্রথার ফলে যে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পরবর্তীতে সমাজের বিদ্রোহের ফলে বৃত্তিকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। আর হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণের মধ্যে দুটি বর্ণ যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য লুপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ ও শুদ্র নিয়েই বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ গড়ে ওঠে। দ্র. শেখ মাসুম কামাল ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ : সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*(সাতক্ষীরা : সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন, ১৯৯৬), পৃ. ৬১

১৪০ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪; বাংলাদেশ ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৪১ আল কুরআন, ২৩ : ৫২

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও"।[১৪২] জাতিভেদ বা বর্ণভেদ সম্পূর্ণ হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রথা। বাঙ্গালী মুসলিমগণের মধ্যে যে জাতিভেদের কথা বলা হয় সেটি হিন্দুয়ানি জাতিভেদেরই নামান্তর।[১৪৩] কারো কারো মতে হিন্দুদের কৌলিণ্য প্রথা কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজকেও কিছুটা প্রভাবিত করে।[১৪৪] সে কারণে সমাজের পূর্ব প্রচলিত আতরাফ, আশরাফ এই ভেদনীতি একেবারে দূরীভূত হয়নি।[১৪৫] তাইতো নবগঠিত মুসলিম সমাজেও মুসলিমগণের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান, জোলা (কারিগর),[১৪৬] চাকলাই,[১৪৭] ইত্যাদি শ্রেণী এদের মধ্যে অন্যতম। সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান এই চার শ্রেণীর মানুষ নিজেদের উচ্চ বংশ বা আশরাফ বলে মনে করত। এর বাহিরে ধর্মান্তরিত নিম্ন শ্রেণীর ভারতীয় মুসলিমগণের আতরাফ বা অনভিজাত শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করা হত।[১৪৮] যদিও কালের

---

১৪২ আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

১৪৩ ঐতিহাসিকগণ মুসলিমগণের মধ্যে যে জাতিভেদের কথা উল্লেখ করেছেন তা হিন্দুয়ানি জাতিভেদেরই নামান্তর। খুলনা-যশোরের মুসলিমগণের মধ্যে এ ধরনের শরাফতীয় কথা অবশ্য শোনা যায়, তবে এটা হিন্দু বর্ণভেদের রূপান্তর মাত্র। অবশ্য মুসলিম সমাজ এই শ্রেণীভেদ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। দ্র. মুহম্মদ আবু তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

১৪৪ এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক Dr. A.R Mallick তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, Thus long years of association with a man - Muslim people who far out numbered them, cut of from original home of lslam, and living with half converts from Hinduism. The Muslim had greatly deviated from the original faith and had become indianite. This deviation the from the faith apart, the Indian Muslim in adopting the caste system of the Hindus. Had given a disastrous blow to the Islamic conception of brotherhood and equality in which thin strength had rested in the past and Presented thus in the 19th century the picture of a disrupted society. Degenerate and weakened by division and sub- division to a degree, it seemed, beyond the possibility of repair. No wonder, Sir Mohammad Iqbal said, surely, we have out Hindered the Hindu himself, and we are suffering from, a double caste system religious cast system, sectarian and social caste system which we have Either learned or inherited from the Atindus. This conquered nations cf: Dr. A.R Mallick, *British Policy and the Muslim in Bengal.1757-1856*, (Dhaka : Bangla Academy, 1977), p. 1257.

১৪৫ তৎকালীন একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কালক্রমে মুসলিমগণের মধ্যে জাত্যাভিমান এসে উপস্থিত হয়েছে। ভারতীয় মুসলিমগণ হিন্দুদের নিকট হতে অনেক আচার-ব্যবহার আয়ত্ব করে নিয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে যেমন কুলীন আছে, মুসলিমগণের মধ্যেও তেমন শরীফ আছে। এছাড়া মীর মোশারফ হোসেন পিতামহের আমলে সমাজে প্রচলিত শ্রেণীভেদের উল্লেখ করে বলেছেন 'সে সময়ে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়ার সম্মন্ধে বড়ই বাছ-বিচার ছিল। জাতির গৌরব, বংশ মর্যাদা, ঘরানার গৌরব বড়ই কঠিনভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল। দ্র. ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ৬-৭

১৪৬ জোলা সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'The Jolahas are desirous of being known as sheikh of sheikh Momins, Jolaha being used in an opprobrious semee denoting stupidity.' cf: K.G.M Latiful Bari. *Bangladesh District Gazetteers Jessore*(Dhaka : Bangladesh Government Press, 1979), p. 60

১৪৭ চাকলাই সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'There is a Peculiar class of Mohammedan called Chacklai Musalmans from the fact that they deed in and around the village of Chackal situated in thana Maninampur and fultala of the left of the abadak and Harihor. cf. Ibid; L.S.S O'Malley, *Bengal District Gazetteers*(Calcutta : Bengal Secretariat Depo, 1912), p. 48

১৪৮ বাংলার মুসলিমগণের মধ্যে অনেক বা অনেকের পূর্ব পুরুষ বহিরাগত একথা সত্য, কিন্তু এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিমগণ মূলত এদেশিয় অমুসলিমগণের উত্তর পুরুষ। আমাদের দেশে মুসলিমসমাজের মধ্যে যে সামাজিক বর্ণবিন্যাস গড়ে উড়েছিল তার উপরের স্তরে থাকতেন বিদেশাগত মুসলিমগণ। এদের মধ্যে আশরাফ, আতরাফ, শরীফযাদ, আযলাফযাদ হিসেবে বৈষম্য ছিল। এদেশের হিন্দু ধর্মত্যাগী মুসলিমগণ আবার তাদের পূর্বেকার বা পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

পরিক্রমায় এসকল জাতিভেদ বর্তমানে নেই বললেই চলে। খুলনা জেলায় মুসলিমগণের ঐ সকল সামাজিক শ্রেণীভেদ পূর্বে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এর কোন প্রভাব সমাজে দেখা যায় না।[১৪৯]

২.৪.৪ খুলনা জেলায় পারিবারিক ব্যবস্থাপনা

অতীতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা বা পারিবারিক বন্ধনের অটুট নীতিমালা ছিল লক্ষ্যণীয়, যা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল।[১৫০] যৌথ পরিবার প্রথা হিন্দুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, বর্তমানে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে পড়েছে। নিম্ন বর্ণের হিন্দুগণ বিশেষ করে কৃষক শ্রেণী এই প্রথাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। অন্যান্য জেলার মত খুলনা জেলাতেও হিন্দুদের মত মুসলিমগণের মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা নেই বললেই চলে। কারণ বিজ্ঞানের এ যুগে কর্মব্যস্ত মানুষ জীবিকার তাড়নায় বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার কারণে পরিবারের সকলের সাথে যৌথভাবে বসবাস করা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মানসিকতারও পরিবর্তন থেমে নেই। আর তাইতো যৌথ পরিবার প্রথা তার জনপ্রিয়তাকে বিসর্জন দিয়ে কালের আবর্তে হারিয়ে গিয়েছে।[১৫১]

২.৪.৫ খুলনা জেলায় বিবাহ ও যৌতুক

ইসলাম তথা মুসলিম সমাজে বিবাহ হচ্ছে একটি সামাজিক ও ধর্মীয় পবিত্র বন্ধন। বৈবাহিক ব্যবস্থা ইসলামী পরিবার ও সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। এর অভাবে জগতের মানুষ উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারি, অসংযমী ও চরিত্রহীন হয়ে পশু জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। তাই ইসলামী সমাজে বিবাহ ব্যবস্থা অপরিহার্য। আর হিন্দু সমাজে বিবাহ সর্বাংশেই ধর্মীয় এবং চিরকালীন বন্ধন। খুলনার সামাজিক ব্যবস্থাপনায় এ দু'সম্প্রদায়ই নিজস্ব ধর্মীয় আঙ্গিকে বিবাহ কার্য সম্পাদন করে। মুসলিমগণ কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী লোকজনের উপস্থিতিতে ইমাম সাহেব দিয়ে বিয়ে সম্পাদন করেন। কাজীর কাছে বিয়ে সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করা হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত খুলনা জেলাতে বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ঘটক, বর অথবা কনের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। এর পর উভয় পক্ষ একে অপরের বাড়িতে বর-কনে দেখাদেখির পর সম্মত হলে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করা হয়। অবশ্য বর্তমানে শহরাঞ্চল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলেও তরুণ ও তরুণীদের নিজেদের পছন্দের বিয়ে

পুরুষগণ বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী বিভক্ত থাকত। দ্র. Khandoker fajli Rabbu, *The origin of the Musalmane of Bengal*(Calcutta, 1895, Ch.1; Murry, I. fitess, Indian Islam , Oxfrod : 1930), p. 169

১৪৯ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১৫০ *Bangladesh District Gazetteer Jessore*, p. 65

১৫১ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৫২] পূর্বে এই জেলায় হিন্দু মুসলিম উভয়ের মধ্যে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল। তবে বর্তমানে সরকারি আইন চালু হওয়ার কারণে বাল্য বিবাহ অনেকটাই কমে এসেছে।[১৫৩]

শর্ত সাপেক্ষে ইসলামে বহু বিবাহ স্বীকৃত।[১৫৪] বৈবাহিক ব্যবস্থাপনায় এ অঞ্চলের মুসলিম সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন পাস হওয়ার পর থেকে বিশেষ ক্ষেত্রে বহু বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়। হিন্দুদের মধ্যে এক বিবাহ স্বীকৃত না হলেও একাধিক বিয়ের ঘটনা ঘটেছে। খ্রিস্টানরা ইচ্ছা করলে বিয়ে ভেঙ্গে পুনরায় বিয়ে করতে পারে। খুলনা জেলার সর্বত্র সকল সম্প্রদায়েই ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী বিবাহ, বহুবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, হয়ে থাকে।[১৫৫] ইসলামে বিধবা বিবাহ স্বীকৃত[১৫৬] হওয়ায় অত্র অঞ্চলের মুসলিমগণের মধ্যে বিধবা মহিলা কম দেখা যায়। তবে হিন্দু ধর্মে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা এর ঘোরবিরোধী।[১৫৭] যদিও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের মধ্যেও বিধবা বিয়ের ঘটনা ঘটছে। কেননা পরবর্তীতে আইনের [১৫৮] মাধ্যমে এ প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়। তবে এ ধরনের বিয়ে এ জেলাতে এখনও সংখ্যায় অনেক কম। বিয়ের অনুষ্ঠানাদি বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রায় একই রকম। তবে এ ধরনের বিয়ে এ জেলাতে এখনও সংখ্যায় অনেক কম।[১৫৯] যৌতুক[১৬০] প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। খুলনা অঞ্চলও এ ব্যধি থেকে মুক্ত নয়।

---

১৫২ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

১৫৩ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, পৃ. ৭৯, আইনটি ১৯৩০ সালে সর্বপ্রথম চালু করা হয়। দ্র. *Bangladesh District Gazetteers Jssore*. pp. 65-66

১৫৪ ইসলামে বহু বিবাহকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে সমতা বিধান নিশ্চিত করণসহ একই সময়ে সর্বোচ্চ ৪ জন মহিলার বেশি বিবাহ করা যাবে না। দ্র. আল কুরআন, ৪ : ৩

১৫৫ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১৫৬ ইসলামে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ জায়েজ। এ ব্যাপারে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য, নিজেকে চার মাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে রাখা। তারপর ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ অবগত। দ্র. আল কুরআন, ২ : ৩৪; আলোচ্য আয়াতে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা বলতে ঐ স্ত্রী/মহিলার অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথাকে বুঝানো হয়েছে।

১৫৭ হিন্দু ধর্মে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। তাদের ধর্মে নিকৃষ্ট সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় স্ত্রীকেও পুড়িয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হত।

১৫৮ ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই (Act xv of 1865) বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। আইনটি পাশের ক্ষেত্রে যিনি আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তারই প্রচেষ্টায় আইনটি পাশ হওয়ার পর বিধবা বিবাহের পক্ষে সারা ভারতবর্ষে ঝড় বইতে শুরু করে। এ আন্দোলন যশোর-খুলনাকে তীব্রভাবে নাড়া দেয় এতে কোন সন্দেহ নেই। দ্র. নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*(ঢাকা : সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৩২-৩৩

১৫৯ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১৬০ যৌতুক এর শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে বাংলা একাডেমী অভিধানে দুটি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। (১) বিবাহে বর কনেকে যে সব মূল্যবান দ্রব্য দেয়া হয় (২) মুখেভাত বা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত উপহার। দ্র. সম্পদনা পরিষদ, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় মুদ্রণ, ২০০২), পৃ. ১০১৫;

Dhaka University Institutional Repository

আগের দিনে মুসলিম সমাজে বর কনেকে যৌতুক প্রদান করত। বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন কনের পিতাকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌতুক দিতে হয়।[১৬১] হিন্দু সমাজে যৌতুক প্রথা সর্ব শ্রেণীর জন্য সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[১৬২] এ জেলাতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিয়ে দেয়া অসম্মানজনক মনে করে, এ কারণে সমপর্যায়ে বিয়ে দিতে তারা প্রচুর পরিমাণে যৌতুক দেয়। অনেক ক্ষেত্রে অসচ্ছল হিন্দু পরিবার যৌতুকের কারণে মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। হিন্দু সমাজের যৌতুক প্রভাব মুসলিম সমাজেও যৌতুকের কারণে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে মেয়ে বিয়ে দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।[১৬৩]

২.৫ খুলনা জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস

সমুদ্র তীরবর্তী ও সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে খুলনা জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ভিন্ন গুরুত্ব বহন করে। কেননা প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিকগণ মহাবীর আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দ সম্পর্কে যে বিবরণ লিখে গিয়েছেন, তাতে তৎকালে এতদঞ্চলে গঙ্গারিডই নামক একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের তার রাজধানী ছিল।[১৬৪] কারো কারো মতে এই গঙ্গারিডি জাতির বা রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল তৎকালীন যশোর-খুলনার বারোবাজার। খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে যশোর-খুলনাসহ সমগ্র বঙ্গ(গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ) স্বাধীন এবং শক্তিশালী রাজ্য ছিল।[১৬৫] পবরর্তীকালে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এতদঞ্চল বঙ্গের অধীনে ছিল বলে ধারণা করা হয়।[১৬৬]

তবে প্রচলিত অর্থে বর পক্ষ কনের পক্ষ থেকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অলংকার, পোশাক অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং নগদ অর্থ ইত্যাদি যা কিছু আদায় করে থাকেন তারই নাম যৌতুক।

১৬১ ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক পরিস্থিতি অনুযায়ী বৈধ-অবৈধ বলে বিবেচিত। অর্থাৎ বিবাহের সময় স্বেচ্ছায় মেয়েকে কিছু উপঢৌকন দেয়াকে ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে। যেমন হাদীস থেকে জানা যায়, মহানবী(স.) তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতিমা(রা.) কে বিবাহের সময় বেশ কিছু জিনিস উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিলেন। তবে হিন্দু সমাজের প্রচলিত যৌতুক প্রথা যা পরবর্তীতে মুসলিম সমাজেও অনুপ্রবেশ করেছে, এই প্রচলিত যৌতুক প্রথা ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা এই প্রথায় কন্যার পিতার উপর বাড়াবাড়ি শর্তারোপ করা হয়, যার ফলে অনেক বিয়ে ভেঙ্গে যায়, অনেক পিতাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। এছাড়া যৌতুকের অভাবে অনেক মেয়ে তালাক প্রাপ্ত হতে বাধ্য হয়। ক্ষেত্র বিশেষ অনেক মেয়ে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ ইং), পৃ. ১৬১

১৬২ Amongst the Hindus, the Dowry system has been long prevalent and it is very rare when a Hindu girl can be given in marriage without cash and jewellery are proportionate to the social position and income of the bridegroom. It is however, still a big headache for Hindu parents to marry their daughter when they attain a proper ago. cf. *Bangladesh District Gazetters Jessore.* op.cit., p. 65

১৬৩ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯

১৬৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, পৃ. ১৭১-১৭২

১৬৫ টলেমীর মানচিত্রে এর স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্র. *Bangladesh District Gazetteer Jssore.* p. 27

১৬৬ নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*(ঢাকা : সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১২

প্রাচীনকালে বঙ্গ বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। গৌড়, বঙ্গ, সমতট, রাঢ়ী, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র প্রভৃতি ছিল এগুলোর অন্যতম। খুলনা-যশোর ছিল সমতটের অন্তগর্ত।[১৬৭] গুপ্তযুগের অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় হতে ষষ্ঠ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত খুলনাঞ্চল গুপ্ত সম্রাজ্যের অধীনে ছিল।[১৬৮] এলাহাবাদ শিলালিপিতে যার বিবরণ উৎকীর্ণ পাওয়া যায়।[১৬৯] ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব নামক ৩ জন স্বাধীন রাজা খুলনা শহর অঞ্চলসহ বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল শাসন করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৭০] সপ্তম শতাব্দীতে গোড়ার দিকে গৌড়ের সামান্ত রাজা শশাংক সিংহাসনে আরোহন করে এক বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মহারাজাধিরাজ উপাধী লাভ করেন। খুলনা অঞ্চল তো বটেই, বঙ্গদেশের সীমার বাইরেও তার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। রাজা শশাংকের মৃত্যুর পর খুলনা সম্ভবত বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭ খ্রি.) অধীন ছিল। চিনা পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ এর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ আছে, বাংলার এ অঞ্চল হর্ষবর্ধনের শাসনাধীন ছিল।[১৭১] খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষার্ধে খড়গ বংশের রাজারা খুলনাসহ বঙ্গ শাসন করেন। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী (আনুমানিক ৯৩০-১০৪৫ খ্রি.) পর্যন্ত খুলনাঞ্চল শ্রীচন্দ্র প্রমুখ বংশীয় রাজাদের অধীন ছিল।[১৭২] এরপর আসে পাল রাজত্ব, ৩য় বিগ্রহ পাল প্রমুখ পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজারা দ্বাদশ শতকের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত খুলনা অঞ্চল শাসন করেন। তারপর খুলনা এলাকা জাত, বর্মণ প্রমুখ রাজাদের অধিনত ছিল। অতঃপর দাক্ষিণাত্য হতে আগত বিজয় সেন, প্রমুখ সেন বংশীয় রাজারা খুলনা অঞ্চলসহ প্রায় সমগ্র বাংলা শাসন করেন।[১৭৩]

২.৫.১ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয় ও মুসলিম শাসনের সূচনা

দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবকের আমলে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজী ১২০৪ খ্রি.[১৭৪] সেন বংশের মহারাজ লক্ষণ সেনের কাছ থেকে তার রাজধানী নদীয়া বিজয়

---

[১৬৭] R.C Majumder, *The History of Bengal, Hindu Period*(Dhaka : University of Dhaka, 1963), p. 47

[১৬৮] আবদুশ শাকুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[১৬৯] The Allahbad pillar inscription indicates that sumudra Gupta (c-340-380 AD) in conporated the western and northern part of Bengal in the Gupta Empire. Even the rules of samatata (esters Bengal) acknowledged the suzerainty of Gupta Emperor. thus the district came under the authority of the Gupta rules and was ruled by them must probably up to the middle of the 6th century A.D. cf: *Bangladesh District gazetteer Jssore. op. cit.*, p. 27

[১৭০] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮; *ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

[১৭১] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

[১৭২] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯, *ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

[১৭৩] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

[১৭৪] বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের তারিখ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। তাবাকাত-ই- নাসিরী অনুবাদক মেজর র‍্যাভার্টি (H.G. Ravety) মতানুসারে ৫৯০ হিজরি ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে এবং হেনরী ব্লকম্যানের মতে ১১৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার নদীয়া আক্রমন করেছিলেন। উনিশ শতকের ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট এবং এডওয়ার্ড টমাস নদীয়া আক্রমনের তারিখ ১২০৩-১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বলে উল্লেখ করেছেন। ৫৮৮ হিজরি (১১৯২ খ্রি.) তিরৌরী বা

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বক বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন।[১৭৫] যদিও তার রাজ্য সীমা খুলনা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি। সম্ভবত গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯-৫৮ খ্রি.) প্রথম খুলনা দখল করেন এবং তার আমলে খুলনাঞ্চলে মুসলিম বসতি শুরু হয়। সুলতান মুগিছুদ্দীন তুঘরিলের আমলে ও খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে খুলনা তার শাসনাধীন ছিল।[১৭৬] ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৪৪২ খ্রি. বাংলার সিংহাসনে বসলে এতদঞ্চলে মুসলিম রাজ্য বিস্তারের শুভ যুগের সূচনা হয়।[১৭৭]

২.৫.২ খান জাহান আলী(র.) কর্তৃক খুলনা বিজয়

সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রি.) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হযরত উলুখ খাজা খান জাহান আলী(র.) নামক একজন যোদ্ধা দরবেশ যশোর-খুলনা জয় করেন এবং এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭৮] কথিত আছে যে, তিনি বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের কাছ থেকে একটি সনদে সুন্দরবন থেকে ভূমি পুনরুদ্ধার করে জনপদ সৃষ্টি করার অধিকার লাভ করেন।[১৭৯] খান জাহান আলী(র.) নব বিজিত অঞ্চলের নামকরণ করেন খলিফাতাবাদ।[১৮০] বর্তমান কালে খুলনা জেলা খলিফাতাবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তিনি তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র বাগেরহাটে(খলিফাবাদ) স্থাপন করেছিলেন।[১৮১]

তরাইনের যুদ্ধে চাহমান রাজ দ্বিতীয় পৃথিরাজ নিহত হয়েছিলেন। ৫৯০ হিজরি (১১৯৩ খ্রি.) গাহড়ালরাজ জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। জয়চন্দ্র জীবিত থাকতে কোন মুসলিম গাহড়াল রাজ্যের কোন অংশে অধিকার প্রাপ্ত হয়নি সুতরাং ৫৯০ হিজরিতে বখতিয়ার ভগবৎ ও ভৌহলী পরগণার অধিকার প্রাপ্ত হননি। দ্র. শ্রী রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*(কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭৪), খ. ২, পৃ. ১৫; তবে এই তারিখ ১২০০-১২০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে অনেক উল্লেখ করেছেন, কুতুব উদ্দিন আইবেকের সভাসদ হাসন নিজামীর তাজুল মাসীরী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১২০৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কুতুবউদ্দীন কালিউর দূর্গ জয় করে সেখান থেকে সরাসরি বাদায়ুনে চলে আসেন। তার চলে আসার পর পরই বখতিয়ার খিলজী ওদ বিহার থেকে তার কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে কুড়িটি হাতি, বিবিধ রত্ন ও বহু অর্থ উপঢৌকন দেন। মিনহাজুস সিরাজের তবাকাতে নাসিরী থেকে জানা যায় যে, বিহার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কতুব উদ্দীন আইবেক বখতিয়ার খিলজীকে দান করেন এবং পরের বছর অর্থাৎ ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নদীয়া অভিযান করেন বলেই সঙ্গত মনে করা হবে। দ্র. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

১৭৫ Abdul Karim, *Date of Bakhtiyar Khaljis conquest of nadia,* Journal of the Asiatic society of Bengal, Vol xxxiv-vi (1979-81), pp. 1-10

১৭৬ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২; Sin. J.N. Sarkar (ed.) *The History of Bengal Muslim period*(Dhaka: University of Dhaka, 3rd ed; 1974), vol-11, p. 57

১৭৭ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

১৭৮ A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*(Dhaka : Asiatic Society of Pakistan, 1961), pp. 141-153; আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৩১৫-৩১৬

১৭৯ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, *পৃ. ৪৩*

১৮০ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

১৮১ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

২.৫.৩ মোঘল শাসনাধীনে খুলনা

ইলিয়াস শাহী ও হোসাইন শাহী বংশের কয়েকজন সুলতান ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত খুলনা শাসন করেন। ১৫৩২ খ্রি. খুলনা এলাকা দিল্লীর পাঠান সুলতানের শেরশাহ্ এর সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। ১৫৬৪ খ্রি. পর্যন্ত শেরশাহের উত্তরাধিকারীরা খুলনা এলাকা শাসন করেন। কররানী বংশের স্বাধীন সুলতানরা খুলনাসহ লক্ষণাবর্তী রাজ্য অধিকার করেন। কররানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সুলতান তাজ খান কররানী দিল্লির পাঠান সম্রাট শেরশাহের অমাত্য ছিলেন।[১৮২] এ বংশের শাসনামলে খুলনা জেলা দক্ষিণ কররানী বংশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে এ বংশের শেষ উত্তরাধিকারী দাউদ খান কররানী মোঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিহত হলে বাংলা মোঘল শাসনাধীনে আসে।[১৮৩] যদিও তখনও বাংলার এতদঞ্চল(যশোর-খুলনা) মোঘল সম্রাটদের পুরোপুরি কর্তৃত্বে আসেনি।[১৮৪]

২.৫.৪ বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্যের শাসনামল

বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দাউদ খান কররানীর একজন পদস্থ কর্মকর্তা প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীহরি নামক জনৈক কায়স্থ। দাউদ কররানী যখন মোঘল আক্রমনে বিপর্যস্ত সেই সময়ে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহরি ও তার ভাই বসন্তরায় তাদের নিজস্ব ও সুলতানের ধনরত্নসহ পালিয়ে গিয়ে, সুন্দরবনের এক দূর্গম ও গভীর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের(যশোর-খুলনা) স্বাধীনতা ঘোষণা পূর্বক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যার রাজধানী ছিল ঈশ্বরীপুর-ধুমঘাট।[১৮৫] বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর (১৫৮৬ খ্রি.) তদ্বিয় পুত্র প্রতাপাদিত্য ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে অত্র অঞ্চলের রাজা হন। কিন্তু সুকৌশলে মোঘলদের সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে[১৮৬] মোঘল সুবাদার

---

[১৮২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

[১৮৩] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[১৮৪] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

[১৮৫] প্রাগুক্ত, *পৃ. ১৭২;* During the time of Dand Karrani one of the Ramchandra's grandsons, named srihari was appoint as a minister with the title of Raja Bikramaditya, when Dand came into conflict with the Mughals he entrusted all his wealth to Bikramaditya with the order to remove it to some safe place, after the fall of dand. with all the wealth Bikramaditya fled to Iswaripur situated on the bank of Ichamati Here he set up his capital and established the new kingdom of Jessore. cf. *Bengal District Gazetteer Jessore,* op.cit., pp. 25-26

[১৮৬] এ সম্পর্কে *J. Westland* তার *Report* এ উল্লেখ করছেন যে, Raja Todarmal Introduce Protapaditya to emperor Akber who received him with great delight And honour, while in 1580 Todarmal left Agra for Bengal to subjugate rebellions. Protapaditya remain in the court of Akber. At this time, for three years, Basant Raj, a cousin and chief advisor of Bikramaditya sent the revenue of Jessore to Protapaditya for payment to the imperial treasury. But Protapaditya deliberately did not make any payment and at a suitable time informed them Perorthe Rajaas of Jessore did not pay their revenue properly. At the same time he expressed that if the emperor kinddoh granted him the sand of Jessore, he would remain grateful and loyal forever. Within a very short time Protapaditya earned Akbers fevour and was granted a sanad, making him the Raja of Jessore. প্রতাপাদিত্য ১৫৯৯ সন পর্যন্ত সম্রাট আকবরের দরবারে নিয়মিত খাজনা প্রদান করেন এবং কখনও প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেননি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খান বাংলায়

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম খান তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এ যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পন করেন।[১৮৭] এ সময় থেকে অত্র অঞ্চল সরাসরি মোঘল শাসনাধীনে আসে।

২.৫.৫ ব্রিটিশ আমল, খুলনা জেলা গঠন

১৭৫৭ সালে ২৩ জুন সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর সংঘটিত বকসারের যুদ্ধে নবাব মীর কাসিম খানের পরাজয়ের পর মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এলাহাবাদ চুক্তির দ্বারা বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা পদে নিয়োগ করেন। তখন থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য নানা ছল-চাতুরী ও কলা-কৌশল অবলম্বন করে। তারা এদেশে জনস্বার্থ বিরোধী নীল চাষ প্রবর্তনের জন্য বৃটিশ নাগরিক জমিদারগণের অনুকূলে আইন প্রবর্তন করে।[১৮৮]

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে যশোর শহরের মুড়ুলী এলাকায় প্রথম আদালত স্থাপিত হয়। এ আদালতের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ নিযুক্ত হন মি. টিলম্যান হেংকেল (Tilman Henckell)।[১৮৯] ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে যশোর পৃথক জেলায় পরিণত হলে তিনিই প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। তখন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৩১ মে পর্যন্ত এখনকার খুলনা শহর ও এতদঞ্চল যশোর জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১৯০] এ অঞ্চলের ইংরেজি কালেক্টর বা শাসনগণের পৃষ্টপোষকতায় বিভিন্ন স্থানে তারা জোরপূর্বক নীলকুঠি স্থাপন করেন। তেমনি একজন অত্যাচারী নীলকর উইলিয়াম রেনী সাহেব খুলনা অঞ্চলে নীলকুঠি স্থাপনপূর্বক কৃষকদেরকে জোর করে নীল চাষে বাধ্য করলে অত্র অঞ্চলে ইংরেজদের সাথে কৃষকদের বিভিন্ন সংঘর্ষ হয়।[১৯১] ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধে এবং যশোর হতে খুলনার দূরত্বের কারণে সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হবে না

সুবেদার হয়ে আসলে প্রতাপাদিত্য উপঢৌকনসহ বজ্রপুরে তার সাথে সাক্ষাত করে অংগে প্রণাম করে এবং পরবর্তী মোঘল অভিযানে এ সহযোগিতার প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। দ্র. Mirza Nathan, *Baharistan-E, Ghayabi*(Gauhati : Government of Asam, 1963), pp. 27-29

১৮৭ সুবেদার ইসলাম খাঁন ভাটিতে বিদ্রোহ দমনকালে প্রতাপাদিত্য প্রতিশ্রুত সহযোগিতা প্রদান না করায় তিনি অত্যান্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে প্রতাপাদিত্যকে আক্রমনের মাধ্যমে ধুমঘাটের যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করে ঢাকা নিয়ে যান এবং সেখানে তার জীবনাবসন হয়। দ্র. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, মোঘল আমল*(রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২), খ. ১, পৃ. ১৭২; Hairis Chandra Tarkalanker, *The History of Raja Pratapaditya*(Calcutta: vernacular literature society, 2nd ed,1856), pp. 23-24

১৮৮ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

১৮৯ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; The Company did not answer direct government until 1781 A.D and in that year a court was opened at Muslim near the town of Jessore the jurisdiction of this court extended over the present district of Jessore, Khulna and Faridpur and the first judge and Magistrate was Mr Tilman Henekell, cf. *Bangladesh District Gazetteers, Jessore*, op.cit., p.39

১৯০ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

১৯১ ইংরেজদের সাথে কৃষকদের যে সকল আন্দোলন সংঘঠিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল-তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার আন্দোলন, দুদুমিয়ার ফরায়েযি আন্দোলন।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনায় কোম্পানি সরকার ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে খুলনায় একটা মহাকুমা স্থাপন করে এ.জি শো'কে প্রথম মহাকুমা প্রশাসক (SDO) নিযুক্ত করেন।

বৃটিশ শাসনামলেই খুলনাই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মহাকুমা।[১৯২] খুলনার বিশাল সুন্দরবন অঞ্চল যশোর জেলা শহর হতে অনেক দূর হওয়ায় রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যে কারণে খুলনা মহাকুমা সদরে সুন্দরবন এলাকার জন্য একটি স্বতন্ত্র জেলা প্রতিষ্ঠার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর ১৮৮২ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে যশোর জেলার খুলনা ও বাগেরহাট মহাকুমা এবং ২৪ পরগনা জিলার সাতক্ষীরা মহাকুমা নিয়ে ১মে মতান্তরে ১ জুন খুলনা একটা পৃথক জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। জেলার সর্বপ্রথম ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন ডব্লিউ এম, ক্লে।[১৯৩]

২.৫.৬ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে খুলনা

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দেভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। উচু বর্ণের হিন্দুরা কংগ্রেসের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[১৯৪] পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনসাধারণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার প্রতি অনুকূল সাড়া দিয়ে ইংরেজ সরকার ১৯০৫ সালে ১৩ অক্টোবর পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন করেন।[১৯৫] কিন্তু হিন্দুদের বিরোধিতার ফলে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বিলুপ্তি ঘটায়। ফলে দেশে হিন্দু মুসলিম সর্ম্পকের মারাত্মক অবনতি ঘটে।[১৯৬] খুলনা অঞ্চলেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

২.৫.৭ মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

মুসলিম স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নিজেদের জাতীয় চেতনাকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে মুসলিম লীগ দল গঠন করে। মুসলিম রাজনীতিবিদগণ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে উপমহাদেশের মুসলিমগণের জন্য একটা স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে।[১৯৭] মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাংলাদেশে তথা খুলনা অঞ্চলে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক প্রমুখ। মূলত শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক কর্তৃক ১৯৪০ সনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের উপস্থাপনের পর থেকে

---

১৯২ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

১৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪; *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১৯৪ ড. শেখ গাউস মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১২; *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২; ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

১৯৫ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

১৯৬ *জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৯৭ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার অন্যান্য জেলার ন্যায় খুলনা জেলায়ও পাকিস্তান আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। বলা বাহুল্য ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে একে ফজলুল হক খুলনা-বাগেরহাট অঞ্চল থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[১৯৮] বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের ফলে ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হলে মুসলিম প্রধান এলাকা নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়।[১৯৯] কিন্তু খুলনা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয় ঐ বছরের ১৭ আগস্ট সন্ধ্যার পর (র‍্যাডক্লিফ মিশনের রোয়েদাদ অনুযায়ী)।[২০০] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় খুলনার যে সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন খান এ সবুর, আব্দুল মজিদ প্রমুখ।

২.৫.৮ রাজনৈতিক আন্দোলন : পাকিস্তান আমল

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ন্যায় সঙ্গত অধিকার অর্জনের জন্য মুসলিম আন্দোলনের ফলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল বটে, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক শ্রেণীর বৈষম্যমূলক আচরণ ও উৎপীড়ন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদি চিন্তা ধারার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটায়। যা পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ লাভ করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে সকল রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও আন্দোলন গড়ে উঠেছে সে সকল আন্দোলনের প্রভাব খুলনা জেলায় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ সকল আন্দোলনে খুলনার স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাগণও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।[২০১] দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগ দু'গ্রুপের বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি গ্রুপ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও অন্য গ্রুপে খাজা নাজিমুদ্দীন। খুলনায় ও তখন মুসলিম লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। খাজা নাজিমদ্দীন গ্রুপে ছিলেন খান এ সবুর, এস এম এ মজিদ, এ্যাডঃ আমজাদ হোসেন, খান সাহেব সুলতান আহমদ, এ্যাডঃ আমির খান প্রমুখগণ। অন্য অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী গ্রুপে ছিলেন সৈয়দ মোস্তাগাওছুল হক, আবু মোহাম্মদ ফেরদৌস, নকিব উদ্দীন সরদার, এএইচ এম আব্দুল হাফেজ, এএইচ দেলদার আহমেদ, এম নজির আহমেদ, এএফএম আব্দুল জলীল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[২০২]

---

[১৯৮] *জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[১৯৯] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

[২০০] *মহানগরী খুলনা ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

[২০১] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৬৫

[২০২] *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ৫২ র ভাষা আন্দোলনে সারাদেশের মতো খুলনা জেলার মানুষও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্র ভাষা পরিষদের কোন সংগঠন খুলনাতে না থাকা স্বত্ত্বেও ঐ দিন হরতাল পালন করা হয়। এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন এ.এ গফুর, আবুল কালাম সামসুদ্দীন, মিজানুর রহিম তোফাজ্জেল হোসেন, এম, এ বারী, মালিক আতহার প্রমুখ। খুলনা শহরে হরতাল পালিত হওয়ার সময় স্কুল ছেড়ে ছাত্ররা মিছিলে রেরিয়ে আসে।[২০৩]

২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। এতে শহীদ হন সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত প্রমুখ। এ খবরে আন্দোলন আরো বেগবান হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি এ.এ গফুরকে আহবায়ক করে খুলনায় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সারা দেশে ভাষার দাবিতে গড়ে উঠা আন্দোলনে খুলনার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। ৫৪-র নির্বাচনে খুলনার রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল অত্যন্ত উত্তেজনায় ভরা। যদিও এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করে নিরংকুশ জয়লাভ করে। খুলনা জেলায়ও যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা প্রতিথযশা মুসলিম লীগ নেতাদের পরাজিত করে জয়লাভ করে। এ নির্বাচনে সবচেয়ে বরেণ্য নেতা খান এ সবুর নিজ বড় ভাই আব্দুল গনি খানের নিকট পরাজিত হয়।

১৯৬৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ৬ দফা উপস্থাপিত হয় এবং এ ৬ দফার মূল দাবিটিই ছিল স্বায়ত্বশাসন। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার দাবি সারা দেশে প্রচার করতে থাকেন এবং দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব অতি দ্রুত শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে চলে যায়। ১৯৬৬ সালের ১৯ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমান খুলনা আসেন। তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল ময়দানে(বর্তমান হাদীস পার্ক) অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি ৬ দফার বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেন। এরপর থেকে খুলনায় ৬ দফার সমর্থনে ব্যাপক কর্মতৎপরতা শুরু হয়, হরতাল পালিত হয়। এরপর আসে উনসত্তরের গণ আন্দোলন।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিকাশে যে কটি আন্দোলন গুরুপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য হল উনসত্তরের গণ আন্দোলন। এ গণ আন্দোলনে খুলনাঞ্চলের মানুষের অবদানও কম ছিলনা। এ আন্দোলনে সারা দেশে ছাত্ররাই বেশি ভূমিকা রাখেন। খুলনাতেও ঢাকার পরপরই খুলনা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তাদের নেতৃত্বে এবং শ্রমিক কিছু নেতাদের নেতৃত্বে খুলনা অঞ্চলে এ আন্দোলন বেগবান হয়।

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে আইউব খান সরকারের পতন হয়।[২০৪] এরপর সত্তরের নির্বাচন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন স্বাধিকার চেতনায় দেশবাসীকে যে ঐক্যের বিশাল চূড়ায় স্থাপন

---

২০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

২০৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫-২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মুক্তিকামি মানুষের সংগঠিত জনমতে। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। জাতীয় পরিষদের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে প্রাদেশিক পরিষদের মধ্যে ৩১০টির মধ্যে ২৯৮টি তারা জয় লাভ করে। এ নির্বাচনে খুলনা থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ মোহসীন, লুৎফর রাসেল মনি, অধ্যক্ষ এম গফফার, সালাউদ্দিন ইউসুফ, শেখ আব্দুল আজিজ প্রমুখ। প্রাদেশিক পরিষদের খুলনাঞ্চল থেকে জয়লাভ করেন মোমেন উদ্দিন আহমদ, এনায়েত আলী, ডাঃ মুনসুর আলী, আব্দুর রহমান প্রমুখ। এ নির্বাচনে খান এ সবুর পরাজিত হন।[২০৫] এ নির্বাচনের পর স্থির হয় শাসনতন্ত্র পরিষদের প্রথম সভা ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে, সে অনুযায়ী প্রস্তুতিও চলতে থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদীরা মেনে নিতে পারেনি, ফলে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রেরই অনিবার্য পরিণতি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ এবং মুক্তি সংগ্রাম।

২.৫.৯ মুক্তিযুদ্ধ-৭১ এ খুলনা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাক-বাহিনী ঢাকায় নিরস্ত্র জনগণের উপর হামলা চালালেও খুলনায় হানাদার বাহিনী ২৬ মার্চ সকালে প্রথম আক্রমন শুরু করে খালিশপুর শিল্প এলাকায় নিউজপ্রিন্ট মিলে। এরপর খুলনা শহরের অন্যত্র তারা হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং সম্পদ ধ্বংস করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে খুলনার মোল্লাহাট, তেরখাদা, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, আশাশুনি, ইত্যাদি এলাকা থেকে পাক বাহিনীকে বিতাড়িত করতে মুক্তিযোদ্ধারা সমর্থ হয়।[২০৬]

বলা আবশ্যক, খুলনা অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ছাত্রদের উদ্যোগে অতিদ্রুত একটা বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা হয়। এর প্রধান নির্বাচিত হন ছাত্র নেতা খুলনা জেলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান কামরুজ্জামান টুকু। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স.ম. বাবর আলী, শেখ আব্দুল কাইয়ুম, ডাঃ আসিফুর রহমান, কেএস জামান ও জাহিদুর রহমান জাহিদ। বিপ্লবী কাউন্সিলের প্রধান দপ্তর স্থাপিত হয় খান জাহান আলী রোডস্থ কবীর মঞ্জিলে। এই কাউন্সিল প্রতিরোধ ঘাটি হিসেবে ৮টি ঘাটি গড়ে তোলে। এগুলো হল- শিরোমনি, ফুলবাড়ী, রেলগেট, দৌলতপুর, খুলনা জংশন, গল্লামারি, রূপসা ও লবনচরা এলাকায়।[২০৭]

মুক্তিযুদ্ধে খুলনার বড় অংশ ছিল নয় নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত। এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর জলিল। তার নেতৃত্বেও কামরুজ্জামান টুকুর বাহিনীর সমন্বয়ে খুলনা ও তার আশে পাশের অঞ্চলে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং অনেক অঞ্চল দখল

---

২০৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩-৩২০

২০৬ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, পৃ. ৫৭-৫৮

২০৭ স.ম বাবর আলী, *স্বাধীনতার দূর্জয় অভিযান*(খুলনা : জরাথি রানা প্রকাশনী, ৫৩, হাজী মহসিন রোড, প্রথম সংস্করণ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১), পৃ. ৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

করে নেয়।[২০৮] মেজর জলিল খুলনা অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। খুলনা সাব সেক্টরের কমান্ডার করা হয় এসএম সামছুল আবেদীনকে। তিনি ছিলেন পক্ষত্যাগকারী সামরিক কর্মকর্তা। সুন্দরবন অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পন করেন লেঃ এ এইচ জিয়ার উপর। তিনিও ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা। খুলনা অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে আর একটি বাহিনীর নাম উল্লেখযোগ্য। সেটি হল মুজিব বাহিনী। এ বাহিনীর অন্যতম ছিলেন আওয়ামী যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাক। খুলনার মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খুলনা শহর এর প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন টুটপাড়া নিবাসী শেখ আব্দুস সালাম। তবে খুলনার মূল দায়িত্বে ছিলেন তদানীন্তন জনপ্রিয় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ। তার বৃহত্তর খুলনা জেলার মুজিব বাহিনীর প্রধান করা হয় শেখ কামরুজ্জামান টুকুকে। মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্ত খুলনার ২২ জন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৮০টি ক্যাম্প স্থাপন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্থলবাহিনীর ন্যায় নৌ-কমান্ডো দলও যুদ্ধে যোগ দেয়। মংলা বন্দরে অভিযানে অংশ নেয় কমান্ডোরা। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন নৌ-কমান্ডো নেতা সাব মেরিনার আহসান উল্লাহ।[২০৯] মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনী এ সকল বাহিনীর সাথে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং মুক্তিবাহিনীরা অধিকাংশ জায়গায় পাক বাহিনীকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। ১৬ ডিসেম্বর সমগ্র বাংলাদেশে পাক বাহিনী আত্মসমর্পন করে। ১৭ ডিসেম্বর সকালে স্থল এবং নৌপথে সম্মিলিত বাহিনী খুলনা শহরে প্রবেশ করে।[২১০] অঞ্চলের তখনকার প্রধান ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান সার্কিট হাউসে মেজর জলিল, মেজর মঞ্জুর প্রমুখের সামনে বেল্টখুলে নতশীরে বেলা ০১.৩০ মিনিটে আত্মসমর্পন করেন।[২১১] অবশ্য আগে থেকেই খুলনার আকাশে মুক্ত বাংলার পতাকা উড্ডয়ন শুরু হয়েছিল। আত্মসমর্পন ছিল একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

২.৫.১০ স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এবং খুলনা

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন শেখ মুজিবুর রহমান। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে তিনি তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি করে নিজে প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করে একটি সংসদীয় সরকার গঠন করেন।[২১২] পরবর্তীতে ৭৪ এর দুর্ভিক্ষ, ৭৫ এর শাসনতন্ত্র সংশোধন, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস এবং শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন তরান্বিত করে।

---

২০৮ *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

২০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২-৩৬৯

২১০ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

২১১ *মহানগরী খুলনা ঃ ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

২১২ অধ্যাপক কে আলী, *বাংলাদেশ ও পাক ভারতের ইতিহাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয়*(ঢাকা : আলী পাবলিকেশনস, ১৯৯১), পৃ. ৪০

একই বছরের ২ নভেম্বর সামরিক অফিসার খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল, অন্যদিকে জাতীয় চারনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামান এর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা, সশস্ত্রবাহিনীর এক অভ্যুত্থানের ফলে খালেদ মোশারফের নিহত হওয়া এবং বিচারপতি এস.এ সায়েমকে রাষ্ট্রপতির পদে বসানো এবং সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হওয়া ছিল বাংলাদেশে রাজনীতির এক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে তিনি বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যে সকল কার্যক্রমে খুলনার মানুষও সচেষ্ট ছিল। কিন্তু তার এসব কার্যক্রম সফল হবার পূবেই ১৯৮১ সালের মে মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে তিনি নিহত হন।[২১৩] এরপর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট আব্দুস সাত্তারের নিকট থেকে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন।[২১৪] তিনি সারা বাংলায় স্বতন্ত্র মহাকুমা ভেঙ্গে স্বতন্ত্র জেলা ও থানাগুলোকে উপজেলায় পরিণত করেন। এরই ফলে ৬৪টি জেলার সৃষ্টি হয়। এভাবে খুলনা জেলার, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলার জন্ম হয়। জেনারেল এরশাদ তাঁর প্রায় ৯ বছরের শাসনামলে বেশ কিছু সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা করলে ও দেশবাসী ও বহির্বিশ্বের কাছে নিজ সরকারের বৈধতা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেনি।[২১৫] এরশাদের শাসনামলের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেশে ব্যাপক স্বৈরাচার বিরোধী গণ-আন্দোলন গড়ে উঠে। খুলনায় এ আন্দোলনের ঢেউ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে খুলনার ছাত্র সমাজ, আপামর জনসাধারণ সর্বাত্নক আন্দোলন, যেমন মিছিল, মিটিং, মহাসমাবেশ, অসহযোগ আন্দোলন, হরতাল ইত্যাদি কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে। এ আন্দোলনে শহীদ হন মহারাজ ও সেলিম নামে খুলনার দুজন ব্যক্তি। ১৯৯০ সালের ১ ডিসেম্বর খুলনা শহরে কার্ফ্যু জারি করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এরশাদের কুশপুত্তলিকা বহন করার সময় পুলিশের গুলিতে খান জাহান আলী রোডে, সুন্দরবন কলেজের পাশে শহীদ হন মহারাজ। ২০ বছর বয়স্ক দরিদ্র রিক্সা চালক মহারাজের বাড়ি ছিল বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জে। এছাড়া এ দিন সেলিম নামে ৪৩ বছরের আরেক দরিদ্র ব্যক্তি বিডিআরের গুলিতে আহত হন। পরদিন ২ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে তিনিও মারা যান। এই দুটি

---

[২১৩] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[২১৪] *বাংলাদেশ ও পাক ভারতের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

[২১৫] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

মৃত্যু খুলনার মানুষকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।[২১৬] সারাদেশে এ আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। এরই ফলশ্রুতিতে এরশাদ ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা ও সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলসমূহের রূপরেখা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[২১৭]

২.৬ খুলনা জেলার অর্থনৈতিক ইতিহাস

অর্থনীতির উপরই সমাজের বিকাশ ঘটে। অর্থই হচ্ছে কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে প্রধান বস্তু। খুলনার অর্থনৈতিক ভিত্তি মূলত কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রিক। খুলনার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল:

২.৬.১ খুলনা জেলার কৃষি

খুলনা একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল হিসেবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিতি ছিল। শহর এবং গ্রামে জনবসতি গড়ে ওঠার ফলে কৃষি অত্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।[২১৮] ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে অনুমান করা যায় যে, উপকূলীয় ও ক্রান্তীয় আবহাওয়া সম্বলিত জেলা খুলনা অঞ্চলে প্রাচীন কাল হতে স্থায়ী জীবন যাপন পদ্ধতি ও কৃষি কাজের প্রচলন ছিল। এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে।[২১৯] তাই বলা যায় খুলনা জেলার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। এখন পর্যন্ত কৃষিই অধিকাংশ মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের অন্যতম উৎস।

এই জেলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষি পেশায় জড়িত। কৃষি জাত দ্রব্যের মধ্যে ধান প্রধান। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ডাল, সরিষা, তিল, পাট, তামাক, আখ, গম, আলু, মশলা, পান, শাকসবজি ও ফলমুল ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।[২২০] খুলনা জেলার আবহাওয়া ও জলবায়ু বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত বলে একটু আর্দ্র ও ভারি। সমুদ্র থেকে বয়ে আসা বাতাসে লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি থাকে। জেলার উত্তরাঞ্চলের চাষাবাদ যতটা সহজ, দক্ষিণ অংশে ততটা নয়। অপেক্ষাকৃত উঁচু বলে উত্তরাঞ্চলের ফসল লোনা পানিতে নষ্ট হয়না কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল অসংখ্য নদীনালা দ্বারা সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত বলে লোনা পানির দ্বারা আক্রান্ত হয়। অন্যত্র জমি মোটামুটি উর্বর। বিভিন্ন সময়ে নদীবাহিত স্বাদু পানির প্রবাহ এসে জমির লবন ধুয়ে নিয়ে চলে যায় এবং পলির সঞ্চয় রেখে যায়। এই জেলার মাটির বৈশিষ্ট্য ব-দ্বীপ অঞ্চলীয় মাটির ন্যায়। জেলার মাটিকে প্রধানত চার

---

[২১৬] *মহানগরী খুলনা ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩-৪০৪

[২১৭] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[২১৮] R.C. Majumdar (Ed.) *The History of Bengal*(Dhaka : University of Dhaka, vol-1, 1963,), p. 648

[২১৯] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

[২২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ভাগে ভাগ করা হয় থাকে (১) দোয়াশ (বেলে দোআঁশ) (২) মাটিয়াল (কাদা দোআঁশ) (৩) সদ্য পতিত পলি দ্বার সৃষ্ট মাটি (৪) জৈব মাটি।[২২১] জেলার নদ-নদী, খাল-বিল লবণমুক্ত রাখার জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত দরকার।

খুলনা জেলার কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে প্রধান হল ধান। আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ধরনের ধানের চাষ হয়। বৈশাখ মাসে (এপ্রিল-মে) মাঝারি বৃষ্টিপাত হলে এখানে বোরো ও ছিটানো ধান ভাল জন্মে। জৈষ্ঠ (মে-জুন) মাসের আবহাওয়া শুষ্ক থাকলে ছিটানো ধানের চারার বৃদ্ধি ভাল হয়, তবে আষাঢ় মাসের প্রচুর বৃষ্টিপাত রোপাধানের জন্য ভাল।[২২২] জেলায় প্রায় অংশেই আমন ধানের চাষ হয়, তবে লবণ পানিমুক্ত পলিপড়া জমিতে এর ফলন ভাল হয়। শুধু উঁচু ভূমি যেখানে বৃষ্টির পানি ছাড়া মাটি আর্দ্র হওয়ার কোন সম্ভবনা থাকে না এবং শুষ্ক বিল এলাকার যেখানে পানি সেচ কষ্টকর ব্যাপার, সে সমস্ত এলাকা ছাড়া জেলার প্রায় সবত্রই আমন ধান ভাল জন্মে।

জেলার উত্তরাঞ্চলের উঁচুভূমির চেয়ে সুন্দরবন এলাকায় শীতকালীন আমনের ফলন অপেক্ষাকৃত বেশি। বোরো ধান বিল এবং বদ্ধ জলাশয়ে ভাল হয়। তেরখাদা, ডুমুরিয়া, পাইকগাছার বিশাল বিল এলাকায় এই ধানের চাষ হয়। কয়রা অঞ্চলের লোনা বিলে এবং সুন্দরবন ঘেষা জমিতে বোরো ধান হয় না বললেই চলে। বিল এলাকায় বোরো ধানের সাথে সাথে 'রাইদা' নামক এক প্রকার ধান এ অঞ্চলে জন্মে এবং শীতের শুরুতে এগুলো পাকে। পৌষ মাসের দিকে শুকনো বিলে, সরে যাওয়া পানির কর্দমাক্ত বীজতলায় এই ধানের বীজ বপন করা হয়। একই সাথে চারা রোপন করার জন্য শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। বিলের তলদেশের আবর্জনা সরিয়ে স্তুপ করে সীমানা তৈরি করা হয় এবং মাঝখানের কর্দমাক্ত বদ্ধ এলাকায় ১২ ইঞ্চির মত লম্বা চারা রোপন করা হয়। বোরো ধান চৈত্র-বৈশাখ (এপ্রিল-মে) মাসের দিকে পাকে, কিন্তু 'রাইদা' ধান বর্ষার পানির সাথে সাথে বেড়ে চলে এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর) মাসের দিকে পরিপক্ক হয়। তুলনামূলকভাবে বোরোর চেয়ে রাইদা ধানের ফলন বেশি।[২২৩] ২০০৮-২০০৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলায় ৫৫৭৩৩ হেক্টর জমিতে ১৭১৬১৬ মেট্রিক টন বোরো আমন উৎপাদিত হয়। এছাড়া ১০১৩৫০ হেক্টর জমিতে ২২৭০৫ মেট্রিক টন রোপা আমন ধান উৎপন্ন হয় এবং ৫৯২৭ হেক্টর জমিতে ৭২৮০ মেট্রিক টন আউশ ধান উৎপাদন হয়।[২২৪]

---

[২২১] K.G.M Latiful Bari (ed). *Bangladesh District Gezetteer Khulna*(Dhaka : Bangladesh Government, 1978), pp. 100-101

[২২২] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তম খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

[২২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫

[২২৪] জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা, cf. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on. 22-12-2011

Dhaka University Institutional Repository

কৃষির শুরু থেকে ধানের পাশাপাশি বাংলায় আখ চাষ হত।[২২৫] দেশে যে প্রচুর পরিমাণে আখ চাষ হত। এই আখ থেকে চিনি উৎপাদন করা হত এবং তা বিদেশে রপ্তানিও করা হত। যদিও খুলনা অঞ্চলে আখ চাষ হয়ে থাকে। ২০০৮-২০০৯ বছরের পরিসংখ্যান অনুসারে জেলার ৬৩০ হেক্টর জমিতে ৪০৮০০ মেট্রিক টন আখ উৎপাদনের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।[২২৬]

বাংলার অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট ছিল অন্যতম। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে এই পাট ব্যবহৃত হত। চর্তুদশ শতাব্দী হতে বাংলায় পাট চাষের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়।[২২৭] পাট ও পাটের বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করা হত।[২২৮] খুলনা জেলায় পাট চাষ ব্যাপক হারে হতনা। বর্তমানেও এ জেলায় পাট চাষ খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলায় ৭৬১ হেক্টর জমিতে ৯৫৫০ বেল পাট উৎপাদনের তথ্য পাওয়া যায়।[২২৯] ধান, পাট, আখ ছাড়াও অন্য শস্যাদি যেমন-গম, যব, ভূট্টা, তামাক, পান, সুপারী, নারিকেল, ছোলা, কলাই বিভিন্ন প্রকার ডাল, তিল, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া, ফলমূলসহ ইত্যাদি খুলনা জেলায় চাষ ও উৎপাদন হয়।[২৩০]

২.৬.২ খুলনা জেলায় মৎস্য চাষ

খুলনা জেলা উপ-কূলীয় অঞ্চল হওয়ার কারণে কৃষি ছাড়াও মাছ ধরা ও মাছের চাষ এ অঞ্চলে আয়ের অন্যতম একটি উৎস হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মাছ ধরার পাশাপাশি খুলনায় মাছ চাষ ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে কেবল সুন্দরবন এলাকাতেই প্রায় ২০,০০০ জেলে বছরে ৩৭,৩২৪.১৬ মেঃ টন মাছ ধরত। এ এলাকার লোকেরা মৎস্য শিকার, মৎস্য মজুদ ও বাজারজাতকরণের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। স্থলভাগের অভ্যন্তরে মৎস্যখামার, পুকুর, খাল, খড়িয়া, জলাভূমিতে, বিল, বেড়ি, বাওর, ঘেরসমূহে মাছের চাষ করা হয়। এ অঞ্চলে চাষকৃত মাছ হতে ব্যাপক আয় হয়। চাষকৃত মাছের মধ্যে রুই, কাতল, কার্প, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, কৈ ও চিংড়ি উল্লেখযোগ্য। তবে লোনা পানি ও সাগর অঞ্চল হওয়ায় চিংড়ি চাষ এ অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে।[২৩১]

বাংলাদেশের সাগর সংলগ্ন উপকূল অঞ্চল চিংড়ি সম্পদে সমৃদ্ধ। এই জেলায় চিংড়ি চাষ প্রায় একশত বছরের পুরাতন এবং এখন পর্যন্ত অত্র অঞ্চলের লোকেরা চিংড়ি চাষ করে আসছেন।

---

[২২৫] *The History of Bangal*, Ibid, Vol-1, p. 650

[২২৬] জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা, cf. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on. 22-12-2011

[২২৭] *The History of Bengal*, vol-1, op. cit., p. 650

[২২৮] এম, এ, রহিম, অনূ. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পুনর্মুদ্রণ, বাং, ১৪০১), খ. ১, পৃ. ৩৩৪

[২২৯] জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা, cf. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on. 22-12-2011

[২৩০] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

[২৩১] হিমায়িত খাদ্য তথা মৎস্যজাত পণ্য বর্তমানে দেশের একটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্য। এই হিমায়িত খাদ্যের ৯০ ভাগই চিংড়ি। দ্র. *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৫-৭৭৬

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পরে রপ্তানিযোগ্য চিংড়ির বাজার উর্ধ্বমুখি হওয়ায় এই চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে জেলার অধিকাংশ গ্রামের সম্পদশালী মানুষের প্রধান অর্থকরী ফসল চিংড়ি। চিংড়ি চাষকৃত এইসব পুকুর বা খামারসমূহ ঘের নামে পরিচিত। এ সমস্ত ঘেরের প্রধান উৎপাদন বাগদা চিংড়ি। খুলনা অঞ্চলে চিংড়ি চাষের উন্নত পদ্ধতি কৌশল আগে তেমন না থাকলেও বর্তমানে চাষ পদ্ধতি অনেক উন্নতি লাভ করেছে। চিংড়ি চাষ করে এখন এ মাছ বিদেশে রপ্তানিও করা হয়। ছোট চিংড়ি মাছ রপ্তানির উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করে শুকানো হয়। এটাকে বলে শুটকি। বড় চিংড়ি হিমায়িত করে প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হয়।[২৩২] বিভিন্ন জাতের চিংড়ি চাষের পর অত্র অঞ্চলের চিংড়ি চাষিরা এই মাছ প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানিও করে থাকেন।[২৩৩]

মাছ প্রক্রিয়াজাত করণের জন্য খুলনার মির্জাপুর সড়কে ফিস এক্সপোর্ট লিমিটেড নামে একটি বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি চালু হয়। বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে গলদা চিংড়ি, রুপচাঁদা ও অন্যান্য জাতের মাছ প্রক্রিয়াজাত করে টিনজাত করা হয়। উক্ত হিমাগারটিও ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ করে বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনি শিল্প সংস্থার নিয়ন্ত্রণে অর্পণ করা হয়।[২৩৪] বিভিন্ন মাছ রোদে শুকিয়ে শুটকিতে রূপান্তরিত করে দেশে এবং বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ জেলায় চিংড়ি ঘেরের সংখ্যা ৩৪০৯টি এবং হ্যাচারির সংখ্যা ৩৪৮টি।[২৩৫]

২.৬.৩ খুলনা জেলার শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তব বন্দরনগরী এবং তৃতীয় বৃহত্তর শিল্প নগরী খুলনা বর্তমানকালে দেশ-বিদেশে একটি পরিচিত নাম। সু-দূর অতীতকাল হতে এ দেশের শিল্প সংস্কৃতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ জেলার অবদান অনস্বীকার্য। খুলনার লবণ ও গুড় শিল্প প্রাচীনকাল হতেই সমগ্র উপমহাদেশে সু-পরিচিত ছিল। এই জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত সুগভীর নদী-নালা সহজেই এ জেলাকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর বন্দর নগরী

---

২৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০

২৩৩ চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় খুলনার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব দুইভাবে। প্রথমত খুলনা এক্ষেত্রে পালন করেছে পথিকৃতের ভূমিকা। দ্বিতীয়-উৎপাদনের পরিমাণেও খুলনা অনেক এগিয়ে। সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে খুলনা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পথিকৃত। বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ বিশ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে বৃহত্তর খুলনা জেলাতেই ৬৫ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ির চাষ হচ্ছে। দ্র. *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

২৩৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭; চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কারখানা। খুলনাতে ও বর্তমানে অসংখ্য কারখানা গড়ে ওঠেছে, এর সংখ্যা ৩৩ এর অধিক। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল লকপুর ফিস প্রসেসিং কোঃ লি., আমাম সি ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লি. আকোয়া সি ফুড লি. এশিয়ান সি ফুড লিঃ বায়োনিক ফিস প্রসেসিং লিঃ ইত্যাদি। এগুলোর প্রায় সবগুলোই খুলনা শহরের আশেপাশে ও রুপসা নদীর ওপারেই স্থাপিত। দ্র. *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৭

২৩৫ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা, দ্র. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on. 22-12-2011

স্থাপনের উপযোগী করেছে। জলপথে এবং সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত থাকায় খুলনা দেশের তৃতীয় বৃহত্তর শিল্প নগরী হিসেবে গড়ে উঠতে পেরেছে। ইংরেজ শাসনামলে নীলকর সাহেবদের জুলুমের ফলে জেলার প্রাচীন লবণ এবং গুড় শিল্প দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে এখানে ১৯৫০ সালের পূর্বে কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এ সময়ে কামার, কুমার, কাঁসারী, তাঁতী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক হাঁড়ি, পাতিল, থালা, বাসন, শাড়ি, চাদর প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদন করে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাতো। ১৯৫০ সালের প্রথম থেকে ১৯৭০ সালের শেষ নাগাদ সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে পাটকল, বস্ত্রশিল্প, নিজউপ্রিন্ট, হার্ডবোর্ড, জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রভৃতি শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৮১ সাল থেকে ৮২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৮৫টি কারখানা খুলনার খালিশপুর, রূপসা, আটরা, দৌলতপুর, শিরোমনি প্রভৃতি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩৬] এছাড়া খুলনা জেলার দৌলতপুর, ফুলতলা, আলাইপুর, কপিলমুনি ও ডুমুরিয়া উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র। নিম্নে খুলনা জেলার শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

২.৬.৪ খুলনা জেলার প্রাচীন শিল্প লবণ

বাংলাদেশে খুলনা এলাকার সমুদ্র উপকূল মোঘল আমল থেকেই লবণ তৈরির একটি অন্যতম কেন্দ্র ছিল। তৎকালে বস্ত্র, রেশন প্রভৃতির মত লবণ শিল্পও কৃষকদের সম্পূরক পেশা ছিল। কৃষকরাই অবসর সময়ে লবণ প্রস্তুত করত বলে এ শিল্প কৃষির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। খুলনার কৃষকরা অতি প্রাচীনকাল হতে সমূদ্রের লবণাক্ত পানি রৌদ্রে শুকিয়ে লবণ প্রস্তুত করত। মোঘল আমলে এ শিল্পে রাজস্ব সংগ্রহের একটি বিশেষ উৎস ছিল। তৎকালে উৎপাদক ও ব্যবসায়ীগণকে পর্যাপ্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত। নবাবি আমলে এ জেলার লবণ শিল্প বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। এ শিল্পের অগ্রগতির ব্যাপারে নবাবগণ যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলের প্রথম থেকেই খুলনার লবণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এই জেলার লবণ শিল্প সংকুচিত হতে থাকে। অপরদিকে এ দেশের লুণ্ঠিত অর্থে ইংল্যান্ডের অন্যান্য শিল্পের মত লবণ শিল্পও প্রসারিত হতে থাকে।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের উন্নত যন্ত্রে প্রস্তুত লবণ এ দেশে আসতে শুরু করে। এ লবণের মূল্য দেশিয় প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রস্তুত লবণের তুলনায় অনেক বেশি সস্তা ছিল। সে কারণে বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় বিলেতী লবণ ধীরে ধীরে এ দেশের বাজার দখল করে নেয়। তাই বস্ত্র শিল্পের ন্যায় এদেশের নানা জায়গায় অবস্থিত লবণ কারখানাগুলো কালক্রমে বন্ধ হয়ে যায়।[২৩৭] তবে আশার কথা হল বর্তমান সময়ে লবণ উৎপাদনের জন্য সরকার বেশ কিছু

---

[২৩৬] *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯
[২৩৭] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫

পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে হারানো এ শিল্পটি আবার পুনরুজ্জীবিত করা যায়। বিসিক খুলনার দাকোপা ও কয়রা উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে লবণ উৎপাদন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র চালু করে এবং সৌর পদ্ধতিতে চাতালে লবণ উৎপাদনের উপর হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে লবণ উৎপাদন, এতে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিসিক খুলনা-সাতক্ষীরা লবণ শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় জমি লিজ বা বন্দোবস্ত, লবণ চাষি ও ব্যবসীদের প্রশিক্ষণ, নমুনা মাঠ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।[২৩৮]

২.৬.৫ খুলনা জেলার বর্তমান শিল্পসমূহ

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে দেখা যায় যে, এ জেলায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। যার বর্ণনা নিম্নে করা হল:

২.৬.৫.১ খুলনা শিপইয়ার্ড

কাজিবাছা নদীর তীরে ৬৮.৯৭ একর জমির উপর খুলনা শিপইয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত। নদীর দিকে শিপইয়ার্ডের দৈর্ঘ্য ১৮০০ ফিট বা ৫৫৪ মিটার।[২৩৯] একটি শিপইয়ার্ড প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। ঐ সময় নৌযান নির্মাণ ও মেরামতের কোন সুবিধাই অঞ্চলে ছিলনা, যে কারণে তৎকালীন সরকার পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনকে একটি শিপইয়ার্ড প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেন। ফলে ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে সার্ভের কাজ শুরু ও ঐ বছরের শেষের দিকে শিপইয়ার্ড নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়।[২৪০] খুলনা শিপইয়ার্ডে জাহাজ নির্মাণ শুরু হয় ১৯৫৭ সনের ২৭ নভেম্বর।[২৪১] যে কোন ভারী শিল্পের মতই প্রাথমিক অবস্থায় শিপইয়ার্ড নানা সমস্যার পড়ে। শুরুতে পশ্চিম জার্মানীর মেসার্স স্টুলকেনসনকে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়। তারপর ইংল্যান্ডের মেসার্স বারনেস করলেট ব্যান্ড পার্টনাস কনসালট্যান্ট হিসেবে নিযুক্তি লাভ করে। এরপর সুইজারল্যান্ডের মেসার্স মাধুর ফার্ম-এস এর সঙ্গে চুক্তি হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে চুক্তির মেয়াদ শেষের পর সম্পূর্ণ দেশিয়-প্রকৌশলী দ্বারা শিপইয়ার্ড পরিচালিত হচ্ছে।[২৪২] খুলনা শিপইয়ার্ডে বিভিন্ন প্রকার নৌযান প্রস্তুত, মেরামত ও প্রকৌশল কাজের জন্য প্লিটার শট, মেশিন শপ, আউটডোর ফিটিং মেনটেন্যান্স, কার্পেন্ট্রি, পেন্টিং, ডক ফাউন্ড্রি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন, ডিজাইন ও প্লানিং বিভাগ রয়েছে। উল্লেখ্য

---

[২৩৮] জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা, দ্র. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on. 22-12-2011

[২৩৯] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[২৪০] *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৩-৭৬৪; *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

[২৪১] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫; মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৪

[২৪২] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

যে, স্লিপওয়ের বিশেষ সুবিধা থাকায় এখানে একই সাথে বেশ কয়েকটি জাহাজ মেরামত ও নির্মাণের বন্দোবস্ত করা সম্ভব। জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ৩২৫ ফিট লম্বা ৮টি বার্থ রয়েছে। বার্থের পাশে আছে ৫ টন ক্যাপাসিটির ২টি এবং ৮ টন ক্যাপাসিটির ১টি লাকিং ক্রেন। প্রত্যেকটি বার্থে বিদ্যুত ও কম্প্রেসার হাওয়া সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। স্লিপওয়েটি ২৭৫ ফুট লম্বা এবং ২০০০ টন পরিবহণ ক্ষমতা সম্পন্ন। শিপইয়ার্ড প্রতিষ্ঠার পর হতে এখানে বিভিন্ন ধরনের শতশত নৌযান নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের প্রকৌশল যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন কল-কারখানার যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করে।[২৪৩] এটি বর্তমানে বাংলাদেশে নৌবাহিনীর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

২.৬.৫.২ খুলনা জেলার পাটকল

পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে খুলনায় ১২টি পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। ষাটের দশকে পাটকলগুলিতে সর্বমোট কাঁচাপাট ব্যবহৃত হত ১৭০,৯০৯.০১ টন এবং পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হত বাৎসরিক ১৫০০০০ টন। উৎপাদিত পণ্য সামগ্রির মধ্যে প্রধান দ্রব্য হল চট, বস্তা ও কার্পেটের তলার কাপড়।[২৪৪] ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার এ সকল পাটকল জাতীয়করণ করে বাংলাদেশ পাটকল সংস্থার অধীনে ন্যস্ত করে।[২৪৫] উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পাটকল হল (১) ক্রিসেন্ট পাটকল (২) পিপলস জুট মিল (৩) প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস লিঃ (৪) এ্যাজাকস জুট মিলস (৫) সোনালী জুট মিলস (৬) ইস্টার্ন জুট মিলস্ লিঃ (৭) দৌলতপুর জুট মিলস লিমিটেড ইত্যাদি।[২৪৬] উল্লিখিত জুট মিলগুলোর কয়েকটি ছাড়া বর্তমানে অনেকগুলো জুট মিল লোকসানের কারণে ২০০৬-০৭ সালে বন্ধ করে দেয়া হয়।

২.৬.৫.৩ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস

খুলনা নিজউপ্রিন্স মিলটি মহানগরীর খালিশপুর এলাকায় অবস্থিত। এটা বাংলাদেশের বৃহত্তর নিউজপ্রিন্ট মিল। নিউজ প্রিন্ট ও নিম্নমানের কাগজের চাহিদা মেটোনোর জন্য তৎকালীন পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক মিলটি প্রতিষ্ঠিত। ১১৫.০৫ একর জমির উপরে এই মিলের বিরাট শিল্প কমপ্লেক্সটি ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। বাৎসরিক ২৩,০০০ টন নিউজপ্রিন্ট ও ১২০০০ টন মেকানিক্যাল প্রিন্টিংস উৎপাদনক্ষম দুই কাগজের প্রস্তুতের কল সমন্বয়ে মিলটি ১৯৫৯ সালে উৎপাদন শুরু করে।[২৪৭] দেশব্যাপী নিউজপ্রিন্ট ও অন্যান্য নিম্নমানের কাগজের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা অজর্নের জন্য ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে কমপ্লেক্সটিতে আরও একটি কাগজের

---

[২৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-২৪৩; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[২৪৪] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

[২৪৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, পৃ. ১৭৫; মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬

[২৪৬] *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪৬-৭৫৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[২৪৭] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

কল সংযুক্ত করা হয় ও সমগ্র মিলের উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ৩৭৭ হতে ৪৮৮ মিটারে উন্নীত করা হয়। ফলে মোট বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫০০০ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫১০০০ টনে দাঁড়ায়। এ দ্বারা অভ্যান্তরীন চাহিদা মেটানোর পরও মিলটির অতিরিক্ত উৎপাদন রপ্তানি করার মত ক্ষমতা অর্জন করে।[২৪৮] সুন্দরবনে ৪০২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় উৎপন্ন গেওয়া কাঠ এ মিলের মুখ্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[২৪৯] এই মিলে বিভিন্ন রং এর কাগজ, মোড়ানোর জন্য কাগজ, খয়রী রং এর খাম কাগজ, ছাপানোর জন্য কাগজ, নীল রং এর কাগজ, ডুপ্লিকেটিং কাগজ, মেকানিক্যাল প্রিন্টিং কাগজ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাগজ তৈরি হয়।[২৫০] এখানে প্রস্তুতকৃত কাগজ বিদেশে রপ্তানিও করা হয়। যদিও ২০০৬-২০০৭ সালে সরকার উক্ত মিলটি লোকসানের কারণে বন্ধ করে দেয়।

২.৬.৫.৪ খুলনা হার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরি

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত খুলনা হার্ডবোর্ড কারখানাটি রূপসা নদীর তীরে মহানগরীর খালিশপুর এলাকায় অবস্থিত।[২৫১] ১৯৬৬ সালে মিলটিতে উৎপাদন শুরু হয় এবং প্রথম দিন থেকেই হার্ডবোর্ডের গুণগতমান আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাৎসরিক ১০ হাজার টন উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে মিলটি স্থাপিত হয়।[২৫২] 'সাইনবোর্ড' নামে এই কারখানার উৎপাদিত পণ্য মিল কর্তৃপক্ষ বিদেশে রপ্তানিও করে থাকেন।[২৫৩] মিলে সুন্দরবনের সুন্দরী কাঠ প্রাথমিক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[২৫৪]

২.৬.৫.৫ খুলনা জেলার টেক্সটাইল মিলস্

মিলটি খুলনা মহানগরীর বয়রা এলাকায় অবস্থিত খুলনা জেলার প্রথম বস্ত্রকল। ১৯৫৫ সালে মিলটিতে উৎপাদন শুরু হয়। এই মিলে সুতা ও কাপড় উভয়ই প্রস্তুত হয়। ১৯৭২ সালে মিলটি জাতীয় করণ করে বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।[২৫৫]

২.৬.৫.৬ খুলনা ম্যাচ ফ্যাক্টরি

খুলনা মহানগরীতে কয়েকটি ম্যাচ ফ্যাক্টরি স্থাপন করা হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খুলনা দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি।[২৫৬] সুন্দরবনের গেওয়া কাঠ দিয়ে দিয়াশলাইয়ের বাক্স ও কাঠি তৈরি করা

---

২৪৮ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

২৪৯ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া, জাতীয় জ্ঞান কোষ*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম পুনর্মুদ্রন, মার্চ ২০০৪), খ. ৩, পৃ. ৯১, মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫৯-৭৬০

২৫০ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

২৫১ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

২৫২ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

২৫৩ *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬-৭৫৯

২৫৪ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

২৫৫ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

হয়। বাংলাদেশ সরকারের বন বিভাগের সাথে বিশেষ ব্যবস্থায় গেওয়ার সকল উৎপাদন খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল খুলনার দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও ঢাকা ম্যাচ ওয়ার্কাসের জন্য কেটে আনতে দেওয়া হয়। গাছ কাটার পর গেওয়ার মোটা অংশগুলো ম্যাচ ফ্যাক্টরি গ্রহণ করে আর বাকি অংশ নিউজ প্রিন্ট মিলে ব্যবহৃত হয়।[২৫৭] বর্তমানে ফ্যাক্টরিটি বন্ধ রয়েছে।

২.৬.৫.৭ খুলনা জেলার চাউলের কল, আটা-ময়দার কল

মহানগরী খুলনায় রূপসা রাইস মিল ও খুলনা রাইস মিল যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করে।[২৫৮] এ সকল মিলগুলোতে চাউলের পাশাপাশি আটা ময়দা মাড়াই বা উৎপন্ন করা হয়। এছাড়া স্বতন্ত্রভাবে বেশ কিছু আটা ও ময়দার মিল রয়েছে।

২.৬.৬ খুলনা জেলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

এই জেলায় উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে খাদ্য, খাদ্যজাত শিল্প, বস্ত্র, পাট ও পাটজাত শিল্প, বনজ শিল্প, কাগজ মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প, চর্ম ও রাবার শিল্প, রসায়ন আয়ুর্বেদিক শিল্প, গ্লাস সিরামিক এবং প্রকৌশল শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[২৫৯] এছাড়া ছোট ছোট শিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প অর্থাৎ মাটি দ্বারা বাসন-কোষন তৈরি, নৌকা তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজ, মাদুর তৈরি প্রভৃতি পরিচিতি লাভ করেছে।[২৬০] আজও এসব শিল্পের মধ্যে বেশ কিছু চালু আছে।

২.৬.৭ খুলনা জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র

খুলনা জেলা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দেশের অন্যান্য জেলা থেকে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে বিবেচিত। প্রাচীনকালে এ জেলা থেকে চিনি, নীল, চাল, ডাল, তেল এবং বনজ সম্পদের মধ্যে

---

২৫৬ মিলটির সূচনা ঘটে পাকিস্তান আমলে, ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী দাদা. আবুল কাশেম খুলনায় একটা ম্যাচ ফ্যাক্টরি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঐ সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দিয়াশলাই কারখানা খুব বেশি ছিল না, তিনি স্থান হিসেবে রূপসার লবণচরা এলাকাকে নির্বাচন করেন। কাচামালের তথা কাঠের সহজলভ্যতার জন্যই খুলনা এলাকাকে বেছে নেয়ার একমাত্র কারণ। ১৯৫৫ সালে এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। ১৪.৬৫ একর জায়গায় নেয়া হয়। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে রূপসা নদীর তীরে ৬ টি শেডের উপর নির্মিত মিলটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। উদ্যোক্তা দাদা আবুল কাসেমের নামানুসারে ফ্যাক্টরির নামকরণ করা হয়। দাদা ম্যাচ ওয়ার্কাস প্রথম উৎপাদন শুরু করে। দ্র. *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৩-৭৭৪

২৫৭ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

২৫৮ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

২৫৯ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯; জেলার মোট ২.৭% গ্রামীণ গৃহস্থালির ক্ষুদ্রশিল্প কারখানার মধ্যে তাঁতী, বাঁশের কাজ, কামার, কুমার প্রধান। ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প বিকাশের একটি অন্যতম উদাহরণ হল শিরমনি এলাকার শিল্পনগরী। যেটি মোট ৪২ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে। ২৩৪টি প্লটে বিভিন্ন শিল্প উদ্যোক্তারা তাদের সংগঠন গড়ে তুলেছে। এখানে নগরকেন্দ্রীক সুবিধার সবই রয়েছে এ নগরীতে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা, দ্র. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on. 22-12-2011

২৬০ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

কাঠ, মধু, ঝিনুক প্রভৃতি বাইরে চালান দেওয়া হত।[২৬১] আর লবণ, বিলাস দ্রব্য, চাল কাপড় ইত্যাদি দ্রব্য বাহির থেকে নিয়ে আসা হত। চাল ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল চাঁদখালী, জেলার বাইরে এবং দেশের বাইরেও এখান থেকে সুপারী ও নারিকেল রপ্তানি করা হত। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে রপ্তানিযোগ্য পণ্য হচ্ছে নিউজপ্রিন্ট, কার্পেটের তলার কাপড়, পাকানো সুতা প্রভৃতি। এছাড়া খেজুরের গুড়, মাদুর, ঝুড়ি প্রভৃতি জেলার বাহিরে পাঠানো হত। এ সবের কিছু কিছু এখানো রপ্তানি করা হয়। পূর্বে এবং বর্তমানেও বিদেশে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে মাছ অন্যতম।

এ জেলা থেকে বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, রুপচাঁদা ইত্যাদি মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়ে থাকে। উপরন্ত বনজ সম্পদের মধ্যে সুন্দরবন থেকে প্রাপ্ত কাঠ, জ্বালানীকাঠ, মধু, মৌমাছি, মৌচাক, গোলপাতা এবং বিভিন্ন খাল-বিল ও সমুদ্র উপকূল থেকে সংগৃহিত ঝিনুক প্রভৃতি বাইরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।[২৬২] জেলার আমদানি পণ্যের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য জেলায় উৎপাদন হতনা, কেবল সে সকল দ্রব্যই আমদানি করা হত। এসব আমদানি দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে কাঁচা তুলা, পাকানো সুতা, সূতিবস্ত্র, হার্ডওয়ার দ্রব্য, কাচের দ্রব্যাদি, পরিশোধিত চিনি, কেরোসিন, কয়লা, জুতা, চুন, তামাক, ঔষুধ, খুচরা যন্ত্রপাতি, সিআইসিট, সিমেন্ট, ভোজ্য তৈল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খুলনা দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ অঞ্চলের যাবতীয় পণ্যের বহির্বিশ্বের গমনের ও আনয়নের পথ হচ্ছে মংলা বন্দর। এ বন্দরের মাধ্যমে খুলনাকে বন্দর নগরীও বলা হয়ে থাকে। বৃটিশ শাসনামলে থেকে যে সকল সম্প্রদায় ব্যবসার সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িত ছিল তার মধ্যে কায়স্থ, তেলি, বাবু, সাহা, মালো, বণিক, নমশুদ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অস্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে মাড়োয়ারীরাই ছিল প্রধান। পাকিস্তান আমলে ব্যবসার একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল পাঞ্জাবী ও ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়ের।[২৬৩]

ইদানিং স্থানীয় লোকজনের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের গণ্ডি সীমাবদ্ধ। পূর্বে জেলার ব্যবসা বাণিজ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নদী ও রেল পথেই সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে স্থল পথে এর প্রসারতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের পণ্য-দ্রব্যের বেচা-কেনা লক্ষ্য করা যায়। তবে পূর্বে বেশকিছু ব্যবসা কেন্দ্র ছিল এবং বর্তমানেও কেন্দ্র হিসেবে চালু আছে এমন বাণিজ্য কেন্দ্রের মধ্যে মহানগরী খুলনা, রূপসা, খালিশপুর, দৌলতপুর, শিরোমনি, ফুলতলা,

---

২৬১ W.W.Hunter, *A Statical Account of Bengal*(London : Oxford, vol-111975,), p. 310

২৬২ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-২৭৯

২৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯-২৮২

নওয়াপাড়া, আলাইপুর, ডুমুরিয়া, শাহপুর, চুকনগর, কপিলমুনি, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা, দাকোপ, তেরখাদা, গড়াইখলি, চালনা বাজার, বাজুয়া বাজার, উল্লেখযোগ্য।

২.৭ খুলনা জেলার ধর্মীয় ইতিহাস

কোন দেশ বা অঞ্চলের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে সে অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক বিষয় অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের আদি অধিবাসী কারা ও তাদের সামাজিক ধর্মীয় আচার-আচারণ কেমন ছিল ইত্যাদি সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। কাজেই খুলনা জেলার ধর্মীয় অবস্থা আলোচনার সুবিধার্থে বাংলার তথা খুলনা অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনা করা একান্ত দরকার। ঐতিহাসিকগণ বাংলার প্রাচীন অধিবাসী চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে নানা মতভেদ পোষণ করেছেন।

অতি প্রাচীনকালে এখানে আর্যদের [২৬৪] আগমনের পূর্বে অন্তত পক্ষে আরও ৪টি জাতির নাম পাওয়া যায়। এগুলো হলঃ নেগ্রিটো, অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড়[২৬৫] ও ভোল্টচীনীয়।[২৬৬] বিখ্যাত ফরাসি ভাষা তত্ত্বাবিধ সিলভালেভী এ সম্পর্কে বলেন। অংগ, বংগ ও পুণ্ড্র নামগুলো আর্য ভাষার নয়। এসব নাম অস্ট্রিক ভাষার।[২৬৭] এ থেকে তিনি বোঝাতে চান যে, এসব মানব গোষ্ঠীর প্রাক আর্যযুগের।[২৬৮] নৃতাত্ত্বিক রিজলের মতে বাঙ্গালীরা মঙ্গোল, দ্রাবিড় বংশোদ্ভুত। তবে বাঙ্গালী নৃতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ এ মতের বিরোধিতা করে বলেন-বহু প্রাচীনকালে পামীর অঞ্চল থেকে আলপাইন বংশোদ্ভুত লোকেরা ভারতীয় উপমহাদেশে এসে বসতি স্থাপন

---

[২৬৪] নৃতাত্ত্বিক রমা প্রাসাদের মতে অবৈদিক আর্যরা ছিল আলপাইন মানবধারার লোক। যারা এসেছিল মধ্যে এশিয়া থেকে। তিনি প্রমাণ হিসেবে বাংলার মানুষের মাথা, মধ্যে এশিয়ার গালচা ও তাজিকদের গোল মাথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। দ্র. এবনে গোলাম সামাদ, *নৃতত্ত্ব*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১০১-১০২; আর্যদের উৎপত্তি সম্পর্কে ড. বিরজা শংকর গুহের অভিমত হলঃ বৈদিক আর্যরা ছিল ককেশীয় অঞ্চলের অধিবাসী এবং তারা ছিল লম্বা মাথা বিশিষ্ট। তার মতে কালো থেকে গাঢ় বাদামী রং, ছোট ছোট পশমী চুল, পুরো উল্টানো ঠোঁঠ, খর্বকায়, নিগ্রো, বেটে মানুষের প্রভাব সুন্দরবন অঞ্চলের জেলে এবং যশোরের বাঁশফোড়দের মধ্যে দেখা দেয়। দ্র. Dr. Birja Sanker Guha, *An Out time of Racial Ethnology in India*, Calcutta, 1937, উদ্ধৃত, *খুলনা জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

[২৬৫] দ্রাবিড় এ উপমহাদের আরেকটি প্রাচীন জাতির নাম। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এ দ্রাবিড় জাতি পশ্চিম এশিয়া থেকে ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় জীবন অতিবাহিতকারী দ্রাবিড় স্বভাবতই ভারতের বৃহত্তম নদী গুলোর অববাহিকা ও সমুদ্র উপকূলকে নিজেদের আবাসভূমি হিসেবে বেছে নেয়। তাদেরই একটি দল গঙ্গা মোহনায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে উন্নতর সভ্যতা গড়ে তোলে। দ্রাবিড়রা আর্যদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে পূর্বে গঙ্গেয় মোহনা পর্যন্ত তারা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। কৃষিকাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা উপসানালয় ও গৃহ নির্মাণ করা জানত। মিসর, ব্যবিলন, আসিরিয়া ও ক্রীটের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তারা ছিল সেমেটিক একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারীদের উত্তরসূরী। দ্র. *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

[২৬৬] *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[২৬৭] অনেকের মতে ভূ-মধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে আগত প্রোটো অস্ট্রোলয়েডরা বাঙ্গালিদের পূর্ব পুরুষ। এ মতের সমর্থনে তারা বাংলা ভাষায় লাঙ্গল, নারিকেল, লাউ, গন্ডা, কুড়ি ইত্যাদি অনার্য অস্ট্রিক শব্দের উল্লেখ করেন। দ্র. *খুলনা জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

[২৬৮] এবনে গোলাম সামাদ, নৃতত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

করে।[২৬৯] এ থেকে অনুমিত হয় যে, প্রাচীনকালে বঙ্গে অনার্যদের আগমন ঘটলেও খ্রিষ্ট পূর্ব এক হাজার অব্দে এ উপমহাদেশে আর্যায়নও শুরু হয়। এ আর্যায়ন প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণায়ন। এখানকার কালচে রঙ্গের অধিবাসীরা বৈদিক ধর্মের প্রভাবে পড়ে এবং পরবর্তীতে এই বৈদিক ধর্মই হিন্দু ধর্মে রূপ নেয়। উঁচু শ্রেণীর অনার্যরা নতুন ধর্মের উচ্চ বর্ণে একীভূত হলেও অধিকাংশ অনার্যরা নমশুদ্রে অবনমিত হয়। এভাবে বিদেশাগত আর্যেরা আর্মেনীয় এবং আলপাইনদের সাথে মিশ্রিত হয়ে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থের সৃষ্টি করে।[২৭০]
বাংলার অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে খুলনার জনসমাজ সম্ভবত অতীতের আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়, গোষ্ঠীর মিশ্রণে ঘটিত। এসব মানব গোষ্ঠীর সংমিশ্রনে গঠিত খুলনার অধিবাসীরা শংকর জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও তাদের পূর্ব ধর্মমত কৃষ্টি, সভ্যতার রীতি-নীতিতে তথা সামগ্রিক জীবন ধারায় আমুল পরিবর্তন আনতে পারেনি। যে কারণে পরবর্তী ধর্মগুলোতে তাদের পূর্ব রীতি-নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম আগমনের পূর্বে এ দেশে তিনটি ধর্মমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো হলঃ জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু/ব্রাহ্মণ ধর্ম। এদের মধ্যে জৈন ধর্ম বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশ করে। কিন্তু খুলনা অঞ্চলে এ ধর্মের প্রচার-প্রসার হয়নি বলে ধারণা করা হয়। সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যশোর-খুলনা অঞ্চলেও এই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও পদচারণা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। চীনা পরিব্রাজক সাং এর বর্ণনা থেকে যা সহজেই অনুমেয়।[২৭১]

হিন্দু/ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে সেন বংশের রাজত্বকালে।[২৭২] ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সমাজের উপর পূর্ব হতেই প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। সমাজে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা।[২৭৩] হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বর্ণ ও কুল প্রথা প্রকট ছিল। ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে সেরা বলে দাবি করত। ফলে হিন্দু ধর্মের মধ্যে নানা শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে কায়স্থ, বৈশ্য ও শুদ্র উল্লেখযোগ্য।[২৭৪] ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ ছিল। রাঢ়ীয়, বরেন্দ্র, বৈদিক, সূর্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রের একমাত্র মালিক ও প্রভূ। কাজেই কোন দেব-দেবীর ইবাদত পুঁজা-অর্চনা করা যাবে না। শুধু আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। পরকাল ও কর্মফলকে বিশ্বাস করতে হবে

---

[২৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮-২৭৯

[২৭০] সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্ধারণা অনুযায়ী বিচার করলে ভারতীয় বর্ণ বিন্যাস আর্যপূব ও আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ। অবশ্য এই মিলন একদিনে হয়নি। বহু শতাব্দীর নানা বিরোধ, নানা সংগ্রাম, বিচিত্র মিলন ও আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে এই সমন্বয় কাহিনীই এক হিসেবে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির এবং কতক অংশে ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস। দ্র. *আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও আর্য-বৌদ্ধ, জৈন বাঙ্গালির ইতিহাস*(কলকাতাঃ দেশ পাবলিশিং, ২য়, সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০২), আদিপর্ব, পৃ. ২১৫

[২৭১] *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ.

[২৭২] *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১; *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

[২৭৩] *শুন্য পূরাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[২৭৪] *ফরিদপুরে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; *ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ : সাতক্ষীরা, জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি। তাঁর এ সত্য ধর্ম প্রচারে এক সময় রাজা, রাণী ও সভাসদসহ জনসাধারণের অনেকেই আকৃষ্ট হন। কিন্তু বেশ কিছু পণ্ডিত-পুরোহিতের দল বাপ-দাদাদের ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্য জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং যরদাশত ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে যরথুষ্ট ও তার সত্য ধর্মের অনুসারীদের জয় হয়। ফলে পুরোহিত ও তাদের পৌত্তালিক অনুসারীরা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে চলে যায়। সত্য ধর্ম বিরোধী এই দলটিতে আর্য নামে অভিহিত করা হয়। এদের বৃহত্তর দলটি পামীর মালভূমি অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে।[২৭৫]

খুলনা এলাকায় অধিকাংশ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিছু বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ আছেন। ব্রাহ্মণদের পরেই গুরুত্বপূর্ণ বর্ণ হল কায়স্থ। আদি সুরের অনেক পূর্ব থেকে তারা গৌড়ে বসবাস করছিল। কায়স্থরা নিজেদেরকে শুদ্র হিসেবে পরিচয় দিতে সংকোচবোধ করত। কারণ এদেশ তাদের আদি বংশধর শুদ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এতে অনুমিত হয় যে, এ ভূখণ্ডে তারা কখনও ক্ষত্রিয় আবার কায়স্থ হিসেবে পরিচয় দিত। খুলনা জেলায় কায়স্থদের বসতি ছিল। বৃহত্তর খুলনা জেলায় কায়স্থরা প্রধানত দক্ষিণ রাঢ়ী, জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে এদের বাস।[২৭৬] হিন্দু সমাজের অন্যতম বর্ণ হচ্ছে বৈশ্য। কাঠ কঙ্কন চণ্ডী তাদেরকে কৃষক এবং ব্যবসায়ী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কৃষক হিসেবে পরিচিত বৈশ্য শ্রেণী নিজেদেরকে গরু চরানো ও ভূমি কর্ষণে ব্যস্ত রাখত। ব্যবসায়ী শ্রেণী মৌসুমের সময় ফসল ক্রয় করে রাখত এবং বাজার বৃদ্ধি পেলে তা বিক্রি করত।[২৭৭]

খুলনায় বৈশ্যদের বসবাস আছে। বঙ্গীয় সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং বৈশ্য এ তিন বর্ণের নিচে ছিল শুদ্রদের স্থান।[২৭৮] তারা সমাজের কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণী। এরা পেশার উপর ভিত্তি করে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। শুদ্রদের নমশুদ্রদেরই বেশির ভাগ কষ্ট সহিষ্ণু এবং অত্যন্ত মিতব্যয়ী। এই সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের সবচেয়ে অনগ্রসর গোত্র। এরা কৃষি ও মৎস্যজীবি। সুন্দরবনের কোল ঘেষে চন্ডাল ও পোদ সম্প্রদায়ের বাস। নমশুদ্রদের আর এক অংশ কৈবর্ত জাতি। তারা সামাজিক দিক থেকে নিম্ন শ্রেণীর। পেশাগতভাবে এরা চাষী এবং মৎস্যজীবি। তবে বর্তমানে এদের আচার-আচারণ ও পেশায় পরিবর্তন ঘটেছে। কৈবর্তরা খুলনা অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন বাসিন্দা।[২৭৯] এ গুলো ছাড়াও তাঁতি, নাপিত, কামার, মিস্ত্রি, কর্মকার, ধোপা ও অন্যান্য শ্রেণীর

---

২৭৫ বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২৪

২৭৬ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

২৭৭ A.K.M.Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Barind 1200-1576 A.D,* Unpuplished Ph.D.thesis. University of Rajshahi 1981, p. 256; The Namasudras, or as they were formrerly called, the Chandals, are the most numerous caste in the district. cf: *Bangladesh District Gazatters Khulna*. Ibid, p. 63

২৭৯ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৮

নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে। এরা সবাই সমাজের নিচু পেশার অন্তভূর্ক্ত। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা তারা জর্জারিত থাকে।

খুলনা জেলায় বেশ কিছু খ্রিস্টান রয়েছে, তবে এদের প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত। বৃটিশ শাসনামল থেকে এ ধর্মান্তরের মধ্যে দিয়ে তাদের এ সংখ্যা কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছে। নিম্নবর্ণের হিন্দু ও সুন্নী গরীর মুসলিমগণের কিছু অংশ খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। এর মূলত রোমান ক্যাথলিক।[২৮০] উনবিংশ শতকে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রধান কার্যালয় ছিল যশোর।[২৮১] ফলে সুন্দরবন এলাকায় বসবাসকারী খ্রিস্টানদের নানা প্রয়োজনে যশোর যেতে হতো। পরবর্তীতে খুলনা[২৮২] ও সাতক্ষীরায় মিশনারীদের কার্যালয় স্থাপিত হয়। পাদ্রীরা ধর্মান্তরের কাজ করে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিম্ন হিন্দু ও গরীব মুসলিমগণকে ধর্মান্তরিত করেন এবং নবদিক্ষিত খ্রিস্টানদের সহযোগিতা করেন। খুলনা জেলায় মিশনারীদের একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

খুলনা জেলায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বাস সামান্যই। মূলত পূর্বে এ অঞ্চলে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি হলেও দেশ বিভাগের পর ধীরে ধীরে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়েছে। আদমশুমারি ২০০১ অনুযায়ী বর্তমানে জেলায় মুসলিমগণের সংখ্যা ৭৩.৪৯%, হিন্দুদের সংখ্যা ২৫.৭৪%, খ্রিস্টান ০.৬৭%, বৌদ্ধ ০.০৪% ও অন্যান্য ০.০৬ শতাংশ। এছাড়া জেলায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন-মসজিদের সংখ্যা ১৫০০টি, ফলক ০৪টি, মন্দির ৬৪৬টি, গীর্জা ২২টি, তীর্থস্থান ০৩টি এবং আশ্রম রয়েছে ০১টি।[২৮৩]

২.৮ খুলনা জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস

সংস্কৃতি[২৮৪] হচ্ছে মানুষের জীবন বিকাশ ও আচরণের এক পরিশীলিত ও রুচি সম্মত পদ্ধতি। বস্তুত কোন সমাজের সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই হচ্ছে সমাজের সংস্কৃতি।[২৮৫] জীবন কর্মে লালিত ঐতিহ্য তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। মানুষের জীবনের সাংস্কৃতিক বিকাশ মনন ও উৎকর্ষ জীবিকা

---

২৮০ *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত খুলনা শহরে বেশ কিছু খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মানুষও বসবাস করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নদীয়া, যশোর, খুলনা, মালদহ প্রভৃতি এলাকায় তাদের মিশনারী তৎপর্যতা শুরু হয় বলে জানা যায়। খুলনা শহরে খ্রিষ্টানদের দুটি ধর্ম পল্লী রয়েছে এর একটি সেন্ট যোশেফ ধর্মপল্লী এবং অপরটি মুজগুন্নি ধর্মপল্লী। দ্র. *মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭

২৮১ ১৮০৬ সালে যশোরে সর্বপ্রথম একটা মিশন খোলা হয়। ১৮০৯ সালে এখানে জোরে সোরে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ হয়। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯

২৮২ ১৮৬০ সালে খুলনায় সর্বপ্রথম ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন খুলনায় একটি গীর্জা গড়ে ওঠে রূপসার কয়লাঘাট এলাকায়। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২-৬১০

২৮৩ দ্র. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on. 22-12-2011

২৮৪ সংস্কৃতি, কৃষ্টি আরবী তাহযীব ও ইংরেজি Culture শব্দ থেকে এসেছে। অর্থ শিষ্টাচার, সভ্যতা ও অনুশীলন। দ্র. সম্পা. শাহেদ আলী, *ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা*(সিলেট : সোস্যাল অপলিফটমেন্ট কমিটি, ১৯৬৭), পৃ. ৪৭

২৮৫ অমলেন্দ্র মুখোপধ্যায়, *প্রসংঙ্গ সমাজতত্ত্ব* (ঢাকা : সেন্ট্রাল বুক পাবলিশিং, ১৯৮৭), পৃ. ২১৫-১১৬

পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। আর জীবিকা পদ্ধতি গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে। এই পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত জীবিকা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে প্রয়োজন মত সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণের নিয়ম, পার্থিব ও অপার্থিব চিন্তা চেতনার জন্ম দিয়েছে। সমস্ত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে চিরকালীন অবহেলিত মানব গোষ্ঠীর নিরন্তর নিথর জীবনের ছাপ। একে বলা হয় নিথর সংস্কৃতি। চিরকালের ধর্মভিত্তিক ও রাজনৈতিক উপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও সংস্কৃতির আর একটি অঙ্গ। এরাই নৈরাশ্যের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে গ্রাম, লোক, দেবতা, উৎসব, পার্বন, মন্দিরে এবং পীর-ফকিরের দরগাঁয় মানব/পুঁজা করার প্রথা। কাজেই সাংস্কৃতিক অবস্থা না জানা হলে কোন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আলোচনার সুবিধার্থে খুলনা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খুলনা অঞ্চলের রয়েছে উজ্জ্বল ঐতিহ্য। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

২.৮.১ খুলনা জেলার পোশাক-পরিচ্ছদ

দেশ বিভাগের পূর্বে এই জেলার মুসলিম অধিবাসীরা যে ধরনের পোশাক পরতে অভ্যস্ত ছিল, বর্তমানে তার প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে সম্প্রদায় নির্বিশেষে অবস্থাপন্ন অভিজাত ব্যক্তিরা ধূতি, কোর্তা, শার্ট পরত। কৃষক ও দ্রারিদ্র লোকেরাও ধূতি পরতে অভ্যস্ত ছিল। পায়জামা ও লুঙ্গি তারা সচরাচর পরত না। বর্তমানে মুসলিমগণ কেউই ধূতি পরে না। এখন হিন্দুদেরও অনেক আধুনিক পোশাকের প্রচলন লক্ষণীয়। অবশ্য এখনও গ্রামের লোকেরা লুঙ্গি পাঞ্জাবী বা শার্ট এবং মাথায় টুপি পরে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঘরে অথবা মাঠে কাজ করার সময় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে গেঞ্জি গায়ে বা খালি গায়ে থাকে। ছাত্ররা ইদানিং জিন্স ও টাইট শার্ট গেঞ্জি পরে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলেও আধুনিক পোষাক পরিধানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[২৮৬] মহিলাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা সাধারণত শাড়ি, ব্লাউজ, ছায়া ও সেমিজ পরে থাকে। শহরের মহিলারা বিভিন্ন ধরনের পোশাক যেমন, সালোয়ার, কামিজ, চুড়িদার, চোস্ত পাঞ্জাবি, ওড়না ইত্যাদি পরিধান করে। গ্রামাঞ্চলে শাড়িই প্রধান পোশাক। তবে বর্তমানে এর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামাঞ্চলের মহিলারা বর্তমানে শহরাঞ্চলের মহিলাদের ন্যায় পোশাক পরে। শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে মুসলিম ধার্মিক মহিলারা ঘরের বাইরে গেলে পর্দা প্রথা [২৮৭] মেনে বোরকা পরেন। এ ক্ষেত্রে হিন্দু মেয়েদের

---

[২৮৬] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[২৮৭] পর্দা প্রথা নারীদের ক্ষেত্রে ইসলামের একটি মৌলিক বিধান। ইসলামে বালেগা বা প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ক্ষেত্রে পর্দাকে ফরজ করা হয়েছে। দ্র. আল কুরআন, ২৪ : ৩১

Dhaka University Institutional Repository

পর্দার বালাই নেই বললেই চলে।[২৮৮] খুলনা অঞ্চলের পুরুষ ও মহিলারা উল্লিখিত পোশাকসমূহ পরিধান করে থাকে।

২.৮.২ খুলনা জেলার অলংকার

হাতে চুড়ি, কানে দুল, গলায় হার, নাকে নাকফুল, গ্রাম ও শহরে হিন্দু-মুসলিম মেয়েদের সাধারণ অলংকার। এই অলংকার সোনা অথবা রূপা দ্বারা নির্মিত। স্বর্ণ ও রৌপ্য দুস্প্রাপ্য হওয়ায় নকল ধাতুর কাচ প্লাষ্টিকের অলংকার বর্তমানে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অলংকারের বহু প্রকার ছিল। যেমন- হার, গোটহার, বিছাহার, বাজুবন্দ, রুলি, কোমরে কোমরবন্দ ও হাসুলি, পায়ে মল ইত্যাদি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে বর্তমানে প্রাচীন অলংকার রীতি কমে এসেছে। হিন্দু সধবা রমণীরা হাতে শাখা ও সিথিতে সিঁদুর ও কপালে সুন্দর টিপ পরে থাকে। যদিও আধুনিকতার ছোয়ায় হিন্দু রমনীদের এই অলংকারও এখন হারিয়ে যাবার পথে। গ্রাম্য দারিদ্র মহিলারা সোনা-রুপার অলংকারের পরিবর্তে কাচের ও প্লাষ্টিকের অলংকারে সাজতে বেশি পছন্দ করে।[২৮৯] তারা পোশাকের সাথে সমন্বয় করে চোখে কাজল, কোমরে বিছা ও পায়ে আলতা পরতে ভালবাসে। খুলনা অঞ্চলে অলংকার ব্যবহারের উল্লিখিত চিত্র এখনও চালু রয়েছে।

২.৮.৩ খুলনা জেলার উৎসব ও অনুষ্ঠান

ধর্মের ভিন্নতা সত্ত্বেও খুলনা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নানা রকম উৎসব অনুষ্ঠান চলে আসছে। এ সকল উৎসবের মধ্যে কোন কেনটা ধর্মনিরপেক্ষভাবে পালিত হয়। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে শরতের সারদীয় দূর্গা পুঁজা, কালী পুঁজা, শরস্বতীপুঁজা, রথপুঁজা, কার্তিকপুঁজা, দোলপুঁজা, লক্ষীপুঁজা, জন্মাষ্টমী উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টানদের মধ্যে বড়দিন (যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন) ২৫ ডিসেম্বর এবং মার্চ মাসের ২১ তারিখের পর প্রথম রবিবার ইস্টারসানডে, ধর্মীয় উৎসব হিসেবে তারা পালন করে।[২৯০] আর মুসলিমগণের মধ্যে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, শবেবরাত, শব-ই কদর, মহররম, ঈদে মিলাদুন্নবী ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব উল্লেখযোগ্য।[২৯১] এছাড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে মেলা বসে। এসব মেলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক আগমন করে। এসব উৎসব মেলাতে যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ, ইত্যাদি দেখানো হয়। যাত্রা যশোর-খুলনা অঞ্চলের একটি প্রাচীণ শিল্প মাধ্যম। যাত্রা অস্থায়ী মঞ্চে

---

[২৮৮] খুলনা জেলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

[২৮৯] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, পৃ. ৮২

[২৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৫

[২৯১] *Bangladesh District Gazetteers Jessore,* Ibid, p. 60

অভিনয় সমৃদ্ধ একটি শিল্প মাধ্যম।[২৯২] তৎকালে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। জেলার সর্বত্রই শীতকালে যাত্রার ধুমপড়ে যেত। এ ছাড়া বিভিন্ন উৎসব ও মেলায় পালা যাত্রা আসত।[২৯৩] বর্তমানে বৈশাখী মেলা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২.৮.৪ খুলনা জেলার খেলাধুলা

এই জেলার জনসাধারণের বিনোদনের সাথে গ্রাম কেন্দ্রিক প্রাচীন সংস্কৃতির আবহমান ধারার ও ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন খেলাধুলা যেমন- গুঁটিখেলা, কড়ি, বাঘবন্দি, খেলাঘর, হাডুডু, দাড়িয়াবাধা, ডাংগুলি ইত্যাদি বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে বর্তমানে গ্রামে প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে গ্রাম ও শহরে স্কুল কলেজ ও পাড়া মহল্লায় ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি খেলার প্রচলন রয়েছে। তবে বর্তমানে সারাদেশের ন্যায় খুলনাতেও ক্রিকেট খেলা সর্বাধিক জনপ্রিয়। বিনোদনের মধ্যে শহরাঞ্চলে সিনেমা হল, পার্ক-এর পাশাপাশি রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে শহরবাসি বিনোদনের সুযোগ পায়। এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলের লোকেরা ভ্রাম্যমান সিনেমা, যাত্রাদল, সার্কাস, সাপখেলা, হাডুডু, কাবাডি, নৌকাবাইচ, ঘুড়ি ওড়ানো, ঘোড়া দৌড়, ইত্যাদি খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিনোদন নিয়ে থাকেন। খেলাধুলা আয়োজনের জন্য গ্রামাঞ্চলের বড় বড় মাঠ আছে এবং শহরের স্টেডিয়াম রয়েছে।[২৯৪]

২.৮.৫ খুলনা জেলার সংগীত-বিনোদন

বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য বিভিন্ন দেশিয় এবং স্থানীয় গান-বাজনা। এ সকল গান-বাজনার মধ্যে খুলনা অঞ্চলে কবিগান, ভাটিয়ালি গান ও বাউল গান[২৯৫] যথেষ্ট জনপ্রিয়। জারি-সারি গানও এ অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলের লোকদের বিনোদনের একটি অন্যতম মাধ্যম। গ্রাম অঞ্চলে ফসল কাটার পর অবসর সময়ে এ সকল গান-বাজনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[২৯৬] পূর্বে এসকল গান-বাজনার অনুষ্ঠানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকলেও বর্তমানে ডিস-এন্টেনা ও

---

[২৯২] প্রাথমিক পর্যায়ে যাত্রাপালায় ধর্মীয় অনুভূতি সমৃদ্ধ কাহিনীর অভিনয় মঞ্চায়ন করা হয়। তবে পরবর্তীতে ধারার পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের কাহিনী ও অভিনীত হতে থাকে। দ্র. মোঃ আমিরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[২৯৩] *খুলনা জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

[২৯৪] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

[২৯৫] তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে এ অঞ্চলে বাউল গানের সৃষ্টি হয়। সামন্ত সমাজের উৎপীড়নে যারা অতিষ্ট হয়েছিল, সামাজিক নির্মমতা যাদের চিত্তকে ব্যথিত করেছিল; যারা সমাজ ও জীবন সম্পর্কে হতাশাগ্রস্থ ছিল, তাদের কণ্ঠে নিঃসৃত সংগীত হল বাউল গান। দ্র. হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১৪৪

[২৯৬] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর খুলনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪

আধুনিকতার প্রভাবে প্রাচীন গান-বাজনার অনুষ্ঠানাদি অনেকটা ম্রিয়মান প্রায়। তবে খুলনা অঞ্চলের অনেক স্থানে এ সকল গান-বাজনার অনুষ্ঠান এখনও প্রচলিত আছে।

পরিশেষে বলা যায়, খুলনা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ জেলা। বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা পৃথক কিছু নয় বরং সমগ্র বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারই একটি পরিপূরক অংশ। তদুপরি কিছু আঞ্চলিকতা, লৌকিকতা, স্থানীয় স্বকীয়তা, সামাজিক অবকাঠামো রয়েছে; যা খুলনাকে অন্যান্য জেলার তুলনায় একটু আলাদা মর্যাদায় সমাসীন করেছে। সার্বিক পর্যালোচনায় খুলনা জেলার ইতিহাস বহুবিধ ঘটনা প্রবাহে পরিপূর্ণ। তেমনি এ জেলার আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রাও বৈচিত্রতায় পরিপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্রমবিকাশ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

৩.১ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারণা

৩.২ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পদ

৩.৩ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য

৩.৪ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গতিধারা

৩.৫ ইসলাম ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

৩.৬ দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ

৩.৭ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপসমূহ

৩.৮ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংশোধনমূলক পদক্ষেপসমূহ

৩.৯ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামের সহায়ক উপাদান

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্রমবিকাশ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

উন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোই সমাজ ব্যবস্থায় সার্বিক উন্নতির মূল চাবিকাঠি। মানব সভ্যতার বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংগঠিত হয়েছে। এর ক্রমবিকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা সমাজের পরিবর্তনকে পরিস্ফুটিত করে। ইসলাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক, উদার ও কল্যাণময় নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমাজের মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামের কল্যাণময় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয়েছে।

৩.১ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারণা

সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ নিজেদের জীবনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন মানুষ গুহায় বাস করত, কিংবা গাছের ছাল পরিধান করে গাছে উঠে বসে থাকতো, তখন থেকেই তারা তাদের জীবন ধারণের প্রণালির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা নতুন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যদি উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে পদ্ধতিগত ধারণা নিয়ে কথা উঠে তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হয়েছে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করে থাকেন।[১] আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত বা কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় উত্তরণ সম্ভব। উন্নয়ন একটি সমবেত ও সমুন্নত কার্যক্রমের নাম। উন্নয়ন কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, নির্দিষ্ট বিন্দু বা গুটিকতক মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশকে বুঝায় না, এটি সার্বজনীন ও সকল শ্রেণীর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ।[২] উন্নয়ন একটি ব্যাপক ধারণা, যা একটি সমাজকে বর্তমান অবস্থা থেকে অধিকতর কাম্য অবস্থার উদ্দেশে পরিচালনা করে এবং এই কাম্য লক্ষ্যটি নির্ধারিত হয় ঐ সমাজের জনগণের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হতে।[৩] দরিদ্র

---

১ মোঃ শহীদুল আলম ও গৌর সুন্দর বনিক, *অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা : পটভূমি, বিবর্তন ও গতিশীলতা, উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৩

২ বশিরা মান্নান ও মোঃ নুরুল ইসলাম, *উন্নয়ন ও সমাজকর্ম*(ঢাকা : সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণা সংস্থা-অসভার, ১৯৯৪), পৃ. ৩

৩ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিতে আমলাতন্ত্র একটি পর্যালোচনা*(ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৬৮, অক্টোবর ২০০০), পৃ. ৫৫; এ সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এম এ গফুর ও এ কে এম এ মান্নান এর মতে সামাজিক উন্নয়ন বলতে সমাজের অনুন্নত স্তর হতে উত্তরনের প্রক্রিয়া ও ফলাফলকে বুঝানো হয়ে থাকে। দ্র. এ কে এম গফুর ও এ কে এম মান্নান, *সমাজকল্যান পরিক্রমা*(ঢাকা : অনিক, ১৯৮৬), পৃ. ৯৯; মোঃ আতিকুর রহমান এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন সামাজিক উন্নয়ন বলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন যাত্রার মানের অবস্থান, মানব সম্পদের বিকাশ প্রভৃতি পূর্বাবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নতর অবস্থায় পরিবর্তনকে বুঝায়। দ্র. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়ন, নীতি, পরিকল্পনা ও*

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণার্থে তাদের অনুকূলে বস্তুগত লভ্যতা বাড়ানোর জন্য দেশের সঠিক উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন এবং সে জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। সুতরাং উন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন সঠিক উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে এই প্রবৃদ্ধির সুফল যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর্যুক্ত পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্রিয় থাকে তার প্রচেষ্টা প্রয়োজন।[৪] মূলত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া; যার মাধ্যমে আয়ের প্রবৃদ্ধি, সম্পদের প্রবৃদ্ধি ও সম্পদের সার্বজনীন বিন্যাস ব্যবস্থা সহ সমাজের দরিদ্র জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের সঠিক প্রক্রিয়া বুঝায়।[৫] এ বিষয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মাইকেল পি টেডারো উন্নয়নের নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক উপাদানের কথা বলেছেন:[৬]

চিত্র ১ : উন্নয়নের মৌলিক উপাদান

উন্নয়ন = **আত্ম-জীবিকা নির্বাহ (মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্য)** + **উন্নয়ন** + **অধীনতা থেকে মুক্তি**

দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি অর্জন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:[৭]

চিত্র ২ : উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন = **প্রবৃদ্ধি** + **দারিদ্র্য বিমোচন**

টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে সম্পর্কিত করে, বর্তমান উন্নয়ন ও ভবিষ্যত উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধান করে। এ তিনটি বিষয় একে অপরের পরিপূরক। এগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নকে টেকসই করা সম্ভব। বৃত্তের মাধ্যমে এই ৩টি দিককে দেখানো হল:[৮]

কর্মসূচী(ঢাকা : অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ২৪; এ বিষয়ে *Encyclopadia of Social Work in India* তে বলা হয়েছে। এটি একটি ব্যাপক ভিত্তিক ধারণা যা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন নির্দেশ করে সমাজ পরিবর্তনের ভূমিকা পালনের অংশ হিসেবে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দ্র. প্রাগুক্ত।

৪ মোহাম্মদ শহীদুল আলম ও গৌর সুন্দর বনিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন : নীতি ও পরিকল্পনা*(ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন, ২০১১), পৃ. ১০৭

৬ Michael P. Todaro, *Economic Development in the Third world*(NewYork and London : Longman, Fourth Edition, 1992), pp. 89-90

৭ ড. মোহাম্মদ তারেক ও গৌরসুন্দর বনিক, *বাংলাদেশের দারিদ্র্য রেখা ও উত্তরণ প্রক্রিয়া*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ১১৯

৮ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩ : টেকসই উন্নয়ন বৃত্ত

৩.১.২ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

উন্নয়ন হল আধুনিকীকরণের পথে শুভযাত্রা, আর জাতিগঠন ও সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন।[৯] পরিকল্পিত সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, পশ্চাৎপদতা, অপুষ্টি, জরা, ব্যাধি, কুসংস্কার, পরনির্ভরশীলতা প্রভৃতির সমাধান করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব।[১০] জনসাধারণের সক্ষমতার বিকাশই উন্নয়ন। মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে সত্ত্বাধিকারের উপর অর্থাৎ কি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীতে সে তার স্বত্ত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।[১১] এটি মূলত ক্রম উন্নয়নের একটি ধারা।

৩.১.৩ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য

উন্নয়ন ধারণাটিকে কতকগুলো বিষয় অনুধাবনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। সেগুলো হল, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, উন্নত আবাসন, উন্নত পুষ্টি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত পরিবহণ, সম্পদের পর্যাপ্ততা ইত্যাদি। এ ছাড়াও অধিক উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে যেসব বাস্তবিক পার্থক্য দেখা যায় সেগুলো বিশ্লেষণ করে উন্নয়ন ধারণাটি বোঝা যায়। সেগুলো হল জনগণের মাথাপিছু আয়, শহর ও গ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অনুপাত, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা, প্রজনন ও মৃত্যু হারের অনুপাত ইত্যাদি। উন্নয়নের এসব অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কিছু সমাজতাত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেমন শ্রমবিভাজন, সামাজিক ভিন্নতা, মূল্যবোধের যৌক্তিকীকরণ, দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতা ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গতিশীলতা ও অংশগ্রহণ অন্যতম। মূলত এ সকল বিষয়সমূহকে উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।[১২] এর ফলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।

---

৯ অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদ, *বাংলাদেশ লোক প্রশাসন*(ঢাকা : অনন্যা মে ২০০২), পৃ. ২১

১০ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *সমাজকর্ম*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯০), খ. ১, পৃ. ৪০, উদ্ধৃত, হাফিজ মুজতবা রিজা আহমাদ, দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা, পিএইচ.ডি থিসিস, অপ্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১০৬

১১ অমর্ত্য সেন, *জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি*(কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮), পৃ. ১২১

১২ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন : নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৩.১.৪ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোতে সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষের, বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার সকল প্রক্রিয়ায় পূর্ণ অংশ গ্রহণ থাকতে হবে। কাঠামোটি নিম্নরূপ:

চিত্র ৪ : টেকসই উন্নয়ন কাঠামোর রূপরেখা[১৩]

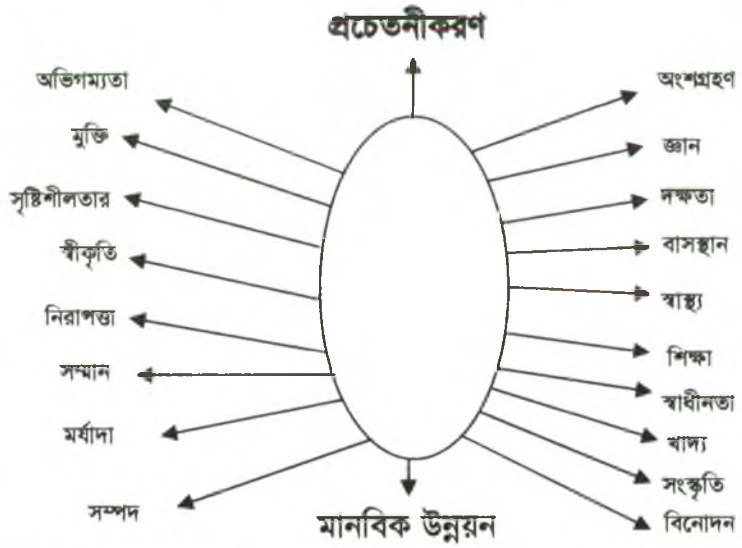

৩.১.৫ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্লাসিকাল তত্ত্ব

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্লাসিকাল তত্ত্ব এর প্রক্রিয়াটি স্বল্প বিনিয়োগের কারণে মুনাফা হ্রাস পায় ও উৎপাদন ব্যহত হয়। উন্নয়ন ব্যাহত হলে অর্থনীতিতে স্থবিরতা দেখা দেয়। বেশি মুনাফা বেশি বিনিয়োগ তৈরি হবে। এটা মজুরি বৃদ্ধি করে। এ সকল প্রক্রিয়ায় উৎপাদন বাড়ে ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এ তত্ত্ব আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বিষয়টি নিম্নে ছকে দেখানো হল :

চিত্র ৫ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্লাসিকাল তত্ত্ব[১৪]

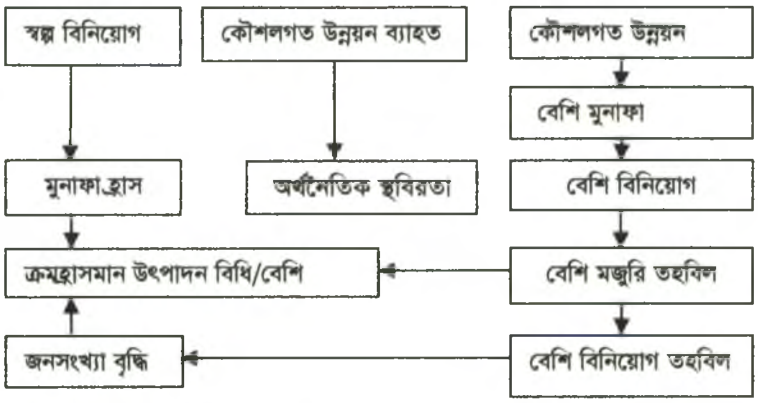

---

১৩ এজাজুল হক চৌধুরী, *মানবিক উন্নয়ন*(ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ১৪

১৪ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৬ মূলধনের যোগান ও উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মূলধনের যোগান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেশি মূলধনে উৎপাদন বাড়ায়, কম মূলধনে উৎপাদন কমায়। বিষয়টি নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ৬ : মূলধনের যোগান ও উন্নয়ন[১৫]

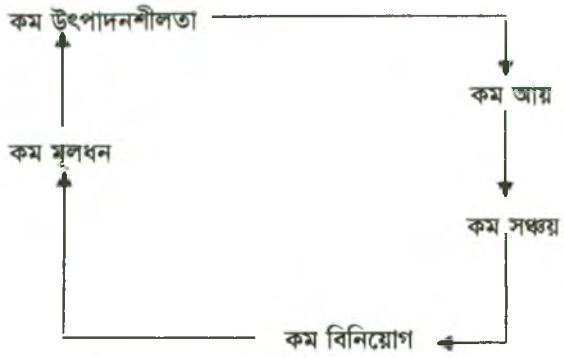

৩.২ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পদ একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব। সম্পদের বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার রয়েছে। উন্নয়নের জন্য সকল সম্পদের পূর্ণ ও যথাযথ ব্যবহার আবশ্যক।

৩.২.১ মানব সম্পদ ও উন্নয়ন

উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ। উন্নয়ন একটি পন্থা মাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। যে উন্নয়ন মানুষের জীবনকে উন্নত করে না, যে উন্নয়নে সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণ নেই, সে উন্নয়ন সত্যিকারের উন্নয়ন নয়। উপর্যুক্ত বোধ থেকেই মানব উন্নয়ন ধারণার জন্ম। যার মূল কথা হল মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন।[১৬] জনসাধারণের সক্ষমতার বিকাশ সাধনই হল মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এহেন সক্ষমতা অর্জন এবং নিজের জীবনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে সত্ত্বাধিকারের উপরে। অর্থাৎ কি পরিমাণ দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রীতে সে তার সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তার উপরে।[১৭] বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। এমডিজির সাথে সমন্বয় করে এটির প্রয়োগ করা আবশ্যক।

---

১৫ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৬ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

১৭ অমর্ত্য সেন, *জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি*(কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮), পৃ. ১২১

টেবিল ১ : মানব সম্পদ উন্নয়ন ও এমডিজি[১৮]

মানব উন্নয়নের জন্য মৌলিক যেসব সামর্থের (Capabilities) প্রযোজ্য; দীর্ঘ ও সু-স্বাস্থ্যময় জীবন যাপন।	<u>এমডিজি'র অনুরূপ লক্ষ্যসমূহ:</u> এমডিজি ৪, ৫ এবং ৬ : শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, প্রসূতির স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং প্রধান প্রধান রোগ প্রতিরোধ।
শিক্ষিত হয়ে ওঠা।	এমডিজি ২ এবং ৩ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, জেন্ডার সমতার প্রসার (বিশেষত শিক্ষা খাতে) এবং নারীর ক্ষমতায়ন।
সুষ্ঠ ও সুন্দুর জীবন যাপন।	এমডিজি ১ : চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূলকরণ।
মানব উন্নয়নের প্রয়োজনীয় শর্ত টেকসই পরিবেশ।	<u>এমডিজি'র অনুরূপ শর্তসমূহ:</u> এমডিজি ৭: টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা
সমতা-বিশেষত জেন্ডার সমতা।	এমডিজি ৩: জেন্ডার সমতার প্রসার এবং নারীর ক্ষমতায়ন।
অনুকুল বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিবেশ।	এমডিজি ৮: ধনী ও দরিদ্র দেশসমূহের মধ্যে অংশীদারিত্ব জোরদারকরণ।

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি মৌলিক বিষয়। এমডিজি-এর আলোকে এটিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৩.২.২ প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের ভূমিকা ব্যাপক। প্রাকৃতিক সম্পদকে ভিত্তি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা করা সম্ভব। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে গেলে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এগোতে হবে।

৩.৩ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য

দারিদ্র্য উন্নয়নের বিপরীত মুখি বিষয়। দারিদ্র্যকে দূর করে সার্বিক উন্নতি সংঘটনকে আর্থ-সামাজিক বলা হয়। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দারিদ্র্যের অচলায়তন ভেঙ্গে সার্বিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়।

৩.৩.১ দারিদ্র্য বিশ্লেষণ

দারিদ্র্য বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বোঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে, যার দ্বারা নূন্যতম মৌলিক প্রয়োজন(Basic Need) মেটাতে ব্যর্থ। দারিদ্র্যকে অনেকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের অভাব পূরণের ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে দরিদ্রকে চরম বঞ্চনার সমর্থক হিসেবে গণ্য করা হয়, যা জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট। অপরপক্ষে উন্নত বিশ্বে দারিদ্র্য ধারণাটি মূলত আপেক্ষিক বঞ্চনার নির্দেশক যা একটি গ্রহণযোগ্য এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানদণ্ড নির্ধারিত জীবন যাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা নির্দেশ করে।[১৯] নিম্নে দারিদ্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল:

---

[১৮] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

[১৯] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১), পৃ. ৩২২

চিত্র ৭ : দারিদ্র্যের সংজ্ঞার প্রবাহ চিত্র[২০]

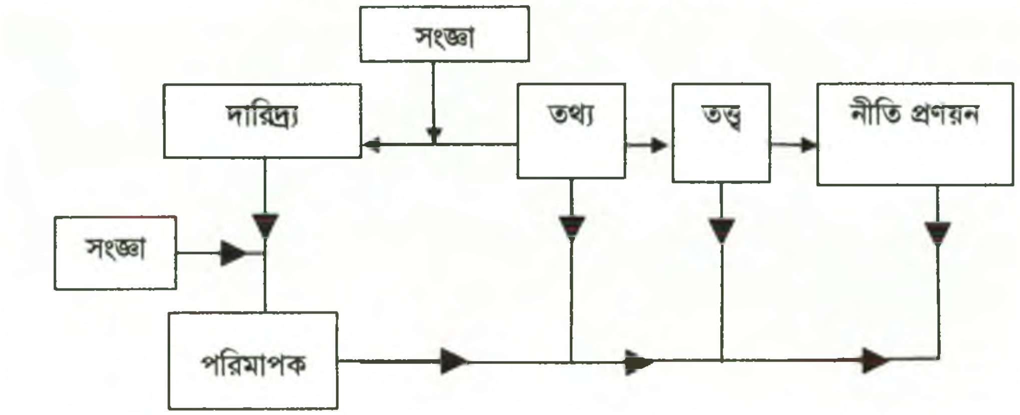

৩.৩.২ দারিদ্র্য পরিমাপের স্তর

দারিদ্র্য রেখা ও অনাপেক্ষিক দারিদ্র্য পরিমাপের স্তরবিন্যাস রয়েছে। মৌলিক প্রয়োজনগুলো নিরূপণের সাথে এর ব্যয়ভার নির্ণয় আবশ্যক। আয় ও ব্যয়ের তুলনা করে একটি শ্রেণীর আয় ব্যয়ের চাহিদার তুলনায় কম হবে। নিম্নের চিত্রে এটি বর্ণনা করা হয়েছে:

চিত্র ৮ : দারিদ্র্য রেখা ও অনাপেক্ষিক দারিদ্র্য পরিমাপের স্তরসমূহ[২১]

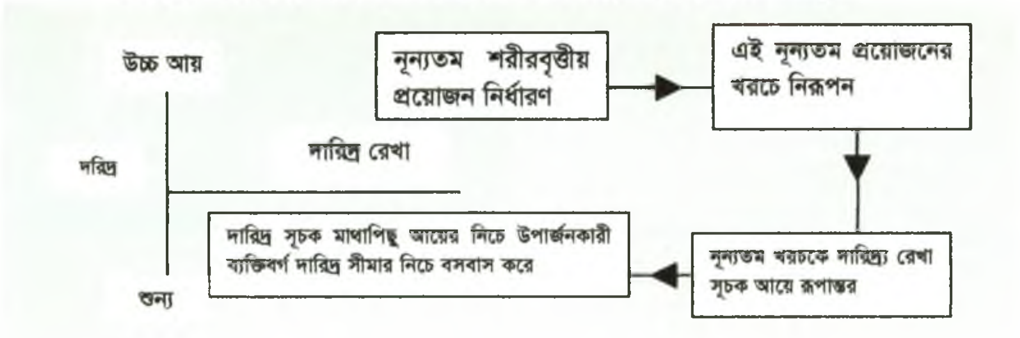

৩.৩.৩ দারিদ্র্যের প্রকার

দারিদ্র্যকে প্রধানত তিনটি প্রেক্ষিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যা নিম্নরূপ:[২২]

ক. সাধারণত যাদের জীবন যাত্রার মান তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের তাদেরকে দরিদ্র বলা হয়।

খ. নিরংকুশ দারিদ্র্য বলতে আমরা স্বীকৃত দারিদ্র্যকে বুঝি, যেখানে ব্যক্তি তার স্বীকৃত জীবনযাত্রার মানকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।

গ. Hard Core Poverty বা চরম দারিদ্র্য বলতে আমরা মূলত দারিদ্র্যের সে পর্যায়কে বুঝি যেখানে মানুষ তার মৌলিক চাহিদা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

---

২০ ড. মোহাম্মদ তারেক ও গৌরসুন্দর বনিক, *বাংলাদেশের দারিদ্র্য রেখা ও উত্তরণ প্রক্রিয়া*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ১২৯

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

২২ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৪ দারিদ্র্যের নির্ধারকসমূহ

দারিদ্র্যের বহুভূজ ও নির্ধারকসমূহের মধ্যে রয়েছে খাদ্যের অভাব, আশ্রয়ের অভাব, দারিদ্র্য পীড়িত জনসাধারণের বর্তমান অবস্থা, বস্ত্রের অভাব, গৃহস্থালি দ্রব্যাদির অভাব, স্বাস্থ্য সমস্যা, সামাজিক গতিশীলতা, শিক্ষাজনিত সমস্যা, মানুষের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন নির্ধারকসমূহ। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে তা দেখানো হল :

চিত্র ৯ : দারিদ্র্যের বহুভূজ ও নির্ধারকসমূহ[২৩]

466241

৩.৩.৫ সম্পদ পুঞ্জিভূত করণের কারণে দারিদ্র্য

সম্পদ সীমিত লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হওয়া একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ৫% পরিবারের হাতে দেশের ২৬.৯৩ শতাংশ সম্পদ রয়েছে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অধিক সম্পদ পুঁঞ্জিভূত হওয়ার ফলে সমাজে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিষয়টি নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

চিত্র ১০ : জনসংখ্যা ও সম্পদের মালিকানার বৈপরিত্য[২৪]

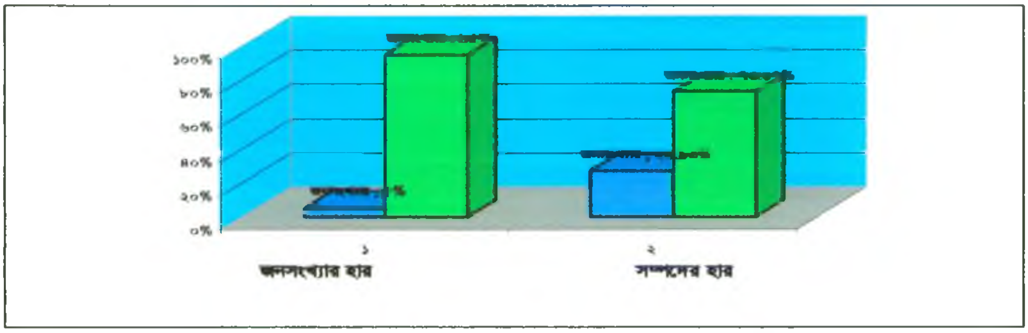

---

২৩ ড. মোহাম্মদ তারেক ও গৌরসুন্দর বনিক, *বাংলাদেশের দারিদ্র্য রেখা ও উত্তরণ প্রক্রিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

২৪ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার ইসলামী প্রতিকার*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৬, জুলাই ২০১২), পৃ. ৫০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৬ মুদ্রাস্ফীতির কারণে দারিদ্র্য

দেশে ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির ফলে তৃণমুল পর্যায়ে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে ব্যক্তির আয়ের অর্থ ঠিক থাকলেও সম্পদের হিসেবে সে দরিদ্র হয়ে পড়ে। এভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার বেড়ে যায়। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির শতকরা হার দেখানো হল:

চিত্র ১১ : বিগত ৩ অর্থ বছরের গড় মূল্যস্ফীতি[২৫]

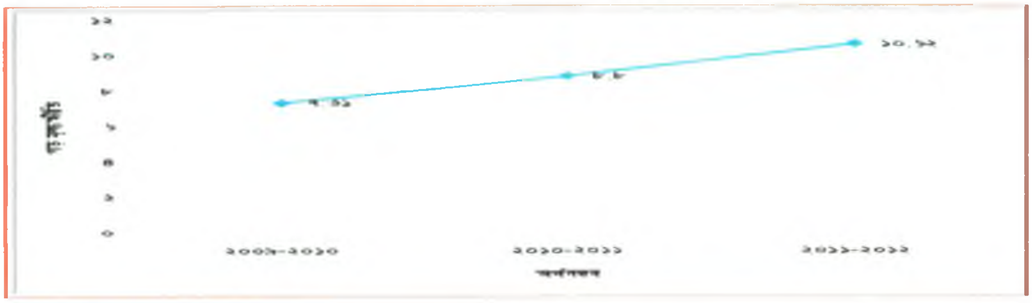

৩.৩.৭ দুর্নীতির কারণে দারিদ্র্য

দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র্য তৈরি হচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল(টি,আই) দুর্নীতি ধারণা সূচক ২০১২ অনুযায়ি, দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় নিম্নক্রম অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। পূর্বেও তাই ছিল। আর উচ্চক্রম অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪তম। পূর্বের বছর ছিল ১২০তম। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ২৪ ধাপ নিচে নেমেছে। অর্থাৎ দেশে দুর্নীতি-পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।[২৬]

চিত্র ১২ : দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান

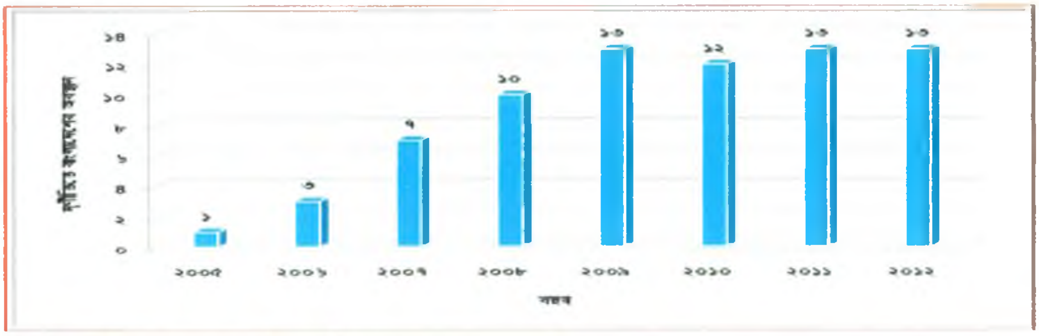

৩.৩.৮ দরিদ্র মানুষের জীবন চিত্র

দরিদ্র মানুষের জীবন নিম্নের চক্রে বন্দি। দরিদ্র মানুষের জীবন চক্র আয় ব্যয়ের ভারসাম্যহীনতায় পরিপূর্ণ। দরিদ্রের স্বল্প আয়ের কারণে তার ক্রয় ক্ষমতা কম, স্বল্প খাবারের কারণে জীবনযাত্রার মান নিম্নস্তরে থাকে। সঞ্চয় স্বল্পতার কারণে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়। ফলে সে স্বল্প আয়ের লোকে পরিণত হয়। দরিদ্র মানুষের জীবন চক্র নিম্নরূপ:

---

[২৫] মোঃ কবীর হোসেন ও এম.এ. মাসুদ, *অর্থনৈতিক চাপের ২০১২ অর্থবছর: একটি পর্যালোচনা*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৬, জুলাই ২০১২), পৃ. ৯১

[২৬] দৈনিক প্রথম আলো, ৬ ডিসেম্বর, ২০১২, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৩ : দরিদ্র মানুষের জীবন চক্র[২৭]

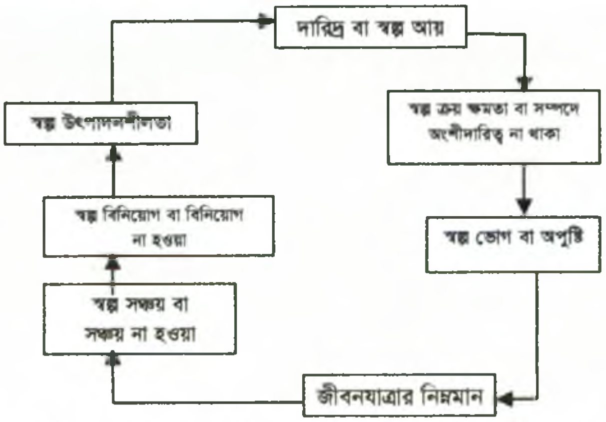

একজন দরিদ্র্য মানুষ যেমন স্বল্প আয় থেকে যাত্রা শুরু করে জীবন চক্রের সোপানসমূহ অতিক্রম করে আবার দরিদ্র্যবস্থায় ফিরে আসে, ঠিক তেমনি একটি দরিদ্র দেশও দরিদ্র অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে আবার সে অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। একজন দরিদ্র মানুষ দরিদ্র অবস্থা থেকে জীবন শুরু করে আবার সেটিতে ফিরে আসে, তেমনি দরিদ্র দেশসমূহ উন্নয়নের দিকে যাত্রা শুরু করে আবার দারিদ্র্যতায় ফিরে আসে।

৩.৩.৯ দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র

অনুন্নত দেশসমূহে উন্নয়নের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যকে প্রতিবন্ধক চিহ্নিত করে অধ্যাপক নার্কস তার দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণা ব্যক্ত করেন। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র নিম্নরূপ:

চিত্র ১৪ : দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র[২৮]

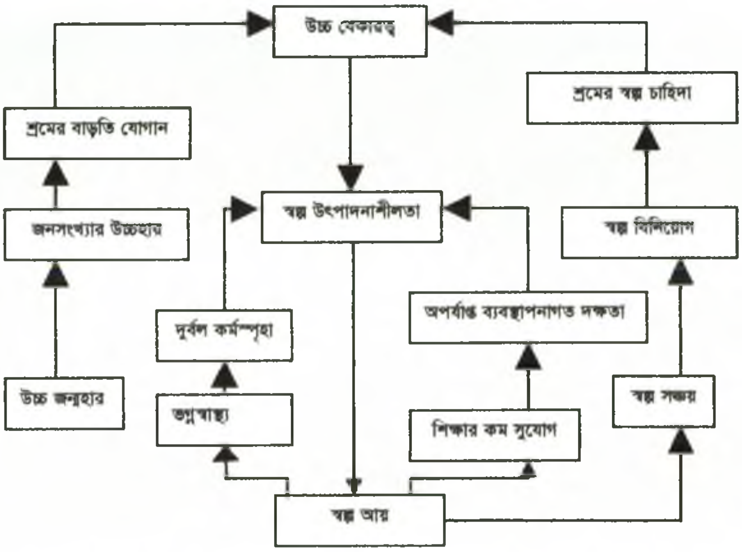

---

২৭ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *উন্নয়ন ও পরিকল্পনা*(ঢাকা : শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৭), পৃ. ১০৫; মোঃ আতীকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*(ঢাকা : সেপ্টেম্বর, ২০০৩), পৃ. ৮০

২৮ মোঃ শহীদুল আলম ও গৌর সুন্দর বনিক, *অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা : পটভূমি, বিবর্তন ও গতিশীলতা*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র এমন কতগুলো শক্তির চক্রাকার একিভূত, যারা একে অপরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দরিদ্র দেশকে দরিদ্র করে রাখে। একটি দেশ গরীব, কারণ সে গরীব।[২৯]

৩.৩.১০ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গার উপায়

মূলধন কম থাকায় অনুন্নত দেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ থাকে। তাই একমাত্র মূলধন গঠনের মাধ্যমেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের হাত হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গতে হলে নাগরিকের উচ্চ আয় নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে ও বিনিয়োগ বাড়বে। এতে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং আয়ও বাড়বে। নিম্নোক্তভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গা যেতে পারে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গার কৌশল ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ১৫ : দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গার উপায়[৩০]

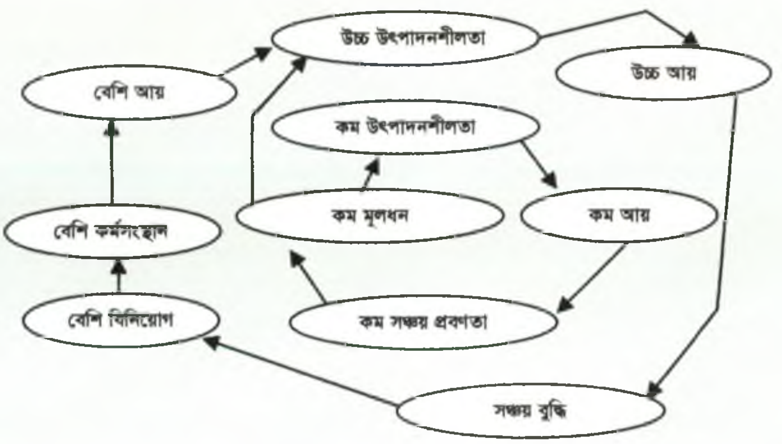

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গার উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৩.৩.১১ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন জনিত সমস্যা

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন একটি বড় ধরনের সমস্যা। অনুন্নয়নের কাঠামোগুলো সমাজ ব্যবস্থায় উপস্থিত থাকলে কোন ক্রমেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। Michael P.Todaro প্রদত্ত অনুন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণাটিতে উন্নয়নহীনতার প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে। অনুন্নয়নের তিনটি প্রাথমিক উপাদান রয়েছে, যথা-জীবনযাত্রার নিম্ন স্তর, নিম্ন আয় ও সীমিত স্বাধীনতা। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে তা দেখানো হল:

---

[২৯] Ragnar Nurkse, *Problems of Capital Formation in Under Developed Countries*(Oxford: U.K : Basil Black Well, 1953), p. 4

[৩০] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন : নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৬ : আর্থ-সামাজিক অনুন্নয়ন[৩১]

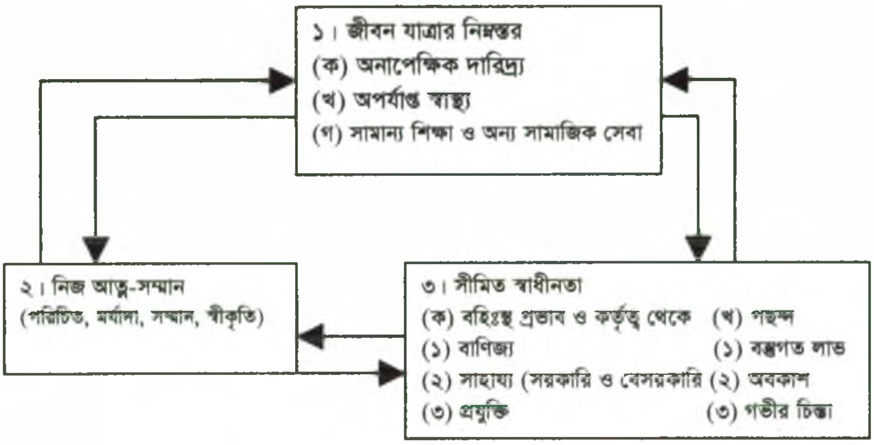

অনুন্নয়নের উল্লিখিত তিনটি স্তরের বাধা অতিক্রম করতে হবে। এটি করতে পারলেই দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩.৩.১২ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ও দারিদ্র্য

খুলনা জেলা বাংলাদেশের অংশ বিধায় দীর্ঘদিন ব্রিটিশ শাসনের অধিনে ছিল। মূলত ১৭৫৭ সালের পলাশীর বিবর্ণময় যুদ্ধের পূর্বে বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস সমৃদ্ধ ছিল। বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের কতিপয় চিত্র নিম্নরূপ:

ক. ড. উর তার Cotton Manufactures of Great Britain বইতে উল্লেখ করেছেন রোমান সম্রাজ্যের অন্তপুরে মেয়েদের বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল ঢাকার মসলিন।

খ. ফরাসি পরিব্রাজক বার্নিয়ার তার ভ্রমন কাহিনী 'Travels in the Mogul Empire' তে বাংলাদেশকে মিশরের চেয়ে সুন্দর বলে উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে সেসময় বাংলাদেশ হতে চাল ও চিনি বিদেশে রপ্তানি হতো।

গ. লর্ড ক্লাইভ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সম্পর্কে 'The country of inexhaustible riches, capable of making its masters the richest corporation in the world-1766'[৩২] বলে মন্তব্য করেছিলেন। খুলনা জেলাসহ আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এখন শুধু প্রয়োজন দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেঙ্গে ফেলা। যতদ্রুত এটা সম্ভব হবে তত দ্রুত উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

---

৩১ Michael P. Todaro, *Economic Development in The Third world*(NewYork and London : Longman, Fourth Edition, 1992), pp. 89-90

৩২ ড. মোহাম্মদ তারেক, *বাংলাদেশের অনুন্নয়নের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৩৫

৩.৩.১৩ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি

কৃষি উন্নয়ন হল সনাতনী অর্থনীতি থেকে আধুনিক অর্থনীতিতে উন্নয়নের প্রক্রিয়া। কৃষি খাতের মধ্যে শস্য, মৎস, পশুপালন, বন সম্পদ ও সেচ অর্ন্তভূক্ত। কৃষি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্ববৃহৎ খাত। জিডিপির ৩৭% ও কর্মসংস্থানের ৬০% এর বেশি কৃষি খাত থেকে আসে।[৩৩] বাংলাদেশে কৃষি কাঠামোর উপাদান বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

চিত্র ১৭ : বাংলাদেশে কৃষি কাঠামোর উপাদান[৩৪]

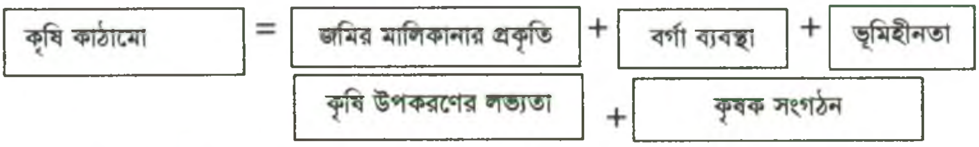

৩.৩.১৪ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৌশল

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ কৌশলের প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কৃষি ও মানব সম্পদের সাথে শিল্প ও প্রযুক্তির সঠিক সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। সামষ্টিক উন্নয়ন কৌশল ও খাতওয়ারি উন্নয়ন কৌশলের সম্পর্ক নিম্নরূপ:

চিত্র ১৮ : সামষ্টিক উন্নয়ন কৌশল[৩৫]

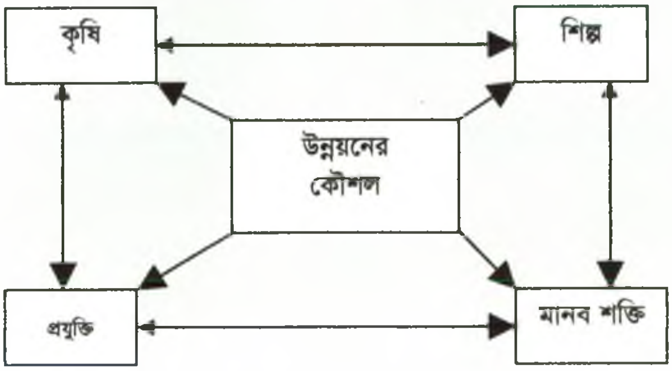

৩.৩.১৫ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিল্প উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিল্পের উন্নয়ন আবশ্যক। শিল্পের উন্নয়ন হলে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। কর্মসংস্থান সঠিক কৌশলের মাধ্যমে এটি করা সম্ভব। খুলনা জেলাসহ আমাদের দেশের শিল্প উন্নয়নে কৌশলের প্রধান প্রশ্নসমূহ নিম্নরূপ:

---

৩৩ নাসিরউদ্দিন আহমেদ, *বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কৌশল*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৪৫

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৩৫ ড. মোহাম্মদ তারেক, *বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন কৌশল*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৯ : বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নে কৌশলের প্রধান প্রশ্নসমূহ[৩৬]

৩.৩.১৬ দারিদ্র্য বিষয়ে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

পুঁজিবাদী মতবাদ যা আধুনিক যুগের সূচনালগ্নে ইউরোপে চালু হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দরিদ্রদেরকে নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। তাদের দাবি করার মতো কোন অধিকার নেই। তাদের নির্ভর করার মতো কোন অবলম্বন নেই।[৩৭] মূলত পুঁজিবাদী ধ্যানধারণায় দারিদ্র্য অসহায় ব্যক্তিদের ভাগ্যের বিষয়, এ ক্ষেত্রে যেন কারো কিছুই করার নেই।

৩.৩.১৭ দারিদ্র্য বিষয়ে সামজতন্ত্রের নীতি

সমাজতন্ত্রের নীতি হল ধনী শ্রেণীকে নির্মূল করা। তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং নিজেদের সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত না করা পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচন এবং দরিদ্রদের প্রতি ন্যায় বিচার করা সম্ভব নয়।[৩৮] সমাজতন্ত্রীরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে নতুন সমস্যা তৈরি করে। সমাজ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল এদের লক্ষ্য নয়।

৩.৪ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গতিধারা

বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক নির্দেশক মূলত মধ্যম মানের। তবে এটি পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করছে। জীবন যাত্রার সার্বিক সূচক নিম্নে দেখানো হল।

---

৩৬ ড. মোহাম্মদ তারেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৩৭ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শারীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ. ২০

৩৮ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

টেবিল ২ : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নির্দেশক[৩৯]

নির্দেশক		অবস্থান	মন্তব্য
দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমা (%)	জাতীয়	৩১.৫	খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ (CBN পদ্ধতিতে)
	পল্লী	৩৫.২	
	শহর	২১.৩	
দারিদ্র্যের নিম্নসীমা (%)	জাতীয়	১৭.৬	
	পল্লী	২১.১	
	শহর	৭.৬	
ভূমিহীন(%)		৬২.০০	
গৃহহীন মানুষের সংখ্যা		১২.০০%	
প্রতি বছর কৃষি জমি ক্রমশ হ্রাস		১.৫%	
মানব-দারিদ্র্য		১১৩ তম	UNDP এবং HDR 2009
মানব-উন্নয়ন		২৯২	UNDP এবং HDR 2011
সক্ষমতা সূচক		১০৬ তম	WEF প্রতিবেদন ২০০৯
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার)		৭৭২	২০১১-১২ (সাময়িক)
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার)		৮৪৮	২০১১-১২ (সাময়িক)
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)		৩৬	২০১০ (১ বছরের কম)
রেজিস্ট্রার্ড ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		২৭৮৫	২০১০
সুপেয় পানি গ্রহণকারী (%)	পল্লী	৮৫	২০০৮
	শহর	৬০	
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী (%)		৫১.৫	২০০৯
স্বাক্ষরতার হার (৭+ বছর)		৫৭.৯	২০১০

উপরোক্ত আর্থ-সামাজিক নির্দেশক মূলত খুলনা জেলাসহ বাংলাদেশের মানুষের জীবন যাত্রার নিম্ন মানের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে দেশে গণতন্ত্রায়ন, আর বাইরে বিশ্বায়নের ফলে, বাংলাদেশের জন্য আরো দ্রুততর গতিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যের সকল অভিশাপ স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্মূল করার বিপুল সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে।[৪০] দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনজিও বা বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৪১] এ ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অতীব প্রয়োজনীয়।[৪২]

---

৩৯ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২(ঢাকা : অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১২), পৃ. xvi; বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, পৃ. ২২৯

৪০ আবদুল আউয়াল মিন্টু, *বাংলাদেশ পরিবর্তনের রেখাচিত্র*(ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ২০০৪), পৃ. vii

৪১ প্রণব চক্রবর্তী, *এনজিও ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্র ঋণ*(ঢাকা : ল' বুক প্যাভিলিয়ন, মে ২০১২), পৃ. ৪

৪২ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *সমাজকর্ম*(ঢাকা : অনন্যা, ২০০২), পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিমাপ

বাংলাদেশে সর্বশেষ ২০১০ খ্রিস্টাব্দে Household Income & Expenditure Survey করা হয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর অধিনে। দারিদ্র্য পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দরিদ্র (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য (Hard core Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪৩] World Bank, Food and Agricultural Organization ও UNDP দারিদ্র্যের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা চিত্রায়িত করেছে যা নিম্নরূপ:

টেবিল ৩ : দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি[৪৪]

দারিদ্র্যের স্তর	FAO	WB	UNDP	মন্তব্য
অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty)	<= দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ	<= বার্ষিক মাথাপিছু ৩৭০ মার্কিন ডলারের নিম্নের আয়	(HDI+HFI)+ মাথাপিছু বার্ষিক আয়	বাংলাদেশ FAO এর নির্দেশনা অনুযায়ী দারিদ্র্য পরিমাপ করে থাকে
চরম দারিদ্র্য (Hard-core Poverty)	<= দৈনিক মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ	<= বার্ষিক মাথাপিছু ২৭৫ মার্কিন ডলারের নিম্নের আয়		

৩.৪.২ জাতীয় পর্যায় পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০৫ এবং ২০১০ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জরিপে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন, ব্যয় ও জিনি অনুপাত উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ৪ : জাতীয় পর্যায়ে পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ এবং জিনি অনুপাত)[৪৫]

পরিবার গ্রুপ	২০১০			২০০৫		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭
ডিসাইল-১	২.০০	২.২৩	১.৯৮	২.০০	২.২৫	১.৮০
ডিসাইল-২	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২
ডিসাইল-৩	৪.১০	৪.৯৪	৩.৯৫	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭
ডিসাইল-৪	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১
ডিসাইল-৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬
ডিসাইল-৬	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮
ডিসাইল-৭	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩
ডিসাইল-৮	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮
ডিসাইল-৯	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৫
ডিসাইল-১০	৩৫.৮৪	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮
সর্বনিম্ন ৫%	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭
জিনি অনুপাত	০.৪৫৮	০.৪৩০	০.৪৫২	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭

---

[৪৩] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

[৪৪] মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার ইসলামী প্রতিকার*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৬, জুলাই ২০১২), পৃ. ৪৪

[৪৫] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর *খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০*; *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ডিসাইল-২ ও ডিসাইল-১০ উক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় ২০০৫ সালের তুলনাই ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে। ডিসাইল-১, ৩ ও ৪ স্থির রয়েছে। অন্য দিকে ডিসাইল-৫ থেকে ডিসাইল-৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় ২০০৫ সালের তুলনাই ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বনিম্ন ৫ শতাংশের পরিবারের আয় ২০১০ ও ২০০৫ সালে প্রায়ই স্থির রয়েছে। একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয়ও (২৬.৯৩ শতাংশ থেকে ২৪.৬১ শতাংশ) হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি জিনি অনুপাত ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে যা সমাজের বৈষম্য হ্রাসের ইঙ্গিত বহন করে। খুলনা জেলাসহ আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমাজের বৈষম্য হ্রাস করা প্রয়োজন।

৩.৪.৩ মাথা-গণনা অনুপাতে বিভাগওয়ারি দারিদ্র্য প্রবণতা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে মাথা-গণনা অনুপাত বিভাগওয়ারি দারিদ্র্যের হার নিম্নরূপ:

টেবিল ৫ : মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারি দারিদ্র্যের হার[৪৬]

জাতীয়/বিভাগ	২০১০			২০০৫		
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	১৭.৬	২১.১	৭.৭	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬
বরিশাল	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪
চট্টগ্রাম	১৩.১	১৬.২	৪.০	১৬.১	১৮.৭	৮.১
ঢাকা	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮	১৯.৯	২৬.১	৯.৬
খুলনা	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮
রাজশাহী (পূর্বের)	২১.৬	২২.৭	১৫.৬	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪
রাজশাহী (নতুন)	১৬..০	১৬.৪	১৪.৪			
রংপুর	২৭.৭	২৯.৪	১৭.২			
সিলেট	২০.৭	২৩.৫	৫.৫	২০.৮	২২.৩	১১.০
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে					
জাতীয়	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	৪০.০	৪৩.৮	২৮.৪
বরিশাল	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪
চট্টগ্রাম	২৬.২	৩১.০	১১.৮	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮
ঢাকা	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০	৩২.০	৩৯.০	২০.২
খুলনা	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২
রাজশাহী (পূর্বের)	৩৫.৭	৩৬.৬	৩০.৭	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২
রাজশাহী (নতুন)	২৯.৭	২৯.০	৩২.৬			
রংপুর	৪২.৩	৪৪.৫	২৭.৯			
সিলেট	২৮.১	৩০.৫	১৫.০	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬

---

৪৬ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর *খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০*; *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে যেখানে দেশের দারিদ্র্যের হার হল ১৭.৬ শতাংশ সেখানে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে তা ৩১.৫ শতাংশ দাঁড়ায়। টেবিলে খুলনা বিভাগের দারিদ্র্যের হার উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৩২.১ শতাংশ, পল্লী পর্যায়ে ৩১.০ শতাংশ এবং শহর পর্যায়ে ৩৫.৮ শতাংশ উল্লেখ করা হয়েছে। খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ হার কমাতে হবে।

৩.৪.৪ জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা

জমির মালিকানা ভিত্তিতে উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে, সিবিএন পদ্ধতিতে দারিদ্র্য প্রবণতা দেখানো হল:

টেবিল ৬ : জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা[৪৭]

সকল	২০১০			২০০৫		
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে(%)					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
সকল	১৭.৬	২১.১	৭.৬	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬
ভূমিহীন	১৯.৮	৩৩.৮	৯.৯	২৫.২	৪৯.৩	১৭.৮
<০.০৫	২৭.৮	৩৫.৯	১২.৩	৩৯.২	৪৭.৮	২৩.৭
০.০৫-০.৪৯	১৭.৭	২২.১	৫.৪	২৮.২	৩৩.৩	১১.৪
০.৫০.-১.৪৯	১৩.৩	১৫.২	২.৪	২০.৮	২২.৮	৯.১
১.৫০.২.৪৯	৭.৬	৮.৬	১.৮	১১.২	১২.৮	২.৭
২.৫০.-৭.৪৯	৪.১	৪.৩	২.৭	৭.০	৭.৭	৩.০
৭.৫০ +	৩.৭	৪.২	০	১.৭	২.০	০.০
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে(%)					
সকল	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	৪০.০	৪৩.৮	২৮.৪
ভূমিহীন	৩৫.৪	৪৭.৫	২৬.৯	৪৬.৩	৬৬.৬	৪০.১
<০.০৫	৪৫.১	৫৩.১	২৯.৯	৫৬.৪	৬৫.৭	৩৯.৭
০.০৫-০.৪৯	৩৩.৩	৩৮.৮	১৭.৪	৪৪.৯	৫০.৭	২৫.৭
০.৫০.-১.৪৯	২৫.৩	২৭.৭	১৭.৪	৩৪.৩	৩৭.১	১৭.৪
১.৫০.২.৪৯	১৪.৪	১৫.৭	৮.৮	২২.৯	২৫.৬	৮.৮
২.৫০.-৭.৪৯	১০.৮	১১.৬	৪.২	১৫.৪	১৭.৪	৪.২
৭.৫০ +	৮.০	৭.১	০.০	৩.১	৩.৬	০.০

---

[৪৭] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর *খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০*; *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

২০১০ সালে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য পরিমাপে জনসংখ্যার ৩৫.৪ শতাংশ ভূমিহীন, ৪৫.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নিচে, ৩৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ২৫.৩ শতাংশের ০.০৫-১.৪৯ একর, ১৪.৪ শতাংশের ১.৫-২.৪৯ একর, ১০.৮ শতাংশের ২.৫-৭.৪৯ একক এবং ৮.০ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধে। মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র্য রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য পরিমাপে লক্ষ্যণীয় যে, ২৭.৮ শতাংশের জমির পরিমাণ ০৫ এককের নিচে, ১৭.০৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ১৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ৭.৬ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ৪.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং ৩.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধে ভূমিহীন ও নগণ্য পরিমাণ ভূমির অধিকারী জনসংখ্যার হার বেশি। সুতরাং খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হলে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে হবে।

৩.৪.৫ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা

এদেশে দারিদ্র্য সীমার নিচের জনসংখ্যার হার বর্তমানে ৩১.৫ শতাংশ। UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report-2011 অনুযায়ী আয় দারিদ্র্যের দিক থেকে ২০১১ সালে এদেশের মোট জনসংখ্যার মোট ৪০ শতাংশ ছিল দরিদ্র। অপরদিকে UNDP এর উক্ত রিপোর্টে বাংলাদেশ নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচকের (HDI) তালিকাভূক্ত ১০৪টি দেশের মধ্যে 'Multi Dimensional Poverty Index (MPI)' এ বাংলাদেশের মান ছিল ০.২৯২ (নিম্নমানের HDI) যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল (নিম্নমানের HDI) ০.৩৫০, পাকিস্তান (নিম্নমানের HDI) ০.২৬৪, ভারতের (মধ্যমানের HDI) ০.২৮৩ ও শ্রীলংকার (মধ্যমানের HDI) ০.০২১।[৪৮] HDI এর ভিত্তিতে ৬টি দেশের শ্রেণীবিন্যাস :

টেবিল ৭ : HDI- এর ভিত্তিতে ৬টি দেশের শ্রেণীবিন্যাস[৪৯]

দেশ	HDI মান
নেপাল	০.৩৫০
শ্রীলঙ্কা	০.০২১
পাকিস্তান	০.২৬৪
ভারত	০.২৮৩
বাংলাদেশ	০.২৯২

৪৮ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭; *Human Development Report 2011*, UNDP

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা জেলার মানব সম্পদ সূচক মূলত বাংলাদেশের গড় সূচকের কাছাকাছি। খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ সূচক উন্নত করতে হবে।

৩.৪.৬ বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

জাতিসংঘ ঘোষিত 'Millennium Development Goals (MDGS)' এর লক্ষ্যসমূহের মধ্য অন্যতম হচ্ছে ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য ২০১৫ সালের মধ্যে কমিয়ে আনা। UNDP বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১০ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রার দারিদ্র্য সীমা কমিয়ে ২৯.০ তে নামিয়ে আনার বিপরীতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৩১.৫ অর্জিত হয়। দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি সারণী নিম্নরূপঃ

টেবিল ৮ : একনজরে দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি[৫০]

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ (সংশোধিত)	ভিত্তি বৎসর ১৯৯০-৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য
লক্ষ্যমাত্রা ১: চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ				
লক্ষ্য ১ ক : দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা				
১.১ জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্য রেখা এর নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা অংশ (২১২২ কিলো ক্যালরী)	৫৬.৬	৩১.৫ (২০১০ HIES এর হিসাব)	২৯.০	→
১.২ দারিদ্র্য ব্যবধান অনুপাত	১৭.০	৬.৫ ২০১০)	৮.০	→
১.৩ জাতীয় ভোগ এ দরিদ্রতম এ পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী এর শতকরা হার	৬.৫	৮.৮৫(২০১০)	প্রযোজ্য নয়	
লক্ষ্য ১খ : মহিলা ও যুবসমাজ সহ সকলের জন্য পূর্ণকালীন ও উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজ আহরণ				
১.৫ মোট জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান এর শতকরা হার	৪৮.৫	৫৯.৩ (২০১০) (LFS ২০১০)	সকলের জন্য	
লক্ষ্য ১গ : ক্ষুধাক্লীষ্ট জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা				
১.৮ পাঁচ বছরের কম বয়সী নিম্ন ওজন সম্পন্ন শিশুদের অবস্থা	৬৬.০	৪৫.০ (২০০৯)	৩৩	
১.৯ নূন্যতম খাদ্য শক্তি এর চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণকারী জনসংখ্যার হার	২৮.০	১৯.৫ (২০০৫)	১৪.০	↓

→ = on track ↓ = ২০১৫ এর মধ্যে অর্জন সম্ভব নয়।

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৩.৪.৭ বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশল কাঠামো

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য রেখাকে সামনে নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা প্রয়োজন। এর পর্যায়ক্রমিক কর্মকাণ্ড নিম্নরূপঃ

---

[৫০] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

চিত্র ২০ : দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম[৫১]

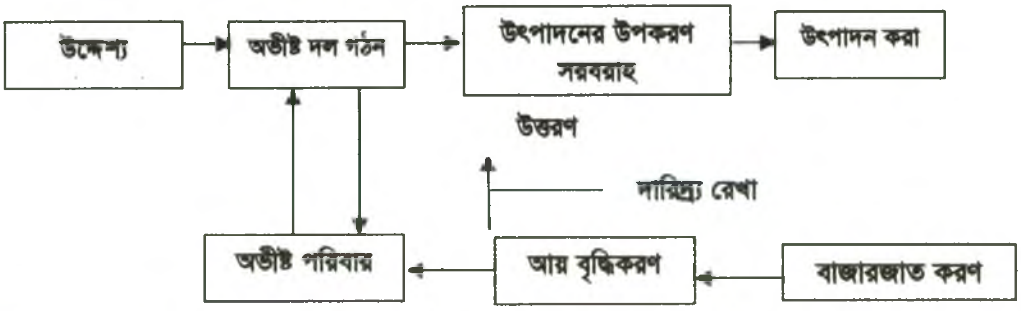

খুলনায় জেলায় এসব কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন করা যেতে পারে।

৩.৪.৮ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের গতিধারা

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আয় দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশ নেমে আসে। এ হারের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ। অপরদিকে ২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে আয় দারিদ্র্যের হার ৪০.০ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৪.৬৭ শতাংশ। এ সময়ে দারিদ্র্যের হার শহর এলাকার অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২৮) শতাংশ হারে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শহর অঞ্চলে পল্লী অঞ্চলের তুলনায় দারিদ্র্যের গভীরতা ও তীব্রতা বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে।[৫২]

টেবিল ৯ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা[৫৩]

	২০১০	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)
			মাথা-গণনা সূচক		
জাতীয়	৩১.৫	৪০.০	-৪.৬৭	৪৮.৯	-৩.৯
শহর	২১.৩	২৮.৪	-৪.২৮	৩৫.২	-৪.২
পল্লী	৩৫.২	৪৩.৮	-৫.৫৯	৫২.৩	-৩.৫
			দারিদ্র্য ব্যবধান		
জাতীয়	৬.৫	৯.০	-৬.৩০	১২.৮	-৬.৮০
শহর	৪.৩	৬.৫	-৭.৯৩	৯.১	-৬.৫১
পল্লী	৭.৪	৯.৮	-৫.৪৬	১৩.৭	-৬.৪৮

---

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯; *Human Development Report-2011*, UNDP

৫২ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৫৩ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর *খানা আয় ও ব্যয় জরিপ* ২০১০; *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

খুলনা জেলা মূলত শহর ও পল্লী উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের উল্লিখিত ৩১.৫% দরিদ্র অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে এ জেলাকে গণ্য করা যেতে পারে। খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ ব্যবধান কমাতে হবে।

৩.৪.৯ বাংলাদেশের মাথাপিছু মাসিক আয়-ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

১৯৯১- ১৯৯৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত খানার মাসিক আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় সারণীতে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ১০ : মাথাপিছু আয়-ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়[৫৪]

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
২০১০	জাতীয়	১১৪৮০	১১২০০	১১০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৭	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

বাংলাদেশে খানার মাসিক নামিক আয়-ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় ক্রমবর্ধমান। ২০১০ সালের খানার মাসিক নামিক আয় জাতীয় পর্যায়ে ১১৪৮০ টাকা হলেও পল্লী এলাকায় তা ৯৬৪৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৬৪৭৭ টাকা। অন্যদিকে ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের খানার মাসিক নামিক আয় ছিল ৭২০৩ টাকা যা ২০১০ সালে ৫৯.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০০ সালের তুলনায় ২৩.৩ শতাংশ বেশি। ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে গড় মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ১১২০০ টাকা যা পল্লী অঞ্চলে ছিল ৯৬০৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ছিল ১৫৫৩১ টাকা। ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে তা পর্যায়ক্রমে ৬১৩৪ টাকা, ৫৩১৯ টাকা এবং ৮৫৩৩ টাকা ছিল। ২০১০ সালে খানার মাসিক নামিক ব্যয় ২০০৫ এর তুলনায় ৮২.৫৯ শতাংশ এবং ২০০০ সালের তুলনায় ২৫.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক ভোগ-ব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ১১০০৩ টাকা অনুমিত হলেও পল্লী এলাকায় তা ৯৪৩৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৫২৭৬ টাকা

---

[৫৪] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর *খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০; বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে তা যথাক্রমে ৫৯৬৪ টাকা, ৫১৬৫ টাকা এবং ১৫২৭৬ টাকা ছিল। মাসিক গড় ভোগ-ব্যয় ২০১০ সাল ২০০৫ সালের তুলনায় ৮৪.৫ শতাংশ এবং ২০০০ সালের তুলনায় ৩১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয়, পল্লী ও শহর পর্যায়ে এ আয়ের হার বাড়াতে হবে।

৩.৪.১০ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কর্মসূচি

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কর্মসূচির বিভাজন রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায় এটি ক্রিয়াশীল। নিম্নের চিত্রে এটি দেখানো হল:

চিত্র ২১ : দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির বিভাজন[৫৫]

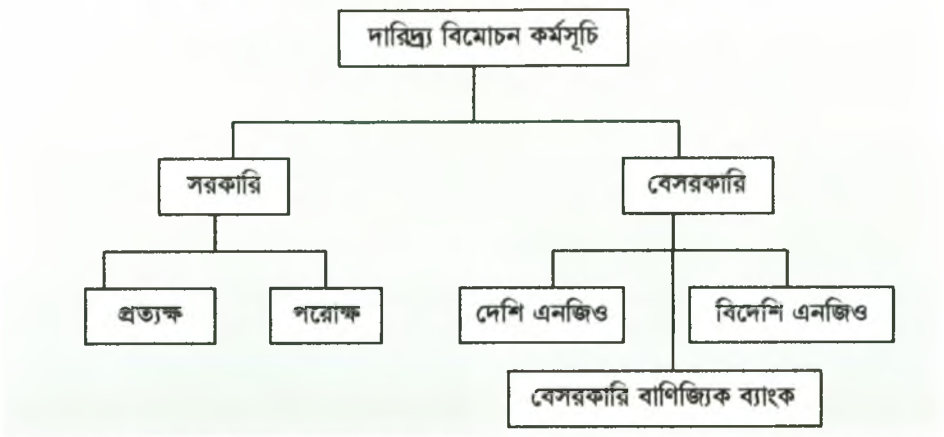

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জন্য এ কর্মসূচি সফলভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৩.৪.১১ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাজেটের ক্রমবৃদ্ধি

বাজেট মূলত একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের সূচক নির্দেশ করে। দেশের জনগণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কতটুকু সুবিধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তা এতে বুঝা যায়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের বাজেটের ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে।

চিত্র ২২ : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের বাজেটের ক্রমবৃদ্ধি[৫৬]

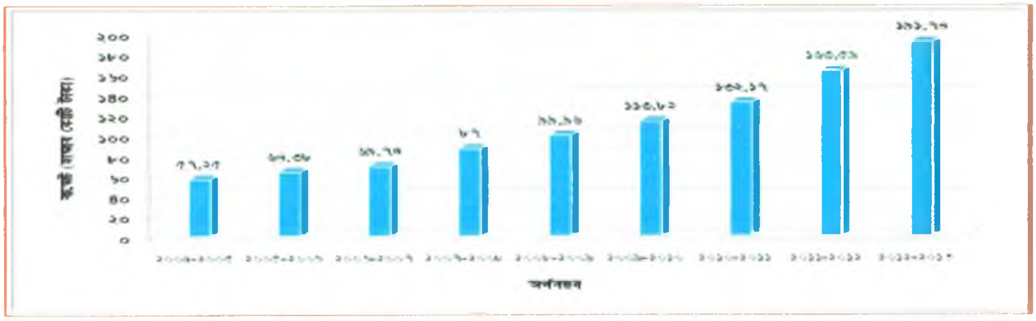

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জন্য বরাদ্দ বাজেটের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

---

৫৫ ড. মোহাম্মদ তারেক ও গৌরসুন্দর বনিক, *বাংলাদেশের দারিদ্র্য রেখা ও উত্তরণ প্রক্রিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৫৬ মোঃ কবীর হোসেন ও এম.এ. মাসুদ, *অর্থনৈতিক চাপের ২০১২ অর্থবছর : একটি পর্যালোচনা*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৬, জুলাই ২০১২), পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.১২ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন জিডিপির প্রবৃদ্ধি

Gross Domestic Product (GDP) দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রতিবছরে বাড়ছে যা নিম্নরূপ:

চিত্র ২৩ : জিডিপির প্রতিবছরে প্রবৃদ্ধি বিন্যাস[৫৭]

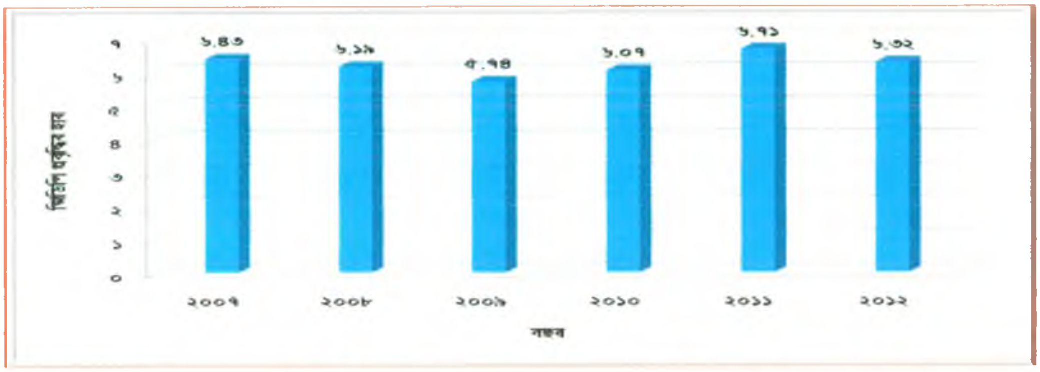

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে খুলনা জেলার গ্রামীন কৃষি, বনজ ও মৎস খাতের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

৩.৪.১৩ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে বরাদ্দ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতার খাতে বরাদ্দ প্রয়োজনীয় বিষয়। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কতিপয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি নিম্নরূপ:

টেবিল ১১ : সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে বরাদ্দ[৫৮]

কার্যক্রম	বাজেট (২০১০-২০১১)	বাজেট (২০১১-২০১২) (সংশোধিত)
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম	৬৩৫৯.৩০	৭১৪৮.৫৪
নগদ প্রদান (বিশেষ) কার্যক্রম: সামাজিক ক্ষমতায়ন	৫৫.৫২	৫৮.১৭
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ: সামাজিক নিরাপত্তা	৭২৩২.১২	৬৪৫৭.০৯
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	৩৪০.০২	৩৪৩.৫৭
বিভিন্ন তহবিল	৩১৮৭.৭৭	৩১৮৪.৫৮

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে বরাদ্দ এসকল কর্মসূচি সফলভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

---

৫৭ *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*, উদ্ধৃত, মোঃ কবীর হোসেন ও এম.এ. মাসুদ, *অর্থনৈতিক চাপের ২০১২ অর্থবছর: একটি পর্যালোচনা*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৬, জুলাই ২০১২), পৃ. ৯৪

৫৮ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.১৪ বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের কৌশলসমূহ

বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:[৫৯]

- দরিদ্র অঞ্চলে উপার্জনক্ষম লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি।
- কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অকৃষি খাতে কর্মসৃজন।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি খাতে সরকারি ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা।
- খাসজমি বিতরণ, সার, বীজ, সেচ বিদ্যুৎ এবং গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎপাদন সহায়ক বিষয়সমূহে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।
- দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।
- শহরবাসী দরিদ্রদের জন্য নাগরিক সুবিধা প্রদান করা।

৩.৪.১৫ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত খাতে নগদ অর্থ সহায়তা কর্মের আওতাধীন কর্মসূচি নিম্নরূপ:[৬০]

- বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি
- এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পূণর্বাসন তহবিল।
- অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা।
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম।
- দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃকালীন ভাতা।
- অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা।
- অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি।
- গৃহায়ন তহবিল।
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি।
- ভিজিডি (VGD)।
- ভিজিএফ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ-টি আর)।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও পুণর্বাসন আশ্রয়ন-২ প্রকল্প।
- একটি বাড়ি, একটি খামার।

---

[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

- ঘরে ফেরা।
- মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ।
- দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক।
- কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি।
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সঠিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি।
- ইকনমিক ইনপাওয়ারমেন্ট অব দি পুরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প।
- চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) প্রকল্প।
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়া।
- ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।
- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

খুলনা জেলা বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায় অত্র জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ সকল উন্নয়ন কর্মসূচি সফলভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই এ জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৩.৫ ইসলাম ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

ইসলাম মূলত বিশ্ব মানবতার সার্বিক মুক্তির বিধান সম্বলিত এক জীবন বিধান। সমাজের সকল স্তরের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই ইসলামের মূল লক্ষ্য। এখন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও গৃহীত নানাবিধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

৩.৫.১ ইসলামে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা

ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হচ্ছে এমন এক অবস্থা যাতে মানব জীবনের অব্যাহত প্রয়োজনীয় পণ্য বা মাধ্যম উভয়ের অপর্যাপ্ততা থাকে। অন্যকথায় দারিদ্র্য এমন এক ধরনের জীবন যাপন যা কোন সুস্থ জীবন যাপনের পর্যায়ে পড়ে না। এটা ব্যক্তির এমন এক অবস্থা, যেখানে অব্যহত ভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা যায় না এবং এতে সুস্থ ও উৎপাদনমুখি অস্তিত্বের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, পোষাক এবং আশ্রয়ের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী সম্পদেরও অপর্যাপ্ততা রয়েছে।[৬১]

---

৬১ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিচার্স ব্যুরো, ২০০৯), পৃ. ২৪

৩.৫.২ ইসলামে দারিদ্র্যের বিরোধী ধারণাপত্র বা অবস্থান

মুসলিমগণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট পারস্যের মানাবিয়া মতবাদ, ভারতের সুফিবাদ, খ্রিস্টানদের বৈরাগ্যবাদ প্রভৃতি চরমপন্থি দলগুলোর যে সকল চিন্তাধারা সুফিগণ গ্রহণ করেছে, ইসলাম সেগুলো অস্বীকার করে। আল্লাহর কিতাবে এমন একটি আয়াতও নেই আল্লাহর রাসূল(স.) এর পক্ষ থেকে এমন একটি সহি হাদীসও নেই যাতে দারিদ্র্যের প্রশংসা করা হয়েছে।[৬২] দুনিয়ায় কৃচ্ছ সাধনের (যুহদ) প্রশংসার যে সকল হাদীস হয়েছে সেগুলোর অর্থ দারিদ্র্যের প্রশংসা নয়। সত্যিকার জাহিদ বা দুনিয়া বিমুখ হল ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়ার মালিক হয়েছে এরপর তাকে হাতে রেখেছে, অন্তরে স্থান দেয়নি।[৬৩] ইসলাম ধনাঢ্যতাকে আল্লাহর প্রদত্ত এক নিয়ামত হিসাবে গণ্য করে এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলে। দারিদ্র্যকে ইসলাম এমন এক বিপদ মনে করে যা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে।[৬৪] ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত এভাবে দারিদ্র্য মানুষকে পর্যায়ক্রমে কুফুরের দিকে নিয়ে যায়, যা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে।

৩.৫.৩ মুক্তচিন্তার উপরে দারিদ্র্যের কুপ্রভাব

দারিদ্র্যের বিপর্যয় ও ভয়াবহতা কেবল মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি তার চিন্তা চেতনাকেও গ্রাস করে ফেলে। তাই সে দরিদ্র ব্যক্তি নিজের পরিচয় ও সন্তানের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন। সে কিভাবে সূক্ষ্ম চিন্তা করবে বিশেষ করে এমন সময়, যখন তার নিজের আশে পাশেই কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ লোক বাস করে।[৬৫] এভাবে দারিদ্র্য মানুষের স্বাধীন চিন্তা-চেতনাকে বাধাগ্রস্ত করে।

৩.৫.৪ দারিদ্র্যের কুপ্রভাব ও পরিবার

দারিদ্র্য অনেক দিক থেকে পরিবার, পরিবারের গঠন, এর স্থায়িত্ব ও বন্ধনের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এটি পরিবার গঠনের প্রধান প্রতিবন্ধক। মোহর, ভরন-পোষণ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণে পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়।[৬৬]

---

[৬২] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৬৪] প্রাগুক্ত।

[৬৫] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৩.৫.৫ ইসলামে দারিদ্র্যের স্তর

কুরআন ও হাদীস দারিদ্র্যকে দুটি স্তরে বিভক্ত করেছে।[৬৭]

১ম স্তর : অতি দারিদ্র্য

প্রথম স্তরটি হল অতি দারিদ্র্য(Hard core poverty), এর মধ্যে পড়ে ফকির ও মিসকিন। ফকির বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যাদের স্বাভাবিক চাহিদা যথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে চূড়ান্ত পরিমাণ সম্পদ বা বৈধভাবে তা উপার্জনের সন্তোষজনক কোন উপায় নেই। মিসকিন হচ্ছে তারা অভাব যাদের এখনও চরমে পৌঁছায়নি তবে আশু ব্যবস্থা না হলে রাস্তায় দাঁড়াতে যাদের বিলম্ব হবে না। আত্মমর্যাদাও কৌলিণ্যবোধ তাদের রাস্তায় নামতে দেয়না।

২য় স্তর : সাধারণ দারিদ্র্য

ইসলামের বিধান মোতাবেক যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই অর্থাৎ যিনি যাকাত যোগ্য সম্পদের মালিক নন, তিনিই দরিদ্র। অন্য কথায় সাধারণ দারিদ্র্য হল এমন অবস্থা, যেখানে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন(Basic Needs) পূরণ হয়ে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে, যা অবশ্য যাকাতের নিসাবের চেয়ে কম।

৩.৫.৬ ইসলামের দৃষ্টিতে মৌলিক প্রয়োজন

ইমাম শাতিবী(র.) ও ইমান গাযালী(র.) মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিনটি ক্রমিক স্তরে ভাগ করেছেন।[৬৮] এগুলো হলঃ

ক. জরুরিয়াত(Basic Needs) : যা না হলে মানুষের চলেই না, বস্তু জগতের সামগ্রীক অগ্রগতিতে যা একান্তই অপরিহার্য।

খ. হাজিয়াত(Comfort Needs) : যা মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করে এবং কষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

গ. তাহসিনিয়াত(Beautification) : যা মানব জীবনকে সুন্দর পরিপাটি ও কল্যাণময় করে।

৩.৫.৭ দারিদ্র্য বিষয়ে ইসলামের নেতিবাচক ধারণা

ইসলাম দারিদ্র্যকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে করে যা মানুষকে নিচতা, পাপ ও অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য মহানবী(স.) আল্লাহর কাছে দরিদ্রতা থেকে পানাহ্ চেয়েছেন। পানাহ্ চেয়েছেন এ ভাবে যে, হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে দারিদ্র্য, অভাব ও

---

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৬৮ ইমাম শাতিবী, *Al MuwafagatK fi usul Shariah,* v. 2, p. 177, উদ্ধৃত, সম্পা. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্স ব্যুরো, ২০০৯), পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

নিচুমনা থেকে পানাহ্ চাই।[৬৯] ইসলাম মনে করে, দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে চালিত করে। মহানবী (স.) বলেছেন, 'দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে ঠেলে দেয়'।[৭০]

৩.৫.৮ দারিদ্র্য প্রতিকারে ইসলাম

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলাম নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নির্ধারণ করেছে।[৭১] দারিদ্র্য বিমোচনের ইসলামী কৌশলের মধ্যে প্রথমেই ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে রয়েছে প্রবৃদ্ধি, আয়ের সুষম বন্টন ও সমান সুযোগ সবার জন্য নিশ্চিত করা। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় রয়েছে মালিকানা নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য অনিয়ম প্রতিরোধ। সংশোধনমূলক প্রক্রিয়ায় রয়েছে যাকাত, সাদাকাহ, দান ও রাষ্ট্রীয় সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ড। নিম্নে এটি তুলে ধরা হল:

(ক) ইতিবাচক পদক্ষেপ (Positive Mesures)
(খ) প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ (Preventive Mesures)
(গ) সংশোধনমূলক পদক্ষেপ (Corrective Mesures)
(ঘ) নিরাময়মূলক ব্যবস্থা (Curative Mesures)

ইসলাম এসকল পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করে থাকে।

৩.৫.৯ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইসলামে সম্পদ হস্তান্তর বিধান

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামের সম্পদ হস্তান্তর বিধান নিম্নে দেখানো হল:

চিত্র ২৪ : দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের সম্পদ হস্তান্তর বিধান

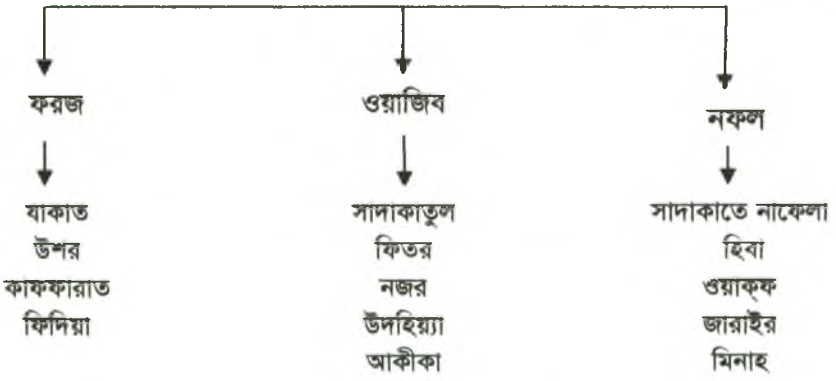

---

৬৯ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৭০ আবু বাকর আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন, *আল্ বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান*(বৈরুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি.), খ. ৫, পৃ. ২৬৭

৭১ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন: ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; A. H. M. Sadeq, 1995, *Poverty Alleviation : An Islamic Perspective*, উদ্ধৃত, ড. এম. কবির হাসান ও আলী আশরাফ, *যাকাত, ওয়াক্ফ ও ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সমন্বিত মডেল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সম্পদের হস্তান্তর মূলত ফরজ, ওয়াজিব ও নফল এ তিন ভাগে বিভক্ত করে বিন্যাস করা হয়েছে। ফরজ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করা হয়েছে। ওয়াজিব হস্তান্তর ও অত্যাবশ্যক। নফল হস্তান্তরকে কল্যাণমুখি কর্মকাণ্ডের সুযোগ হিসেবে দেখা হয়।

৩.৫.১১ ইসলামিক পদ্ধতিতে অর্থায়ন ব্যবস্থার দর্শন

আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামিক পদ্ধতিতে অর্থায়ন ব্যবস্থার দর্শন মূলত অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা সমৃদ্ধ। এতে একদিকে রয়েছে পূর্ণ লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা যাতে সকল পক্ষই কারবারে সাথে পূর্ণ সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। তবে ইসলামী ধারায় লাভ-ক্ষতির অংশীদারবিহীন ব্যবস্থাও বিদ্যমান। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে এটি তুলে ধরা হল:

চিত্র ২৫ : আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ইসলামিক পদ্ধতিতে অর্থায়ন ব্যবস্থার দর্শন[৭২]

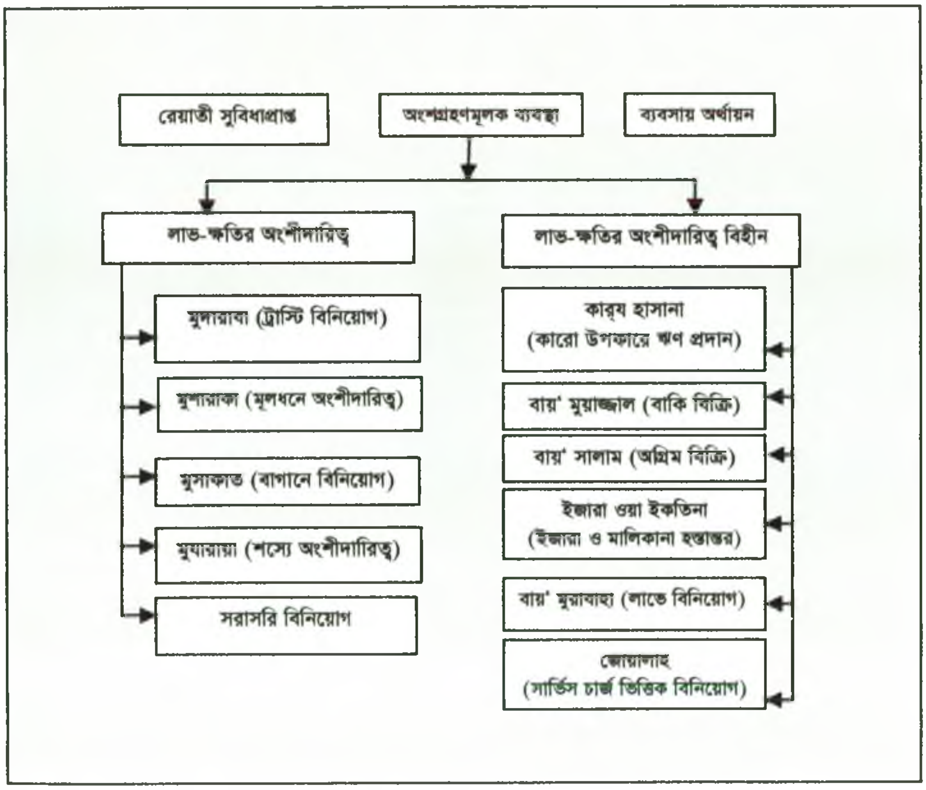

৩.৬ দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রত্যক্ষ ও ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ রয়েছে। আয় বৃদ্ধি, আয়ের সুষম বন্টনসহ কতিপয় নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে এ পদ্ধতিতে।

---

৭২ *Kazarian 1993; Iqbal Mirakhor 1987,* উদ্ধৃত, ড. এম. কবির হাসান ও আলী আশরাফ, *যাকাত, ওয়াক্‌ফ ও ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সমন্বিত মডেল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬.১ দারিদ্র্য বিমোচনে আয় বৃদ্ধি

সম্মানজনক জীবিকা উপার্জনের জন্য ইসলাম আয় বৃদ্ধির অনুকূল নীতি পেশ করেছে। অল্পে তুষ্টি ও পরিমিত খাদ্যভ্যাসের ইসলামী নিয়ম-নীতির ফলে প্রয়োজনীয় সঞ্চয় করা যায়। তাই ইসলাম আয় উপার্জন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং আত্মকর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিয়েছে।[৭৩] কুরআন শিক্ষা দিচ্ছে 'সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো'[৭৪] অন্যত্র এসেছে, 'মানুষ ততটুকুই পায় যতটুকুর জন্য সে চেষ্টা করেছে'।[৭৫] মহানবী(স.) বলেছেন, 'কারো জন্য নিজের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম কোন আহার নেই'।[৭৬] অন্য হাদীসে এসেছে, মহানবী(স.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল উপার্জনের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে পবিত্র? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'মানুষ নিজ থেকে যা কামাই করে।'[৭৭]

৩.৬.২ ভিক্ষাবৃত্তি রোধ

ইসলাম মূলত ওজর ব্যতিত ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছে। নিজের শক্তি সামর্থ্যকে ব্যবহার না করে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসানো ইসলামে বাঞ্ছনীয় নয়।[৭৮] মহানবী(স.) এর নিকট জনৈক দরিদ্র সাহাবী সাহায্য চাইলে তার প্রতি উত্তরে তিনি উক্ত ব্যক্তির ঘর থেকে কম্বল ও পেয়ালা আনিয়ে দুই দিরহামে বিক্রি করে তাকে কুড়াল কিনে কাঠ কাটতে বললেন। পনের দিন পর দরিদ্র সাহাবী যখন এসে তার সাফল্য জানালো, তখন মহানবী(স.) বললেন 'কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় ভিক্ষার কলংক থাকবে, এর চেয়ে এ শ্রমের উপার্জন অনেক ভাল।'[৭৯]

৩.৬.৩ আয়ের ন্যায়ভিত্তিক বন্টন

ইসলাম উৎপাদনের সকল উপকরণের মাঝে আয়ের সুষম বন্টনের পথনির্দেশ করে।[৮০] একটি দেশে জনপ্রতি বার্ষিক আয় বিপুল পরিমাণ হলেও সে দেশে দারিদ্র্য অবস্থা বিরাজ করতে পারে। এ জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার যেটি যে কাজ করে তার ভিত্তিতে উৎপাদনের উপকরণ সমূহের মধ্যে অর্জিত আয় সুষ্ঠভাবে বন্টন করা জরুরি।[৮১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ

---

[৭৩] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

[৭৪] আল কুরআন, ৬২ : ১০

[৭৫] আল কুরআন, ৫৩ : ৩৯

[৭৬] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ঈসমাইল ইবন ইব্রাহিম আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(কায়রো : দারুল হাদীস, ১ম সংস্করণ, ২০০৪ ইসায়ী/ ১৪২৫ হিজরী), খ. ২, পৃ. ৭৯

[৭৭] আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল, *আল মুসনাদ*(বৈরুত:আ'লাম আল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮ ইসায়ী/ ১৪১৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৪১

[৭৮] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

[৭৯] মুহাম্মাদ বিন ইয়াজিদ বিন মাজাহ, *আল সুনান*(বৈরুত:দারুল ফিকার) খ. ২, পৃ. ৭৪০

[৮০] ড. এম. কবির হাসান ও আলী আশরাফ, *যাকাত, ওয়াকফ ও ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সমন্বিত মডেল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[৮১] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

আদল (ন্যায়পরায়নতা) ও ইহসানের (সদাচরণ/কল্যাণ) আদেশ দিচ্ছেন'।[৮২] মহানবী(স.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ যার অধিনে যাকে ন্যস্ত করেছেন, তিনি যা খান, তাকে তাই খাওয়াতে হবে এবং যা পরেন, তাই পরতে দিতে হবে।'[৮৩]

৩.৬.৪ সুযোগের সমতা

জীবিকা অর্জনের সুযোগকে অবারিত ও উন্মুক্ত রাখাই ইসলামী অর্থনীতির শিক্ষা। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি অপরিহার্য নীতি হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিসত্তাসহ সমগ্র জনসংখ্যার জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা রাখা এবং তা অনুসরণ করা। মূলত ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে।[৮৪] এ ধরনের সুযোগ, সুবিধা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। ফলে দেশে দারিদ্র্য হ্রাস হবে।[৮৫]

৩.৭ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপসমূহ

ইসলামের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা মূলত সম্পদের সুষম ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিহিত। ইসলাম সম্পদকে একটি সম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থাপনা নির্দেশ করেছে। ইসলামের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

৩.৭.১ মালিকানা ব্যবস্থাপনা

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ্। সম্পদের উপর মানুষের মালিকানা সার্বভৌম নয় বরং নিয়ন্ত্রিত। এ নিয়ন্ত্রিত মালিকানা উদ্দেশ্য বিহীনও হয়। এটা নিজেই শেষও নয়। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে মানুষ তার সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে করে ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ হয়। সম্পদ গুটিকয়েক লোকের হাতে কুক্ষিগত হতে পারবে না।[৮৬] কুরআনের বাণী, 'মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব কিছু তাকে ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে।'[৮৭]

---

[৮২] আল কুরআন, ৮৩ : ১-৩

[৮৩] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন্ ঈসমাইল ইবন ইব্রাহিম আল বুখারী, *আস সহীহ্*(বৈরুত : দারু ইবন্ কাছীর, ইয়ামামাহ্, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭ ইসায়ী/ ১৪০৭ হি.), খ. ২, পৃ. ৮৯৯

[৮৪] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচনঃ ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

[৮৫] ড. এ.এইচ.এম. সাদেক, *Poverty Eradiction: Islamic Perspective*, উদ্ধৃত, ড. এম. কবির হাসান ও আলী আশরাফ, *যাকাত, ওয়াক্ফ ও ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সমন্বিত মডেল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[৮৬] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

[৮৭] আল কুরআন, ২ : ৩০

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭.২ সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়

ইসলামে সম্পদ অর্জন, ভোগ ব্যয় ও বন্টনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান আরোপ করে তা মেনে চলার শিক্ষা দিয়েছে। বৈধ পন্থায় ইসলামী নীতির আওতায় সম্পদ অর্জন ও ভোগ করতে হবে এবং সমস্ত হারাম ও অবৈধ পন্থা এ ক্ষেত্রে পরিহার করতে হবে।[৮৮]

৩.৭.৩ সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সাবধান সম্পদ যেন কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়'।[৮৯] তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং গণনা করে রেখেছে, সে মনে করে যে, তার সম্পদ চিরকাল তার কাছে থাকবে কখনোই তা হবে না।'[৯০] ইসলাম প্রেরণার মাধ্যমে সম্পদ কেন্দ্রিভূত করাকে বন্ধ করার পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যা হালাল তা অর্জনের জন্য সকলে, যেমন সচেষ্ট হবে তেমনি যা হারাম তা বর্জনের জন্যও সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে। আর তাহলে সম্পদ কেন্দ্রিভূত হবে না।[৯১]

৩.৭.৪ দুর্নীতি রোধ

জুয়া, লটারি, মওজুদদারি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরি, চোরাচালান, চটকদার ভূয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করা, হারাম পণ্য উৎপাদন ও বিপনন, ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া, ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, বেশ্যাবৃত্তি, অশ্লীলতা প্রসারকারী ব্যবসা, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মূর্তি বানানো ও ব্যবসা, ভাগ্য গণনার ব্যবসা, জবরদখল, লুণ্ঠন, ছিনতাই, আত্মসাৎ, চোরাইমাল ক্রয় বিক্রয়, খেয়ানত ইত্যাদি ইসলামী অর্থনীতিতে নিষিদ্ধ।[৯২] ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হারাম অথচ লাভজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন অবৈধ ও বেআইনী।[৯৩]

৩.৭.৫ সমাজ থেকে সুদ-ঘুষ দূরীকরণ

সুদ টাকার সাথে জড়িত, কোন লোকসানের হুমকি নেই।[৯৪] সুদ ভিত্তিক লেনদেন একটি শোষণমূলক উপায় যা অর্থ ও সম্পদ কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রিভূতকরণের ব্যবস্থাকে সহজ

---

৮৮ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন: ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

৮৯ আল কুরআন, ৫৯ : ০৭

৯০ আল কুরআন, ১০৪ : ২-৩

৯১ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন: ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

৯২ আল কুরআন, ৫ : ৯০; এ প্রসঙ্গে মহানবী(স.) এর হাদীসে এসেছে যে, যে ব্যক্তি মওজুদারি করে সে পাপী, যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুদামজাত করে দাম বৃদ্ধির জন্য, সে অপরাধী, যে প্রতারনা করে সে আমাদের দলভূক্ত নয় দ্র. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *আস সহীহ*(বৈরুত : দারুল খাইল ও দারুল আফাক আল জাদীদাহ), খ. ৫, পৃ. ৫৬

৯৩ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন: ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

৯৪ Dr. Md. Haider Ali Miah, *A Hand Book Of Islamic Banking And Foreign Exchange Operation*(Dhaka : Published by Sahera Haider, Goran, Dhaka, 1997), p. 12

করে দেয়। ঘুষ ও অর্থোপার্জন এবং কেন্দ্রিভূতকরণের সহজ পন্থা। ইসলাম সুদ ও ঘুষকে নিষিদ্ধ করে দারিদ্র্য সৃষ্টির পথে একটি বড় বাধা দাড় করিয়েছে।[৯৫]

৩.৮ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংশোধনমূলক পদক্ষেপসমূহ

বায়তুল মাল ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা।[৯৬] এর পাশাপাশি ইসলাম সম্পদের ভারসাম্যমূলক বন্টনের সুব্যবস্থা করেছে। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, 'ধনীদের মাঝে যেন সম্পদ আবর্তিত না হয়'।[৯৭] এভাবে সম্পদ যাতে ধনীদের মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তা সকল পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে উৎপাদমুখি কর্মকাণ্ড গতিশীল করতে পারে এই নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামের এই সম্পদের বিতরণ ও হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়।[৯৮]

৩.৮.১ ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত হচ্ছে একটি স্তম্ভ। মহানবী(স.) মদিনা রাষ্ট্রে সম্পদ বন্টন তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে যাকাতের প্রতিষ্ঠা করেন। দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাত অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। সমাজে ধন সম্পদের আবর্তন ও বিস্তার সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের মহান উদ্দেশ্যেই ধনীদের উপরে যাকাত ফরজ করা হচ্ছে। যাকাত দরিদ্র অভাবি, দুস্থ এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি।[৯৯] কুরআনে বলা হয়েছে, বিত্তবানদের ধনমালে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত অধিকার রয়েছে।[১০০] দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা। এরই ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদের একটা অংশ প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সরাসরি দরিদ্রের হাতে চলে যায়। এর মাধ্যমে দরিদ্র, অক্ষম, অভাবগ্রস্তদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা যায়।[১০১] দারিদ্র্য বিমোচনের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল হিসেবে যাকাত ব্যবহৃত হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে যাকাতকে স্বল্পকালীন ক্ষেত্রের জন্য বিতরণের পরিবর্তে বরং কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহার করলে অনেক বেশি লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে।[১০২] মূলত ৮টি খাতে যাকাতকে ব্যয় করা যায় এর

---

[৯৫] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন: ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

[৯৬] ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মহানবী (স.) এর সচিবালয়*(ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ২৪

[৯৭] আল কুরআন, ৫৯ : ০৭

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

[৯৯] প্রাগুক্ত।

[১০০] আল কুরআন, ৫১ : ১৯

[১০১] মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *যাকাত এর প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য*(ঢাকা : *আল-কুরআনের অর্থনীতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০), খ. ১, পৃ. ৫৯৮

[১০২] ড. এম. কবির হাসান ও আলী আশরাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে পাঁচটি হল সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচন, যথা ফকির, মিসকিন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত এবং মুসাফির। আর বাকি তিনটি হল যাকাত আদায়কারীদের, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন এবং আল্লাহর পথে জেহাদ।[১০৩] কোন ধনী ব্যক্তির নিজের ও পরিবারের খরচের পর উদ্বৃত্ত যে সম্পদ ও আয় থাকবে তার উপর অবশ্যই যাকাত ধার্য করতে হবে। এর বাহিরে আরো কিছু সম্পদ, যেমন ব্যবসার সম্পদ, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, আর্থিক সম্পদ, ভাড়াযোগ্য বাড়িভাড়া, বেতন, লভ্যাংশ ইত্যাদি থেকে উপার্জিত অর্থের উপরও যাকাত প্রদান করতে হবে।[১০৪] প্রশাসন যাকাত আদায় না করলে তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আদায় করতে হবে।[১০৫]

৩.৮.১.১ ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত কোন অনুগ্রহের নাম নয়। যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। যাকাত অপরিহার্য ফরজ। সালাতের মতো অপরিহার্য ইবাদতের সাথে আল-কুরআনে ৮টি জায়গায় সরাসরি যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন কিছুকে অপরিহার্য করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যেখানে একটি নির্দেশই যথেষ্ট সেখানে এতবার যাকাতের এই নির্দেশ মূলত যাকাতের অপরিসীম গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলেছে। কুরআনের এ ৮টি জায়গাসহ মোট ৩২টি জায়গায় যাকাত শব্দের উল্লেখ হয়েছে। তন্মধ্যে ২৬টি জায়গায় যাকাতকে সাথে নিয়ে আসা হয়েছে। আল কুরআনে ইসলামের অন্য কোন দুটি রুকনকে এক সাথে এমন বার বার নিয়ে আসা হয়নি। এ ছাড়াও আরো অনেক জায়গায় অন্য শব্দ ব্যবহার করে আল-কুরআনে যাকাতকে বুঝানো হয়েছে।[১০৬] আল্লাহর বাণী, 'সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর।'[১০৭] 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করেনা তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। সেদিন জাহান্নামের আগুন ঐ সকল স্বর্ণ ও রৌপ্যকে উত্তপ্ত করে দিয়ে তাদের চেহারা, মুখমন্ডল, পার্শদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে) এ হচ্ছে সেই ধনসম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। তোমরা যা সঞ্চয় করে রেখেছিলে তার স্বাদ আস্বাদন কর।'[১০৮]

---

[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

[১০৪] ড. এম. কবির হাসান, *The Role of Zakat in The Povety Alleviation in Bangladesh*(ঢাকা : ২০০৬), পৃ. ১০-১১

[১০৫] ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, *যাকাতের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা*(ঢাকা : ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২, এপ্রিল-জুন ২০১০), পৃ. ৮৬

[১০৬] ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

[১০৭] আল কুরআনুল কারীমের ৮টি জায়গায় এ আয়াতটি পুনঃপুনঃ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো হলো- সুরা আল-বাকারা : আয়াত ৫৩, ৮৩, ১১০, সুরা আন নিসা : আয়াত ৭৭, সুরা আল হাজ্জ : আয়াত ৭৮, সুরা আন নুর : আয়াত ৫৬, সুরা মুজাদিলাহ : আয়াত ১৩, সুরা মুজাম্মিল : আয়াত ২০

[১০৮] আল কুরআন, ৯ : ৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮.১.২ একনজরে যাকাত সামগ্রী নিসাব ও হার

সোনা-রূপা, অলংকার, কৃষিজাত ব্যবসায়ের পণ্য, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি বিষয়ে যাকাতের হার ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে তা তুলে ধরা হল:

টেবিল ১২ : একনজরে যাকাত সামগ্রী, নিসাব ও হার[১০৯]

সামগ্রী	নিসাব	যাকাতের হার
১। কৃষিজাত ফল, ফসল	৫ ওয়াসাক বা ১৫৬৮ কেজি অথবা ৪০ মন ৩২ সের	(i) সেচকৃত জমির ক্ষেত্রে ৫% (ii) সেচবিহীন জমির ক্ষেত্রে ১০%
২। সোনা-রূপা বা এসব হতে তৈরি অলংকার	৭.৫ ভরি সোনা বা ৫২.৫ 'ভরি রূপা'	মূল্যের ২.৫%
৩। ব্যবসায়ের পণ্য	৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যের সমান	পণ্যের মূল্যের ২.৫%
৪। গরু ও মহিষ	৩০টা	(i) প্রতি ৩০ টার জন্য ১ বছর বয়সী ১ টা। (ii) প্রতি ৪০ টার জন্য ২ বছর বয়সী ১টা।
৫। ছাগল ও ভেড়া	৪০টা	(i) প্রথম ৪০ টার জন্য ১ টা (ii) ১২০ টার জন্য ২ টা (iii) ৩০০ টার জন্য ৩ টা (iv) পরবর্তী প্রতিটির জন্য ১ টা
৬। খনির উৎপাদন	যে কোন পরিমাণ	উৎপাদনের ২০%

৩.৮.১.৩ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাত

ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম বাংলাদেশের সম্ভাব্য যাকাত আদায়ের উপর ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, প্রতিবছর আমাদের মতো এ গরীব দেশেও যাকাত সংগ্রহ হতে পারে ২৮৩৭ কোটি টাকা (প্রায়), বাংলাদেশে মোট ইউনিয়ন ৪৪৫১টি, আর পৌরওয়ার্ড ৫৮৪টি, তাহলে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০৩৫ টিতে। উক্ত টাকা সমভাবে ভাগ করলে প্রতি ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড পাবে ৫৬ লক্ষ টাকা (প্রায়), এককালীন প্রতিটি পরিবারকে ৪০০০০ টাকা করে দেয়া হলে তা তারা বিনিয়োগ করে তার লভ্যাংশ দিয়ে নিজেদের দারিদ্র্য দূর করবে। তাহলে প্রতিটি ইউনিয়নে/পৌর ওয়ার্ডে ১৪০টি পরিবার প্রতি বছর দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ১০ বছরে প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌর ওয়ার্ডের ১৪০০টি পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচন হতে পারে। উল্লেখ্য যে, অনেক ইউনিয়ন ও পৌর ওয়ার্ডে যাকাত পাওয়ার যোগ্য ১৪০০ দরিদ্র লোকও নেই। উল্লেখ যে, সারাদেশে ১৬ লাখ পরিবার রয়েছে ছিন্নমূল ও ঠিকানা বিহীন। আর ৩২ লাখ পরিবার রয়েছে যাদের সামান্য

---

[১০৯] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৯), পৃ. ২২৩,

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয় থাকলেও জমি নেই।[১১০] উল্লিখিত পদ্ধতিতে ১০ বছরে ৭০ লাখ ৪৯ হাজার পরিবারকে দারিদ্র্য মুক্ত করা সম্ভব। নিম্নে বাংলাদেশে সম্ভাব্য যাকাত আদায়ের পরিমাণের অন্য একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল:

টেবিল ১৩ : বাংলাদেশে সম্ভাব্য যাকাত আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)[১১১]

যাকাত যোগ্য সম্পদের নাম		মেয়াদ/তারিখ	যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ	সম্ভাব্য যাকাতের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
নগদ অর্থ →	রিজার্ভ মুদ্রা	মার্চ ২০১০	৬৯,৫৫৩.২০	১,৭৮৩.৮৩	
ব্যাপক মুদ্রা →	মেয়াদি আমানত	ঐ	২,৬০,০০০	৬৫০০.০০	
	তলবি আমানত	ঐ	৩৬,০৮৫	৯০২.১২৫	
স্বর্ণ ও রৌপ্য			১০০০.০০	২৫.০০	
খনিজ সম্পদ					তথ্য অজ্ঞাত
পশু সম্পদ					তথ্য অজ্ঞাত
খাদ্য শস্য		২০০৯-১০	৩৬৯.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন	১,৩৮৫.১০	ধরে নেওয়া হয়েছে ৫০% দরিদ্র চাষীদের উৎপন্ন।অবশিষ্টাংশের উপর নূন্যতম ৫% হারে হিসাব করা হয়েছে। প্রতি মেট্রিক টনের মূল্য ১৫,০০০ টাকা ধরা হয়েছে।
ব্যবসায়ের মালামাল	ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টকএক্সচেঞ্জ এ শেয়ার, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ডিভেঞ্চারের বাজার মূলধন।	মার্চ ২০১০	৪,১৩,৮৫৪.৬৫	১০,৩৪৬.৩৬	
	অন্যান্য ব্যবসায়ের মূলধন			১০০.০০	
মোট				২১,০৪২.৪১	
সংখ্যানুপাতে অমুসলিমদের ১০.৩% বিয়োগ				২,১৬৭.৩৭	
সম্ভাব্য আদায়যোগ্য নীট যাকাত				১৮,৮৭৫.০৪	

আদায়যোগ্য উক্ত টাকা থেকে ১৮ হাজার কোটি টাকা প্রতিবছর বাংলাদেশের ১৮ লক্ষ হতদরিদ্র পরিবারকে গড়ে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে সংশ্লিষ্ট পরিবারের জন্য উপযোগী আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশে যাকাত হিসেবে

---

১১০ ড. আ.ছ.ম তরিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮

১১১ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার ইসলামী প্রতিকার*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৬, জুলাই ২০১২), পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভাব্য উক্ত টাকা আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামের যাকাত বিধান দর্শনটি একটি বহুমুখি কল্যাণ ও সুবিধার স্রোতস্বিনী।[১১২] সামাজিক নিরাপত্তার যে বাধ্যতামূলক পদ্ধতি ইসলাম প্রদান করেছে, মুসলিম দেশসমূহের উচিৎ এগুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসা।[১১৩]

৩.৮.২ উশর

উশর মানে দশ ভাগের একভাগ।[১১৪] ইসলামে জমির ফসলের যাকাতই উশর।[১১৫] উশর জমি কৃষিজ সম্পদের যাকাত কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত থেকে স্বতন্ত্র। কৃষিজ পণ্যের যাকাতে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, কেননা কৃষি পণ্যই মানুষের জীবন ধারণের মূল উৎস তেমনি যাকাত দর্শনের মূল ভিত্তি। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ভূমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত কে উশর বলা হয়।[১১৬] উশর দেখার জন্য ফসলের উপর ১ বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। জমির ফসল বাড়িতে পরিমাপ করার সঙ্গে সঙ্গে উশর দেয়া ফরজ হয়ে যায়।[১১৭] উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত নয়।[১১৮] উশরের বিষয়ে বিধান হল এই যে, বৃষ্টির পানিতে বেশি সিক্ত হলে উশর আর কৃত্রিম পানি, পুকুর, কূপ ইত্যাদির পানিতে বেশি সিক্ত হলে অর্ধেক উশর দিতে হবে।[১১৯] অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগল ব্যক্তির উপর উশর হবে।[১২০] উশর ফরজ হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়ার শর্ত নয়, শুধু ফসলের মালিক হওয়া শর্ত।[১২১] উশর বছরে একবার নয়, কয়েক বার আদায় হতে পারে। উশর আদায় করা হয় প্রত্যেক ফসল হতে। বৎসরের মধ্যে যত প্রকার ফসল, যতবার ফলবে, সকল প্রকার ফসলের উপর ততবারই উশর ধার্য হবে।[১২২]

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এদেশে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় আশি শতাংশ, জনসংখ্যার মোট কর্মসংস্থানের প্রায় আশি শতাংশ এবং নীট রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশ সরবরাহ

---

[১১২] আবদুল শহীদ নাসিম, '*ইসলামের যাকাত দর্শন*' *Zakat and Poverty Alleviation*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

[১১৩] Dr, Hasan Zaman, *Social Security Islam. Thought an Islamic Economics*(Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, August. 1980), p. 110

[১১৪] অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিচার্স ব্যুরো, ১৯৯৯), পৃ. ৩

[১১৫] ড.মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

[১১৬] মোহাম্মদ আবু জাফর খান, *ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায় উশর ও বাংলাদেশ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯)পৃ. ২৪৯

[১১৭] বুরহানুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবু বকর(র.), অনু. মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ, *আল হিদায়া*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮), খ. ১, পৃ. ১৮৫

[১১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

[১১৯] অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

[১২০] মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার ইসলামী প্রতিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

[১২১] মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা কারামত আলী নিজামী অনুদিত, *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ১৯৪, উল্লেখ্য তিনি ইমদাদুল ফতোয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

[১২২] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

করে।[১২৩] এক গবেষণায় দেখা গেছে-বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের অন্তত ৭৫ লক্ষ টন উৎপাদন করে থাকে স্বচ্ছল কৃষকগণ এবং তাদের প্রত্যেক উৎপাদনের পরিমাণ নিসাবের অতিরিক্ত হয়ে থাকে যা যাকাত যোগ্য। যদি এই ৭৫ লক্ষ টনের উপর অর্ধ উশর (৫%) আদায় করা হয় তবে উশরের পরিমাণ হবে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন যার মূল্য হবে চারশ কোটি টাকা।[১২৪]

উশর ব্যবস্থায় প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী এমনকি বর্গা চাষীরা নির্যাতনমূলক খাজনা দেয়া হতে রেহায় পায় সংগত কারণে। এর ফলে ধন বন্টনে বৈষম্য হ্রাসপেতে বাধ্য। এদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে উশর আদায় করা এবং তার সুষ্ঠু বিলি বন্টন করা অসম্ভব নয়। পরিকল্পিত উশর আদায় করে তা যাকাতের হকদারদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানমূলক কাজে ব্যবহার করে সমাজের হতদরিদ্র লোকদের অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব।[১২৫] ইসলামের অনুমোদিত নিকৃষ্ট কাজের অন্যতম হল ভিক্ষাবৃত্তি। দারিদ্র্য নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালানো ইসলামের বিধিবদ্ধ ফরজের অন্যতম ফরজ, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করা একটি দ্বীনি কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত। এর অন্যতম পন্থা হল যথার্থ উশর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।[১২৬]

৩.৮.৩ খারাজ

বিজিত দেশে আরোপিত ভূমিকর খারাজ নামে পরিচিত।[১২৭] খারাজ আদায় করা হয় জমির উপর। ভূমি জরিপ ও ভূমির উৎপাদনকে যাচাই করার পর সরকার নিজ বিবেচনায় খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন। খারাজের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ রূপে মওকুফ করে দেয়া যায়। এটি বছরে একবার। এটি অমুসলিমদের জমি থেকে বছরে একবার আদায় হয়। খারাজ ব্যয় করতে হয় সাধারণত জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে।[১২৮]

৩.৮.৪ লাখেরাজ সম্পদ

বিনা খাজনায় কাউকে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া বা করমুক্ত সম্পদ কারো মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার নাম লা-খেরাজ সম্পদ। ইসলামে মানুষের কোন সম্পদশালী ব্যক্তি বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি সমাজের কোন অভাবগ্রস্তকে প্রয়োজন বোধে ভূমি বা অন্য কোন সম্পদ খাজনামুক্ত করে ছেড়ে

---

[১২৩] অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[১২৪] শাহ্ আব্দুল হান্নান, *ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা*(ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ৬২-৬৩

[১২৫] মোহাম্মদ আবু জাফর খান, *ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায় উশর ও বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

[১২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

[১২৭] ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মহানবী (স.) এর অর্থ প্রশাসন*(ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ২৪

[১২৮] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

দিতে পারে। যেমন রাসূল(স.) কতগুলো খেজুর গাছ বিনা খাজনায় হযরত যোবায়েরকে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।[১২৯]

৩.৮.৫ কাফফারাত

কোন পাপকর্ম হয়ে গেলে সে পাপ সংশোধনের জন্য যে কাজ করতে হয় তাকে কাফফারা বলে। পাপ ও দারিদ্র্যের মধ্যে কোন প্রকার সম্পর্ক না গড়েও কেউ পাপ করলে বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্রদের দান করা জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিজ্ঞা ভংগ করলে, যিহার করলে শারঈ' ওজর ছাড়া রমজানের রোজা ভাঙ্গলে কাফফারা আদায় করতে হয়। কাফফারা অধিকভাবে আদায় করলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়। কাফফারার মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে সম্পদ হস্তান্তর করা সম্ভব হয়।[১৩০]

৩.৮.৬ আল-গানীমাহ

গানীমাহ অর্থ বিনিময় ছাড়া কোন বস্তু গ্রহণ করা। মূলত যুদ্ধোত্তর অর্জিত সম্পত্তিই গানীমাহ।[১৩১] এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, 'তোমরা জেনে রাখো গানীমাতের যে কোন সম্পদ তোমরা লাভ করবে তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর আত্মীয়দের জন্য, ইয়াতীমদের জন্য, মিসকিনদের জন্য এবং কপর্দকহীন মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট।'[১৩২] ইসলাম স্বীয় নৈতিক শিক্ষার সাহায্যে লোকদের মধ্যে মেহমানদের আপ্যায়ন করার বিশেষ ভাবধারা সৃষ্টি করে দিয়েছে। এর পরও যাকাত, সাদকাহ ও যুদ্ধলব্ধ গনীমাতের মালও মুসাফির ফকিরদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বস্তুত ইসলামে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যবস্থা।[১৩৩]

৩.৮.৭ জিজিয়া

ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মিদের বা অমুসলিম অনুগত নাগরিকদের নিকট হতে তাদের জান ও ইজ্জত সংরক্ষণ এবং এর নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিনিময়ে যে অর্থ গ্রহণ করা হয় ইসলামী পরিভাষায় তাকে জিজিয়া বলে। জিজিয়া কেবল মাত্র বয়স্ক ও সুস্থ্য সবল পুরুষদের নিকট থেকে আদায় করা হয়। নারী, শিশু, দরিদ্র ও পঙ্গুঁদের উপর জিজিয়া ধার্য করা হয় না। জিজিয়া ধার্য করা হয় ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে।[১৩৪]

---

[১২৯] অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, *অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ইসলাম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃ. ৩১০

[১৩০] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন: ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

[১৩১] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

[১৩২] আল কুরআন, ৮ : ৪১

[১৩৩] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

[১৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮.৮ আল ফাই

দাবিদারহীন খাস জমি, বিদ্রোহীদের নিকট থেকে বাজেয়াপ্তকৃত জমি, খনি, বেনামি ভূমি, পলাতকের ভূমি, গোচারণ ভূমি, অনাবাদি ভূমি, অরণ্য ভূমি, প্রভৃতি আল ফাই হিসেবে অভিহিত।[১৩৫] আল ফাই হতে আয়কৃত অর্থ খাল খনন, নদীর বাধ নির্মাণ, বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্য, কৃষি উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বিশুদ্ধ পানিয়ের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যায়।

৩.৮.৯ ফিদিয়া

যে সকল লোক অতিরিক্ত বাধ্যর্কজনিত কারণে রোজা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে; সেসব লোকের বেলায় রোজা না রেখে রোজার বদলে ফিদিয়া দেয়ার সুযোগ রয়েছে।[১৩৬] একটি রোজার ফিদিয়া অর্ধ সা গম অথবা তার মূল্য। অর্ধ সা প্রায় দুই কেজি। এ পরিমাণ গম বা তার দাম কোন মিসকিনকে দান করলে ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়। এর মাধ্যমে দরিদ্রজনরাই উপকৃত হয়।[১৩৭]

৩.৮.১০ মোহর

বিবাহের জন্য স্বামী স্ত্রীকে যে অর্থ দান করে তাকে মোহর বলে। মোহর এমন সম্পদ যা বিয়ের সময় স্বামীকর্তৃক স্ত্রীকে প্রদান করতে হয়। ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক স্ত্রীকে এই সম্পদ প্ররিশোধ করা অবশ্যই কর্তব্য। মোহর স্ত্রীদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার।[১৩৮] আল্লাহর বাণী, 'হে নবী আমি তোমাদের জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদের যাদের তুমি মোহর প্রদান করেছ।'[১৩৯] অন্য আয়াতে এসেছে, 'তোমরা নারীদের তাদের মোহর স্বেচ্ছায় প্রদান করবে, তবে তারা মোহরের কিয়দাংশ সন্তোষ্ট চিত্তে ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করবে।'[১৪০] মূলত মোহর নারীদের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হিসেবে ইসলামী সমাজে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৩.৮.১১ আকীকা

সন্তান জন্মের পর সন্তানদের কল্যাণ কামনায় হালাল গৃহপালিত পশু জবেহ করাকে আকীকা বলে। আকীকার গোশত সন্তানদের পিতামাতা আত্মীয়স্বজন খেতে পারেন। এই গোশত

---

১৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

১৩৬ আল কুরআন, ২ : ২৮৪

১৩৭ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচনঃ ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

১৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

১৩৯ আল কুরআন, ৩৩ : ৫০

১৪০ আল কুরআন, ৪ : ৪

অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করা যায়। আকীকার পশুর চামড়া গরীব অভাবগ্রস্তদের দান করে দিতে হয়, এতে দরিদ্রজনেরা উপকৃত হয়।[১৪১]

৩.৮.১২ সাদাকাতুল ফিতর

পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম সাধনার পর ঈদ-উল ফিতরের দিন বিত্তশালীদের উপর গরীব দুঃখী দরিদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট হারে যে বিশেষ দানের নির্দেশ রয়েছে তাকে 'সাদকাতুল ফিতর' বলে। ফিতরার গ্রাহক গরীব মিসমিনগণ।[১৪২] প্রত্যেক বিত্তবানকে তার নিজের এবং পরিবার পরিজন ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে।[১৪৩] দারিদ্র্য বিমোচনে ফিতরার অবদান উল্লেখযোগ্য বর্তমানে বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। এখানে ১৫ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে যদি সাড়ে ১০ কোটি লোক ও ফিতরা দেয় তাহলে মাথাপিছু ৬০(ষাট) টাকা হারে ফিতরার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩০ কোটি টাকা। পরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগালে এ অংক দারিদ্র্য বিমোচনে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।[১৪৪]

৩.৮.১৩ কুরবানী

কুরবানীর আবিধানিক অর্থ আত্মত্যাগ, অপরের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করা। আল্লাহকে নিজের জীবন ও ধন সম্পদের প্রকৃত মালিক স্বীকার করে, সেই মহান মালিকের ইচ্ছানুযায়ী তারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এগুলোকে তারই পথে ত্যাগ করার নিদর্শন স্বরূপ নির্দিষ্ট পন্থায় পশু জবেহ করার নামই হল কুরবানী। কুরবানীর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ। মানুষের যাবতীয় ধন সম্পদ ও নিয়ামতের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার স্বরূপ কুরবানী করে সে তারই নিদর্শন পেশ করে। কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া যায়, আত্মীয়স্বজন ও গরীব, দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করা যায়। কুরবানীর পশুর চামড়ার বিক্রিত অর্থ গরীব দুঃখী অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টিত হয়। ইয়াতিম অসহায়দের দান করা যায়। গরীবদের শিক্ষা, চিকিৎসা, পুনর্বাসনের কেউ কোন প্রকল্প করে থাকলে তাতেও দান করা যায়।[১৪৫]

৩.৮.১৪ কার্‌য হাসানা

কার্‌য হাসানা অর্থ উত্তম ঋণ। সমাজের একজন অসহায় মানুষের কল্যাণে স্বচ্ছল ব্যক্তি কর্তৃক নিঃশর্ত ফেরতযোগ্য যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে কার্‌য হাসানা বলে। এটি মূলত ইসলামী

---

[১৪১] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

[১৪২] শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন, *ইসলামিক স্টাডিজ সংকলন*(ঢাকা : প্রফেসরস্ প্রকাশন, আগস্ট ১৯৯৪), পৃ. ৫১

[১৪৩] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

[১৪৪] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচন ইসলামী কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

[১৪৫] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন: ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ব্যবস্থায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্যাপকভাবে সহায়ক। সুদমুক্ত কার্‌য হাসানা কাজ এখনও ব্যাপকহারে চালু হয়নি, কেবল সীমিত সংখ্যক মুসলিম এনজিও এবং ইসলামী ব্যাংক অতি সীমিত আকারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ভিত্তিতে কাজ শুরু করেছে, এতে আশাতীত সাড়া জেগেছে।[১৪৬]

৩.৮.১৫ হিবা

যদি কোন সম্পদ কোন প্রতিদান ব্যতিরেকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হয় তাহলে তাকে 'হিবা' বলে। হিবা দানের অন্যতম একটি প্রকার। হিবা জনকল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে একটি ভাল উপায়। মহানবী(স.) হিবার মাধ্যমে দান করা বৈধ বলে তা করতে উৎসাহিত করেছেন।[১৪৭]

৩.৮.১৬ ওয়াক্‌ফ

কোন সম্পত্তি আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাকে ওয়াক্‌ফ বলে।[১৪৮] ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ বলতে নির্দিষ্ট জনসেবামূলক কার্যক্রমে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিছু সম্পদ ধারণ বা আটকে রাখা বোঝায়। সাধারণত যে সব সম্পদ নষ্ট হয়না এবং নিজে ভোগ করা ছাড়া যার লভ্যাংশ পাওয়া যায়, এ ধরনের স্থায়ী সম্পদ যেমন জমি, বাড়ি, প্রভৃতিকে ওয়াক্‌ফ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর পাশাপাশি নগদ অর্থ, বই, শেয়ার স্টক এবং অন্যান্য সম্পত্তিকে ও ওয়াক্‌ফ করা যায়।[১৪৯]

৩.৮.১৬.১ ওয়াক্‌ফের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য ও ধরন অনুযায়ী ওয়াক্‌ফকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।[১৫০]

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

মসজিদ বা এর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে ওয়াক্‌ফ করা।

(খ) জনসেবামূলক ওয়াক্‌ফ

সমাজের ভাগ্যবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমাজ সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার উন্নয়নসহ নানা কাজে ওয়াক্‌ফ করা।

(গ) পারিবারিক ওয়াক্‌ফ

পারিবারিক ওয়াক্‌ফ মূলত প্রথমত: পরিবারের কল্যাণ করা হয়। দ্বিতীয়ত: এর সাথে সাথে সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করা হয়।[১৫১]

---

[১৪৬] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

[১৪৭] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, *উশর*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯২), পৃ. ৭

[১৪৮] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

[১৪৯] ড. এম. কবির হাসান ও আলী আশরাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[১৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[১৫১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮.১৬.২ ওয়াক্ফের আর্থ-সামাজিক সুফল [১৫২]

ওয়াক্ফের মাধ্যমে গরীবের সামাজিক নিরাপত্তা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। বিত্তশালীদের সামাজিক প্রশান্তির সাথে সাথে সামাজিক বন্ধন তৈরি হয়, যেখানে একে অপরের উপর আস্থাশীল হয়ে সমৃদ্ধ সমাজ নির্মাণ করতে পারে। ওয়াক্ফ একটি নফল ইবাদত। ব্যাপক হারে এর প্রচলন করতে মহানবী(স.) উৎসাহিত করেছেন। মানুষের দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। হালাল উপায়ে অর্জিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হতে মুসলিম জাতির কল্যাণের জন্য ওয়াক্ফ করে গেলে, সাদকায়ে জারিয়া রূপে তা মানুষকে অমর করে রাখে। সাদকায়ে জারিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব প্রধান হচ্ছে ওয়াক্ফ। যে সম্পত্তি আল্লাহর নামে ওয়াক্ফ হবে তার আয় গরীব, মিসকিন, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, ইয়ামিত ইত্যাদির জন্য ব্যয় করতে হবে। ওয়াক্ফ এর মাধ্যমে মানুষ ফল লাভ করে যুগে যুগ ধরে।[১৫৩]

৩.৮.১৭ ওয়াসিয়াত

মৃত্যুর সময় সমাজকল্যাণমূলক কাজে বা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সাধারণভাবে স্থায়ী সম্পদের একাংশ দান করে যাওয়ার নাম হল ওয়াসিয়াত(উইল)। মহানবী(স.) সম্পদের তিনভাগের একভাগ ওয়াসিয়াত করতে বলেছেন, এর বেশি নয়। ওয়াসিয়াত এমন একটি আমল, যা দ্বারা বিত্তবানরা জীবনের শেষ মূহূর্তে সৎকাজ হিসেবে দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তকে আর্থিক উপকার করতে পারে।[১৫৪]

৩.৮.১৮ মিনা

এ পদ্ধতিতে উৎপাদনমুখি কোন সম্পদ অভাবী দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিদান ছাড়া প্রদান করা হয়। মহানবী(স.) স্বয়ং এ ম্যাকানিজমের শুভ সূচনা করেন। মদীনার সামর্থ্যবান সাহাবারা মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিরদেরকে এ পদ্ধতিতে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। মহানবী(স.) এর হাদীস হতে নগদ অর্থ, ভারবাহী পশু, দুধেল পশু, কৃষি জমি, ফলের বাগান এবং বাড়ি এ ছয় ধরনের মিনা এর কথা জানা যায়।[১৫৫]

---

১৫২ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

১৫৩ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪; এ সম্পর্কে মুরাত সিজাকা বলেন, ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকে আজ পর্যন্ত ওয়াক্ফ এর অবদান এতো বিশাল, ব্যাপক ও বহুমুখী যে, তা শুধু ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য। দ্র. Murat Cizakca, *Latest Development in the Western Non-Profit Sector and the Implications for Islamic Awqaf, Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*, ed. Munwar Iqbal, p. 263

১৫৪ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

১৫৫ ড. জিয়া উদ্দিন আহমদ, *Islam, Poverty and Income Distribution*(Dhaka : The Islamic foundation Bangladesh, 1991), p. 44

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামের সহায়ক উপাদান

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামের মৌলিক পদ্ধতির পাশাপাশি সহায়ক কর্মসূচি রয়েছে। ইসলামী বিধানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সম্পদের বিতরণে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার পথনির্দেশ করা হয়েছে।

৩.৯.১ ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব দেয়া

জ্ঞান বিজ্ঞানে যারা শীর্ষে, বিশ্বের সম্পদ ও নেতৃত্বের চাবিকাঠি তাদের হাতে। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিম নরনারীদের উপর জ্ঞানার্জন ফরজ করেছে। এখানে সামগ্রীক অর্থে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান যেমন বুঝানো হয়েছে, তেমনি সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, এমনকি পেশাগত দক্ষতাও এর মধ্যে শামিল।[১৫৬]

৩.৯.২ ইনসাফপুর্ন আইন

উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সামাজিক ন্যায় বিচার।[১৫৭] ন্যায় বিচার-বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের ন্যায় বা অন্যায়ের দিকে চিন্তা করা উচিত।[১৫৮] ইসলাম মানুষকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতস্ফূর্তভাবে নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু কোথাও কখনও কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, স্বার্থের বশবর্তী হয়ে মানবিক দুর্বলতার দরুন এর ব্যতিক্রম করলে যাতে তাকে পাকড়াও করা যায় সে জন্য আল্লাহ সুবিচারপূর্ণ আইন প্রদান করেছেন।[১৫৯]

৩.৯.৩ তাক্‌ওয়াভিত্তিক সমাজ

মহানবী (স.) ঈমানদার নর-নারীকে তাক্‌ওয়ায় শক্তিতে বলীয়ান করে তুলেছেন। তাক্‌ওয়া হচ্ছে দায়িত্ববোধ ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার অনুভূতি। দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা। আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার অনুভূতি হচ্ছে মানুষের চালিকা শক্তি।[১৬০]

৩.৯.৪ অর্থনীতিতে সুদ নিষিদ্ধকরণ

অর্থ ও অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে গরীব লোকদের নিকট থেকে ধনীদের কাছে, দারিদ্র্য এলাকা থেকে বিত্তশালী এলাকায় এবং দরিদ্র দেশ থেকে ধনশালী দেশে আয় স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটি হচ্ছে নিয়মানুগ। দরিদ্রদের থেকে ধনীদের কাছে সম্পদ স্থানান্তরের একটি কারণ হচ্ছে

---

[১৫৬] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[১৫৭] ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০), পৃ. ১২২

[১৫৮] অমর্ত্য সেন, *The Idea of Justice*(London, England : Pengtuim Group. 2009), p. 231

[১৫৯] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচন ইসলামী কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

[১৬০] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতেতে সুদ প্রদান ও গ্রহণের প্রক্রিয়া।[১৬১] সুদি ব্যবস্থায় ঋণের লেনদেন নিজেই একটি লাভজনক কারবারে পরিণত হয় এবং এর প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। আর বার বার আঘাত হেনে অর্থনীতির স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে। সর্বোপরি গোটা মানবজাতিকে পরিণত করে ঋণের শৃংখলে।

১৯৬৩ সালে যুক্তরাজ্যের গৃহস্থলি ঋণের (Household Loan) পরিসংখ্যান ছিল সে দেশের বার্ষিক আয়ের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ। কিন্তু ১৯৯৭ সালে যেখানে গৃহস্থলি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের মোট বার্ষিক আয়ের শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত হয়েছে।[১৬২] সুদ পরের সম্পদ বিনামূল্যে গ্রহণের এমন এক উপাদান, যা নিয়মিতিভাবে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সম্পদ শেষে এনে গুটিকয়েক লোকের হাতে পুঞ্জিভূত করে দেয়। দরিদ্রকে আরো দরিদ্র বানায়। দারিদ্রের তীব্রতা বাড়ায় এবং এর পরিধি সম্প্রসারিত করে। ধনী ও বিত্তশালী লোকদের উৎপাদন বিমুখ ও পরজীবি বানায় এবং সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতি ও অস্থিরতায় আঘাত হেনে অর্থ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়।[১৬৩] সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি দরদী সমাজ গঠনে অন্তরায় সৃষ্টি করে।[১৬৪] সুদ ব্যবস্থা সম্পদের বন্টনের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করে।[১৬৫] সুদ মূলত অর্থনীতিতে বৈষম্য সৃষ্টির উপাদান। তাই ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

৩.৯.৫ ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য

আল কুরআনে বলা হয়েছে, যখন নামাজ পূর্ণ হবে, তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর।'[১৬৬] রাসূল(স.) এর বাণী, 'সম্পদের দশ ভাগের নয় ভাগই হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে।'[১৬৭] ইসলামের দৃষ্টিতে উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে প্রত্যেক মুমিন নরনারীর সামাজিক দায়িত্ব। নিজ নিজ যোগ্যতা ও সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেককেই নিজ নিজ এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।[১৬৮]

---

[১৬১] James Robertson, *Transformation of Ecomonic life : A Millennial Challange*(Devon : Green Book, 1998), p. 514

[১৬২] *OECD Cultural Indicatons 1996*, Bank of England and Council for Mortgudge lenders Statiestics, c.f. Michael Rowbotham: The Grip of Death : *A Study of Modern Money*(England : John Carpenter, 1998), p. 65

[১৬৩] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচন ইসলামী কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

[১৬৪] কাজী ওমর ফারুক, *ইসলামী ব্যাংকিং, পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০৬), পৃ. ৪৫

[১৬৫] বিচারপতি মুহাম্মদ তাকী ওসমানী, অনু. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৮), পৃ. ৮১

[১৬৬] আল কুরআন, ৬২ : ১০

[১৬৭] মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *আস্‌সিলসিলা আদ দায়ীফাহ*(রিয়াদ : মাকতাবাতুল মায়া'রিফ), খ. ৭, পৃ. ৪০২

[১৬৮] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচন ইসলামী কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯.৬ ইসলামের উত্তরাধিকার নীতি

সুষম আর্থ-সামাজিক বন্টনে ইসলামের রয়েছে একটি ন্যায়ভিত্তিক উত্তরাধিকার আইন। এই আইনের মাধ্যমে ইসলাম মৃত ব্যক্তির সম্পদকে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে সম্পদ এক হাতে পুঁঞ্জিভূত হওয়ার পথ বন্ধ করেছে। সেই সাথে নিকট আত্মীয়দের সুযোগ করে দিয়েছে সম্পদ ব্যবহার ও বৃদ্ধি করার।[১৬৯] মূলত উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে ইসলামের বৈধভাবে সম্পদের মালিকানা অর্জনের পথ সুগম করেছে।

৩.৯.৭ দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা

ইসলাম ১৪ শত বৎসর পূর্বে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের অপচয়, অপব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই'।[১৭০] ইসলামের প্রত্যেক সবল উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্য কর্তব্য হল, সে নিজের ঘাম ঝরিয়ে শ্রমের মাধ্যমে নিজে প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনিভাবে নিজের শক্তি সামর্থ ও সম্পদের অপচয় অপব্যবহার করা হলে সে জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতা করতে হবে বলে ইসলাম কঠোর সর্তক করে দিয়েছে।

৩.৯.৮ অর্থনীতিতে বন্টন ব্যবস্থার সংস্কার

ইসলাম সুদবিহীন বিনিয়োগের ভিত্তিতে কারবার পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে। এই ব্যবস্থায় পুঁজি যোগান দাতা ব্যাংক এবং উদ্যোক্তার মধ্যে পুঁজির আনুপাতিক হারে লাভ লোকসান বণ্ঠিত হয় এবং তাদের মধ্যে 'আদল ও ইনসাফ বহাল থাকে। তাদের সম্পর্ক সুবিচারের উপর ভিত্তিশীল হয়।[১৭১]

৩.৯.৯ ইসলামে প্রতিবেশির আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব

কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর ইবাদত কর, এর সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। পিতা মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো এবং নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকট প্রতিবেশি, দূর প্রতিবেশি, অসহায় মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও।'[১৭২] রাসূল(স.) বলেছেন, 'সে মুমিন নয় যে উদরপুর্তি করে রাত কাটায়, অথচ সে জানে তার পাশে তার প্রতিবেশি ক্ষুধার্ত।'[১৭৩] হাদীসে আছে যে, 'পাশের ৪০ ঘর প্রতিবেশি অন্তর্ভূক্ত।' এর তাৎপর্য হচ্ছে, চতুর্দিকে ৪০ ঘর।

---

[১৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[১৭০] আল কুরআন, ১৭ : ২৭

[১৭১] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪

[১৭২] আল কুরআন, ৪ : ৩৬

[১৭৩] আবুল কাশেম সুলাইমান বিন আহমাদ আত্ তাবরানী, *আল মুজাম আল কবীর*(আর মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ১০, পৃ. ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই পাড়ার সকলেই এক অপরের প্রতিবেশি।[১৭৪] বস্তুত ইসলাম গোটা পাড়াটাকেই একটি ইউনিটে পরিণত করতে চায়, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের অংশিদার হয়ে সকলে মিলে দুর্বলকে সহায়তা করবে, ক্ষুধার্তকে আহার দিবে, আর বস্ত্রহীনকে দিবে বস্ত্র।[১৭৫]

৩.৯.১০ ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনে পদক্ষেপ/প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তুলনা

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মূখ্য ভূমিকা রয়েছে যাকাত, লিল্লাহ্ ও ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা। নিম্নে এ তিনটি ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হল:

টেবিল ১৪ : ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনে পদক্ষেপ/প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তুলনা[১৭৬]

	যাকাত	লিল্লাহ	ওয়াক্‌ফ
বাধ্যতামূলক/স্বেচ্ছায়	বাধ্যতামূলক	স্বেচ্ছামূলক	স্বেচ্ছামূলক
পরিমাণ	হার নির্দিষ্ট	যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ
ব্যয়ের খাত	নির্দিষ্ট ৮ খাত	অনির্দিষ্ট ব্যয়ের খাত/দাতা নির্ধারণ করতে পারেন	অনির্দিষ্ট ব্যয়ের খাত/দাতা নির্ধারণ করতে পারেন
ব্যয়	এক বছরে ব্যয় করতে হবে	এক বছরে ব্যয় করতে হবে	পুঁজিতে রূপান্তরিত হবে
বিনিয়োগ	বিনিয়োগ করা যাবে না-যত দ্রুত সম্ভব বিতরণ করতে হবে	বিনিয়োগ করা যাবে না-চাহিদা অনুযায়ী বিতরণ করা হবে	সামাজিক বা অর্থনৈতিক কাজে বিনিয়োগ করা যাবে
মুতাওয়াল্লি	মুতাওয়াল্লি জরুরি নয়	মুতাওয়াল্লি জরুরি নয়	মুতাওয়াল্লি অপরিহার্য (ট্রাস্ট্রি)
নথিপত্র/কাগজে দলিল প্রমাণ	কাগজে দলিল প্রমাণ জরুরি নয়	কাগজে দলিল প্রমাণ জরুরি নয়	ওয়াকফিয়া বা দান চুক্তির মাধ্যমে করতে হবে
উপকারভোগী	শুধু মুসলিমগণের বেলায় প্রযোজ্য	জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রযোজ্য	জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রযোজ্য
প্রদানের মাধ্যম	অর্থ বা সম্পদ	যে কোন ধরনের সম্পদ	যে কোন ধরনের সম্পদ
উইল মারফত দান	উইল করা যাবে না, কিন্তু দায়িত্ব প্রদান করা যাবে	সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি উইল করা যাবে	সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি উইলের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ করা যাবে

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যাকাত, লিল্লাহ্ ও ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা চিরন্তন কল্যাণময় নীতিমালা সমৃদ্ধ, যেগুলো অনুসরণের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থেই উন্নয়ন লাভ করা সম্ভব।

---

[১৭৪] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরিফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচন ইসলামী কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

[১৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

[১৭৬] *Natinal Awqaf Foundation of South Africa Questions and Answer, 2007,* উদ্ধৃত, *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্স ব্যুরো, সম্পাদনা অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ২০০৯), পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯.১১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের হস্তান্তর পদ্ধতিসমূহ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় হস্তান্তর পদ্ধতিসমূহ সামাজিক উন্নয়নের মূল প্রতিক। বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়ার কারণে এখানে ইসলামের এ সকল পদ্ধতির সফল প্রয়োগ করা সম্ভব। বাংলাদেশের বৃহত্তর দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ঘটাতে হলে এ সকল পদ্ধতির সফল প্রয়োগ ঘটাতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামের চিরন্তন হস্তান্তর পদ্ধতি নিম্নোক্তভাবে ব্যাপক অর্থায়নের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারে।

টেবিল ১৫ : দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের হস্তান্তর পদ্ধতিসমূহ[১৭৭]

(কোটি টাকায়)

ট্রান্সফার	পরিচিতি	ব্যয়-ব্যবহার	প্রতিবছর সম্ভাব্য আদায়যোগ্য টাকা
যাকাত	প্রত্যেক সাহিবে নিসাব মুসলিম তার সম্পদ থেকে নির্ধারিত অংশটুকু সুনির্দিষ্ট হকদারদের প্রদান করা	আট শ্রেণীর মধ্যে ফকির, মিসকিন, দাস-দাসী, ঋণগ্রস্ত এ চার শ্রেণী হচ্ছে দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত	১৮,৮৭৫.০৪
উশর	জমির ফসলের যাকাত	ঐ	১,৩৮৫.১০
সাদাকাতুল ফিতর	ঈদুল ফিতরের প্রাক্কালে বিত্তশালী কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে প্রদেয়	ঐ	৬০০.০০
কাফফারাত	পাপ মোচনের জন্য শরীয়ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজ	আর্থিকভাবে আদায় হলে দরিদ্রের প্রাপ্য	তথ্য অজ্ঞাত
নযর/মানত	মনোবাসনা পূরণের জন্য ওয়াজিব নয় এমন কাজকে নিজের উপর অত্যাবশ্যকীয় করা	ঐ	ঐ
ফিদিয়া	বিশেষ প্রতিদানে রোজা রাখতে অপারগ ব্যক্তির নির্ধারিত আর্থিক ব্যয়	দরিদ্র শ্রেণী	ঐ
সাদাকাতে নাফিলা	বিনা প্রতিদানে ধন-সম্পদ কাউকে প্রদান করা	ঐ	ঐ
মিনা	উৎপাদনমুখি সম্পদ দরিদ্র ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিদান ছাড়া প্রদান	ঐ	ঐ
জারাইর	প্রয়োজনমত দরিদ্রের সাহায্য	ঐ	ঐ
কুরবাণী	আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে পশু জবেহ করা	এক তৃতীয়াংশ গোস্ত ও পুরো চামড়ার মূল্য দরিদ্রের	ঐ
আকীকা	সন্তানের কল্যাণ কামনায় পশু জবেহ করা	ঐ	ঐ
হিবা	বিনা প্রতিদানে কোন বস্তু অন্যের মালিকানায় দেয়া	দরিদ্র জনগোষ্টির অগ্রাধিকার	ঐ
ওয়াক্ফ	কোন সম্পত্তি আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা	ঐ	ঐ

[১৭৭] মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার ইসলামী প্রতিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে যে সমস্যায় নিপতিত হয় তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে, যারা ধনী ও সম্পদশালী তাদেরকে যথার্থভাবে যাকাত ও উশর আদায়ে উজ্জীবিত করা আবশ্যক।[১৭৮] ইসলামের স্বর্ণ যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দান, ওয়াক্ফসহ এ সকল হস্তান্তর পদ্ধতিসমূহের অবদান এতো বিশাল, ব্যাপক ও বহুমূখী যে তা শুধু ইসলামেরই সুমহান বৈশিষ্ট্যের সাক্ষর রেখে চলেছে। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত, সমগ্র ইসলামী বিশ্বে মনোমুগ্ধকর স্থাপত্য শিল্প এবং সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবদান রেখে আসছে মূলত এই দান ও ওয়াক্ফের মাধ্যমেই।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত চিরন্তন, কল্যাণকর পরিপূর্ণ জীবনদর্শন। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, কর্ম, আচরণ, শিক্ষা সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য মূল্যবোধসহ সমগ্র জীবন ধারার সাথে সমন্বিত ও সম্পৃক্ত রেখে আর্থ সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য সুসামঞ্জস্য ভারসাম্যমূলক জীবন পদ্ধতি ইসলামী জীবন ধারণের বৈশিষ্ট্য।[১৭৯] ধনীর অতিরিক্ত সম্পদ যেমন অন্যান্য অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব মোচনে ব্যয় করা ইসলামের নীতি, তেমনি ধনী দেশের অতিরিক্ত সম্পদ অন্যান্য দরিদ্র দেশের অভাবী মানুষের অভাব মোচনে ব্যয় করাও ইসলামী অর্থনীতির অন্তর্গত। বিশ্বের যাবতীয় সম্পদে বিশ্ব প্রতিপালকের নিরংকুশ মালিকানা। আল্লাহর নিয়ামতে আল্লাহর সৃষ্ট সকল মানুষের অধিকার। ইসলামের মূলনীতি থেকে বঞ্চিত মানুষ এ অধিকার পায়।[১৮০] ইসলাম বিধি বিধান ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে বিদায় করে এবং দরিদ্রদের স্বচ্ছলতা আনার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করে।[১৮১] ইসলাম প্রকৃত পক্ষেই বিশ্ব মানবতার আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য মুক্তির বার্তাবাহী।

---

[১৭৮] জাবেদ মুহাম্মদ, *ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৮), পৃ. ১৬০

[১৭৯] অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : শারেয়ী অবদান ও বিধান*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃ. ৭৮

[১৮০] অধ্যাপক আব্দুল গফুর, *সম্পদ উপার্জন ও বন্টনে প্রিয় নবী(স.) এর শিক্ষা*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ২০০৯, পৃ. ৪০

[১৮১] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী অর্থনীতি ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা

৪.১ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা

৪.২ ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি ও বাংলাদেশে এর ক্রমবিকাশ

৪.৩ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচিতি

৪.৪ এদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুসৃত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী অর্থনীতি ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা

৪.১ ইসলামী অর্থনীতির পরিচয়

বিশ্ব মানবতার মুক্তির কল্যাণে মহান রব্বুল 'আলামিন জীবন দর্শন হিসেবে ইসলামকে নির্বাচিত করেছেন। এতে রয়েছে মানব সমস্যার সকল পর্যায়ের সুস্পষ্ট ও শান্তিপূর্ণ সমাধান। সমাজের সকল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইসলামের রয়েছে বিজ্ঞান সম্মত ও কল্যাণমুখি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এর অনুসরণের মধ্য দিয়ে মানবজাতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি জীবনের সর্বস্তরে শান্তিময় পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম।

৪.১.১ প্রচলিত অর্থনীতির সংজ্ঞা

অর্থ শাস্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'economics' শব্দটি প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'Ikonomia' হতে উৎপন্ন যার অর্থ 'গার্হস্থ্য পরিচালনা'। সংসার পরিচালনার কলাকৌশল(The Art of Managing the Household) হল অর্থনীতি। কৌটিল্যের[১] মতে প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশেও এই শাস্ত্রের আলোচনা হত। অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান(Economics is the Science of wealth) বলা হয়।[২] অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি পরিচালনা করে।[৩] অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সসীম সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক মানব আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে'।[৪] অর্থনীতির আওতাধীন একটি খাত হল মানবীয় আচরণ, যার সম্পর্ক রয়েছে উৎপাদন বিতরণ ও ভোগের সাথে।[৫] মূলত মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমাবদ্ধ।

---

১ কৌটিল্য ছিলেন ভারতীয় পন্ডিত। তিনি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভাষদ, পরামর্শদাতা ও হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ছিলেন।

২ উদ্ধৃতি, ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৯), পৃ. ১; এডামস্মীথের *'An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation'* কালজয়ী গ্রন্থ খানা প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে। এ বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি অর্থনীতিকে *Science of wealth*(সম্পদের বিজ্ঞান) বলে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশনার বছর ১৭৭৬ সালকে সাধারণ অর্থনীতি শাস্ত্রের জন্মলগ্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। দ্র. প্রাগুক্ত।

৩ 'Economics is the Study of mankind in the ordinary business of life' আলফ্রেড মার্শাল নিউ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৮৯ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ *'Principles of Economics'* প্রকাশিত হয়। দ্র. *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৪ 'Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends an scarce means which have alternative uses.' এল. রবিনস্ তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ *'An Essay on the Nature and Significance of Economic Science'* গ্রন্থে আধুনিক অর্থনীতির সর্বাধিক আলোচিত এ সংজ্ঞাটি প্রদান করেন। উক্ত গ্রন্থটি ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। দ্র. *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৫ 'Economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people' পল এ সামুয়েলসন ও উইলিয়াম ডি.

Dhaka University Institutional Repository

এই সীমাবদ্ধ সম্পদ দিয়ে অসীম সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের পথ নির্দেশনা দেয়ার পদ্ধতি হল অর্থনৈতিক পদ্ধতি। অর্থনীতি মূলত মানব সমাজের এ সকল আর্থিক সমস্যার উত্তম সমাধানের দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

৪.১.২ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা

ইসলামী অর্থনীতিকে ইসলামী জীবন দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল উৎস হল, আল কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহ প্রদত্ত এবং মুহাম্মদ(স.) প্রদর্শিত মানবের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইসলামী অর্থব্যবস্থা হল মানব জীবনের অন্যান্য ব্যবস্থার অংশ বিশেষ। এটি ইসলামের পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার একটি বিশেষ শাখা হিসেবে ইসলামী জীবনাদর্শের মূল লক্ষ্য অর্জনের উপকরণ হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন ও তাঁর রাসূল(স.) প্রদত্ত জীবন বিধানই ইসলাম। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, সেহেতু এর অনুসারীদের জন্য রয়েছে ব্যক্তি জীবন, গোষ্ঠী জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দায় দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও উপযুক্ত নীতিমালা। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, আইন ও বিচার প্রভৃতি। অর্থনীতি যে কোন জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য একটি অপরিহার্য প্রসঙ্গ। ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারীদের জন্যও এ কথা সত্য। তাই ইসলামী অর্থনীতি বলতে ঐ অর্থনীতিকেই বুঝায় যার আসল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি এবং ফলাফল ইসলামী আকীদা মুতাবিকই নির্ধারিত হয়। এ অর্থনীতির মূলনীতি ও দিকনির্দেশনা বিধৃত রয়েছে আল কুরআন ও সুন্নাহতে।[৬]

ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জনগণের অধিকাংশের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান।[৭] ইসলামী অর্থনীতি হল বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও তার ব্যয়-বিতরণ প্রক্রিয়ায় অবিচার যুলুম ইত্যাদি প্রতিরোধে আরোপিত ইসলামী শারী'আহ্‌র বিধি নিষেধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, যাতে করে মানুষ আল্লাহ ও তার সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে

নরডহাউজ, *ইকনমিক্স*(নিউইয়র্ক : ম্যাকগ্রাহিল কোম্পানিজ, সপ্তদশ সংস্করণ, ২০০১), পৃ. ৪, উল্লেখ্য, পল এ সামুয়েলসনই প্রথম মার্কিন অর্থনীতিবিদ হিসেবে ১৯৭০ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পান।

৬ শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*(রাজশাহী : দি রাজশাহী স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০০৫), পৃ. ৭

৭ Ibn Khaldun, Translatced From Arabic by Frans Rozenthal, *The Muqaddimah, An Introduction to History*(Newyork : Pantheon, 1958), p. 23

Dhaka University Institutional Repository

পারে।[৮] অন্য কথায়, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাগতিক সম্পদ সংগঠিতকরণের মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।

ড. খুরশিদ আহমদ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেন, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং ইসলামী প্রেক্ষাপট থেকে সমস্যা বিষয়ে মানুষের আচরণ বুঝার চেষ্টায় প্রতিনিধিত্ব করে যে শাস্ত্র তা হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।[৯] এটি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে। সীমিত অর্থে যে সমাজবিজ্ঞান ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রানিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করে, তাই ইসলামী অর্থনীতি। ড. উমর চাপড়ার মতে,

> Islamic Economics is that branch of knowledge which helps to realise human well beings through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imblances.[১০]

ড. এম. এ মান্নান ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেন, Islamic economics is a social science which studies the economic problem of a people imbued with the values of Islam.[১১] ইসলামী অর্থনীতি হল ইসলামী বিধানের সে অংশ যা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের প্রসঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণকে সমন্বিতভাবে অধ্যয়ন করে।[১২]

---

৮ 'Islamic Economics is the knowledge and application of injunction and rules of the shariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable than to perform their obligation to allah and the society.' cf. S. M. Hasamzzaman, *Definition of Islamic Economics*(Jeddah : Journal of Research in Islamic Economics, Winter, 1984), p. 52

৯ Islamic economics represents a systematic effort to try to understand the economic problem and mans behavior in negation to that problem from and Islamic perspective. cf. Dr. Kurshaid Ahmed, *Ausaf Ahmed and Dr. K. R. Awan ed. Nuture and Significance of Islamic Economics*(Jeddah : Lectures on Islamic Economics, Islamic Rcsearch and training Institute-IRTI, IDB, 1992), p. 19; উল্লেখ্য ড. খুরশীদ আহমেদ, যুক্তরাজ্য ইসলামিক মিশনের সাবেক মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউ,কে'র সাবেক মহাপরিচালক, লাহোর থেকে প্রকাশিত মাসিক তরজুমানুল কুরআন পত্রিকার সম্পাদক, আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ। তিনি ইসলামী অর্থনীতি বিনির্মাণে অসামান্য অবদান রাখেন এবং এরই স্বীকৃত স্বরূপ ১৯৮৮ সালে প্রথম ইসলামী অর্থনীতিবিদ হিসেবে IDB পুরস্কার লাভ করেন।

১০ M. Umer Chapra, *What is Islamic Economics?*(Jeddah : Islamic Rcsearch and training Institute-IRTI, Islamic Development Bank-IDB, 1996), p. 33

১১ ড. এম. এ. মান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩), পৃ. ৩

১২ ড. এম. এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*(ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, মে ২০০২), পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.২.১ ইসলামী অর্থনীতির মধ্যম অবস্থান

ইসলামী অর্থনীতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এর অবস্থান মূলত বাজার অর্থনীতি ও নির্দেশ অর্থনীতির মধ্যবর্তী স্থানে যা নিম্নরূপ:

চিত্র ১ : চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা[১৩]

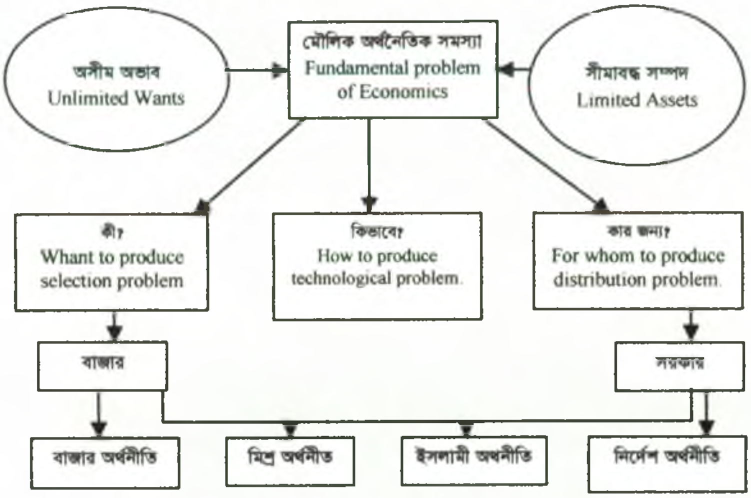

চিত্রের মাধ্যমে বাজার অর্থনীতি ও নির্দেশ অর্থনীতির মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ স্থানের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় এর অবস্থান ফুটে ওঠে।

৪.১.৩ ইসলামী অর্থনীতির উৎসসমূহ

ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত উৎস রয়েছে। মূলত এই উৎসের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, যেগুলো নিম্নরূপ:

৪.১.৩.১ আল-কুরআনুল কারীম

আল-কুরআন মুসলিমগণের মহাপবিত্র গ্রন্থ, এটি আল্লাহর পবিত্র বাণী। হযরত জিব্রাইল(আ.) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ(স.) এর উপরে দীর্ঘ ২৩ বছরে ক্রমে ক্রমে এই বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল। সে জন্যই একে প্রত্যাদেশ বা ঐশি জ্ঞান বলা হয়।[১৪] ইসলামী অর্থনীতির সর্ব প্রধান উৎস আল-কুরআন। কুরআন হচ্ছে শারী'আহর প্রধান উৎস। কুরআন শাব্দিকভাবে আল্লাহপাকের বাণী, মহাপবিত্র, অতুলনীয় ও অনুকরণীয়।[১৫] কুরআন খণ্ড খণ্ড পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর অর্থ পূর্ণভাবে অনুধাবন ও এর প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করা যায়। দৃঢ়ভাবে এর মূল্যবোধসমূহ আয়ত্ব করা যায় এবং যাতে ধীরে ধীরে ও

---

১৩ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৯), পৃ. ৭

১৪ ড. এম. এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৫ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমান্বয়ে এর বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়।[১৬] আল্লাহর বাণী, এই সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, এ হল পথ মুত্তাকীদের জন্য প্রদর্শনকারী। [১৭]

৪.১.৩.২ আল হাদীস

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় উৎস হাদীস। মহানবী(স.) এর জীবনের সকল কর্ম, উক্তি, তার মৌন সম্মতির নির্ভরযোগ্য বর্ণনার সমন্বয়ই হাদীস। তিনি জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন, সাহাবীদের যে সমস্ত কাজের প্রতি তিনি প্রকাশ্যে ও মৌন সম্মতি দান করেছেন এবং কুরআনের বিভিন্ন মূলনীতির উপর যেসব বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিবরণ, ব্যবহার ও প্রয়োগ করেছিলেন তদসমুদয়ই হাদীস নামে অভিহিত। আল্লাহর বাণী, হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচার করে তাদের।[১৮] আল কুরআনের পর হাদীসই হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আল কুরআনে ব্যাষ্টিক(Micro) ও সমষ্টিক(Macro) অর্থনীতির সব কিছুই উল্লেখ আছে সে সব বিষয়ে মহানবী(স.) এর কাছ থেকে বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যায়।[১৯]

৪.১.৩.৩ ইজমা'

ইসলামী অর্থনীতিতে জ্ঞানের তৃতীয় উৎস ইজমা'। এটি হল ইসলামী কোন প্রসঙ্গে ফকীহগণের ঐক্যমত্য। ইজমা দ্বারা প্রতি যুগের ইসলামী আইনবিদগণের সম্মিলিত মতকে বুঝায়। ইজমা'র আক্ষরিক অর্থ সর্বসম্মত মত। কিন্তু আইনগত অর্থে ইজমা' সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইনের মূলনীতিকে নির্দেশ করে। ইজমা কুরআন-হাদীসের অনুসিদ্ধান্ত। ইসলামী অর্থনীতি বিনির্মাণে ইজমার ব্যবহার আব্যশক।[২০] জ্ঞানের এ উৎস মূলত এর মূলের জন্য কুরআন ও হাদীসের কাছে ঋণী।[২১] এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন, যারা পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের কার্যাবলি সম্পাদন করে। যারা তাদের পালন কর্তার আদেশ মান্য করে, নামাজ কায়েম করে, পারিবারিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আল্লাহ তাদের যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে।[২২]

---

১৬ জালাল উদ্দিন আবদুর রহমান সুয়ূতী, *আল ইতকান ফি উলুম আল কুরআন*(কায়রো : আল হান্নাবী প্রেস, ১৯৫১), ভলিউম ১, পৃ. ৩৯-৪৪

১৭ আল কুরআন, ২ : ২

১৮ আল কুরআন, ৪ : ৫৯

১৯ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২০ প্রাগুক্ত।

২১ ড. এম. এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

২২ আল কুরআন, ৪২ : ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩.৪ কিয়াস বা ইজতিহাদ

ইসলামী অর্থনীতির চতুর্থ উৎস কিয়াস। কিয়াস মানে তুলনামূলক অনুমান বা সাদৃশ্য অনুমান। কুরআন হাদীস ও ইজমার আলোকে বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি। কিয়াস হল কুরআন হাদীস ও ইজমার ভিত্তিতে সাদৃশ্যমূলক অনুমানের মাধ্যমে কোন নতুন সমস্যার সমাধান করা। কিয়াসের মাধ্যম হল ধী-শক্তি এবং বিচারবুদ্ধির ব্যবহার। এটি অবশ্য ব্যক্তিগত রায় বা অভিমতের অনুরূপ। কিন্তু এ রায় যখন কুরআন ও হাদীসের অনুজ্ঞার উপর ভিত্তিমান হয়, তখনই তাকে কিয়াস বলে।[২৩]

কোন বিশেষ অবস্থা যা কুরআন ও সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট কোন আয়াত বা নিদের্শের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়না, অথবা ইজমাতেও মেলে না তেমন ক্ষেত্রে অনুরূপ ফতোয়ার আলোকে মুজতাহিদ সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।[২৪] হাদীসে বলা হয়েছে, 'গবেষণার ফলে কেউ যদি সঠিক উত্তর লাভ করে তাহলে সে দুটো পুরস্কার (সওয়াব) পাবে। কিন্তু তার ভুল হলেও সে একটা পুরস্কার (সওয়াব) পাবে'।[২৫] কিয়াস নতুন আইন আবিষ্কার করে এবং এ আইন কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনসমূহের সাথে সংযোজিত হয় মাত্র।[২৬]

৪.১.৪ ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখা

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার রয়েছে মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা সম্বলিত বৈশিষ্ট্যসমূহ। সৃষ্টিকর্তা এর রূপরেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হল:

৪.১.৪.১ অর্থনীতি ও ইসলামী জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্যতা

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পৃক্ত। শারী'আহ্ পরিপন্থি কোন নীতি বা কর্মকাণ্ড ইসলামী অর্থনীতিতে মেনে নেয়া হয় না। ইসলাম ধর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে কোন দ্বন্দের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। ইসলাম পার্থিব জীবনকে পরিহারের কথা বলেনি বা বস্তুগত কল্যাণের ব্যাপার উপেক্ষা করেনি। ইসলাম ধর্মের গতানুগতিক চেতনা নয় বরং জীবন প্রক্রিয়ার সফল একটি দর্শন উপস্থাপন করে।[২৭]

৪.১.৪.২ বৈধ-অবৈধের পার্থক্য

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অর্থ সম্পদ উপার্জনের জন্য অবাধ উন্মুক্ত সুযোগ করে দেয়নি বরং উপার্জনের উপায় ও পন্থার মধ্যে জাতীয় ও সামগ্রীক স্বার্থের দৃষ্টিতে বৈধ অবৈধের

---

[২৩] ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[২৪] ড. এম. এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[২৫] ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসমাইল ইব্‌ন ইব্রাহিম আল বুখারী, *আল জামী আস্ সহীহ্*(বৈরুত : দারু ইব্‌ন কাছীর, ইয়ামামাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি./ ১৪০৭ হি.), খ. ৬, পৃ. ২৬৭৬

[২৬] ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[২৭] প্রাগুক্ত।

পার্থক্য নির্দেশ করেছে।[২৮] আল কুরআনের অবৈধ উপায়ে একে অপরের ধন ভক্ষণ করাকে নিষেধ করা হয়েছে।

৪.১.৪.৩ সম্পদের সুষম বিন্যাস

রহমাতুল্লিল 'আলামিন অনুসৃত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল, এক স্থানে বা গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত না হয়ে, সমাজের মধ্যে সুষম আবর্তন ঘটাতে থাকা। এই মহান অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের কুক্ষিগতকরণ ও পুঞ্জিভূতকরণের বিরুদ্ধে কঠোর বিধিমালা আরোপ করা হয়েছে।[২৯] কুরআনের বাণী, তোমাদের মাঝে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মাঝেই যেন সম্পদ আর্বতন না করে।[৩০]

৪.১.৪.৪ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের উচ্ছেদ

সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা মূলনীতি। যে অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় যুগপত সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি উচ্ছেদের জন্য বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেই, সে অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় অসহায় ও মজলুমের আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠে।[৩১]

৪.১.৪.৫ ইসলামী অর্থনীতি ও মালিকানা

সম্পদের উপর একচ্ছত্র মালিকানা মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীনতার জন্ম দেয়।[৩২] ইসলাম এ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী মূলনীতি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়। তা হল সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা কেবল আল্লাহরই।[৩৩] সৃষ্টি জগতের কোন বস্তু তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন মানুষ তার আসল মালিক নয়।[৩৪] আল্লাহর বাণী, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্ত আল্লাহরই।[৩৫]

৪.১.৪.৬ ইসলামী অর্থনীতিতে কর্মশীলতা

মহানবী(স.) নিজে সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকতেন।[৩৬] মহানবী(স.) শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে অভ্যস্ত ছিলেন। আর কাজ করার কারণে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যায়, তা দেখে

---

২৮ অনু. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ৮৫

২৯ ফরিদ উদ্দিন মাসউদ, *দারিদ্র বিমোচনে রাহমাতুল্লিল 'আলামীন(স.) এর অর্থ দর্শনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃ. ৯০

৩০ আল কুরআন, ৫৯ : ৭

৩১ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩২ ফরীদ উদ্দিন মাসউদ, *রাহমাতুল্লিল 'আলামীনের অর্থ দর্শনের বৈশিষ্ট্য*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), *সিরাত স্মরণিকা, ১৪১৬ হি.*, পৃ. ৯৪

৩৩ ড. হাসান জামান, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ. ৫

৩৪ ড. নাজ্জাতুল্লাহ সিদ্দিকী, অনু. মাওলানা সিকান্দার মোমতাজী, *ইসলামে মালিকানার রূপরেখা*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০), পৃ. ৭

৩৫ আল কুরআন, ২ : ২৮৪

৩৬ Moulana Fariduddin Masuad, *Workers Right is Islam*(Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1987), p. 44

তিনি বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরূপ শ্রমের হাত খুবই পছন্দ করেন ও ভালবাসেন।[৩৭] রাসূলের বাণী, হালাল রুজি উপার্জন করা সর্বপেক্ষা প্রধান কর্তব্য।[৩৮] সাহাবীগণ একদিন মহানবী(স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম? তিনি বললেন, ব্যক্তির নিজ হাতের কাজের বিনিময়ে বা সুষ্ঠু ব্যবসায় অর্জিত মুনাফা।[৩৯] তিনি আরো বলেন, ফজরের নামাজ পড়ার পর জীবিকা অর্জনে লিপ্ত না হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না।[৪০]

৪.১.৪.৭ ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান

মহান আল্লাহর ঘোষণা, আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন।[৪১] কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৪২] মহানবী(স.) বলেছেন, 'রুজির ১০ ভাগের ৯ ভাগই রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে।[৪৩] তিনি আরো বলেন, তোমরা ব্যবসা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রবৃদ্ধি দেবেন।[৪৪]

৪.১.৪.৮ আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা

ইসলামী অর্থনীতি সমাজ জীবনে আদল বা সুবিচার প্রতিষ্ঠা, ইহসান বা ন্যায় সংগত আচরণ করাকে তার লক্ষ্য হিসবে গ্রহণ করেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষসহ সকলের প্রতি আদলের (সুবিচার) উপর জোর দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতি সুবিচারের সাথে সাথে ইহসান (সু-আচরণের) কথা বলা হয়েছে।[৪৫] আল্লাহর বাণী, আল্লাহ তোমাদেরকে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দিয়েছেন।[৪৬]

৪.১.৪.৯ ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ নিষিদ্ধ

কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পূর্ব নির্ধারিত হারে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করলে এবং সামগ্রীর ক্ষেত্রে একই পরিমাণ সামগ্রীর কম পরিমাণের বিনিময়ে, বেশি পরিমাণ নেয়া হলে, অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় রিবা বা সুদ। ইসলামী

---

[৩৭] উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ৪২

[৩৮] আবুল কাশেম সুলাইমান বিন আহমাদ আত্ তাবরানী, *আল মুজাম আল আওসাত*(কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.) খ. ৮, পৃ. ২৭২

[৩৯] আবুল কাশেম, সুলাইমান বিন আহমাদ আত্ তাবরানী, *আল মুজাম আল আওসাত*(কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.) খ. ২, পৃ. ৩৩২

[৪০] প্রাগুক্ত।

[৪১] আল কুরআন, ২ : ৫৩

[৪২] আল কুরআন, ৬২ : ১০

[৪৩] মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *আস্‌সিলসিলাহ্ আদ দায়ীফাহ*(রিয়াদ : মাকতাবাতুল মায়া'রিফ), খ. ৭, পৃ. ৪০২

[৪৪] প্রাগুক্ত।

[৪৫] ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৪৬] আল কুরআন, ২৪ : ৯০

অর্থনীতি সকল প্রকার সুদকে নিষিদ্ধ করেছে। সুদের হার উচ্চতর বা নিম্ন হোক, চক্রবৃদ্ধি হোক বা সরল সুদ হোক ইসলামে সকল সুদই হারাম।[৪৭]

৪.১.৪.১০ ইসলামের যাকাত বিধান

যাকাত ইসলামী সমাজের বিত্তশালী অংশের দায়িত্ব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার। যাকাত একটি ইবাদত। এটি ধর্মীয় দায়িত্ব ও আল্লাহর অধিকার। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাতের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সর্বাধিক হয়। ফলে বেকার সমস্যা কম থাকে। শ্রমিকের চাহিদা থাকায় মজুরি বৃদ্ধি পায়, ভিক্ষুক সমস্যা থাকে না। অসহায় সুস্থ সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ায় শ্রেণী সংগ্রাম, হানাহানি ইত্যাদি থেকে সমাজ মুক্ত থাকে।[৪৮]

৪.১.৪.১১ উপার্জনে অক্ষমদের নিরাপত্তা

ইসলাম নিঃস্ব, সর্বহারা, অক্ষম এবং বেকার ও স্বল্প আয়ের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। যাকাত, সাদকাতুল ফিতর, স্বেচ্ছাকৃত দান, ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উপার্জনহীনদের কল্যাণের ব্যবস্থাকরণ হয়েছে।[৪৯]

৪.১.৪.১২ ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিকের মর্যাদা

সাধারণত সমাজে দরিদ্র শ্রেণী অর্থাভাবে শ্রমিকের কাজ করে থাকে। পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের দ্বারা তারা হয় শোষিত ও নির্যাতিত। যথাযথ পারিশ্রমিকের অভাবে তারা দিনের পর দিন অতিবাহিত করে অনাহার-অর্ধাহারে। দারিদ্র্য হয়ে পড়ে তাদের আজীবনের সঙ্গি। শ্রমিক শ্রেণীকে এ অনিবার্য দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষার জন্য মহানবী(স.) শ্রমিক মালিক সকলকে ভাই ভাই বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজেও শ্রমিক বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন।[৫০] মহানবী(স.) ঘোষণা করেন শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দাও।[৫১]

৪.১.৪.১৩ ইসলামী অর্থনীতিতে বায়তুল মাল

ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বায়তুল মাল ব্যবস্থা। বায়তুল মাল ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।[৫২] বায়তুল মালের অর্থ সংস্থানের

---

[৪৭] ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৪৯] মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী(স.) এর অবদান*, *অগ্রপথিক*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৯৭), পৃ. ১৯৭

[৫০] অধ্যাপক হাসদার আবদুর রাজ্জাক, *মহানবী(স.) এর অর্থনৈতিক সাম্য ও বর্তমান বিশ্ব*, *অগ্রপথিক*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৯৬), পৃ. ২১৮

[৫১] মুহাম্মাদ বিন ইয়াজিদ আল কাজভিনী ইব্‌ন মাজাহ, *আল সুনান*(বৈরুত : দারুল ফিকার), খ. ২, পৃ. ৮১৭

[৫২] ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

উৎসসমূহ হল অর্থ সম্পদ ও গবাদি পশুর যাকাত, সদাকায়ে ফিতর, কাফফারাহ, ওশর, খারাজ, গনীমতের মাল ও ফাই, জিজিয়া, খনিজ সম্পদের আয়, নদী ও সমুদ্র হতে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চাংশ, ইজারা, খাজনা, মালিক বা উত্তরাধিকারহীন সম্পদ, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, রাষ্ট্রের মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন জমি, বন, ব্যবসা ও শিল্পের মুনাফা, শারী'আহ্ মোতাবেক আরোপিত কর, বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের অনুদান ও উপঢৌকন।[৫৩] মহানবী(স.) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তার প্রতিষ্ঠান বায়তুল মাল জনকল্যাণ এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত কাজ করতো।

৪.১.৪.১৪ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এবং ইসলামী অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যেমন ইসলামী বিনিয়োগ, ইসলামী লিজিং, মুদারাবা ও মুশারাকা কোম্পানি এবং ইসলামী তাকাফুল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা। গণমানুষের কল্যাণে সুদবিহীন আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা করাই এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।[৫৪]

৪.১.৪.১৫ দানশীলতার বিকাশ

ইসলামী অর্থনীতির অন্যমত বৈশিষ্ট্য হল দানশীলতার বিকাশ। মানুষের মাঝে কৃপণতা দূর করে উদ্বৃত্ত সম্পদ গরীব অসহায়দের মাঝে দান করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণের ব্যবস্থা ইসলামে করা হয়েছে। কুরআনের বাণী, লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে ? বলে দিন, উদ্বৃত্ত সব কিছু।[৫৫] আরো বলা হয়েছে, 'এবং তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে'। মহানবী(স.) হিজরতের পর মদিনার আনসারগণ ইসলামের দানশীলতার মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে সর্বস্বত্যাগী মুহাজিরগণকে নিজেদের জায়গা, জমিন, বাগিচা, ঘর, অর্থ, সম্পদ, এমনকি স্ত্রীদেরও বৈধভাবে দান করেছেন।[৫৬]

৪.১.৪.১৬ মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা

ইসলামী অর্থনীতি দেশের প্রতিটি মানুষের জীবন যাত্রার মৌলিক প্রয়োজন যেমন খাদ্য, পোষাক, আশ্রয়, চিকিৎসা এবং শিক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করে। ইসলামী অর্থনীতি এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায়।[৫৭]

---

৫৩ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০৪), পৃ. ২১; গনিমতের মাল ও ফাই সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুজাহিদের জন্য কোন নির্দিষ্ট বেতন ছিল না, এ জন্য গনিমতের বাকি এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা হতো। পরবর্তীকালে যেহেতু সৈনিকদের বেতন নির্দিষ্ট করা হয় এবং বায়তুল মাল হতে তা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যেহেতু সমুদয় গনিমতের মাল ও ফাই বায়তুলমালে জমা হত। এ ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে খনিজ সম্পদ সরকারের তথা রাষ্ট্রের অধীনে। তাই এ ক্ষেত্রেও সমুদয় আয়ই বায়তুল মালে জমা হওয়া বিধেয়।

৫৪ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৫৫ আল কুরআন, ২ : ২১৯

৫৬ ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসমাইল ইব্‌ন ইব্রাহিম আল বুখারী, *আল জামী আস্ সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানবিক, ফাতহুল বুলদান, পৃ. ১৯-৩০

৫৭ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৪.১৭ পতিত ভূমি আবাদি নীতি

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ভূমি পতিত রাখার কোন সুযোগ নাই। এ সম্পর্কে হাদীসে আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, যখন রাসূল(স.) মদিনায় পৌছালেন তখন তিনি সেখানকার যে সকল জমিগুলোতে পানি পৌছাত এবং পতিত পড়ে থাকতো সেগুলো ইচ্ছামত মুসলিমগনের মাঝে বণ্টন করেছেন। তিনি আরো বলেন, আর যে শুধু সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে, অথচ তার চাষ করেনি। তিন বছর পর তাতে আর তার কোন অধিকার নেই।[৫৮]

৪.১.৪.১৮ মধ্যম পন্থার নীতি

ইসলাম একদিকে ধন-সম্পদকে জাতির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আবর্তিত করার ও ধনীদের ঐশ্বর্যে গরীবদেরকে অংশীদার করার ব্যবস্থা করেছেন। অপরদিকে ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম নীতির ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৯] কুরআনের বাণী, আল্লাহর মু'মিন বান্দা তারা, যারা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে না অপচয় ও বেহুদা খরচ করে, না কোনরূপ কৃপণতা করে এবং তারা এ উভয় দিকের মাঝখানে মজবুত হয়ে চলে।[৬০]

৪.১.৫ ইসলামী অর্থনীতি ও সুদ

ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ নিষিদ্ধ হিসেবে পরিগণিত। এই অর্থ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপেই সুদ বিহীন আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের উপর গড়ে উঠেছে। মূলত সুদকে সমাজ থেকে পরিপূর্ণভাবে নির্মূল করে কল্যাণময় আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্বলিত বিধিবিধান ইসলাম প্রদান করেছে।

৪.১.৫.১ সুদের সংজ্ঞা

রিবা আরবি ভাষার শব্দ এর অর্থ হল বৃদ্ধি, আধিক্য, অতিরিক্ত, স্ফীতি, সম্প্রসারণ ইত্যাদি। ঋণের বিপরীতে সময়ের সাথে যে কোন বৃদ্ধিই রিবা।[৬১] ইসলামে সেই বৃদ্ধিকে হারাম করা হয়েছে, যা প্রদত্ত ঋণের উপর শর্ত হিসেবে আদায় করা হয়।[৬২] মহানবী(স.) বলেছেন, যে ঋণ কোন মুনাফা টানে তাই সুদ।[৬৩] চুক্তিবদ্ধ দুপক্ষের যে কোন একপক্ষ কর্তৃক পারস্পারিক লেনদেন শারী'আহ্সম্মত বিনিময় ব্যতিত শর্ত মোতাবেক যে, অতিরিক্ত আদায় করা হয় তাকে সুদ বলে।[৬৪] শারী'আহ্তে রিবা বলতে ঐ প্রিমিয়ামকে

---

৫৮ আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ৬৫, উদ্ধৃত, এ কে এম ফজলুল হক, *দারিদ্র বিমোচনে মহানবী(স.) এর শিক্ষা ও আদর্শ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃ. ৪১৫

৫৯ অনু. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ৯৯

৬০ আল কুরআন, ২৫ : ৬৭

৬১ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৬২ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*(ঢাকা : জেরিন পাবলিশার্স, ২০১১), পৃ. ৫২; মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল খান, *ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ ও ব্যবসা*(ঢাকা : মীর পাবলিকেশন, ২০০১), পৃ. ১২

৬৩ ইমাম জালালুদ্দিন, আস্ সুয়ূতী, *আল জামি' আস সগীর*(আল মাকতাবাতুস শামীলাহ), খ. ২, পৃ. ১৬২

৬৪ ড. হামেদ সাদেক কানবী, *মুজামু লুগাতুল ফুকাহা*(পাকিস্তান, করাচি, ইদারাতুল কুরআন, ১৪০৪ হি.), পৃ. ২১৮

বুঝায়, যা ঋণের শর্ত হিসেবে ঋণ গ্রহীতা অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য।[৬৫] ঋণের উপর ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু লেনদেন করা হলে সে অতিরিক্তসহ বলা হয় সুদ।[৬৬] ঋণের চুক্তিতে মূলধনের উপর অতিরিক্ত ধার্য করাকে রিবা বলে যা কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৬৭] শুধুমাত্র সময়ের বিনিময়ে মূলধনের উপর শর্তানুযায়ী অতিরিক্ত যা কিছু আরোপ করা হয়, তাই সুদ।[৬৮]

৪.১.৫.২ সুদ ও মুনাফার পার্থক্য

সুদ ও মুনাফার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। সুদ সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। অপর দিকে মুনাফা সমাজের উৎপাদনমুখিতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। সুদ ও মুনাফার পার্থক্য নিম্নরূপ:

টেবিল ১ : সুদ মুনাফার পার্থক্য বিন্যাস[৬৯]

মুনাফা	সুদ
১. মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার সাথে।	১. সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।
২. মুনাফার জন্য বিক্রেতার পুঁজি, উদ্যোগ, যোগ্যতা, দক্ষতা, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করতে হয়।	২. সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতাকে উদ্যোগ যোগ্যতা ও সময় বিনিয়োগ করতে হয় না।
৩. মুনাফা অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত।	৩. সুদ নিশ্চিত ও নির্ধারিত।
৪. মুনাফার ক্ষেত্রে লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে।	৪. সুদের ক্ষেত্রে লোকসানের কোনো ঝুঁকি নেই।
৫. বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের উপর মুনাফা একবারই করতে পারে।	৫. কোনো ঋণের ওপর সুদ বারবার ধার্য করা যায়।
৬. মুনাফাভিত্তিক কারবারে উৎপাদনশীলতা বাড়ে।	৬. সুদনির্ভর কারবারে উৎপাদনশীলতা কমে।
৭. মুনাভিত্তিক ব্যবসা বিনিয়োগ বাড়ায় ও অনুৎপাদনশীল খাতকে নিরুৎসাহিত করে।	৭. সুদি কারবারে বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং অনুৎপাদশীলতা উৎসাহিত হয়।
৮. মুনাফার প্রভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়ে না।	৮. সুদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে।
৯. মুনাফা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।	৯. সুদ মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করে।

---

৬৫ ড. এম উমর চাপরা, *Towards A Just Monitary System*(যুক্তরাজ্য : দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, লেস্টার, ১৯৮৫), পৃ. ৫৬

৬৬ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিকস্ রিসার্চ ব্যুরো, এপ্রিল ১৯৯২), পৃ. ২

৬৭ এম শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকিং এর দৃষ্টিকোণ থেকে রিবা, বায়' মুশারাকা, মুদারাবা, ইজারা, মুনাফা, ভাড়া ইত্যাদির ধারণা(প্রবন্ধ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৬৮ প্রাগুক্ত।

৬৯ ইকবাল কবির মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৫.৩ আল-কুরআনে রিবা বা সুদ

ধারাবাহিকভাবে সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ:[৭০]

- সুদনিষিদ্ধের প্রথম আয়াত : রাসূল(স.) এর মাক্কী যুগে ৬১৫ খিস্টাব্দে অবতীর্ণ আয়াত, মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন সম্পদ বৃদ্ধি করেনা, কিন্তু যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দিয়ে থাকো তাই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধশালী।[৭১]
- সুদনিষিদ্ধের দ্বিতীয় আয়াত : ৪র্থ হিজরি বা তার কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ আয়াত এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন সম্পদ গ্রাস করার জন্য। আর আমি তাদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।[৭২]
- সুদ নিষিদ্ধের তৃতীয় আয়াত: ওহুদ যুদ্ধের পর বর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ, তোমরা এই চক্রবৃদ্ধি সুদ খেয়োনা এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৭৩]
- সুদ নিষিদ্ধের চতুর্থ/সর্বশেষ আয়াত : মক্কা বিজয়ের পর অবতীর্ণ আয়াতে আল্লাহর বাণী, যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তিরই মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এ জন্য যে, তারা বলে বিক্রয়তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহর বাণী, হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর সুদের যে বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হও।[৭৪]

৪.১.৫.৪ আল হাদীসে রিবা

সুদ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি হল:

- হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ(রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল(স.) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা উভয়ের উপর লানত দিয়েছেন।[৭৫]
- হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ(রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল(স.) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্রের লেখক ও সাক্ষী সকলের উপর লানত দিয়েছেন এবং বলেছেন তারা সকলে সমান অপরাধী।[৭৬]

---

[৭০] ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

[৭১] আল কুরআন, ৩০ : ৩৯

[৭২] আল কুরআন, ৪ : ১৬১

[৭৩] আল কুরআন, ৩ : ১৩০

[৭৪] আল কুরআন, ২ : ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮

[৭৫] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন্ হাজ্জাজ, *আস সহীহ*(বৈরুত : দারুল খাইল ও আফাক আল জাদীদাহ), খ. ৫, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবু আওফা(রা.) বর্ণনা করেন রাসূল(স.) বলেন, সুদভিত্তিক মুদ্রা ব্যবসায়ীদের জাহান্নামের খবর পৌঁছে দিও।[৭৭] অন্য হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা(রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল(স.) বলেছেন, তোমরা ৭টি নিশ্চিত ধ্বংসকারী বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করবে। তার মধ্যে তৃতীয়টি হল সুদ।[৭৮]

৪.১.৫.৫ সুদের প্রকারভেদ

ইসলামী শারী'আহ্‌তে দু'প্রকার সুদের কথা বলা হয়েছে:

(ক) রিবা আল নাসিয়া বা মেয়াদি সুদ, (খ) রিবা আল ফজল বা মালের সুদ।

(ক) রিবা আল নাসিয়া

রিবা আল নাসিয়া প্রকৃত এবং প্রাথমিক সুদ। যেহেতু কুরআনে সরাসরি আয়াতের মাধ্যমে এ ধরনের সুদকে হারাম করা হয়েছে, তাই এটাকে রিবা আল কুরআন বলা হয়।[৭৯] অন্ধকার বা জাহালিয়াত যুগে একমাত্র এ ধরনের সুদকেই বিবেচনা করা হতো বলে এটা রিবা আল জাহেলিয়া নামে ও পরিচিত।[৮০] বিখ্যাত আরব পন্ডিত আবু ইসহাক আল যাযযাজ বলেন, প্রদত্ত ঋণের পরিমাণের অতিরিক্ত উসুল করাই হল সুদ বা রিবা।[৮১] মুজামু লুগাতিল ফোকাহা কিতাবে রিবা আল নাসিয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট মেয়াদের বিপরীতে শারী'আহ্ সম্মত কোনরূপ বিনিময় ছাড়া চুক্তির শর্ত মোতাবেক যে অতিরিক্ত অর্থ বা মাল প্রদান করা হয় তাকে রিবা আল নাসিয়া বা মেয়াদি ঋণের সুদ বলে।[৮২]

(খ) রিবা আল ফজল

ফজল শব্দের অর্থ হল অতিরিক্ত। রিবা আল ফজলের উদ্ভব ঘটে সমজাতীয় জিনিস হাতে নাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে। সমজাতীয় জিনিসের অসম বিনিময়ের মাধ্যমে এ ধরনের সুদের লেনদেন হয়ে থাকে।[৮৩] মুজামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থে রিবা আল ফজলের সংজ্ঞায় বলা

---

৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৭৭ *তাবরানী*, উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৭৮ ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসমাইল ইব্‌ন ইব্রাহিম আল বুখারী, *আল জামী আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০১৭; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *আস সহীহ*(বৈরুত : দারুল খাইল ও আফাক আল জাদীদাহ), খ. ১, পৃ. ৬৪

৭৯ ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী, অনু. এস এম রুলিমুল ওয়াহেদ, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের রূপরেখা*(ঢাকা : জাবালে নুরী প্রকাশনী, মার্চ ২০০৭), পৃ. ২৬,

৮০ মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি, কেন, কিভাবে?*(ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স), পৃ. ৫০

৮১ ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৮২ প্রাগুক্ত।

৮৩ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

হয়েছে, একই জাতীয় পণ্য বা মালের পারস্পারিক বেচাকেনার সময় একপক্ষ অপর পক্ষকে, তার যে বর্ধিত অংশ প্রদান করে তাকে রিবা আল ফজল বলে।[৮৪] মহানবী(স.) বলেছেন, এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করনা।[৮৫] সমজাতীয় দ্রব্য বাড়তি পরিমাণ বিনিময় করলে দ্রব্যের উক্ত পরিমাণকে রিবা ফজল বলা হয়ে থাকে।[৮৬]

৪.১.৬ সুদের কুফল

সুদের কয়েক ধরনের কুফল রয়েছে এগুলো হল, ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক। নিম্নে এগুলো উপস্থাপন করা হল:

- **আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধ :** সুদের কারবার সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে এর পরেও তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রইল।[৮৭]
- **সৃষ্টিকর্তার নিষেধাজ্ঞা :** আল-কুরআনে আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন হারাম করেছেন সুদ। আল্লাহ চক্রবৃদ্ধিসহ সকল প্রকার সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন।
- **জান্নাত থেকে বঞ্চিত :** কুরআনে বলা হয়েছে, আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে (সুদিকারবার) তারাই জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।
- **স্বার্থপরতা ও কার্পণ্য সৃষ্টি :** সুদ মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা ও কার্পণ্য সৃষ্টি করে। সুদভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থা সুদখোরদের মধ্যে, অর্থলিপ্সা, লোভ, স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীণ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে।
- **ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি :** কখনো কখনো ঋণ শোধ দিতে গিয়ে ভিটে মাটি পর্যন্ত নব্য কাবুলিওয়ালা সুদখোরদের হাতে তুলে দিতে হয়। এ জন্য সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, সুদখোর ঋণ দাতাদের বন্ধুভাবার পরিবর্তে শত্রু মনে করে।[৮৮]
- **নৈতিকতা ধবংস :** সুদি কারবারে নিয়োজিত লোকেরা সবসময় অধিক লাভের পিছনে ধাবিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে নীতি ও নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে।[৮৯]
- **সুদ বিত্তবান ও দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ায় :** সুদের অর্থ পেয়ে ধনী আরো ধনী হয়। ঋণগ্রহীতা হয় আরো দরিদ্র। ফলে বৃদ্ধি পায় সামাজিক বৈষম্য।[৯০]

---

৮৪ মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৮৫ ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসমাইল ইব্‌ন ইব্রাহিম আল বুখারী, *আল জামী আস্‌ সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৩২

৮৬ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৮৭ আল কুরআন, ২ : ২৭৯

৮৮ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

৮৯ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৯০ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

- **সুদ জুলুম তৈরি করে :** সুদ একটি বড় জুলুম। সুদখোর সুদদাতার সুবিধা অসুবিধা দেখার বা বোঝার ধার ধারে না তার কাছে ঋণ গ্রহীতার কোন সমস্যাই বিবেচ্য বিষয় নয়।[৯১]
- **সঞ্চয়কারীদের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি :** সুদ মানুষকে কর্মবিমুখ করে। কারণ বিনা পরিশ্রমে সুদ পাওয়া যায় বিধায় বিত্তবানেরা পুঁজিকে ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে জমা রাখে। এ অবস্থা যোগ্যতা সম্পন্ন ও উদ্যোক্তা হতে পারে এমন সব সঞ্চয়কারীকে অলস ও অকর্মন্য বানিয়ে দেয়।[৯২]
- **সুদ কর্মবিমুখতা তৈরি করে :** সুদ এক অলস কর্মবিমুখ মানব গোষ্ঠী তৈরি করে। তারা কোন শ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়াই সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে। এতে তারা অলস, অকর্ম ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে।[৯৩]
- **সুদ বেকারত্ব বাড়ায় :** সুদ ভিত্তিক ব্যবস্থায় পুঁজির এক বিরাট অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োজিত থাকে বলে শ্রমিক ও সম্পদ বেকার থেকে যায়। যাতে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়।[৯৪]
- **সুদ বিনিয়োগে বাধা :** সুদ বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। লর্ড কিনসের মতে, সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে, আর তা বাড়লে বিনিয়োগ কমে।[৯৫]
- **পুঁজিবাদের বিকাশ :** সুদের কারণেই সমাজের দরিদ্র শ্রেণী আরো দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরো ধনী হয়। পরিণামে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য বেড়েই চলে। এভাবে সুদখোর ধনীরা আরো ধনী হয়।[৯৬]
- **মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি :** সুদের কারণে সম্পদের সুষম বন্টন অসম্ভব হয়ে পড়ে। শ্রমিকের সকল উপার্জন কিছু সংখ্যক পুঁজিপতির পকেটে চলে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে।[৯৭]
- **সঞ্চয় কমায় :** কিনসের মতে, 'উচ্চতর সুদের হার প্রকৃত সঞ্চয়কে অবশ্যই কমিয়ে দেয়। করণ সুদ বৃদ্ধি পেলে তা অবশ্যই আয়কে কমিয়ে দেবে। এতে বিনিয়োগ যতটা কমবে, সঞ্চয়ও ততটা হ্রাস পাবে।[৯৮]

---

৯১ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৯২ ড.মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

৯৩ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৯৪ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

৯৫ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*(ঢাকা : প্রকাশনায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ১৯৯৬), পৃ. ৪৯

৯৬ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

৯৭ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৯৮ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

- **দ্রব্যমূল্য বাড়ে :** সুদনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। কারণ এতে উৎপাদিত পণ্যের স্বাভাবিক মূল্যের সাথে সুদের একটা অংশ যুক্ত হয়। ফলে পণ্যের স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়।[৯৯]
- **দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ হ্রাস :** সুদি অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কম হয়। ব্যাংকার ও পুঁজিপতিগণ অধিক পুঁজি দীর্ঘকাল ধরে আটক রাখতে আগ্রহী নয় বলে, বড় বড় ব্যয়বহুল শিল্প কারখানার বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসে না।[১০০]
- **মূলধনের স্থবিরতা :** সুদ অর্থের অবাধ প্রবাহ ও স্বাভাবিক গতিরোধ করে মূলধনকে স্থবির করে তোলে। পুঁজিপতি সুদগ্রহণের মাধ্যমে গড়ে উঠা পুঁজিপতিরা বেশি সুদের আশায় সহসা ঋণ দেয়না, ফলে মূলধন অলস ও স্থবির হয়ে পড়ে।[১০১]
- **ঝুঁকি বহুল বিনিয়োগ হয়না :** অত্যাধিক ঝুঁকি থাকার কারণে বিনিয়োগকারীগণ সুদি ঋণের ভিত্তিতে ব্যয়বহুল শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ করতে অনীহা প্রদর্শন করে।[১০২]
- **বিনিময় হারে অস্থিরতা :** সুদের হারের ঘন ঘন উঠানামা, মুদ্রার বিনিময় হারকে অস্থির করে তোলে এবং বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।
- **স্থিতিশীলতা বিনষ্ট:** অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু সুদ অর্থনীতিকে অস্থির করে তোলে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন পরিবেশ ব্যবহৃত করে এবং অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দেয়।

৪.২ ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি ও বাংলাদেশে এর ক্রমবিকাশ

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামের সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই একটি অবিচ্ছেদ্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মুসলিমগণের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন একই সূত্রে গাঁথা। ইসলামে অর্থনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য, পারস্পরিক লেনদেন প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালাসহ আল্লাহর ঘোষণা, আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন আর সুদ তথা রিবাকে হারাম করেছেন।[১০৩] সুদভিত্তিক কার্যক্রম চালু থাকার কারণে ইসলামী শারী'আহ্ বিধান মেনে আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্য মেনে মুসলিমগণের অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা।[১০৪] অথচ বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক কার্যাদি পরিচালনার জন্য বাংক ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

---

৯৯ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
১০০ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫
১০১ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
১০২ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫
১০৩ আল কুরআন, ২ : ২৭৫
১০৪ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; Board of Editors, *Thoughts on Islamic Banking*(Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, 1982), p. 118

Dhaka University Institutional Repository

অনস্বীকার্য।[১০৫] কিন্তু প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার মারাত্মক অদক্ষতা, সম্পদ, আয়-বন্টনের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য, বিত্তশালী-বিত্তহীনদের মাঝে বিভক্তিকরণ ও সাধারণ জনগণের উপর সুদের বোঝা চাপানোর মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিকে মারাত্মক হুমকি ও ক্ষতির সম্মুখে ঠেলে দিয়েছে। সুদের এহেন বিষময় কুফল হতে বিশ্ববাসী তথা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'সুদমুক্ত মুনাফাভিত্তিক' ব্যাংক ব্যবস্থা।[১০৬]
বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক এর ক্রমাগত সাফল্য ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে চলেছে। সুদ নির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।[১০৭] বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্য ও অগ্রযাত্রা প্রশংসনীয়। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে যে সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

৪.২.১ ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি

ব্যাংকিং পরিভাষাটি প্রাচীনকাল[১০৮] থেকে সবার নিকট পরিচিত হলেও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়টির অতি সম্প্রতি উদ্ভব ঘটেছে।[১০৯] বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও ইসলামী ব্যাংকিং[১১০] ব্যবস্থার সাথে বিশ্ব পরিচিত ছিলনা। ইতোপূর্বে ব্যাংকিং বলতে শুধুমাত্র প্রচলিত

---

১০৫ মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকি কি কেন কিভাবে*(ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮), পৃ. ১৬১; অনু. আব্দুল মান্নান তালিব ও অন্যান্য, *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ১৩৯

১০৬ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১০৭ *ইসলামী অর্থনীতি :* নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১০৮ প্রাচীনকালে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪ শতাব্দীতে প্রাচীন ইরাকে সুমেরীয়রা ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনা করতেন। সে যুগে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটামুটি সংগঠিত রূপলাভ করেছিল। ফলে বিনিময় মাধ্যম রূপে মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ২০ শতাব্দীর প্রাচীন দলিল থেকে জানা যায় বেবিলনীয় সভ্যতায় ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১৮ শতাব্দীতে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের প্রথম আইন বিধি রচিত হয় বলে গবেষকগণ মনে করেন। বেবিলনীয়রা তাদের উপাসনালয়গুলোকে অর্থকড়ি জমা রাখার সুরক্ষিত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য স্থান মনে করতেন। প্রাচীন কালে গ্রীকদের ব্যাংকিং কার্যক্রম বেবিলনীয়দের প্রায় অভিন্ন নিয়মে পরিচালিত হতো। তাদেরও ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোই ছিল ব্যাংকিং লেনদেনের প্রধান কেন্দ্র। তবে সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাগণও জামানত গ্রহণ, ঋণ দান, চেক প্রদান, বিভিন্ন শহরের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় ও স্থানান্তর প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায়। রোমীয়রা তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে গ্রীকদের অনুরূপ পদ্ধতি অনুকরণ করতেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে "শান্সী ব্যাংক" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০৫ খ্রিস্টাব্দে চীনে কাগজ আবিস্কার ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতিতে বিশেষ অবদান রাখে। প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে মিসরিয় আমলে চার্চ থেকে অন্যান্য চার্চের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল। দ্র. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাকস অব বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৮), পৃ. ২৫

১০৯ Mohammad Sharif Hussain, *Islami Banking and Insurance*(Dhaka : Islami Bank Bangladesh Limited, 1990), p. 13

১১০ ব্যাংকিং বলতে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বোঝায়। কিছুদিন আগেও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং বলতে এ ব্যাংককেই বোঝাতো, যা একমাত্র সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত। একথা স্বীকৃত যে, সুদভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনের সাথে এতটাই জড়িত হয়ে গিয়েছিল যে, অন্যরাতো দূরে থাক, শারী'আহ্ বিশ্বাসী বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত মানুষের কাছেও সুদমুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কল্পনার বাইরে ও

Dhaka University Institutional Repository

সুদভিত্তিক পুঁজিবাদি ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝাতো।[১১১] তবে ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছিল। মহানবী(স.) এর আবির্ভাবকালে তৎকালীন মক্কায় অর্থ আমানত ও বিনিয়োগের তিনটি পদ্ধতির প্রচলন ছিল লক্ষণীয়: [১১২]

- বিশ্বস্ত লোকের কাছে আমানত রাখা।
- অংশীদারি ভিত্তিতে ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ।
- সুদে টাকা লগ্নি করা।

রাসূল(স.) নবুওয়াত লাভের আগেই আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি নবুওয়াতের অনেক আগেই হযরত খাদিজা(রা.) এর সাথে মুদারাবা পদ্ধতিতে অংশীদারি কারবারে নিয়োজিত হয়েছিলেন।[১১৩] অবশ্য ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজে সুদের কারবার ছিল নিত্য নৈমিত্তিক। ধনী ইয়াহুদিরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এ কারবার করত এবং সুদ অনাদায়ে স্ত্রী, পুত্র, দাস-দাসীগণ তাদের করায়ত্ব করত।[১১৪] মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সকল প্রকার সুদি কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। ইসলামের প্রথম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাসূল(স.) প্রতিষ্ঠা করেন 'বায়তুল মাল'।[১১৫] কাঠামোগতভাবে বায়তুল মাল কোন মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ছিলনা, ফলে একে রাষ্ট্রীয়

অবাস্তব বলে পরিগণিত ছিল। দ্র. ডাঃ এ. আর. খান, *বাংলাদেশের আর্থ-সামজিক উন্নয়ন : ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা*(ঢাকা : আই.বি.বি.এল ত্রৈমাসিক জার্নাল, ১ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জানু-জুন, ১৯৯৩), পৃ. ৬৪

১১১ *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কোন ফিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১১২ মোহাম্মদ আবুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১১৩ প্রাগুক্ত।

১১৪ Dr. Shahid Hasan Siddiqui, *Islamic Banking*(Karachi : Royal Book Company, 1994). p. 3; *Thoughts on Islamic Banking,* Ibid, p. 74; হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩), পৃ. ১৫৭-৫৮

১১৫ বায়তুল মাল শব্দটির অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার। মহানবী(স.) কর্তৃক মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মুসলিমগণের তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে অর্থ প্রশাসন গড়ে তোলা হয় ইসলামের ইতিহাসে তাকেই বায়তুল মাল বলে। জিজিয়া, যাকাত, গানীমাহ ইত্যাদি ছিল বায়তুল মালের আয়ের কেন্দ্রবিন্দু। বায়তুল মাল ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে এ অর্থ ভান্ডারে তাদের নিজস্ব কোন কর্তৃত্ব ছিলনা। সে যুগের ইসলামী রাষ্ট্রে তিন ধরনের বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। (১) বায়তুল মাল আল-খাছ, এটা ছিল রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা খলীফাদের তহবিল। খলীফা ও রাজকর্মচারিদের আয়-ব্যয়, বেতন-ভাতা, উপঢৌকন, পেনশন ইত্যাদি ছিল এ তহবিলের অন্তর্ভূক্ত। (২) বায়তুল মাল, এটিই ছিল মুসলিমগণের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্বরূপ। অবশ্য আধুনিক ব্যাংকের মত এত ব্যাপক কাজ এর ছিলনা। প্রাদেশিক গভর্ণরদের এখতিয়ারে এটা থাকতো। (৩) বায়তুল মাল আল-মুসলেমীন, এটাকে বলা হতো মুসলিমগণের কোষাগার। যদিও সকল ধর্ম-বর্নের লোক এ তহবিল ব্যবহার করতে পারতো। এ তহবিলের অর্থ দ্বারা রাস্তা-ঘাট, পুল, ব্রীজ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ করা হতো। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪), খ. ১৫, পৃ. ৫৯৪-৬০৫; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১৫৮-৬০; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা*(ঢাকা : আর, আই, এস, পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬), পৃ. ১৯৪-১৯৫; ড. এম এ মান্নান, অনু. আলী আহমদ রুশদী, *ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩), পৃ. ১৫৭-১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

কোষাগার বলা যেতে পারে।[১১৬] সমকালীন বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা পনেরশত বছর পূর্বে আরবে রাসূল(স.) কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত বায়তুল মালেরই নবতর সংস্করণ। বায়তুল মালের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ও আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা হতো।[১১৭] খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও বায়তুল মাল বহাল ছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ও আর্থিক লেনদেন বায়তুল মালের মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের বায়তুল মাল ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ছিল। এসময় মুসলিম বিশ্বের উপর পাশ্চাত্য শক্তি প্রভাব বিস্তার কারার ফলে সুদনির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয় এবং বায়তুল মাল ভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।[১১৮] সুদমুক্ত ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থাপনা ধ্বংস করার জন্য ইয়াহুদি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুদি ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তণের মাধ্যমে সুদকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়।[১১৯] ইয়াহুদি জাতি ব্যাংকসমূহে সুদ প্রবর্তন করে এবং পরবর্তীতে খ্রিস্টানরাও তাদের অনুসরণ করে। ক্রমান্বয়ে মুসলিমগণও বাধ্য হয়ে সুদি কারবারে জড়িয়ে পড়ে।[১২০]

ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের সম-সাময়িককালে বস্তুবাদী সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে পুঁজিবাদী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এরপর ইউরোপের রাজনৈতিক সাফল্যের সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমনকি মুসলিম দেশেও সুদি ব্যাংক ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কালের বিবর্তনে এ ব্যবস্থার ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সুদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এর বিষময় কুফল হতে বাঁচার পথ খুজতে থাকেন। বিশ্ব অর্থনীতির এমনি এক সংকটময় সময়ে ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে শুরু হয় সুদমুক্ত মুনাফাভিত্তিক ব্যাংকিং এর চিন্তাভাবনা।[১২১]

৪.২.২ ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন

ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ইতিহাসকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে এ আন্দোলন কেবল চিন্তা ও তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ ব্যবস্থা কোথাও

---

১১৬ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৬; ড. এম. এ মান্নান, অনু. আলী আহমদ রুশদী, *ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮

১১৭ Mohammad Taher (ed.), *Studies in Islamic Economics*(New Delhi : Anmul Publications Pvt Ltd, 1997), pp. 139-141; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৮), পৃ. ২৬০

১১৮ এম. রুহুল আমিন, অনুদিত *ইসলামী ব্যাংকিং ও যাকাত*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ. ১; ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*(চট্টগ্রাম : গাউছিয়া হক মঞ্জিল, মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, ১৯৯৮), পৃ. ২৫০

১১৯ *ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭

১২০ *ইসলামের অর্থনীতি*, পৃ. ২৪৬; *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

১২১ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারি উদ্যোগে এবং কোথাও রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ নেয়। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ পূনর্গঠনের আকাংখা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে অধিকতর সংহত রূপ লাভ করে। এ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ রচনার ক্ষেত্রে মুসলিমগণের চিন্তার রাজ্যে ঝড় তোলেন কতিপয় বিশ্ববরেণ্য মণীষী।

চল্লিশের দশকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ও স্বাধীনতা অর্জনের ফলে বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি উচ্চারিত হতে থাকে। পঞ্চাশের দশকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চিন্তা ও গবেষণা কার্যক্রম অধিকতর জোরদার হয়। ইসলামী চিন্তাবিদগণের বক্তব্য ও লেখালেখি ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাস্তব রূপ লাভ করে এবং ষাটের দশক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক, বিমা, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[১২২]

১৯৬৩ সালে মিশরীয় ব-দ্বীপ শহর নীলনদের পাশে অবস্থিত মিটগামার এ প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং ধারণার প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়নের পদক্ষেপ শুরু হয়। এ সালেই মিশরের 'মিটগামার' নামক স্থানে 'মিটগামার ইসলামী সেভিংস ব্যাংক' নামে আধুনিক কালের সর্ব প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২৩] মিশরীয় অধিবাসী 'ড. আহমদ আল-নাজ্জার' ছিলেন এ ব্যাংকের রূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্ব-উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করেন।[১২৪] এ ব্যাংকটিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে মিশরে ১৯৬৩-৬৭ সাল পর্যন্ত আরো নয়টি

---

১২২ *ইসলামী ব্যাংক : একটি উন্নতর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬; *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

১২৩ Abdur Rahim Hamdi. *Islamic Banking*(Islamabad: Institute of policy studies, 1992), p.7; ড. মুহম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯; মিটগামার মিশরের একটি উল্লেখযোগ্য শহর। এ শহরটি রাজধানী কায়রো থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে নীল নদের পাশে অবস্থিত। শহরটি মূলত একটি দ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত এজন্য একে মিশরীয় ব-দ্বীপ শহরও বলা হয়। আবার কেউ কেউ একে Small Village বলেও উল্লেখ করেছেন। শিল্প সভ্যতায় ভরপুর এই শহরটিতেই বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক "মিটগামার সেভিংস" ব্যাংকটি যাত্রা শুরু করে। দ্র. *Readings in Islamic Banking*, Ibid, p. 254; *ইসলামী ব্যাংক : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬

১২৪ ড. এ. আর. খান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ত্রৈমাসিক জার্নাল, জানু-জুন ১৯৯৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; Nicholas Dylan Ray, *Arab Islamic banking and the Renewal of Islamic Law*(London : Graham and Trotman, 1995), p.5; আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর রূপকার মূলত ড. আহম্মদ আল-নাজ্জার। তারই উদ্যোগে বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। মিশরীয় বংশোদ্ভুত এই মণীষী যুক্তরাজ্য ও জার্মানীতে পড়াশুনা ও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক বিষয়ে একাধিক বই পুস্তক লিখেছেন। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক এর আজকের যে অবস্থান এবং যাদের বই পুস্তককে অনুসরণ করে ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ড. নাজ্জার তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি। এর পাশাপাশি তিনি ব্যক্তি জীবনে একাধিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামী ব্যাংকস' এর সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। তারই উদ্যোগে মিশরে 'ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক' নামে অপর একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এ ব্যাংকের উপদেষ্টা সদস্য ছিলেন। ৭০ এর দশকে তিনি OIC এর অর্থনীতি বিষয়ক প্রধান ছিলেন।

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ১০ লক্ষ লোক এ ব্যাংকের আওতাভুক্ত হয়। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন মিশরীয় সমাজতান্ত্রিক সরকার সকল ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেও ইসলামী ব্যাংকিং এর আশাতীত সাফল্য মিশরীয় জনগণ এবং অন্যান্য আরব দেশে একটি স্থায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়। জনগণের দাবি-আকাংখার প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে নাসের সোস্যাল ব্যাংক নামে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২৫]

বিশ্বে মালয়েশিয়াতেই সরকারি উদ্যোগে হজ্জ্ব পালনেচ্ছুদের আমানত সংরক্ষণ ও হাজীদের যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬৯ সালে "তাবুং হাজী" নামে এই বিশেষায়িত সর্ব প্রথম ইসলামী ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৭০ সালে মুসলিম দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) গঠিত হয়।[১২৬] এ সালেই ইসলামী সম্মেলন সংস্থা পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে সৌদি বাদশাহ শাহ মোহাম্মদ ফয়সাল মুসলিম দেশগুলোর ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী শারী'আহ্‌তের আলোকে পুনঃগঠনের উদাত্ত আহবান জানান। এরপর ১৯৭২ সালে "নাসের সোস্যাল ব্যাংক" নামে মিশরে দ্বিতীয় বারের মতো ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১২৭]

ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank) প্রতিষ্ঠা।[১২৮] ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর

---

১২৫ ড. মুহম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

১২৬ বিশ্ব মুসলমানদের নিজস্ব আদর্শ ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত এবং মুসলিম দেশসমূহের মাঝে আর্থ-সামাজিক সাহায্য সহযোগিতা ও সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য দৃঢ় করার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (Organization of Islamic Confrence) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে OIC এর সদস্য সংখ্যা ৫৭ (ফিলিস্তিনসহ) OIC দেশ সমূহের লোক সংখ্যা ১২৫ কোটির মত যা বিশ্বের মোট লোকের ২৫ শতাংশ। এর বর্তমান সদর দপ্তর জেদ্দায় অবস্থিত। দ্র. *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

১২৭ *A Hand Book of Islamic Banking and Foreign Exchange operation,* Ibid, p. 2; "কোন কোন গ্রন্থে ১৯৭২ সালের জায়গায় ব্যাংকটি ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।" দ্র. *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১২৮ "বিশ্বে মুসলিম দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী দেশসমূহের উদ্যোগে ১৯৭৫ সালে সৌদী আরবের জেদ্দায় Islamic Development Bank বা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লগ্নে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২২, বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫২। এর সদস্য হতে হলে সে দেশকে অবশ্যই OIC এর সদস্যভুক্ত হতে হবে। ব্যাংকটির প্রধান অফিস সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। এছাড়া পরবর্তীতে মরক্কোর রাবাত, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ও আলমাআতারে তিনটি আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুদবিহীন লেনদেন-বিনিয়োগ ও বাণিজ্য পরিচালনা করা এবং সদস্য দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখি প্রকল্প সমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান; বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন, সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যেকোন শারী'আহ্ সম্মত প্রয়াসে সহযোগিতা দান করার উদ্দেশ্যেই IDB তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রতিষ্ঠালগ্নে IDB এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি ইসলামী দিনার, পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে তা বৃদ্ধি করে ৬০০ কোটি ইসলামী দিনারে উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ ইসলামী দিনার ৭০ টাকার সমান। বর্তমানে ব্যাংকটি সারা বিশ্বে সাফল্যের সাথে তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।" দ্র. *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-৭৪; *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-২১; *Thoughts on Islamic Banking,* Ibid, pp. 85-86

Dhaka University Institutional Repository

OIC এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে IDB ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক নামে মুসলিম দেশসমূহের সমন্বয়ে একটি আন্তার্জাতিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ইসলামী দেশসমূহের প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে এ ব্যাংকের সদন স্বাক্ষর করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে জেদ্দা নগরীতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক IDB প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১২৯]

মুসলিম দেশসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে IDB এর পরিচালিত কার্যক্রম বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করে।[১৩০] এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে "দুবাই ইসলামী ব্যাংক" ১৯৭৭ সালে সুদানে "ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক" কুয়েতে "কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস" এবং মিশরে "ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৩১] অবশ্য ১৯৭৬ সালে জোহান্সবার্গে "জামী ব্যাংক" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে International Association of Islamic Bank (IAIB) নামে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৮ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে মুসলিম পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে সকল মুসলিম দেশসমূহের ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য উদাত্ত আহবান জানানো হয়। এ আহবানে সাড়া দিয়ে উক্ত সালে 'জর্ডান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' ও লুক্সেমবার্গে- 'ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং এস.এ. প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭৯ সালে 'বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক' ও 'ইসলামী ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড বাহামা' প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান ও ইরান সরকার সেদেশের সকল ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী করণের উদ্যোগ এ সময়েই গ্রহণ করেন।

১৯৭৯ সালে দুবায় ইসলামী ব্যাংকের সদর দপ্তরে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উপর গৃহীত নীতিমালা মুসলিম বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মপরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে এবং সারা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সাড়া পড়ে যায়।[১৩২] ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে সৌদী প্রিন্স মুহাম্মদ আল-ফয়সালের উদ্যোগে দারউল মাল আল-ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮১-৮২ সালে ইসলামী ব্যাংক ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকায় তার কার্যক্রম তরান্বিত করে। এসময় DMI পশ্চিম আফ্রিকা, তুরস্ক, বাংলাদেশ, ফিলাডেলফিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় তার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে।

---

১২৯ *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং, কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১৩০ *আধুনিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; IDB এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বা হয়েছে, 'The purpose of the bank is economic development and social progress of member countries or muslim communities in accordance with the principles of Islamic Shariah.' cf. *Thoughts on Islamic Banking*, Ibid, p. 85

১৩১ *Thoughts on Islamic Banking*, Ibid, p. 85; *আধুনিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৩২ ড. মুহম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত OIC এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বক্তৃতাকালে বাংলাদেশের তৎকালিন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মুসলিমগণের জন্য একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।[১৩৩] ১৯৮২ সালে 'ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউস (লন্ডন)' 'কিবরিজ ইসলামিক ব্যাংক' (লেপকোসা, নিকোশিয়া), আমানা ব্যাংক (ফিলিপাইন) এবং তুর্কি-সাইপ্রাস ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়া ও তুরস্কে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাশ করা হয়। এবছরই ৩০ মার্চ বাংলাদেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে ইরান সেদেশের গোটা ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পূণর্গঠন করে। এ সালেই 'তাদামুন ইসলামী ব্যাংক' (সৌদি আবর) 'ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক' (গিনী), 'ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক (নাইজার), 'আল-রাজি ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (সৌদি আরব) প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩৪] এছাড়া ১৯৯৩ সালে মালয়েশিয়া তাদের গোটা আর্থিক ব্যবস্থা ইসলামীকরণের ঘোষণা দেয়। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, সেনেগাল, মিশর, বাহামাস, সুদান, সুইজারল্যান্ড, বাংলাদেশ, জর্ডান, আম্মান প্রভৃতি দেশে ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৩৫]

নব্বই এর দশক শুরু হবার পূর্বেই বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিম বিভিন্ন দেশে একশরও বেশি ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বে বর্তমানে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, তথা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, আর্জেন্টিনা, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ ও ইন্ডিয়ার মত অমুসলিম দেশসহ ৪০-৫০টি দেশে প্রায় (৩০০) তিনশতের অধিক ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রমের সাফল্য অব্যাহত রেখে চলেছে।[১৩৬]

আর বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বের একমাত্র কল্যাণমূলক ব্যাংকিং-এর ধারক ও বাহক হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করতে কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছে কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে পদ্ধতি হিসেবে ইসলামী ব্যাংক আন্তর্জাতিক রূপ লাভে সক্ষম হয়েছে।[১৩৭]

---

১৩৩ *Islamic Banking and Insurance,* ibid, p. 37
১৩৪ ড. মুহম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
১৩৫ *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং, কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
১৩৬ *Islami Bank 18 years of progress,* Ibid, p. 9
১৩৭ *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৩ একনজরে ইসলামী ব্যাংক ও সুদভিত্তিক ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের পার্থক্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

টেবিল ২ : ইসলামী ব্যাংক ও সুদভিত্তিক ব্যাংকের পার্থক্য[১৩৮]

ইসলামী ব্যাংক	সুদভিত্তিক ব্যাংক
উৎস	
ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।	সুদভিত্তিক ব্যাংক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অংশ।
উদ্দেশ্য	
মাকাসিদ আল-শারী'আহ্ অর্থাৎ ইসলামের আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য।	শারী'আহ্র উদ্দেশ্য অর্জনে এ ব্যাংক ব্যবস্থার কোন চিন্তা, উদ্যোগ বা কর্মসূচি নেই। ব্যাংকের মালিকদের পুঁজি বাড়ানোই সুদভিত্তিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য।
সম্পদের প্রবাহ	
সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দিকে সম্পদের প্রবাহ ধাবিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম কর্মকৌশল।	সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় সম্পদের প্রবাহ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের দিকে ধাবিত হয়।
অগ্রাধিকার	
আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানো এবং সকল স্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করে।	সুদভিত্তিক ব্যাংক বিত্তবানদের স্বার্থে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। অর্থায়নের জন্য প্রকল্প নির্বাচনে কোন নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের মানদণ্ড কাজ করে না। ফলে সুদভিত্তিক ব্যাংকের কার্যক্রম আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে।
শারী'আহর বিধি নিষেধ	
ইসলামী ব্যাংক হালাল পদ্ধতিতে জমা সংগ্রহ করে এবং হালাল খাতে ও হালাল পদ্ধতিতে সে তহবিল বিনিয়োগ করে।	সুদভিত্তিক ব্যাংকের জমা সংগ্রহ ও লগ্নিসহ কোন কার্যক্রমে হালাল-হারামের বিধান পাওয়া যায় না।
ঝুঁকি গ্রহণ	
ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাকারীগণ বিনিয়োগের ঝুঁকি বহন করে।	সুদি ব্যাংকে জমাকারী কোন ঝুঁকি বহন করে না। মূল জমা কার্যক্রমে হালাল-হারামের বিধান অনুসরণ করা হয় না।
পুঁজির বিকাশ	
ইসলামী ব্যাংক তার সঞ্চয় ও জমা গ্রহণের নীতি এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশের সহায়তা করে।	এই ব্যবস্থায় পূর্বনির্ধারিত সুদ পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ করে এবং অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।
সামাজিক দায়বদ্ধতা	
ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থায় ব্যবসায়ের নীতি ও কর্মকৌশলে অনগ্রসর সমাজের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রাধান্য পায়।	ব্যবসায়ের সামগ্রীক আয়োজন কতিপয় পুঁজিদারের মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিবেদিত।

৪.২.৪ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ নব্বই বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কলোনিরূপে শাসিত হয়েছে এবং তারও আগে পুরো একশ বছর এ ভূখণ্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামক একটি বিলাতি ব্যবসায়ী কোম্পানি ও তাদের

---

[১৩৮] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা কেন্দ্রিয় দালাল সহযোগী শ্রেণীর নির্বিচার ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্র ছিল।[১৩৯] এ সময় মানুষ দীর্ঘদিন উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং তাদের দেশিয় লুটেরা সহযোগিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বিশ্বাসগতভাবেই সুদের বিরোধী এদেশের জনগণ। বাংলাদেশের ফকীর বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ফরায়েযি আন্দোলন এবং শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির আন্দোলনে সুদ উচ্ছেদের দাবি ছিল সমুচ্চারিত।[১৪০] সুদের বিরুদ্ধে জনগণের ঐতিহ্যগত ক্ষোভ ও ঘৃণার পরিচয় এদেশের নানা কাহিনী ও উপখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে।[১৪১] সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সে প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশের কক্সবাজার ও যশোরসহ একাধিক এলাকায় সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার প্রচেষ্টার কথা জানা যায়।[১৪২]

১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) বৃটিশ শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি লাভের পরপরই ইসলামী শারী'আহ্‌র আলোকে পাকিস্তানের অর্থ ব্যবস্থা ঢেলে সাজনোর দাবি তীব্র হতে থাকে।[১৪৩] ১৯৪৭ সালের ১ জুলাই স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার ভাষণে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তানে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতর্বনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।[১৪৪] উল্লেখ্য যে, বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে মুসলিমগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'ইসলাম' শ্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বরাই কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।[১৪৫] পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই পাকিস্তানের

---

১৩৯ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা*(ঢাকা : সাপ্তাহিক মনজিল, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৫, সেপ্টেম্বর ২০০১), পৃ. ১৩

১৪০ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

১৪১ বাংলাদেশের জনগণ ঐতিহ্যগতভাবেই সুদের বিরোধী। সুদের বিরুদ্ধে তাদের আমৃত্যু সংগ্রাম ক্ষোভ ও ঘৃণার পরিচয় এদেশের নানা পুরান-উপাখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন কোন কোন এলাকার লোকেরা বিশ্বাস করতো সাত জন সুদখোরের নাম লিখে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিলে সে গরুর ঘাড়ের পোকা পড়ে যায়। জনগণের এ সব মনোভাব তাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধেরই প্রমাণ বহন করে। দ্র. *A Hand Book of Islamic Banking and Foreign Exchange Operation*, Ibid, pp. 2-3

১৪২ ড. মোহাম্মদ মুহিব উল্লাহ ছিদ্দিকী *"বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে সুদ: প্রতিকার প্রচেষ্টা ও সামাজিকীকরণ প্রয়াস" Thoughts on Economics*(Dhaka : The Quarterly Journal, IERB, V. 10, No. 3 & 4, Jul-Dec 2000), pp. 80-89

১৪৩ আব্দুল আওয়াল সরকার, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : ত্রৈমাসিক জার্নাল, জানু-জুন ১৯৯৩), পৃ. ৮৪

১৪৪ *A Hand Book of Islamic Banking and Foreign Exchange Operation,* Ibid, pp. 3-4; স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর মরহুম জাহিদ হোসেন ঘোষণা করেছিলেন, "Banking practices must be subjected to careful scruting on scientific lines by competent economists well acquainted with the basic principles and requirements of Islam and that the research organization proposed to be established by the state Bank of Pakistan would devote special and unremitting attention to this most important aspect of our ideological problem," দ্র. আব্দুল আওয়াল সরকার, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১৪৫ তুরস্কের একজন ইতিহাসবিদ মি. তুরপাক বলেছেন, Countries under colonial rule with incipient national movements, religion became a symbol of identity with the cultural heritage of the indigenous peoples which the colonial powers had attempted to destroy. Hence religion was used

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক নেতারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন দায়িত্ব বোধ করেননি। ক্ষমতাসীনদের এই অনিহা ও একটি ব্যাংক ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের উপযোগী দক্ষ জনশক্তির অভাবের দরুন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার এই গণদাবি পাকিস্তান আমলে পূরণ হয়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্সের মাধ্যমে সুদমুক্ত ব্যাংক প্রবর্তনের দাবি জানাতে থাকেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে মর্যাদা লাভের পর বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সেই পূর্বেকার প্রচেষ্টা আরো জোরদার হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন মহল থেকে ইসলামী ব্যাংক চালু করার দাবি উঠতে শুরু করে। এসকল দাবির প্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[১৪৬]

৪.২.৫ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

৪.২.৫.১ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সরকারি পর্যায়

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে লাহোর সম্মেলনে OIC এর সদ্যস্য পদ লাভ করে।[১৪৭] ঐ বছরের আগস্টে বাংলাদেশ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সনদে স্বাক্ষর করে। এই সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী শারী'আহ্‌র ভিত্তিতে পরিচালনা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।[১৪৮] বাংলাদেশ OIC ও IDB এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে দেশে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো সেই প্রতিশ্রুতি এবং সদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।[১৪৯]

১৯৭৮ সালে এপ্রিল মাসে ঢাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ এ সম্মেলনে অংশ নেয়।[১৫০] ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এ দেশে দুবাই ইসলামী ব্যাংকের মতো একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।

---

as an effective tool for social and political mobilization." দ্র. আব্দুল আওয়াল সরকার *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০

১৪৬ ড. আহমেদ আল-নাজ্জার ও অন্যান্য, অনূ ও সম্পাদিতঃ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও অধ্যাপক শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?*(ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২য় সং, ১৯৮৪), পৃ. ৮৭

১৪৭ *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

১৪৮ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

১৪৯ *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১৫০ তাজুল ইসলাম ও আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ সালের মে মাসে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত OIC পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে সকল ইসলামী দেশে শাখাসহ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক চালুর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

১৯৮০ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা পরিচালক জনাব এ. এস. এম. ফখরুল আহসান দুবাই ইসলামী ব্যাংক ও মিশরের ফয়সাল ইসলামী ব্যাংকিং এর কায়রো অফিস পরিদর্শন করেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে তিনি সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।[১৫১]

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে মক্কায় ও তায়েফে অনুষ্ঠিত OIC এর তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ ইসলামী দেশসমূহের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার কথা প্রস্তাব করে।[১৫২]

১৯৮১ সালের মার্চে খার্তুমে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য দেশসমূহের এক সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর এর আহবানে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত কাঠামো উদ্ভাবনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালের এপ্রিলে অর্থমন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে লেখা এক পত্রে পাকিস্তানের অনুরূপ বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের সকল শাখার পরীক্ষামূলকভাবে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার চালু করার এবং এজন্য পৃথক লেজার বুক রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।[১৫৩]

এতদুদ্দেশ্যে ১৯৮১ সালের ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের সভাপতিত্বে এক সভায় অবিলম্বে দেশের সকল জেলা সদরে সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের একাধিক ইসলামী শাখা খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৫৪] ১৯৮১ সালের জুন মাসে জেনেভায় ইসলামী ব্যাংকিং ও ইন্সুরেন্স বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি অংশ নেয়। এর কিছু সময় পরে কায়রোতে ২৯ আগস্ট হতে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত একটি উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ থেকে ৪ জন কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়।[১৫৫]

---

১৫১ *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬

১৫২ *সুদ ও ইসলামী ব্যাংক কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩; প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তার ভাষণে বলেন, The Islamic countries should develop a separate banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce. Both in the public and private sectors the Islamic countries would promote joint ventures and financial institutions, which could profitably use the Islamic investment. We (The Islamic countries) should promote an Islamic Development Authority or Corporation, which could function promarily on a commercial basis. The activities of the Islamic Development Bank should be expanded considerably not only in terms of project financing but also in the field of research and consurtancy services. cf. *Islamic banking and insurance*, Ibid, p. 37

১৫৩ *A Hand Book of Islamic Banking and Foreign Exchange Operation,* Ibid, pp. 5-6

১৫৪ *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১

১৫৫ *A Hand Book of Islamic Banking and Foreign Exchange Operation,* Ibid, p. 6; ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রন্থের ভাষ্যানুযায়ী উক্ত সেমিনারে ৬ জন অর্থনীতিবিদকে পাঠানো হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে

১৯৮১ সালের ২১ অক্টোবর থেকে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে সর্ব প্রথম ইসলামী ব্যাংকের উপরে মাসব্যাপী আন্তঃব্যাংক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়।

৪.২.৫.২ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : বেসরকারি পর্যায়

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেশ কিছু সংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের মধ্যে (ক) ইসলামী ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো(IERB) (খ) বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন-ওয়াকিং গ্রুপ ফর ইসলামিক ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ(BIBA) (গ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট(BIBM) (ঘ) বায়তুশ শরফ ফাউন্ডেশন ও (ঙ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৫৬] এছাড়াও মুসলিম বিজনেসম্যান সোসাইটির ব্যানারে একদল মুসলিম ব্যবসায়ী বেসরকারি পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর ব্যাপারে সরকারি পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত দেশের নানা জায়গায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বহু সংখ্যক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে।

১৯৭৯ সালের শুরু থেকে বেসরকারি পর্যায়ে এদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গণ সচেতনতা ও প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়।[১৫৭] ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে IERB এর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী অর্থনীতির উপর এক সফল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে IERB এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকের উপর প্রস্তাবিত তিনদিন ব্যাপী (১৫-১৭ ডিসেম্বর) একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় জনাব এ. আর লস্করকে আহবায়ক করে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর ১৭ ডিসেম্বর রাতে ফারইস্ট হোটেলে বিজনেসম্যান সোসাইটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক স্থাপনের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত আহবায়ক কমিটি একই সঙ্গে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানিও গঠন করেন এবং এ সোসাইটি ইকুইটি ক্যাপিটাল সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রধান ভূমিকা পালন করবে।[১৫৮]

এবং সেমিনারটি নাম ছিল- International Advanced Course on Islamic Banking and Economics, দ্র. *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১৫৬ *A Hand Book of Islamic Banking and Foreign Exchange Operation,* Ibid, p. 7

১৫৭ তাজুল ইসলাম ও আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১৫৮ *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

১৯৮১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট(BIBM) ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর দুদিনব্যাপী (১৮ ও ১৯ মার্চ) এক সেমিনারে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।[১৫৯] ১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর হতে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর আন্তব্যাংক প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, আটটি রাষ্ট্রয়ত ব্যাংক ছাড়াও বিআইবিএম ও প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঢাকা লি. এর ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

১৯৮২ সালের জানুয়ারিতে (১৮-৩০) বিআইবিএম(BIBM)ও ইসলামী ব্যাংকিং এর উপরে একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে।[১৬০] বিআইবিএম(BIBM) ১৯৮২ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে মাসব্যাপী পাঁচটি সন্ধ্যাকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে যেখানে ২১১ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

৪.২.৫.৩ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : চূড়ান্ত পর্যায়

(১) ১৯৮২ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারি উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংক স্থাপনের জন্য সরকারের অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়।

(২) এদেশে বেসরকারি খাতে যৌথ উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি সমীক্ষা মিশন বাংলাদেশ সফর এসে বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ইসলামী সম্ভাব্যতা ও তাতে IDB এর মূলধন বিনিয়োগের পক্ষে সুপারিশ পেশ করেন।[১৬১]

(৩) শেষ পর্যায়ে ১৯৬২ সালের ২০ নং ব্যাংকিং কোম্পানি অর্ডিনেন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক এর পত্র নং বি.সি.ডি(ডি)২০০/৩৮-২৮৯ মাধ্যমে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক এর কার্যক্রম শুরু করার অনুমোদন পায়। ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' নামে দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এটি ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট এর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।[১৬২]

৪.৩ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচিতি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পদাংক অণুসরণ করে বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আরও কয়েকটি প্রচলিত

---

[১৫৯] *আধুনিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

[১৬০] এটি ছিল BIBM এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স। এতে বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ৩২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। দ্র. *A Hand Book of Islamic Banking and Foreign Exchange Operation,* Ibid, p. 7

[১৬১] ড. মুহম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯; *A Hand Book of Islamic Banking and Foreign Exchange Operation,* Ibid, p. 7

[১৬২] *আধুনিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক একই সাথে সুদভিত্তিক ও পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলে ব্যাংকিং কাজ পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হল, (১) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (২) আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড (৩) আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৪) স্যোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৫) শাহ জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৬) এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড (৭) ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। নিম্নে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচিতি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলঃ

৪.৩.১ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচিতি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসাবে ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন (বর্তমানে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন) অনুযায়ী একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি রূপে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ নিবন্ধিত হয় এবং একই বছরের ৩০ মার্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১২ আগস্ট হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।[১৬৩] আইবিবিএল হচ্ছে দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার ব্যাংক।[১৬৪]

আইবিবিএল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের বাস্তব সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাজধানী ঢাকার ৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় (মতিঝিল) ১৮ (আঠার) তলা বিশিষ্ট নিজস্ব আধুনিক ভবনে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।[১৬৫] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের একটি উন্নয়নশীল ও সফলভাবে কার্যকর আর্থিক প্রতিষ্ঠান।[১৬৬]

আইবিবিএল এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যাবলি

আইবিবিএল এর প্রধান প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:[১৬৭]

- শারী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম, ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে আশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন, অংশদারি এবং ঝুঁকি বহন ভিত্তিতে বিনিয়োগ ও প্রাপ্ত মুনাফা বন্টন করা।

---

১৬৩ *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১০-২০১১*(ঢাকা : ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার), পৃ. ৭৩

১৬৪ Mohammad Arif and M.A Mannan (eds.), *Developing A System of Financial Instruments*(Jeddah : Islamic research and training institute, Islamic development bank, 1990), p. 207

১৬৫ *বার্ষিক প্রতিবেদন*(ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১০), পৃ. ৭১

১৬৬ Shafiqur Rahaman, Jesmin pervin, Sadia Jahan, Nakib Nasrullah and Nasrin Begum. *Socio-economic Development of Bangladesh: The Role of Islami Bank Bangladesh Ltd.* World Journal of Social Sciences. v. 1, No. 4, September 2011, pp. 85-94.

১৬৭ *ইসলামী ব্যাংক ব্যাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯; *ইসলামী ব্যাংকি : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

- কল্যাণমুখি ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, পল্লী এলাকার দরিদ্র, অসহায় ও নিম্ন আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সহযোগিতা, জনকল্যাণমূলক কাজ ও ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগির ভূমিকা পালন করা।
- শারী'আহ বোর্ড ইসলামী ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যথার্থতা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান, হালাল বিনিয়োগ, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে কাজ করা।

আইবিবিএল এর পরিচালনা পরিষদকে সাহায্য করার জন্য সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন নির্বাহী কমিটি রয়েছে। ব্যাংকের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন মরহুম মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক লস্কর।[১৬৮] বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক আবু নাসের মোহাম্মদ আব্দুজ জাহের।[১৬৯]

টেবিল ৩ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান চিত্র[১৭০]

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	৩০ জুন'১২ (প্রাক্কলিক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	২০০০০	২০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬১৭৮	৭৪১৩	১০০০৮	১০০০৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৩৯২৮	১৬০৮১	১৮৯৯৪	২৩৬২৩
৪।	মোট আমানত	২৪৪২৯২	২৯১৯৩৫	৩৪২২৩৮	৩৭০০০০
	ক) তলবি আমানত	৩০৪৯২	৩৭৮৮১	৪৪৪৮৯	৪৯৬০০
	খ) মেয়াদি আমানত	২১৩৮০০	২৫৪০৫৪	২৯৭৭৪৯	৩২০৪০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২১৪৬১৬	২৬৩২২৫	৩০৫৮৪০	৩৪৫০০০
৬।	বিনিয়োগ	১১১৩৭	১২২৬৯	১৬৯৩২	১৭৮০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৭৮৩০৩	৩৩০৫৮৬	৩৮৯২৮৮	৪১৮২০০
৮।	মোট আয়	২৫৪০৪	৩০১২৯	৩৮৪০১	২২৪০০
৯।	মোট ব্যয়	১৮৮৮৬	২১৬৭৪	২৬১৫১	১৪৩০০
১০।	বৈদেশিক বাণিজ্য	৪৬২৩৭০	৬০৯৩৩১	৭১৬০৫৮	৩৭৭২৭৬
	ক) রপ্তানি	১০৬৪২৪	১৪৮৪২১	১৭৮২৪৪	৯৬৮৪৬
	খ) আমদানি	১৬১২৩০	২৪৬২৮১	৩০১২০৭	১২৮৫১৪
	গ) রেমিট্যান্স	১৯৪৭১৬	২১৪৬২৯	২৩৬৬০৭	১৫১৯১৬
১১।	**মোট জনবল** (সংখ্যায়)	৯৫৮৮	১০৩৪৯	১১৪৬৫	১১৭৬১
	ক) কর্মকর্তা	৭৬৬২	৮২৪৫	৯১৫৩	৯৩৭৪
	খ) কর্মচারি	১৯২৩	২১০৪	২৩১২	২৩৮৭
১২।	বিদেশিপ্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯১৯	৯৩২	৯৪০	৯৫০
১৩।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	২৩১	২৫১	২৬৬	২৬৮
	ক) বাংলাদেশে	২৩১	২৫১	২৬৬	২৬৮
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

---

[১৬৮] *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[১৬৯] *বার্ষিক প্রতিবেদন*, ২০১০, আইবিবিএল, পৃ. ২৪

[১৭০] *ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১১-২০১২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আইবিবিএল শারী'আহ্ কাউন্সিল

প্রখ্যাত আলেম, আইনজীবী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের নিয়ে একটি শারী'আহ সুপারভাইজারি কমিটি রয়েছে ব্যাংকটির।[১৭১] এ কমিটি শারী'আহ্ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪.৩.২ আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচিতি

ইসলামী শারী'আহ্'র নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক(সাবেক আল বারাকা ব্যাংক লিমিটেড)। এটি ১৯৮৭ সালের ৩০ এপ্রিল অনুমোদন লাভ করে এবং ২০ মে হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।[১৭২] এটি একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার ব্যাংক। মূলত সৌদী আরবের বিখ্যাত দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপের সক্রিয় সহযোগিতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জেদ্দার উন্নয়নশীল কোম্পানি ও আল বারাকা বিনিয়োগের একটি যৌথ ব্যাংকিং উদ্যোগ, যা সৌদী আরবের একটি বিখ্যাত অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক সমন্বয় সংঘ, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক জেদ্দা, কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংস্থা, কিছু বিদেশি কোম্পানি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতিদের যৌথ মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭৩]

ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন পূর্ববর্তী নাম পরিবর্তন করে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড (The Oriental Bank Ltd.) এ একিভূত করা হয় ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ সালে। নতুন নাম ধারণ করে ব্যাংকটি ১৩ এপ্রিল ২০০৩ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে শারী'আহ্ ভিত্তিক আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর চলমান ব্যবস্থার উপর। বর্তমানে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নামটিও ১৮ মে ২০০৮ইং তারিখ থেকে পরিবর্তিত হয়ে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড নাম ধারণপূর্বক ব্যাংকটি এ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।[১৭৪] রাজধানীর টি.কে ভবন, ১৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা ১২১৫ তে অবস্থিত ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়।

---

[১৭১] ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১০-২০১১, পৃ. ৭৩; আইবিবিএল এর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১২৩ নং ধারা অনুযায়ী শারী'আহ্ বোর্ড গঠিত। ১৯৮৩ সালে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরপরই এ কাউন্সিল গঠিত হয়ে। দ্র. এম আজিজুল হক, *'ইসলামী ব্যাংক, শারী'আহ্ কাউন্সিলের ভূমিকা' "ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা: আইবিবিএল, ত্রৈমাসিক জার্নাল, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২), পৃ. ৬১

[১৭২] *আধুনিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩; *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬; *Annual Report 2010*, ICB Islamic Bank Limited, Dhaka, p. 6

[১৭৩] *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬; *আধুনিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[১৭৪] *Annual Report 2010*, ICB Islamic Bank Ltd. p. 6

Dhaka University Institutional Repository

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:[১৭৫]

ব্যাংকটির দু'ধরনের লক্ষ্য রয়েছে যথা:

- দীর্ঘমেয়াদি, আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রগতিশীল ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিমিত্তে ব্যাংককে সজ্জিত ও প্রস্তুত করা, সেবা ও মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে দেশের প্রথম সারির ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা।
- সমস্যা জর্জরিত ব্যাংকের ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসা।

ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ এর উপর ন্যস্ত রয়েছে ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব। ব্যাংকের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন সৌদী আরবের বিখ্যাত দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপের তৎকালীন প্রধান শেখ সালেহ আব্দুল্লাহ কামেল।[১৭৬] বর্তমান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন ড. হাদেনান বিন এ জলিল।[১৭৭]

টেবিল ৪ : আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড অগ্রগতির প্রধান চিত্র [১৭৮]

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	৩০ জুন'১২ (প্রাক্কলিক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১৫০০০	১৫০০০	১৫০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬৬৪৭	৬৬৪৭	৬৬৪৭	৬৬৪৭
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৩৩	৬৩৩	৬৩৩	৬৩৩
৪।	মোট আমানত	১৩০৪৬	১৩৫৯৩	১২৬১৯	১৩৮২০
	ক) তলবি আমানত	২১০৮	১০৫৯	৬৮৮	৭৫৪
	খ) মেয়াদি আমানত	১০৯৩৮	১২৫৩৪	১১৯৩১	১৩০৬৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩৪১০	১৩৯০৪	১৪২২২	১৪৮৮০
৬।	বিনিয়োগ	১৩৪২০	১৩	১১	১৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৮	৪৬৬	৩৯৭	৪৪৫
৮।	মোট আয়	৫৯৫	৫০৬১	৫৬৬	৫২৯
৯।	মোট ব্যায়	৬৫৭	৫৬৫২	৫৩৬	৫০৪
১০।	বৈদেশিক বাণিজ্য	১২২৯	৪৮১	৯৫৫	৬০৪
	ক) রপ্তানি	৪১৩	১৩৯	২১	৯৩
	খ) আমদানি	২৭৭	১০	৫৪৯	৪২৯
	গ) রেমিট্যান্স	৫৩৯	২৪২	৩৮৫	৮২
১১।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	৭১৩	৬৭৯	৬৬৬	৬৯০
	ক) কর্মকর্তা	৪৯১	৪৫৯	৪৪৬	৪৭০
	খ) কর্মচারি	২২২	২২০	২২০	২২০
১২।	বিদেশিপ্রতিসঙ্গী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৩	১৩	১৩	১৩
১৩।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৩২	৩৩	৩৩	৩৩
	ক) বাংলাদেশে	৩২	৩৩	৩৩	৩৩
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

[১৭৫] Ibid, p. 1

[১৭৬] আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

[১৭৭] *Annual Report 2010,* ICB Islami Bank Ltd. p. 28

[১৭৮] *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকটির একটি শারীআহ্ কাউন্সিল রয়েছে। বর্তমানে এটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের বর্তমান খতিব, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন।[১৭৯]

৪.৩.৩ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচিতি

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত সম্পূর্ণ দেশিয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি ব্যাংক।[১৮০] পবিত্র মক্কা শরীফের আরাফাত প্রান্তরের নামে দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৮১] ব্যাংকটি ১৮ জুন ১৯৯৫ সর্বপ্রথম রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় এবং একই সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার মতিঝিলে প্রথম শাখা উদ্বোধনের মাধ্যমে তার ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।[১৮২]

এআইবিএল এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:[১৮৩]

- ইসলামী শারী'আহ্ভিত্তিক কল্যাণমুখি ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন, উদ্যোক্তা গড়ে তোলা এবং কৃষি, শিল্প, রিয়েল এস্টেট, আত্মকর্মসংস্থান ইত্যাদিতে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করা ।
- মসজিদভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের সাথে সাথে ধর্মীয় অনুশাসনের দিকে আকৃষ্ট করে তোলা।
- সীমিত ও স্বল্প আয়ের চাকুরিজীবীদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের কাংখিত সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ প্রদান করা।
- দেশের অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ও অনুন্নত গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন নিয়মের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখা।

একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর উপর ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার ভার ন্যস্ত রয়েছে।[১৮৪] ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ,

---

১৭৯ Ibid, p. 13

১৮০ *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১০-২০১১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১৮১ M Azizul Huq, *"Islamic Banking in Bangladesh with a brif Overview of Operational Problme" 'Bank Parkrama'*(Dhaka : Banglaesh Institute of Bank Management, March-June, 1996), Quarterly Journal, vol-xxi, No-1&2, p. 45

১৮২ *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; *Annual Report 2010*, AIBL, p. 12

১৮৩ জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড থেকে প্রাপ্ত তথ্য; *Annual Report 2010, 2011*, Al-Arafah Islami Bank Limited, Dhaka, p. 31; *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১১-২০১২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক, সাবেক সচিব আলহাজ্ব এ জেড এম শামসুল আলম।[১৮৫] বর্তমানে এর দায়িত্বে রয়েছেন আলহাজ্ব বদিউর রহমান।[১৮৬] ব্যাংকিং কার্যক্রমে শারী'আহ্ প্রতিপালন সুনিশ্চিত ও যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি শারী'আহ্ বোর্ড রয়েছে।[১৮৭]

টেবিল ৫ : আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান চিত্র[১৮৮]

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	৩০ জুন'১২ (প্রাক্কলিক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০০	৫০০০	১০০০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৭৯৯	৪৬৭৭	৫৮৯৩	৭০৭২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২২৯৯	৩০০১	৩৮৩৮	৩৫০০
৪।	মোট আমানত	৩৮৩৫৫	৫৮৬৫৪	৮৪৭১১	১০০০০০
	ক) তলবি আমানত	৪৫৮৯	৬৩৮৭	২১৬২	২৭০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৩৭৬৬	৫২২৬৭	৮২৫৪৯	৯৭৩০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৬১৩৪	৫৩৫৮২	৭৩৪৩৪	৯০০০০
৬।	বিনিয়োগ	১৫০২	২১৭৮	৩৬২৯	৩৮৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫০৫৭৭	৭৪০০৫	১০৩৫১৯	১০৬০০০
৮।	মোট আয়	৫২৮১	৭৫২২	১০৬৬৭	৫৫২০
৯।	মোট ব্যয়	৩৫৩২	৩৫৩২	৭০১২	৩৫৯৫
১০।	বৈদেশিক বাণিজ্য	৬০৪৫২	৯২৪০৮	৩৩৯২৪	৬৭৮৪৮
	ক) রপ্তানি	২৩৫৪৬	৩২০৪২	১২৭৩০	২৫৪৬০
	খ) আমদানি	৩৪০৭৪	৫৫৯৩৪	১৯২৯৫	৩৮৫৯০
	গ) রেমিট্যান্স	২৮৩২	৪৪৩২	১৮৯৯	৩৭৯৮
১১।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	১২৯৬	১৭১১	১৯২০	১৯৫০
	ক) কর্মকর্তা	১১৯৭	১৪৮৫	১৭৬১	১৬৭৫
	খ) কর্মচারি	৯৯	২২৬	১৫৯	২৭৫
১২।	বিদেশিপ্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৯	১৯	১৯	২০
১৩।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৬০	৭৮	৮৮	৯২
	ক) বাংলাদেশে	৬০	৭৮	৮৮	৯২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

৪.৩.৪ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচিতি

বাংলাদেশে ইসলামী শারী'আহ্‌র আলোকে প্রতিষ্ঠিত চতুর্থ ব্যাংক হল সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল)।[১৮৯] ১৯৯৫ সালের ৫ জুলাই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং

---

১৮৪ Ibid.

১৮৫ *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

১৮৬ *Annual Report 2010,* Al-Arafah Islamic Bank Limited, Dhaka, p. 22

১৮৭ Ibid. p. 31

১৮৮ *ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী*, ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

১৮৯ *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯; *আধুনিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

Dhaka University Institutional Repository

২২ নভেম্বর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।[১৯০] এ ব্যাংকের অন্যতম শ্লোগান হচ্ছে 'দরদী সমাজ গঠনে সমবেত অংশ গগ্রহণ'।[১৯১] এ ব্যাংকটি Fromal(আনুষ্ঠানিক) Non-Formal(অনানুষ্ঠানিক) ও Islami Volentary(ইসলামী স্বেচ্ছামূলক) এ তিনটি ভাগে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[১৯২]

ব্যাংকটি দেশিয় ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের যৌথ মালিকানাধীন একটি ব্যাংক। এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ, প্রফেসর ড. এম এ মান্নান।[১৯৩] ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় (১৫, দিলকুশা) ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

এসআইবিএল এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এসআইবিএল এর কতিপয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপ:[১৯৪]

- এ ব্যাংকের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত একটি দরদী সমাজ গঠন, ইসলামী উম্মাহর সমৃদ্ধি ও সংহতি জোরদার করা।
- নতুন নতুন উৎপাদনমুখি প্রকল্পে সমবেত অংশ গ্রহণ ও বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে।
- একটি সামাজিক তহবিল গঠন করে কম সুবিধাভোগী ও দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে শারী'আহ্ সম্মত বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা।
- ব্যাংকের কর্মসূচিতে মহিলা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে ভ্রাতৃত্ব ও মানবতা বোধের চেতনায় রূপায়ণের বিশেষ অবদান রাখা।

ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস থেকে চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আছেন, আলহাজ্ব সুলতান মাহমুদ চৌধুরী। ব্যাংকটির শারী'আহ্ সুপারভাইজারী কমিটির বর্তমান চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামাল উদ্দিন জাফরী।[১৯৫]

---

১৯০ *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১০-২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

১৯১ *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০

১৯২ *Annual Report 2010*, SIBL, p. 5; এসআইবিএল শুরু থেকেই আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ জেনারেল ব্যাংকিং, অনানুষ্ঠানিক অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মাইক্রো-ক্রেডিট এবং এসএমই ফাইন্যান্স ও স্বেচ্ছামূলক এ তিন খাতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসআইবিএল অনানুষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমে গ্রাহকদের পরিচালিত ব্যাংকিং সুবিধা যেমন- আমানত সংগ্রহ, ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যসহ যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনানুষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমে এসআইবিএল ক্ষুদ্র বিনিয়োগ(Micro Credit) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে আসছে। স্বেচ্ছামূলক খাতে সামাজিক পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়া হিসেবে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট স্কিম চালু করেছে। দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১০-২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮

১৯৩ *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

১৯৪ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কার্যক্রম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২

১৯৫ Ibid, p. 10

টেবিল ৬ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান চিত্র[১৯৬]

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	৩০ জুন'১২ (প্রাক্কলিক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৬৯১	২৯৮৭	৬৩৯৪	৬৩৯৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮৪০	১২১০	৩২৬৯	৪০০০
৪।	মোট আমানত	৩১৫৮৮	৪৪৮৫০	৬৬৮৫২	৭৬৫০০
	ক) তলবি আমানত	৭১৭৮	৮০৩৮	১০০৬৮	১৩৮০০
	খ) মেয়াদি আমানত	২৪৪১০	৩৬৮১২	৫৬৭৮৪	৬২৭০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৬৫৮০	৩৬৬৮০	৫৩৯০৯	৬৫০০০
৬।	বিনিয়োগ	১৩১০	৩০৪৯	৫২৪১	৬০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৯৯৭৯	৫৫১৬৮	৮৪৩৮৪	৯০৫০০
৮।	মোট আয়	৩৮১৬	৫০৬৮	৮৫২৭	৬০০০
৯।	মোট ব্যয়	২৭১৪	৩৪২৯	৫৯১৯	৪০০০
১০।	বৈদেশিক বাণিজ্য	৩৪৮৮৮	৪৭৯৭০	১০৮৩০৮	৬৫৫০০
	ক) রপ্তানি	১৩৯৬৪	১৬৫৪০	৬৮১৯৯	৪২০০০
	খ) আমদানি	১৮২৮৭	২৯৯০০	৩৪৯৭৫	১০০০০
	গ) রেমিট্যান্স	২৬৩৭	১৫৩০	৫১৩৫	১৩৫০০
১১।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	৯৬৫	১০৮৬	১৩৭৫	১৩৮৬
	ক) কর্মকর্তা	৮৮২	৯৯৯	১২৫৩	১২৬৩
	খ) কর্মচারি	৮৩	৮৭	১২২	১২৩
১২।	বিদেশি প্রতিসঙ্গী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৮০০	৪২৭	৪২৭	৪৩০
১৩।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৩১	৪২	৭৬	৭৬
	ক) বাংলাদেশে	৩১	৪২	৭৬	৭৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

৪.৩.৫ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচিতি

সুফী-সাধক, হযরত শাহ জালাল(র.) এর নামানুসারে নামকরণকৃত শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশে সম্পূর্ণ স্থানীয় উদ্যোক্তাদের নিয়ে গঠিত দ্বিতীয় বাণিজ্যিক ইসলামী ব্যাংক; যার ১০০% মালিকানা বাংলাদেশি।[১৯৭] আর বাংলাদেশে ইসলামী পদ্ধতির পঞ্চম ব্যাংক হিসেবে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রাপ্ত হয় এবং একই সালে ১০ মে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে।[১৯৮] ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে গুলশান-১, ঢাকা ১২১২ এ অবস্থিত।[১৯৯]

---

[১৯৬] *Annual Report 2010, 2011,* Social Islami Bank Limited, Dhaka, p. 5; *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[১৯৭] *আধুনিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

[১৯৮] *Annual Report 2010, 2011,* Sahjalal Islami Bank Limited, p. 45

[১৯৯] Ibid, p. 6

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:[২০০]

- উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেবাগুলো গ্রাহকগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো, স্বচ্ছতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা এবং নতুন নতুন পদ্ধতি চালু করা।
- কল্যাণমুখি ব্যাংকিং পন্থা অনুসরণ, নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সুষম বন্টন নিশ্চয়তার প্রতিবিধান, দরিদ্রের অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান এবং ভারসাম্য প্রবৃদ্ধি ও যথার্থ উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখা এ ব্যাংকের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম।

এসজেআইবিএল এর একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। এছাড়া ব্যাংকটির শারী'আহ্ সুপারভাইজারী কমিটি শারী'আহ্ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি করে থাকে।

টেবিল ৭ : শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান চিত্র [২০১]

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	৩০ জুন'১২ (প্রাক্কলিক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০০	৬০০০	৬০০০	৬০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৭৪০	৩৪২৫	৪৪৫৩	৫৫৬৬
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৬৯০	৪৩২২	৪৭৩৩	৪৫৬২
৪।	মোট আমানত	৪৭৪৫৯	৬২৯৬৫	৮৩৩৫০	৯৭৯৩২
	ক) তলবি আমানত	৬৫১২	৩৫১২	৮৪৭৬	৯৯৫৯
	খ) মেয়াদি আমানত	৪০৯৪৭	৫৯৪৫৩	৭৪৮৭৪	৮৭৯৭৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪৩৯৫৮	৬১৪৪০	৮০৫৯২	৯৩৭৯০
৬।	বিনিয়োগ	৩৪৮৩	২২২৯	৫২৯২	৫৬৪৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৮৯২০	৭৮৮০০	১০৭২২৯	১২৮৬৩১
৮।	মোট আয়	৭১১৭	৯৫০৯	১২০১২	৮৩৪২
৯।	মোট ব্যয়	৫০৭৬	৫৯৮০	৯০০৯	৬২৫১
১০।	বৈদেশিক বাণিজ্য	৭৯৪৫০	১১৫০৭৯	১৬৬৯০১	১১১৬০৬
	ক) রপ্তানি	২৯৪৩৪	৪৮৮৫৭	৭৯২২৪	৫২৮১০
	খ) আমদানি	৩৯৫৪৩	৬০০৬৬	৮২৩৪২	৫৭৩১১
	গ) রেমিট্যান্স	১০৪৭৩	৬১৫৬	৫৩৩৫	১৪৮৫
১১।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	১২৯৯	১৬৭১	১৬২৪	১৮৪৫
	ক) কর্মকর্তা	৯৫৫	১২৮০	১১৫৪	১৩৫৭
	খ) কর্মচারি	৩৪৪	৩৯১	৪৭০	৪৮৮
১২।	বিদেশিপ্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩০	৩১	৩৪	৩৫
১৩।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৫১	৬৩	৭৩	৭৪
	ক) বাংলাদেশে	৫১	৬৩	৭৩	৭৪
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

---

২০০ Ibid. p. 7

২০১ *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১১-২০১২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৬ এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচিতি

ইসলামী শারী'আহ্ ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংক হিসেবে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড (এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।[২০২] ৩ আগস্ট ১৯৯৯ থেকে সাধারণ ব্যাংক হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে ব্যাংকটি ১ জুলাই ২০০৪ থেকে সম্পূর্ণ ইসলামী শারী'আহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।[২০৩] শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের ইতিহাসে এটিই প্রথম যে, সনাতনী ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যাংকটি বাংলাদেশি স্থানীয় উদ্যোক্তাদের নিয়ে গঠিত তৃতীয় বাণিজ্যিক ইসলামী ব্যাংক, যার ১০০% মালিকানা বাংলাদেশি।

টেবিল ৮ : এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান চিত্র[২০৪]

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	৩০ জুন'১২ (প্রাক্কলিক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	২০০০০	২০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৩৭৩	৬৮৩২	৯২২৪	৯২২৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩২৮০	৫৬১৩	৫২৬১	৬৯৪৪
৪।	মোট আমানত	৭৩৮৩৪	৯৪৯৫১	১০৭৮৮১	১১৮২৩৫
	ক) তলবি আমানত	৯৭৬৫	১৪২৫৪	১৮৬১৬	১৮৩২৬
	খ) মেয়াদি আমানত	৬৪০৬৯	৮০৬৯৭	৮৯২৬৫	৯৯৯০৯
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৮৬০৮	৯৪৬৭৪	৯৯৭০০	৮৯৭০৬
৬।	বিনিয়োগ	২১৮৯	৪৫২২	৭৬৫৪	৭০৮৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	৮৬২১২	১১৩০৪৭	১২৯৮৭৪	১৪৩১৮৭
৮।	মোট আয়	১০৩৮৭	১৩৭৩৭	১৫৮০২	১০৬৭৮
৯।	মোট ব্যয়	৭১৮৪	৭৮৬১	১১৮৪৬	৭৮২৯
১০।	বৈদেশিক বাণিজ্য	১৬২৬০৪	২২৭৯৬৬	২৫৪৪০৭	১৫৭১৮৭
	ক) রপ্তানি	৭৬২৪১	৯৫৩৫৯	১২২২১৭	৭২৫৮৭
	খ) আমদানি	৮৩৯১১	১২৯৫৭১	১২৮৪৪৬	৮২৫০২
	গ) রেমিট্যান্স	২৪৫২	৩০৩৬	৩৭৪৪	২০৯৮
১১।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	১৪৪০	১৬৮৬	১৭২৭	১৮২৪
	ক) কর্মকর্তা	১১৩১	১৩৬৮	১৩৬১	১৪৫৫
	খ) কর্মচারি	৩০৯	৩১৮	৩৬৩	৩৬৯
১২।	বিদেশিপ্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৩৩	৩৫৪	৩২৩	৩৫০
১৩।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৫২	৫৯	৬২	৬৫
	ক) বাংলাদেশে	৫২	৫৯	৬২	৬৫
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

[২০২] *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১০-২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[২০৩] প্রাগুক্ত।

[২০৪] *ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী*, ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নে তুলে ধরা হল:[২০৫]

- শারী'আহ্ নির্দেশনা মোতাবেক যৌথ দায়িত্বে বাণিজ্য ও নৈতিকতার সমন্বয় সাধন ও দলগত শক্তি এবং পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করা।
- গ্রাহকগণের অর্থের বিশ্বস্ত আমানতদার এবং আর্থিক উপদেষ্টা হওয়া ও সুদৃঢ় মুলধন ভিত্তি তৈরি করা।
- আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে উন্নতমানের আর্থিক সেবা প্রদানসহ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রাহক সেবা প্রদান করা।

এক্সিম ব্যাংকের রয়েছে একটি পরিচালনা পরিষদ। পরিচালনা পরিষদকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সাব কমিটিসহ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নির্বাহী কমিটি ও অডিট কমিটি রয়েছে।[২০৬] ব্যাংকটির শারী'আহ্ নীতির বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য শারী'আহ্ বোর্ডের সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪.৩.৭ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচিতি

আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা ও স্বতন্ত্র কল্যাণমুখি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ২৫ অক্টোবর দেশে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২০৭] পরবর্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং এর সমন্বয় সাধন করে ও ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ সমাজ গঠন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার সর্বাত্মক মানসিকতা নিয়ে প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে দেশের ৭ম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যাংকটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:[২০৮]

- ইসলামী শারী'আহ্র ভিত্তিতে সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- কল্যাণমুখি ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।
- জনকল্যাণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা এবং অনুরূপ কাজে সহযোগিতা করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।
- স্বচ্ছতা ও ন্যায় পরায়ণতা বজায় রাখা।
- শিল্প ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকগণের কাংখিত সেবা প্রদান করা।
- আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে উন্নতমানের আর্থিক সেবা প্রদান করা।
- শারী'আহ্ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংকিং জগতে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাংক হিসেবে গড়ে ওঠা।

একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস রয়েছে যারা ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা ও পরিচলনার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যাংকের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।[২০৯] এছাড়া শারী'আহ্ কাউন্সিল রয়েছে, যারা ব্যাংকটির কার্যক্রমে কোনরূপ শারী'আহ্ বহির্ভূত কর্মকাণ্ড যেন প্রবেশ না ঘটে সে বিষয়ে তদারকি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

---

[২০৫] *এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড*, প্রধান কার্যালয়, জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য।
[২০৬] *Annual Report 2011*, Exim Bank Ltd, p. 7
[২০৭] *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১০-২০১১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
[২০৮] *ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড পরিচিতি*, পুস্তিকা, জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য।
[২০৯] *Annual Report 2010, 2011*, FSIBL, pp. 32-33

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৯ : ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান চিত্র [২১০]

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	৩০ জুন'১২ (প্রাক্কলিক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪৬০০	৪৬০০	৪৬০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৩০০	৩০৩৬	৩২৪০	৩৪০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৬৯	৮৭৯	১১২৭	১৪৩৪
৪।	মোট আমানত	৪২৪২৩	৫৬৩৪৫	৭৮১৪৫	৮৬২৩১
	ক) তলবি আমানত	২৫৬৯	৩৭৫৫	৪৫০৫	৪৮৭৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৯৮৫৪	৫২৫৯০	৭৩৬৪০	৮১৩৫৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৮৭২৬	৫২১২৪	৬৯৪৬৭	৭৯৬৫৩
৬।	বিনিয়োগ	১৯৩১	২৯৯৭	৩৯৭৭	৪২০৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৭৯৭৯	৬৩৬২০	৯০৯৫৬	১০২১৯০
৮।	মোট আয়	৮২৮২	১০৯৪১	৯৪০৭	৬০০৪
৯।	মোট ব্যয়	৭৫১৬	৯৭৩৭	৭৮১৭	৫২৭৭
১০।	বৈদেশিক বাণিজ্য	২০২১০	৩৫১০৩	৪০৮০৫	২০০০০
	ক) রপ্তানি	৩৫৪৯	৫৮৬৯	১০২৬০	৩৯০০
	খ) আমদানি	১৬৪০২	২৮৩৯১	২৯৫০৩৪	১৫০০০
	গ) রেমিট্যান্স	৫৫৯	৮৪৩	১০১১	১১০০
১১।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	৯৯৫	১১৮৯	১৫৩৫	১৬৭৬
	ক) কর্মকর্তা	৭৭৫	৩২৭	১২১৮	১৩১৬
	খ) কর্মচারি	২২০	২৬২	৩১৭	৩৬০
১২।	বিদেশিপ্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৪০	২৪০	২০০	২০৬
১৩।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৫২	৬৬	৮৪	৮৪
	ক) বাংলাদেশে	৫২	৬৬	৮৪	৮৪
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

৪.৩.৮ এক নজরে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের শাখা, প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা, বিদেশি ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো-এর সারসংক্ষেপ যথাক্রমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

টেবিল ১০ : এক নজরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের শাখা সংক্রান্ত তথ্য[২১১]

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	শাখা সংখ্যা	মোট জনশক্তি
০১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৩০ মার্চ, ১৯৮৩	২৬৬	১১৪৬৫
০২	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক	২০ মে, ১৯৮৭	৩৩	৭১৪
০৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামি ব্যাংক	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫	৮২	১৭৯০
০৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২২ নভেম্বর, ১৯৯৫	৬৪	১৪০৯
০৫	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১০ মে, ১৯৯৭	৬৩	১৭২৫
০৬	এক্সিম ব্যাংক লি.	২০০১	৫৯	১৭০৫
০৭	ফার্স্ট সিকিউরিট ইসলামী ব্যাংক	২০০২	৭০	১২৪৫

---

২১০ *ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১০-২০১১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

২১১ ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকাঃ নাফিজা-হুকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, জুন ২০১২), পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ১১ : এক নজরে প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা[২১২]

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	ব্যাংকের মোট শাখা সংখ্যা (২০১০)	ইসলামী ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা	ইসলামী ব্যাংকিং শুরু
০১	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৮৫	৫	১৯৯৫
০২	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	৬০	২	২০০৩
০৩	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৭৬	৫	২০০৩
০৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৭৬	২	২০০৩
০৫	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	৬৭	২	২০০৩
০৬	দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	১০৩	১	২০০৩
০৭	এবি ব্যাংক লিমিটেড	৮৫	১	২০০৪
	মোট ইসলামী ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা:		১৮	

টেবিল ১২ : এক নজরে বিদেশি ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা[২১৩]

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	ব্যাংকের মোট শাখা সংখ্যা (২০১০ সাল)	ইসলামী ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা	ইসলামী ব্যাংকিং শুরু
০১	ব্যাংক আল-ফালাহ্	৫ (৩৮৬)	২	১৯৯৭
০২	এইচএসবিসি ব্যাংক লি.	১৩	১	২০০৪
০৩	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	২৭ (১৭২৭)	১	২০০৪
	মোট ইসলামী ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা:		৪	

এদেশে কর্মরত বিদেশি ব্যাংকসমূহের কয়েকটি সীমিত পরিসরে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। বিদেশি ব্যাংকসমূহের মধ্যে বাহরাইন ভিত্তিক শামিল ব্যাংক(সাবেক ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব ই.সি) ১১ আগস্ট ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের ঢাকায় শাখা খোলার মাধ্যমে শারী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৫ সালের ১৬ মে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ধাবী গ্রুপ ঢাকায় কর্মরত শামিল ব্যাংকটি কিনে নেয় এবং ১৬ মে ২০০৫ হতে ব্যাংক আল-ফালাহ্ লিমিটেড নামে পাকিস্তানভিত্তিক ব্যাংকের বাংলাদেশি শাখা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। ৩০ জুন ২০১১ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ব্যাংকটির বিদেশে ৩৮১টি এবং বাংলাদেশে ৫টি শাখা রয়েছে, যার মধ্যে ২টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা।

---

[২১২] প্রাগুক্ত।

[২১৩] ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ১৩ : প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো[২১৪]

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	ব্যাংকের মোট শাখা সংখ্যা (৩০ জুন ২০১১)	ইসলামী ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা	ইসলামী ব্যাংকিং শুরু
০১	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৫৫	৫	২০০৮
০২	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	৫৭	৪	২০০৮
০৩	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	৬২	১	২০০৯
০৪	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	৪০০	১	২০১০
০৫	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১১৯১	৫	২০১০
০৬	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	৮৮০	৫	২০১০
০৭	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	৮১৫	৬	২০১০
মোট ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোধারী শাখার সংখ্যা:			২৭	

ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ১৪ : ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র (ডিসেম্বর ২০১০ শেষে)[২১৫]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	ইসলামী ব্যাংক		প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা		ইসলামী ব্যাংকিং খাত		সকল তফসিলি ব্যাংক	
	২০১০	২০০৯	২০১০	২০০৯	২০১০	২০০৯	২০১০	২০০৯
১	২		৩		৪=২+৩		৫	
ব্যাংকের সংখ্যা	৭	৭	১৬	৯	২৩	১৬	৪৭	৪৭
মোট আমানত	৬২৭.৬	৪৭০.২	৪৮.০	৬২.৪	৬৭৫.৬	৫৩২.৬	৩৮৫৮.৯	৩০৩৭.৮
মোটবিনিয়োগ	৫৮৭.২	৪৫৬.০	৪১.৬	৩৬.৯	৬২৮.৭	৪৯২.৯	৩২৯৭.৫	২৪৩৯.৮
বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত	৯৩.৬	৯৬.৯৮	৮৬.৭	৫৯.১	৯৩.১	৯২.৫	৮৫.৫	৮০.৩
তারল্য: উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি(-)[২১৬]	২৫.৫	৩৩.৮	০.৫	--	২৬.০	--	২১১.৮	৩৩৫.০

২০১১ সালে বাংলাদেশে সুদভিত্তিক ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অনুপাত নিম্নরূপ[২১৭]

টেবিল ১৫ : ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অনুপাত

ক্রমিক নং	বিবরণ	আমানত	বিনিয়োগ	আমদানি	রপ্তানি	রেমিটেন্স
১	ইসলামী ব্যাংকিং	১৮.৩০%	১৮.৫০%	২৫.৫০%	২৪.৭০%	৩৭.৩০%
২	সুদভিত্তিক ব্যাংকিং	৮১.৭০%	৮১.৫০%	৭৪.৫০%	৭৫.৩০%	৬২.৭০%

বর্তমানে বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি ব্যাংকসমূহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী মোট ব্যাংক সংখ্যা ২০টি। সংখ্যা হিসেবে তা দেশের ব্যাংকসমূহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি এবং সবগুলো ব্যাংকই সেন্ট্রাল

---

২১৪ প্রাগুক্ত।

২১৫ *Annual Report 2011,* Bangladesh Bank, p. 322

২১৬ প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা/শাখাসমূহ আলাদাভাবে এসএলআর সংরক্ষণ করে না। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সমন্বিত ভাবে এসএলআর সংরক্ষণ এবং তারল্য উদ্বৃত্ত/ঘাটতি হিসাব করে থাকে।

২১৭ *Annual Report 2011,* Bangladesh Bank, p. 323

শারী'য়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর সদস্যভূক্ত।[২১৮] এই সকল ব্যাংক ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। বাংলাদেশ এবং বিশ্বে ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে এ সকল ব্যাংক যথেষ্ট অবদান রাখছে।

৪.৪ এদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুসৃত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় টাকা এবং বিনিয়োগের সম্পর্ক সরাসরি অর্থাৎ যে পরিমাণ টাকা 'লেন-দেন' হয়, তার সবটাই বিনিয়োগ হয়। সনাতন অর্থনীতি ও ব্যাংকের ক্ষেত্রে তা নয়, এখানে সুদ, টাকা ও বিনিয়োগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করে থাকে। এভাবে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর বিনিয়োগে উৎপাদনশীলতা বেড়ে যায়, যা নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ২ : ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর বিনিয়োগে উৎপাদনশীলতা[২১৯]

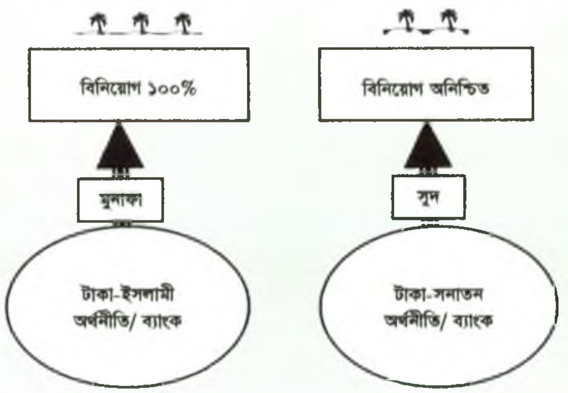

৪.৪.১ ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ এর শ্রেণী বিন্যাস

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করা হল :

চিত্র ৩ : ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগপদ্ধতি[২২০]

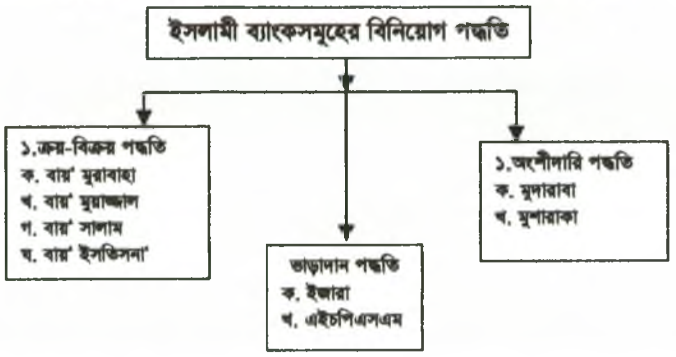

---

[২১৮] ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[২১৯] ড. এম. এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*(ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, মে ২০০২), পৃ. ১৫১

[২২০] ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.২ বায়' মুরাবাহা

বায়' অর্থ ক্রয় বিক্রয়, রিবহুন অর্থ সম্মত লাভ, বায়' মুরাবাহ মানে চুক্তি ভিত্তিতে লাভে ক্রয় বিক্রয়।[২২১] মুরাবাহা ব্যবসার পদ্ধতি হল বিক্রেতা কোন জিনিস বিক্রয় কালে এ কথা বলে দেয় যে, এই জিনিসটি এত টাকা মূল্যে ক্রয় করে, এত টাকা লাভে বিক্রয় করছি।[২২২] ব্যাংকিং ব্যবসার ক্ষেত্রে মুরাবাহা এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি যার অধিনে ব্যাংক তার গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত পণ্যের ক্রয় মূল্যের সাথে সম্মত লাভ যোগ করে তা সেই গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য শোধ করে পণ্য নিতে বাধ্য থাকে।[২২৩] বায়' মুরাবাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি চুক্তি, যাতে নগদে বা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে এক সাথে বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রয় মূল্যের উপর নির্ধরিত মুনাফা ধার্য করে শারী'আহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করা হয়।[২২৪]

Islamic Development Bank বায়' মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে, বায়' মুরাবাহা হল ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি, যেখানে বিক্রেতা (অর্থায়নকারী) ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থায়ন কৌশল হিসেবে ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে এবং মুনাফা সংযোজন করে প্রকৃত কেনা দামের চেয়ে উচ্চ মূল্যে তা ক্রেতার কাছে বিক্রি করে। চুক্তিতে লাভ (মার্ক-আপ) এবং মূল্য পরিশোধের সময় (সাধারণত কিস্তিতে) নির্ধারিত থাকে।[২২৫] বায় মুরাবাহা ইসলামী ব্যাংকসমূহে প্রচলিত শীর্ষ স্থানীয় প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি।[২২৬] মুরাবাহা এটি ব্যাংকের পক্ষ থেকে শর্তানুযায়ী ক্রয়ের পর বিক্রয় সম্পদের ক্ষেত্রে একটি ওয়াদা।[২২৭]

---

২২১ *Manual for Investment under Bai-Murabaha Mode*, published by Islami Bank Bangladesh Limited, p. 1

২২২ ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৬

২২৩ Manual for Investment under Bai-Murabaha Mode, published by Islami Bank Bangladesh Ltd. p. 1

২২৪ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

২২৫ 'Murahaha is a contract between a buyer and seller at a higher price than the original price at which the seller bought the goods as a financing technique, it involoes the Purchase by the seller (financier) of certain goods needed by the buyer and this re-sale to the buyer on cost-plus basis. Both the profit (Make up) and the time of repayment (usually in installmants) are specified in the initeal contract.' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

২২৬ ড. হোসাইন হোসাইন শিহাতা, অনু. মুহামম্মদ শামসুদ্দোহা, সম্পাদনায় মোঃ মুখলেছুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং এ মুরাবাহা বিনিয়োগ : করণীয় ও বাস্তবতা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শারীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০১০), পৃ. ১১

২২৭ ড. ইউনুস আল কারযাভী, অনু. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ ও অন্যান্য সম্পা. মোঃ মুখলেছুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং এ মুরাবাহা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শারীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, মে ২০০৯), পৃ. ৩০

৪.৪.২.১ বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগের প্রকারভেদ

বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি চার প্রকার। নিম্নে চিত্রে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ৪ : বায়' মুরাবাহার প্রকারভেদ[২২৮]

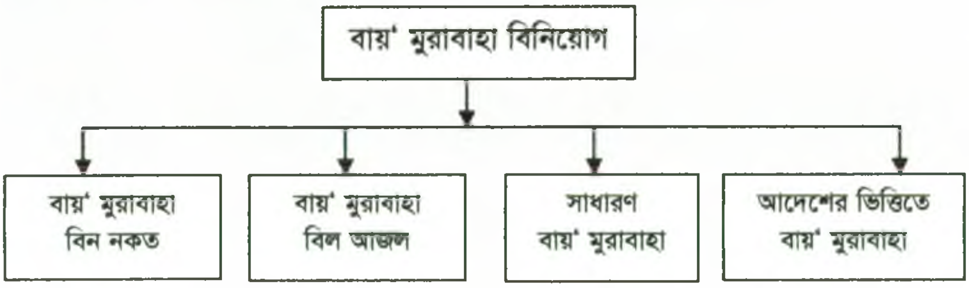

৪.৪.২.২ ব্যাংকিং বিনিয়োগে বায়' মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য[২২৯]

- বায়' মুরাবাহাতে ব্যাংকের ক্ষেত্রে তিনটি পক্ষ থাকে-
  - ক. প্রথম বিক্রেতা (সরবরাহকারি),
  - খ. প্রথম ক্রেতা (ব্যাংক-অর্থায়নকারি)
  - গ. দ্বিতীয় ক্রেতা (বিনিয়োগ গ্রাহক)
- ব্যাংকিং বায়' মুরাবাহার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহক স্বীয় চাহিদানুযায়ী পণ্য ক্রয় করে দেয়ার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ করবেন এবং ব্যাংক কর্তৃক উক্ত পণ্য ক্রয়ের পর গ্রাহক তা ক্রয় করে নেয়ার অঙ্গীকার করবেন।
- বায়' মুরাবাহা চুক্তির সময় পণ্যের ক্রয়মূল্য, আনুষাঙ্গিক খরচ ও লাভের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে গ্রাহককে জানাতে হবে।
- লাভই বায়' মুরাবাহার মূলকথা। বায়' মুরাবাহার ক্ষেত্রে লোকসানের প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক।
- বায়' মুরাবাহার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পণ্যের অস্তিত্ব থাকতে হবে।
- পণ্য বিক্রির পূর্বে সংশ্লিষ্ট মালামাল ব্যাংকের মালিকানা ও দখল থাকতে হবে।
- মাল ক্রয় করে অর্থকে মালে রূপান্তর ও মাল বিক্রি করে মালকে অর্থে রূপান্তর করা হয়।
- বিক্রি ও হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত মালের ঝুঁকি (Risk) ব্যাংক বহন করে।
- বিনিয়োগকৃত মালামালের মালিকানা বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থাকে।
- এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পণ্য যখন যার, মালিকানায় থাকবে, নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের যাবতীয় খরচ তখন তাকেই বহন করতে হবে।
- ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য অবশ্যই হালাল পণ্য হতে হবে।
- বায়' মুরাবাহার ক্ষেত্রে দু'টি পণ্যের বিনিময় হয়ে থাকে।

---

[২২৮] ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

[২২৯] ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামিক ব্যাংকিং*(ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, জুন ২০১২), পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

- বায়' মুরাবাহার ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ ইনসাফভিত্তিক হতে হবে।
- গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য গ্রহণ ও মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন।
- প্রয়োজনবোধ ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে পারে।
- ব্যাংক জামানত হিসাবে একই প্রকারের অতিরিক্ত মালামাল গ্রহণ করতে পারে।
- বিনিয়োগ গ্রাহক সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে সব পণ্য একসাথে কিংবা কিস্তিতে আনুপাতিক মূল্য পরিশোধ করে আংশিক মালামালও নিতে পারেন।
- বায়' মুরাবাহা চুক্তি লিখিত হতে হবে এবং সাক্ষী থাকবে।
- চুক্তির শর্তাবলি কার্যকর হলে মূল্যের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অনুমোদনযোগ্য নয়।

৪.৪.৩ বায়' মুয়াজ্জালের সংজ্ঞা

বায়' অর্থ 'ক্রয় বিক্রয়,' আর অজ্জল অর্থ 'সময়'। এক সাথে বায়' মুয়াজ্জাল অর্থ নির্ধারিত সময়ে দাম পরিশোধ করার শর্তে বাকিতে বিক্রয়। ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধ করার শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ শারী'আহ্ অনুমোদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রি করাকে বায়' 'মুয়াজ্জাল' বলে।[২৩০] সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রেরিত (প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন এ বায়' মুয়াজ্জালের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'বায়' মুয়াজ্জাল বলতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত এমন এক বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাবে, যেখানে গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোন পণ্য উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রয় করা হবে। ইসলামী আইন বাকি বিক্রিকালে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল্যের বৃদ্ধির ধারণা স্বীকার করে।[২৩১] এই চুক্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের প্রকৃত ক্রয় মূল্য প্রকাশ করতে বাধ্য নহে।[২৩২] এ পদ্ধতিতে বিক্রেতা পণ্যটি ক্রেতার কাছে বাকিতে বিক্রয় করে।[২৩৩]

৪.৪.৩.১ বায়' মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য

বায়' মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ: [২৩৪]

- গ্রাহক চাহিদা অনুযায়ী মাল ক্রয়ের অঙ্গীকারসহ উক্ত মাল ক্রয় পূর্বক তার নিকট বাকিতে বিক্রির জন্য ব্যাংকে অনুরোধ জানায়।
- অঙ্গীকার মতে মাল ক্রয় করতে ব্যর্থ হলে গ্রাহক ব্যাংকে ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য থাকে।

---

২৩০ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

২৩১ মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বি.এম. হাবিবুর রহমান সম্পাদিত *ইসলামী ব্যাংকিং এ শারী'আহ্ প্রতিপালন, প্রয়োগ পদ্ধতি*(ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০১০), পৃ. ৮৯

২৩২ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫

২৩৩ এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : প্রকাশিকা হেলেনা পারভীন, ৭২/৮/বি/১ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ২০০৪), পৃ. ১৭২

২৩৪ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ গ্রাহকের অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে নগদ বা সহায়ক জামানত নিতে পারে।
- ❖ চুক্তি সম্পাদনের সময় মালের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং মালটি ক্রয়যোগ্য হতে হবে।
- ❖ গ্রাহকের কাছে বিক্রি এবং সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত মালের ঝুঁকি ব্যাংক বহন করবে।
- ❖ ব্যাংক মালের মূল্য ও লাভ আলাদাভাবে গ্রাহককে জানাতে বাধ্য নয়।
- ❖ চুক্তি অনুযায়ী মালের নির্ধারিত মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি করা যায় না।
- ❖ ব্যাংক তার প্রতিনিধির মাধ্যমে মাল ক্রয় করতে পারে।
- ❖ চুক্তি অনুযায়ী পণ্য গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
- ❖ চুক্তি সম্পাদনের পর মূল্যের পরিবর্ধন বা পরিবর্তন অনুমোদন যোগ্য নয়।

৪.৪.৩.২ বায়' মুয়াজ্জাল ও বায়' মুরাবাহার পার্থক্য

টেবিল ১৬ : বায়' মুয়াজ্জাল ও বায়' মুরাবাহার পার্থক্য[২৩৫]

বায়' মুয়াজ্জাল	বায়' মুরাবাহা
১. শুধু বাকি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।	১. নগদ বা বাকি মূল্যে ক্রয় বিক্রয় হতে পারে।
২. মুনাফা ছাড়া, এমনকি ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামেও পণ্য বিক্রি হতে পারে।	২. ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন ব্যয়ের সাথে নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে পণ্য বিক্রি করা হয়।
৩. ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন ব্যয় ও লাভ ক্রেতাকে আলাদা আলাদাভাবে জানানো জরুরি নয়। তাকে শুধু পণ্যের মোট মূল্য জানালেই চলে।	৩. ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ ক্রেতাকে আলাদা আলাদাভাবে জানাতে হয়।

৪.৪.৪ বায়' সালামের সংজ্ঞা

বায়' অর্থ 'ক্রয় বিক্রয়' এবং সালাম অর্থ 'অগ্রিম'। কাজেই, বায়' সালাম বলতে পণ্যের আগাম ক্রয় বিক্রয়কে বুঝায়।[২৩৬] যে মাল এখনও উৎপাদিত হয়নি বা তৈরি হয়নি, ভবিষ্যতে হবে, সে মাল অগ্রিম বিক্রয় করাকে বায়' সালাম বলে। Accounting and Auditing Organization for Islamic financial Institution (AAOIFFI) এর মতে "সালাম লেনদেন হল আগাম মূল্য শোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয়" এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সরবরাহ করা হবে এমন পণ্যের (মুসলাম ফিহি বা সালাম) চুক্তির সময় আগাম পরিশোধ করা হয়। বিক্রেতাকে বলা হয় মুসলাম ইলায়হি এবং ক্রেতাকে বলা হয় আল-মুসলাম বা রব্বুস সালাম। সালাম চুক্তি সালাম নামে পরিচিত যার আভিধানিক অর্থ ধার করা।[২৩৭] সেন্ট্রাল শারী'আহ বোর্ড পর ইসলামিক ব্যাংক অব

---

[২৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

[২৩৬] আবদুর রকিব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং•তত্ত্ব•প্রয়োগ•পদ্ধতি*(ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০০৪), পৃ. ৬০

[২৩৭] 'A Salam transaction is the purchase of a commodity for deffered delivey in exchange for immediate payment. It is a type of sale in which is price, known as the salam capital, is paid at the time of constracting while the delivery of the item to be sold, known as al-

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইনে বায়' সালামের সংজ্ঞা হল বায়' সালাম বলতে এমন একটি ক্রয় বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাবে, যেখানে ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করার শর্তে ব্যাংক গ্রাহকের সাথে তার সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য আগাম পরিশোধ করবে। এই চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, ধরন, সরবরাহের স্থান ও সময় উল্লেখ করতে হবে।[২৩৮] বায়' সালাম বিনিয়োগে মূল্য প্রদানের পর মুনাফা ধার্য করা যাবে না।[২৩৯]

৪.৪.৪.১ বায়' সালামের বৈশিষ্ট্য[২৪০]

- পণ্য সামগ্রীর নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে অগ্রিম ক্রয় করা হয়।
- অগ্রিম গৃহীত অর্থের দ্বারা মাল তৈরি করে সরবরাহ করা হয়, তাই মাল পরে দেয়া হয়, দাম আগে নেয়া হয়।
- ব্যাংক পুঁজি দিয়ে মাল নেয়, সম্পূর্ণ দাম চুক্তির সময়ই দিতে হয়।
- ব্যাংক গৃহীত দ্রব্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে পারে।
- ক্রয়কৃত দ্রব্য সময় মত প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক জামানত নেয়া যেতে পারে।
- বায়' সালামে দুটি পণ্যের বিনিময় হয়, এতে রূপান্তর ও ঝুঁকি আছে।
- ক্রয়মূল্য যুক্তিসংগত ও ন্যায় সংগত হওয়া উচিত।
- ব্যাংক পণ্য সামগ্রী কিস্তিতে গ্রহণ করতে পারে।

৪.৪.৫ বায়' ইসতিসনা'র সংজ্ঞা

আরবি সানা' শব্দ থেকে ইসতিসনা'র শব্দের উদ্ভব। সানা' শব্দে অর্থ শিল্পী। তা ছাড়া সানা' বলতে তৈরি করা, নিমার্ণ করা, উৎপাদন করা, প্রস্তুত করা ইত্যাদি বুঝায়। এটা আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়ের পদ্ধতি।[২৪১] অর্ডার অনুযায়ী কোন বস্তু তৈরি ও বিক্রি করার চুক্তিকে ইসতিসনা' বলে।[২৪২] ইসতিসনা' চুক্তিতে আদেশদাতাকে মুসতাসনি', আদেশ গ্রহিতাকে সানে' এবং আদেশের মাধ্যমে তৈরি বস্তুকে বলা হয় মাস্‌নু'।[২৪৩] অন্য কথায় বলতে গেলে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন জিনিস নির্মাণ বা উৎপাদন করে দেয়ার জন্য কোন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে বায়' ইসতিসনা' বলে।[২৪৪]

Muslim fihi (the subjcet matter of salam contract) is deffered. The seller and the buyer are known as al-Muslim ilaihi and al-Muslim or Robb al-salam respectively. Salam is also known as salaf (it borrowing' cf. *Sharia Standard no.10, Salam and Parallel Salam,* (Manama, Bahrain : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2004-5), Appendix c: Definitions, p. 174

২৩৮ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪৭

২৩৯ সম্পাদনায় মোঃ মুখলেছুর রহমান, *ব্যাংকিং কার্যক্রমে শারীআহ্ পরিপালন, করনীয় ও বর্জনীয়*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, মার্চ ২০১০), পৃ. ১৮

২৪০ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯

২৪১ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

২৪২ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০

২৪৩ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

২৪৪ মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

Islami Devlopment Bank কর্তৃক বায়' ইসতিসনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

> Istisna is a contract for manufacturing (construction) wherby the manufacturer (Seller) agress to provide the buyer with goods identified by dresciption after they have been manufacture in conformity with that dresciption within a certain time and for an agreed price.[২৪৫]

মূলত ইসতিসনা' হল উৎপাদনের (বা নির্মানের) এমন একটি চুক্তি যেখানে উৎপাদনকারী (বিক্রেতা) নির্দিষ্ট বিবরণ অনুযায়ী কোন পণ্য তৈরি করে তা নির্দিষ্ট সময়ে, নির্ধারিত দামে ক্রেতাকে সরবরাহ করতে সম্মত হয়।

৪.৪.৫.১ বায়' ইসতিসনা'র বৈশিষ্ট্যাবলি

ইসলামী ব্যাংকে বায়' ইসতিসনা'র বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হল:[২৪৬]

- ইসতিসনা'র ক্ষেত্রে মালের দাম অগ্রিম/এককালীন/কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।
- চুক্তিতে মালামাল সরবরাহের মেয়াদ নির্ধারণের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।
- চুক্তি সম্পাদনের পর পণ্যের পূর্ণ বা আংশিক মূল্য পরিশোধিত হওয়ার পর কোন পক্ষ এককভাবে সে চুক্তি বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারবে না।
- চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষের ইচ্ছাকৃত চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইসতিসনা' চুক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অপর পক্ষের উপর নির্দিষ্ট শর্ত আরোপের বিষয়ে এ চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।
- আধুনিক ফকিহগণ শুধুমাত্র ইসতিসনা'র ক্ষেত্রেই আরোপিত ক্ষতিপূরণ বৈধ আয় হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।
- ইসতিসনা' পদ্ধতিতে মালের অস্তিত্ব বেচাকেনা সংঘটিত হওয়া শারী'আহ্ সম্মত।

৪.৪.৫.২ বায়' সালাম ও বায়' ইসতিসনা'র পার্থক্য

টেবিল ১৭ : বায়' সালাম ও বায়' ইসতিসনা'র পার্থক্য[২৪৭]

বায়' সালাম	বায়' ইসতিসনা'
১. চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়।	১. পণ্যের নির্ধারিত মূল্য মেয়াদের মধ্যে যে কোনো সময় এককালীন অর্থ বা কিস্তিতে, মেয়াদের পরিশোধিত হতে পারে।
২. মালামাল সবসময় উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন ছাড়া মালামাল অন্য উপায়ে সংগ্রহ করেও সরবরাহ করা যায়।	২. ফরমায়েশ অনুযায়ী মালামাল তৈরি করে সরবরাহ করতে হয়।
৩. চুক্তি একবার কার্যকর হলে তা কোনো পক্ষ এককভাবে বাতিল করতে পারে না।	৩. উৎপাদন শুরুর পূর্বে যে কোনো পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে।
৪. মালামাল সরবরাহের সময় নির্ধারণ চুক্তির অপরিহার্য শর্ত।	৪. মালামাল সরবরাহের সময় নির্দিষ্ট না করলেও চলে।

---

[২৪৫] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

[২৪৬] ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২

[২৪৭] ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.৬ মুদারাবার সংজ্ঞা

মুদারাবা ভাষাটি আরবি দারব শব্দ হতে উদ্ভূত। এ শব্দের একটি অর্থ সফর করা বা ভ্রমণ করা। মুদারাবা বলতে বুঝায়, ব্যবসার জন্য সফর করা।[২৪৮] মুদারাবা বলা হয় এমন এক ধরনের কারবারকে যে ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ থাকে। মুনাফার উদ্দেশ্যে একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করে, আর অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে।[২৪৯] Islamic Development Bank এর মতে,

> Mudaraba is a forms of partnership where are party (Sahib al Mal/Rabbul Maal) Provides the fund while the alter provides the experties and management. The letter is reffered to as the Mudarib (Manager). Any profit accured is shared between the two parties on a pre-agreed basis while capital loans is exclusively borrow by the partner providing the capital (Sahib al Maal).[২৫০]

মুদারাবা এক ধরনের অংশীদারিত্ব, যেখানে একপক্ষ (সাহিবুল মাল/রাব্বুল মাল) তহবিল বা পুঁজি সরবরাহ করেন এবং অন্যপক্ষ তার ব্যবস্থাপক। ব্যবসায়ের লাভ দু' পক্ষের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ হয়। পুঁজির লোকসান হলে তা মূলধন সরবরাহকারি (সাহিবুল মাল) বহন করে। মুদাবারা মূলত মুনাফার অংশীদারিত্ব, যেখানে একপক্ষ মূলধন যোগায় এবং অপর পক্ষ মেহনত বা পরিশ্রম করে।[২৫১] মুদারাবা ব্যবসায় কোন ক্ষতি হলে সাহিবুল মাল ক্ষতি বহন করবে, তবে যদি সেই ক্ষতি মুদারিব কর্তৃক নিয়ম লংঘন, অবহেলা বা চুক্তি ভঙ্গের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে মুদারিবকে ক্ষতির দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে।[২৫২] ইসলামী ব্যাংকিং এ মুদারাবা হল এমন চুক্তি যার শর্ত অনুসারে ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত কোন ব্যাংক কোন কিছুতে মূলধন যোগান দেয় এবং গ্রাহক এতে দক্ষতা, প্রচেষ্টা, শ্রম ও প্রজ্ঞা নিয়োজিত করে।[২৫৩]

৪.৪.৫.২ ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুদারাবার বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:[২৫৪]

- ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসেবে মূলধন যোগায় এবং স্ব-নিয়োজিত উদ্যোক্তা বা গ্রাহক মুদাবির হিসেবে যে মূলধন ব্যবসায় খাটান।

---

২৪৮ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

২৪৯ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস* ও *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২

২৫০ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

২৫১ Manual for Investment under Bai Mudaraba Mode, published by Islami Bank Bangladesh Ltd. p. 4

২৫২ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

২৫৩ ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯৫ (সংশোধন) এ আলোচ্য সংজ্ঞাটি দেয়া হয়েছে। উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

২৫৪ ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস* ও *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬

- ব্যবসার পরিচালনা করেন গ্রাহক বা মুদারিব।
- ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসেবে ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয় না। তবে ব্যবসায়ের তদারকি এবং পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারে।
- মুদারাবার অর্থ শারী'আহ্সম্মত খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।
- ব্যবসায়ের লাভ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভাগ হয়।
- ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পারফরমেন্স গ্যারান্টি নিতে পারে।
- প্রকৃত লোকসানের দায়িত্ব সাহিবুল মাল হিসেবে ব্যাংক বহন করে।
- উদ্যোক্তা (মুদারিব) বা তাঁর কর্মচারি বা প্রতিনিধি শর্ত লংঘন, অবহেলা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অব্যবস্থা বা বিশ্বাসভঙ্গের কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হলে, ব্যাংক উদ্যোক্তার কাছ থেকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।
- ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া উদ্যোক্তা অন্য কোন উৎস থেকে ব্যবসায়ের মূলধন নিতে পারে না। নিলে তা উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ঋণ হিসাবে গণ্য হবে।
- মুদারিব কারবার থেকে মুনাফার নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক বা ভাতা কিংবা নিজস্ব কোন খরচ নিতে পারে না।
- চুক্তির মেয়াদ শেষে লাভ লোকসান হিসাব চূড়ান্ত করে কারবার সমাপ্ত করা হয়।
- মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত হিসাবের সাথে লাভ লোকসান সমন্বয় করতে হয়।

৪.৪.৬ মুশারাকার সংজ্ঞা

আরবি শিরকাত থেকে মুশারাকা শব্দটি এসেছে। শিরকাত অর্থ শরীক হওয়া বা অংশীদার হওয়া। তাই শাব্দিক দিক দিয়ে মুশারাকার অর্থ অংশীদারিত্ব।[২৫৫] মুশারাকা বলতে এমন একটি অংশীদারি কারবারকে বুঝায়, যে ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে লাভের উদ্দেশ্যে কারবার পরিচালনা করে এবং লাভ ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে।[২৫৬] কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে তা ভাগ করে নেয়। আর লোকসান হলে অংশীদারগণ নিজ নিজ পুঁজির অনুপাতিক হারে তা বন্টন করেন।[২৫৭]

IDB এর মতে, মুশারাকা হল মূলধনে অংশীদারিত্ব বা ইকুইটি শেয়ারিং এর ভিত্তিতে কোন প্রকল্প বিনিয়োগের একটি ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে লাভ লোকসান ভিত্তিক বিভিন্ন অংশীদারি কারবার গড়ে ওঠে। এ প্রকল্পের লাভ বা ক্ষতি অংশীদারগণকে বণ্টন করতে হয়। অংশীদারগণ (উদ্যোক্তা, ব্যাংক ইত্যাদি) প্রকল্পে মূলধন সরবরাহ করেন

---

[২৫৫] ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

[২৫৬] ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

[২৫৭] ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ও ব্যবস্থাপনার অংশ নেন। তাদের মধ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী লাভের অংশ এবং মূলধন অনুপাতে লোকসান বন্টন হয়'।[২৫৮] ইসলামী ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে মুশারাকা হল ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে এমন এক ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে প্রত্যেক অংশীদার সমান বা ভিন্ন মাত্রায় কোন নতুন কিংবা প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে মূলধন গঠনে অংশ নেয় এবং যেখানে প্রত্যেক অংশীদার স্থায়ী কিংবা ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনে মালিকানা লাভ করে এবং মুনাফার প্রাপ্য অংশ পায়।[২৫৯] শিরকাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের জন্য কারবারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়।[২৬০]

৪.৪.৬.১ মুশারাকার বৈশিষ্ট্যাবলি

মুশারাকার বৈশিষ্ট্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল:[২৬১]

- এটি একটি যৌথ মূলধনী কারবার। উভয়ের পুঁজি সমান বা কম বেশি হতে পারে।
- গ্রাহক ও ব্যাংকের মূলধনের হিস্যা বা পরিমাণ চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।
- চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যবসায়ের লাভ গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ভাগ করা হয়।
- ব্যবসায়ের প্রকৃত লোকসান গ্রাহক ও ব্যাংক তাদের মূলধন অনুপাতে বহন করেন।
- অংশীদারকে আগাম দেয়া লাভ হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকৃত লাভ-ক্ষতির সাথে সমন্বয় করতে হবে।
- অব্যবস্থাপনা, চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি কারণে লোকসান হলে দায়ী পক্ষকে তা বহন করতে হয়।
- ব্যাংক মুশারাকা চুক্তিতে যেকোন যুক্তিসংগত শর্ত আরোপ করতে পারে।
- গ্রাহক যথাযথ হিসাব রক্ষণ করবেন। ব্যাংক নিজে অথবা মনোনীত নিরীক্ষক দিয়ে এই হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ করতে পারে।
- মুশারাকা বিনিয়োগ তদারকি ভিত্তিক হয়।

---

২৫৮ 'Musharaka is an Islamic financing technique that adopts equity sharing, as means of financing projects. Thus embraces different types of partners (enterpreuners, bankers etc.) share both capital and Management of project, so that profits will be distributed among them according to agreed ratio and loans is shared as per their equity participation (Ratio). দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

২৫৯ Accounting and Auditing organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), Manama, Bahrain : 2004-05, Musharaka Financing appendix 'E' Defination, p. 187

২৬০ ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, অনু. মোঃ কারামাত আলী নিযামী, *শরীয়াতের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবার*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ. ১৬

২৬১ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.৬.২ মুশারাকা ও মুদারাবার মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মুশারাকা ও মুদারাবার মধ্যে পার্থক্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

টেবিল ১৮ : মুশারাকা ও মুদারাবার মধ্যে পার্থক্য[২৬২]

মুশারাকা	মুদারাবা
১. সকল অংশীদার মূলধন যোগান দেয়।	১. শুধু সাহিবুল মাল মূলধন যোগান দেয়।
২. সকল অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে।	২. শুধু মুদারিব কর্তৃক কারবার পরিচালিত হয়।
৩. সকল অংশীদার মূলধন অনুপাতে লোকসান বহন করে।	৩. সাধারণত মুদারিব কোনো আর্থিক ক্ষতি বহন করে না।
৪. সাধারণত অংশীদারগণের দায় সীমাহীন। এজন্য সম্পদের চেয়ে অতিরিক্ত দায় প্রত্যেক অংশীদারকে আনুপাতিক হারে বহন করতে হয়।	৪. যদি সাহিবুল মাল মুদারিবকে তার পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি না দেয় তবে তার (সাহিবুল মাল এর) দায় মূলধনের মধ্যে সীমিত থাকে।
৫. মুশারাকার সকল সম্পদ অংশীদারগণের যৌথ মালিকানায় পরিগণিত হয়। সুতরাং লাভ না হলেও সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির (যদি হয়) সুবিধা সকলে পেয়ে থাকে।	৫. মুদারিব শুধু ব্যবসায়ে লাভের ভাগীদার, তাই সে সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির কোনো অংশ পায় না। এটা সাহিবুল মালের প্রাপ্য।

৪.৪.৭ ইসলামী ব্যাংকিং এ ভাড়ায় ক্রয় পদ্ধতি

ইজারা শব্দটি আরবি আজর ও উজরত থেকে এসেছে। এর অর্থ হল বিবেচনা, প্রতিদান, ফেরত, পণ্য পারিশ্রমিক, মজুরি বা ভাড়া। প্রকৃত পক্ষে এটি হচ্ছে কোন সম্পদের কাজ, সেবা বা ব্যবহারের মূল্য, বিনিময় মূল্য বা বিবেচনা, প্রতিদান, পারিশ্রমিক বা মজুরি অথবা ভাড়া।[২৬৩] সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংক অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক আইনে বলা হয়েছে, 'ইজারা বলতে এমন একটি ব্যবসায়িক পদ্ধতিকে বোঝায়, যেখানে ব্যাংক কর্তৃক ক্রয়কৃত এমন সম্পদ যা ব্যবহারের ফলে বিলীন হয় না। ব্যাংক নির্দিষ্ট কোন মেয়াদের জন্য গ্রাহকের নিকট ভাড়া প্রদান করে থাকে। এই পদ্ধতিতে সম্পত্তির আইনগত মালিকানা ব্যাংক থেকে পাবে। অপরদিকে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত ভাড়ায় সেই সম্পদ ব্যবহারের অধিকার ভোগ করবে। মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ইজারা একটি বিশেষ কৌশল।[২৬৪] ইজারা বিল বায়' ইসলামী ব্যাংকিং এর একটি মৌলিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি দুই প্রকার।[২৬৫] যথা:

১। ক্রয়ের ভিত্তিতে ভাড়া পদ্ধতি(Hire Purchase)

২। ক্রমহ্রাসমান অংশীদারি পদ্ধতি (Hire Purchase Under Sherkatul Melk)

---

২৬২ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

২৬৩ Manual for Investment under Hire purchase Shirkatul Milk published by Islami Bank Bangladesh Ltd., p. 4

২৬৪ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯), পৃ. ৩৮

২৬৫ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.৭.১ ক্রয়ের ভিত্তিতে ভাড়া পদ্ধতি(Hire Purchase):

এই পদ্ধতিতে ব্যাংক নিজেই প্রয়োজনীয় সকল অর্থ যোগান দিয়ে প্রকল্প বাড়ি বা কোন স্থায়ী সম্পদের মালিক হয়। অতঃপর উক্ত প্রকল্প, বাড়ি বা সম্পদ গ্রাহকের কাছে ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া দেয়। গ্রাহক মাসিক বা বার্ষিক নির্ধারিত ভাড়া এবং ব্যাংকের নিয়োজিত পুঁজির কিস্তি পরিশোধ সাপেক্ষে প্রকল্প, বাড়ি বা সম্পদ দখল ও ভোগ করতে থাকে। কিস্তি সম্পূর্ণ পরিশোধ হলে গ্রাহক সম্পদের মালিকানা পায় এবং ভাড়া প্রদান থেকে মুক্ত হয়।[২৬৬]

৪.৪.৭.২ ক্রয়ের ভিত্তিতে ভাড়া পদ্ধতির(Hire Purchase) বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলামী ব্যাংকে ক্রয়ের ভিত্তিতে ভাড়া পদ্ধতির(Hire Purchase) বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:[২৬৭]

- সম্পদের মালিকানা থাকে ব্যাংকের এবং সম্পদ থাকে গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণে।
- যতক্ষণ না গ্রাহক মূল্য পরিশোধ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংক নির্ধারিত ভাড়া আদায় করবে।
- গ্রাহক সম্পদের মূল্য পরিশোধ করার সাথে সাথে সম্পদ গ্রাহকের নামে হস্তান্তর করা হয়।
- সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষন করার দায়িত্ব গ্রাহকের।
- হায়ার পারচেজ চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথেই সম্পদ গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
- ক্রেতা সম্পদ নিজে ব্যবহার করতে পারবেন, তবে অন্যকে দিতে পারবেন না।
- গ্রাহক সম্পদ বিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারবেন না।

৪.৪.৮ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক(HPSM)

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক হল এক বিশেষ সমন্বিত চুক্তি। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই পদ্ধতির উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটেছে। প্রকৃত পক্ষে এটি ১. মালিকানায় শরীকানা ২. ইজারা ৩. বিক্রয় এই তিন চুক্তির সমন্বয়।[২৬৮] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর শারী'আহ্ কাউন্সিলের মতে এর প্রধান শর্ত হল, মূলধন অনুপাতে অংশিদারগণের মালিকানা স্বীকৃতি দেয়া, যাতে পরবর্তীতে তাদের বা তাদের ওয়ারিশগণের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। ক্রেতাকে তার পরিশোধিত মূল্যের আনুপাতিক মালিকানা ব্যাংক কর্তৃক হস্তান্তর করা।[২৬৯]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ম্যানুয়ালে HPSM সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে তার মালিকানা অর্জন করে। পণ্য বা

---

২৬৬ প্রাগুক্ত।

২৬৭ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

২৬৮ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

২৬৯ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মালামাল ক্রয়ের আগে বা প্রকৃত মূল্য মাসিক ভাড়া ব্যাংকের অংশের মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ জামানতের প্রকৃতি ইত্যাদি নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদিত হয়।[২৭০]

৪.৪.৮.১ এইচপিএসএম এর বৈশিষ্ট্যাবলি

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক(HPSM) এর বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:[২৭১]

- গ্রাহক এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংকের মঞ্জুরি লাভের পর গ্রাহক তার অংশের পুঁজি বা ইক্যুইটি ব্যাংকে জমা করেন। গ্রাহকের টাকার সাথে ব্যাংক তার অংশের টাকা যোগ করে সম্পদের পুরো দাম পরিশোধ করেন।
- এরূপ বিনিয়োগের পূর্বে মোট দাম, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশ পরিশোধের সময়সীমা কিস্তির পরিমাণ, জামানতের ধরন প্রভৃতি নির্ধারণ করে পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি হয়।
- ব্যাংক যৌথ মালিকানাধীন এ সম্পদে তার নিজের অংশটি গ্রাহকের কাছে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভাড়া দেয়।
- গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া ব্যাংকের অংশের মূল টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করেন।
- গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধের ফলে সম্পদে ব্যাংকের মালিকানার অংশ কমতে থাকে।
- গ্রাহকের মালিকানা বাড়ার সাথে সাথে ব্যাংকের প্রাপ্য ভাড়ার পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমে আসে।
- সম্পদে ব্যাংকের অংশের মূল্য পুরো শোধ হলে, গ্রাহক পূর্ণ মালিকানা লাভ করেন।
- মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যাংকের অংশের পুরো দাম শোধ করে গ্রাহক সম্পদের পূর্ণ মালিকানা পেতে পারেন।
- গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী ভাড়া অব্যাহত থাকে।
- চুক্তির শর্ত পালনে গ্রাহক ব্যর্থ হলে ব্যাংক সম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে।
- ভাড়া হিসেবে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয়, ভাড়ার টাকা মালিকানার অংশের সাথে যুক্ত নয়।

৪.৪.৮.২ হায়ার পারচেজ ও হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক এর পার্থক্য

ব্যাংকে হায়ার পারচেজ ও হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক এর পার্থক্য নিম্নরূপ:

টেবিল ১৯ : হায়ার পারচেজ ও এইচপিএসএম এর পার্থক্যসমূহ[২৭২]

হায়ার পারচেজ	হায়ার পাচেজ আন্ডার শিরকাত আল মিল্ক
১. বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যাংকের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পরই কেবল সম্পদের মালিক হন।	১. বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যাংকের মূলধনের যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ করেন, তিনি সম্পদের সে পরিমাণ মালিকানা লাভ করেন।
২. ব্যাংক সম্পদের মালিক বিধায়, গ্রাহক যতদিন ব্যাংকের সমুদয় টাকা পরিশোধ না করবে, ততদিন ব্যাংক একই হারে ভাড়া আদায় করবে।	২. গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ করার কারণে ব্যাংকের মালিকানা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকায় মাসিক ভাড়ার পরিমাণও কমতে থাকে।
৩. গ্রাহক কিস্তির পরিশোধে ব্যর্থ হলে, সে ঐ পরিমাণ টাকা পরবর্তীতে পরিশোধ করতে পারে। তাতে ব্যাংক অতিরিক্ত কোনো ভাড়া দাবি করতে পারে না।	৩. কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে সম্পদের ওপর ব্যাংকের মালিকানা বেশি থেকে যায়। ফলে ব্যাংক মালিকানা অনুপাতে ভাড়া আদায় করতে পারে।
৪. কিস্তির টাকা আলাদাভাবে জমা করা হয়।	৪. কিস্তির টাকা মূল বিনিয়োগ হিসেবে জমা করা হয়।

---

[২৭০] Manual for Investment under Hire Purchase Shirkatul Milk, published by Islami Bank Bangladesh Limited, p. 4

[২৭১] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

[২৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.৯ বিভিন্ন ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ২০ : বিভিন্ন ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য[২৭৩]

মানদণ্ড পদ্ধতি	পদ্ধতির প্রকৃতি	ঝুঁকির প্রকৃতি	আয়ের প্রকৃতি
কার্‌য হাসানা	ঋণ	কম	নেই
বায়' মুয়াজ্জাল	বাণিজ্য	কম	নির্দিষ্ট
বায়' মুরাবাহা	বাণিজ্য	কম	নির্দিষ্ট
বায়' সালাম	বাণিজ্য	মধ্যম	নির্দিষ্ট
ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া	বাণিজ্য	কম	নির্দিষ্ট
ইজারা	লিজ	মধ্যম	নির্দিষ্ট
মুদারাবা	বিনিয়োগ	বেশি	অনিশ্চিত
মুশারাকা	বিনিয়োগ	বেশি	অনিশ্চিত
শেয়ার ক্রয়	বিনিয়োগ	বেশি	অনিশ্চিত
প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ	বিনিয়োগ	বেশি	অনিশ্চিত

পরিশেষে বলা য়ায়, ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবন দর্শনের একটি মৌলিক অংশ। ইসলামী অর্থনীতি মূলত সমাজের সকল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিত। ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের সাথে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাফল্য অর্জন করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং এখন গ্রাহকগণের নিকট প্রচলিত ব্যাংকিং এর তুলনায় গ্রহণযোগ্য ও যথোপযুক্ত হিসেবে স্বীকৃত। এগুলোর ধর্মীয় ও আদর্শিক প্রভাবের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যেমন প্যারিস ও লন্ডনেও এ ব্যাংক ব্যবস্থার বিস্তৃতি লাভ করেছে।[২৭৪] বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাফল্য ব্যাপক। সময়ের সাথে সাথে এ সকল ব্যাংক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলনায় কৌশলী, যৌক্তিক, পরিমাপক, আয় ও ব্যয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ।[২৭৫] বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

---

[২৭৩] ড. এম. এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

[২৭৪] Islamic Banking prove a reliable and appropriate alternative to conventional banking for investors with a religions on ethical preference for shariah compliant produchs with more Islamic banks now opening outside the traditional Islamic regions including London and Paris. cf. Helen Sanders, *Looking East : The Islamic Alternative?* TMI Issue 173. pp. 12-17 http://www.treasury-management.com/article/1/123/1063/looking-east-the-islamic-alternative-.html visited on 01-03-2011

[২৭৫] Dr. M. Mizanur Rahman, *Efficiency Of Islamic And Conventional Banks In Bangladesh*(Dhaka : Lambert Academic Publishing, 2010), p. 17

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমসমূহ

৫.১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচিতি

৫.২ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

৫.৩ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান

৫.৪ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচিতি

৫.৫ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগসমূহ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

৫.৬ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

৫.৭ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

৫.৮ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের তুলনামূলক আলোচনা

৫.৯ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রম

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমসমূহ

সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থায়নের প্রক্রিয়াটিই ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। অসহায় গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য এটা একটি অর্থ সরবরাহ পদ্ধতি। দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য এটি অত্যাবশ্যক ও প্রত্যাশিত বিনিয়োগ। বিষয়টি নিম্নে আলোচনা করা হল:

৫.১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচিতি

বাংলার মানুষের জীবনকে, 'Born in debt, live on debt, and die in debt' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সারা বাংলাকে উজ্জীবিত করেছিলেন 'ঋণ শালিশী বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করে। তিনি মহাজনের খপ্পরে পড়ে সম্পূর্ণ পথের ভিক্ষুক হওয়া থেকে বাঁচাতে একটা পন্থা বের করে দিয়েছিলেন। তাই বাংলার মানুষের কাছে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন।[১] দেশের গরীব মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এখন এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পল্লী অর্থায়নের[২] ধারণা থেকেই এর উৎপত্তি।

বিশ্বের ক্ষুদ্র অর্থায়ন আন্দোলনে বাংলাদেশ প্রথম থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং ইতোমধ্যেই দরিদ্রদেরও ঋণ পাওয়ার অধিকারকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। প্রায় তিনদশক সময় ধরে এই আন্দোলনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এটি এখন ক্ষুদ্রঋণ ছাড়াও বিভিন্ন রকম সেবামূলক কার্যক্রম, যেমন-ক্ষুদ্রসঞ্চয়, ক্ষুদ্র বিমা এবং অর্থ প্রেরণ সেবা ইত্যাদি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষুদ্র অর্থায়ন আন্দোলন।[৩] বাংলাদেশের ধনীরাই ব্যাংকের ঋণ শোধ করে না, সেখানে একজন বিত্তহীন মানুষ ঋণ শোধ করবে, তাও আবার সুদসহ। গরীব মানুষ, তাও মেয়ে

---

১ ড. মুহাম্মদ ইউনুস, *অভিনন্দন বাংলাদেশের সংগ্রামী মহিলাদের*(ঢাকা : আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ এর সূচনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য, গ্রামীণ ব্যাংক, জানুয়ারি ২০০৫), পৃ. ১

২ পল্লী অর্থায়ন একটি ব্যাপকভিত্তিক কার্যকর অর্থায়ন ব্যবস্থা। প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সংগঠন, আকারে ছোট-বড় যা-ই হোক না কেন, যে সকল সূত্রে গ্রামীণ দরিদ্র জনপদ ক্ষুদ্র আকারের আর্থিক সেবা-সহায়তা পেতে থাকে, তাকেই 'পল্লী অর্থায়ন' হিসাবে গণ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং অপরাপর ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগের (SME) প্রতি প্রদত্ত তুলনামূলক বড় আকারের আর্থিক সহযোগিতাকেও 'পল্লী অর্থায়ন' ধরা হয়। তাছাড়া, আরো বিভিন্ন রকমের ক্ষুদ্র-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানকেও পল্লী উন্নয়ন খাতে সংশ্লিষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে আবর্তনমূলক সঞ্চয় ও ঋণ সেবা-পরিসেবা সমিতি(Rotating Savings and Credit Associations) এবং আর্থিক সমবায় সমিতি থেকে শুরু করে পল্লী অঞ্চলের ব্যাংক এবং কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠন। দারিদ্র হ্রাস এবং গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পল্লী অর্থায়ন একটি প্রধান উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। দ্র. রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*(ঢাকা : ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স, ২০১২), পৃ. ৪

৩ রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ, তাদের সঙ্গে ব্যাংকিং হয় কি করে? তারা জামানত দেবে কোথা থেকে? জামানত ছাড়া আবার ব্যাংকিং হয় নাকি? এটা কেমন কথা?[৪] পূর্বে এ ধারণা বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশ সরকারের মূল লক্ষ্য হল ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসা। এই ধারাকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে সফলভাবে যে বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রয়োগ হচ্ছে তা হল ক্ষুদ্রঋণ। এটা এক ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের নামান্তর।

অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে গ্রামীণ ব্যাংকই প্রথম দরিদ্রদের অর্থায়নমূলক সেবা প্রদানকারী একটি নতুন ধারার সংগঠন হিসেবে বিকশিত হয়েছিল।[৫] ক্ষুদ্র ঋণ শব্দটি সত্তরের দশকের পূর্বে তেমনটি প্রচলিত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এটি একটি ব্যাপক প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।[৬] এর দ্রুত সম্প্রসারণ শুরু হয় ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি থেকে এবং বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে তা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৭] ড. মুহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ মডেলই ক্ষুদ্র ঋণের পথ প্রদর্শক। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ মডেলটি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৮] ব্যাংকিং ক্ষেত্রে যে কথা ত্রিশ বছর আগে অবাস্তব মনে হতো, সেটা আজ বাস্তব। পৃথিবীর সেরা ব্যাংকারগণ যে কাজ করতে সাহস করেনি, বাংলাদেশের তরুনরা অনায়াসে সে কাজ প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে করে যাচ্ছে। তাদের কাছ থেকে শেখার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ আজ বাংলাদেশে আসছে।[৯] বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি মূলত পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন এনজিও, গ্রামীণ ব্যাংক, সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সরকারি কিছু মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে।[১০]

৫.১.১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সংজ্ঞা

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বা অর্থায়ন বলতে এমন সব আর্থিক সেবা সহায়তাকেই বুঝায়, যার মাধ্যমে দরিদ্র বা স্বল্প আয়ের জনগণের নিকট বিনিয়োগ, সঞ্চয় সুবিধা, অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত সেবাসমূহ এবং ক্ষুদ্র বিমা সুবিধা প্রদান করা হয়। অপরাপর সকলের মতোই দারিদ্র্য সীমায় বসবাসকারী

---

৪ ড. মুহাম্মদ ইউনুস, *অভিনন্দন বাংলাদেশের সংগ্রামী মহিলাদের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৫ রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৬ 'The word Microcredit did not exist before the seventies. Now it has become a buzz word among the development practitioners' *What is Microcredit?*, cf. http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=108 visited on 28-02-2011

৭ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, *ক্ষুদ্র ঋণের চ্যালেঞ্জসমূহ : পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের প্রেক্ষিতে দিক নির্দেশনা*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৩, জুলাই ২০১২), পৃ. ১

৮ রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৯ ড. মুহাম্মদ ইউনুস, *অভিনন্দন বাংলাদেশের সংগ্রামী মহিলাদের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১০ *Microcredit in Bangladesh,* Microcredit Regulatory Authority. cf. http://www.mra.gov.bd/ visited on 08-06-2011

Dhaka University Institutional Repository

জনগণও নিজেদের ব্যবসা পরিচালনা, সম্পদ বৃদ্ধি, ভোগ সহায়তা এবং ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন রকমের আর্থিক সেবা সহায়তা প্রত্যাশা করে থাকে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগটি হচ্ছে তাদের ক্ষুদ্র অর্থায়নের প্রধান উপকরণ।[১১] প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তিরই তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে মৌলিক পরিবর্তনের অধিকার রয়েছে। ঋণের অধিকার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে এটা সহজে করা যায়।[১২] কোন রকমের জামানত(Collateral) ব্যবস্থা ছাড়া ঋণ সুবিধা দরিদ্রদের উপার্জন এবং সঞ্চয় বাড়ানোর মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে।[১৩] ক্ষুদ্রঋণ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় মূলত খুবই ক্ষুদ্র প্রকৃতির তদারককৃত ঋণের উপর, যা কোন প্রকার জামানত ছাড়াই দেয়া হয়।[১৪] বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ সাধারণত মাথাপিছু ১০০০ থেকে ১০০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে সকল দারিদ্র্য মানুষের ৫০ শতাংশের কম জমি আছে, তাদের কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ বা ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়।[১৫] দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ব্যবস্থাপনাধীন খুবই ক্ষুদ্র প্রকৃতির ঋণকে ক্ষুদ্রঋণ (Microcredit) বলে। এটি মূলত ক্ষুদ্র অর্থায়নের অংশ বিশেষ যা বৃহত্তর ক্ষেত্রে দারিদ্র্য মোকাবেলায় আর্থিক সহায়তাকে সংশ্লিষ্ট করে।[১৬] ক্ষুদ্রঋণ হল বিশ্বায়নে দারিদ্র্য মুকাবিলার একটি কার্যকর ও কৌশলগত যথাযথ ধারা।

ক্ষুদ্রঋণ মৌলিক প্রয়োজনীয় ঋণ, সঞ্চয় অর্থের স্থানান্তর ও ক্ষুদ্র বিমা জাতীয় সেবা গ্রাহকদের পৌঁছে দেয়।[১৭] ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাপকভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনে নব উন্মোচিত উপকরণ।[১৮] ক্ষুদ্র

---

১১ রশিদ ফারুকী ও এস বদরুন্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১২ ড. মুহাম্মদ ইউনুস, *Credit for Self Employment : A Fundamental Human Right*(Dhaka : Grameen Bank, 1987), p. 7

১৩ রশিদ ফারুকী ও এস বদরুন্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১৪ 'Microcredit is a term now broadly used to mean very small sized supervised loans without any collateral.' দ্র. *বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ*(ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩), ভলিউম ৬, পৃ. ৪৭৭

১৫ *বাংলা পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭; দ্র. তবে বাংলাদেশে বিশেষ প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এটি টাকা ১০০০০০ থেকে টাকা ৩০০০০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

১৬ 'Micro Credit is the extensions of very small loans to those in poverty designed to spur enterpreniership. These individual lack collateral, steady employment and variable credit history and therefore cannot meet even the most minimal qualifications to gain access to traditional credit. Microcredit is a past of Microfinance which is provision of wider range of financial service to the very poor.' *Wikipedia*, cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Microcredit visited on 28-02-2011

১৭ Microfinance provides basic financial services such as loans, savings, money transfer service and Micro Insurance to clients, that have been previously ignored by more traditional financial services providers' cf. Grameen Bank, webste, Microfinance, cf. http://www.grameenfoundation.org/what-we-do/microfinance/financing-microfinance visited on 01-03-2011

Dhaka University Institutional Repository

অর্থায়ন একটি বহুমুখি উপাদান, যাকে পুরোপুরি প্রয়োগকৃত স্থানের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সর্বশেষ সমন্বয়যোগ্য।[১৯] ক্ষুদ্র অর্থায়ন গরীবের জন্য সহজলব্ধ ও সুবিন্যস্ত যা বিশেষভাবে তাদের চাহিদাকে অন্তর্ভূক্ত করে।[২০] ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদ্রঋণ সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়েছে, Microfinance means program that extend small loans to very poor people for self employment projects, that generate income in allowing them to take care of themselves and their families.[২১] মূলত প্রত্যেক দারিদ্র্য ব্যক্তিই তার আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবর্তনের সুযোগের দাবি রাখে। ঋণ ব্যবস্থায় তার অধিকার বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে এটার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব।[২২] বিগত কয়েক বছরে দরিদ্রদের জন্য এ সকল গ্রুপভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি উন্নত জনগোষ্ঠীর দিক নির্দেশকের মুখ্যরূপে পরিণত হয়েছে।[২৩]

ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত স্বল্প আয়ের জনগণকে ঋণ দিয়ে থাকে। দরিদ্রদের জামানত দেয়ার মতো সম্পত্তি, জমি, মেশিনপত্র এবং অন্যান্য ধরনের মূলধনী সম্পদ থাকেনা।

---

১৮ 'Microfinance Initiatives is widely acclaimed as a new innovative approach to alleviate poverty'.cf. Dr. Asraf Wazdi Dusuki, *Empowering Islamic Microfinance : Lesson from Group-Based Lending Scheme and Ibn Khalduns Concept of Asabiyah,* International Islamic University Malaysia, cf. http://dinarstandard.com/maqasid/empowering_islamic_microfinance.pdf, visited on 01-03-2011

১৯ 'Microfinance is a very flexible tool, whose models can be replicated but require to be tailored on the local socio-economic and cultural characteristics'.cf. Chiara Segrado, August 2005, *Microfinance at the University of Torino. Islamic Micro Finance and Socially Responsible Investment.*

২০ 'Microfinance refers to make small loans available to poor through programmes designed specially to meet their particular needs and circumstances.' দ্র. ড. ওয়াহিদ আখতার, ড. নাঈম আকতার ও সৈয়দ খুররম আলী জাফরী, *ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন*(লাহোর : ২য় CBRC সম্মেলন, পাকিস্তানে পঠিত, ১৪ নভেম্বর, ২০০৯), পৃ. ১

২১ Dr. Abdur Rahim Rahman, *Islamic Microfinance : A missing Component in Islamic Banking.* (Kuala Lumpur, Malaysia : Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2, 2007), p. 38, Mentioned that, Mr. Dr. Abdur Rahim Rahman is Associate Professor of Economics and Management, International Islamic University Malaysia (IIUM) and Director of IIUM Institute of Islamic Banking and Finance.

২২ ড. মুহাম্মদ ইউনুস, *Credit for Self Employment : A Fundamental Human Right*(ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১১), পৃ. ৭

২৩ Mark M.P.H and Shahidur R. Khandaker, *The Impact of Group Based Credit Program on Poor Households in Bangladesh, Does The Gender of Participants Matter?*(ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১১), পৃ. ২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণেই ঋণের নিরাপত্তার বিকল্প উপায় হিসেবে গ্রুপ গ্যারান্টি এবং বিকল্প বন্ধকি ব্যবস্থা রয়েছে।[২৪]

৫.১.২ ইতিহাসের আলোকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

মোগলযুগে 'তাকাভি'[২৫] ছিল কৃষিখাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বন্যা, খরা কিংবা মহামারীজনিত কারণে কৃষিতে বিপর্যয় ঘটলে মোগল সরকার খাজনা আদায় মুলতবি অথবা হ্রাস করে দিত। তদুপরি কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'তাকাভি' নামক আগাম ঋণ প্রদান করা হতো। 'তাকাভি' ঋণ বিতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্ট হিসেবে জমিদার এবং তালুকদারদেরকে নির্দেশ দেয়া হতো যে, রায়তদের মাঝে উক্ত ঋণ বিতরণ করে যেন সেই অর্থ সরকারি খাজনার খাতে সমন্বয় করা হয়। দুর্যোগের সময় সরবরাহকৃত 'তাকাভি' ঋণ কৃষি খাতের প্রাচুর্যের সময় আদায় করা হতো। উল্লেখ্য যে, 'তাকাভি' ঋণের সাথে এ কালের সুদের মত কোন রকম আনুষাঙ্গিক খরচ যুক্ত করা হতো না।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার রাষ্ট্রীয় খাতে 'তাকাভি' নামক কৃষি ঋণ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেছিল। ১৭৯৩ সালে জারিকৃত এক আইনের বলে এর দায়িত্ব জমিদার এবং অপরাপর ভূস্বামীদের উপর ন্যস্ত করে ব্যবস্থাটি অব্যাহত রাখা হয়েছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভূমির জন্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই জমিদারগণ 'তাকাভি' ঋণের ব্যবস্থাটি বাতিল করে দিয়েছিল।

বৃটিশ শাসনকালেই বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের সূচনা ঘটে। কলকাতায় ১৭০০ সালে হিন্দুস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ অনুকূল্যে ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ব্যাংকই ভারতের

---

২৪ 'গ্রুপ গ্যারান্টি' বা দলীয় নিশ্চিয়তামূলক ব্যবস্থাটি সাধারণভাবেই সমকক্ষ ব্যক্তিদের (ঋণগ্রহিতা ব্যক্তিবর্গের) মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত। এ নিয়মের আওতায় গ্রুপভুক্ত সকল সদস্যগণ সমবেতভাবে প্রত্যেক সদস্যের ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন। নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যাপারটা অভ্যন্তরীণ বা এমনভাবে বাধ্যতামূলক হতে পারে, যাতে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে গ্রুপের সকল সদস্য নজরদারি না করলে অন্য কোনো সদস্যই ঋণ পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন না। অথবা, নিশ্চয়তামূলক ব্যবস্থায় যেকোনো সদস্য সময়মত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, গ্রুপের (সমস্ত) সদস্যকেই সংশ্লিষ্ট সদস্যের বকেয়া ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বহন করতে হয়। দ্র. রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৮

২৫ 'তাকাভি' ঋণ হচ্ছে এক ধরনের আগাম (ঋণ), যা উর্ধ্বতন জায়গিরদার কর্তৃক রায়তকে, প্রাকৃতিক দুয়োর্গজনিত কারণে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলার জন্য প্রদান করা হতো। সংস্কৃত 'টাকা' (Money) এবং আরবি 'কাভি' (Strength or Strengthening) শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে 'তাকাভি' শব্দটি উদ্ভুত হয়েছে। মোগল রাজত্বকালে এবং পরবর্তী সময়ে কোম্পানি সরকারের আমলে 'রায়ত' বা প্রজাগণকে দুর্যোগ মোকাবেলা করে চাষবাসের শক্তি যোগাতে প্রদত্ত পরিশোধযোগ্য নগদ 'আগাম' ঋণকে 'তাকাভি' বলা হতো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উৎস, যেমন সমবায় সমিতি এবং ব্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কৃষি ঋণ সরবরাহ করা শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই 'তাকাভি' শব্দটির ব্যবহার লুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, মূলগতভাবে 'তাকাভি' ছিল জমিদারি ঋণের ধারণাপ্রসূত, এ কালের আধুনিক ধারণায় যাকে কৃষি ঋণ (Agricultural Loan) বলা হয়। দ্র. রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ এবং ঋণ ব্যবসায়ের প্রথম আধুনিক ব্যাংক। তদানিন্তন বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রধান ১৪টি ব্যাংক ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, দিনাজপুর, কুমিল্লা এবং নারায়নগঞ্জে অবস্থিত ছিল। তা ছাড়া এ সকল ব্যাংকের আওতাধীন ১৮৫০-১৮৯৪ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ১৭টি ঋণ কার্যালয় সারা বাংলাদেশ জুড়ে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে পাকিস্তান একটি ব্যাংকিং ও ঋণপ্রদানকারী কাঠামোর উত্তরাধিকারী হয়েছিল। এ কাঠামোর আওতাধীন ছিল মোট ৬৩১টি ব্যাংক কার্যালয়, যার মধ্যে ১৫৯টির অবস্থান ছিল পল্লী অঞ্চলে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এই ২৪ বছরে পল্লী অঞ্চলের বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প এবং গৃহায়ণ খাতে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সরবরাহের লক্ষ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার অগ্রগতির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি ঋণের পরিমাণ ছিল মোটমুটি তিন কোটি রুপি।

পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ঋণ ও পশ্চিম পাকিস্তানের তাকাভি ঋণ প্রদানের কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণদাতা হিসেবে সরকার কোনরকম সংযোগমূলক মধ্যস্তর ছাড়াই সরাসরি দেশের কৃষিজীবি ঋণগ্রহীতাদের কাছে পৌছাতে পেরেছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সময় বাংলাদেশ ১২টি ব্যাংকের ১১৩০টি শাখাসহ একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী হয়েছিল। বাংলাদেশে গ্রামীন ব্যাংক ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের পূর্বে বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক এবং সমবায় সমিতিসমূহ ছিল কৃষক, বেপারী এবং কুটির শিল্পখাতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার গ্রাহকগণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের প্রধান উৎস। এ সকল প্রতিষ্ঠান বাছাইকৃত কিছু সদস্যকে ক্ষুদ্র আকারের ঋণ দিলেও সাধারণত দরিদ্রদেরকে ঋণ দিত না।[২৬]

৫.১.৩ ড. আখতার হামিদ খানের কুমিল্লা মডেল

কুমিল্লা মডেল(The Comilla Model) হচ্ছে একটি পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি যা ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (১৯৭১ সালে পরিবর্তিত নাম : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি) কর্তৃক সূচিত হয়েছিল। সমবায়ের পথ প্রদর্শক ড. আখতার হামিদ খান কুমিল্লা শহরের প্রান্তে এ একাডেমি স্থাপন করেছিলেন এবং তিনিই একাডেমির কার্যক্রম উন্নয়ন এবং পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এ মডেলটি পল্লী অঞ্চলের সামাজিক উন্নয়ন, বিশেষত সমবায় সমিতি ভিত্তিক অর্থায়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।[২৭]

---

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১-১৫

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

মূলত জার্মানীর সমবায় কার্যক্রমের পথিকৃত ফ্রেডরিক উইলহেম রেফেইসেন(Friedrich Wilhelm Raiffeisen) এর Rural Credit Union থেকেই ড. আখতার হামিদ খান উৎসাহ পেয়েছিলেন। তিনি কুমিল্লা থেকে চলে যাওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশে সমবায়ের কুমিল্লা মডেলটি ব্যর্থ হয়ে যায়। ৪০০ সমবায় সমিতির মাঝে, ১৯৭৯ সালে এসে মাত্র ৬১টি সমিতি সক্রিয় ছিল।[২৮]

৫.১.৪ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্ষুদ্রঋণ এখন দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম সহায়ক হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ ও মাথাপিছু সঞ্চয় নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ১ : বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মাথাপিছু ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয়ের তুলনা[২৯]

(মার্কিন ডলার-২০১০)

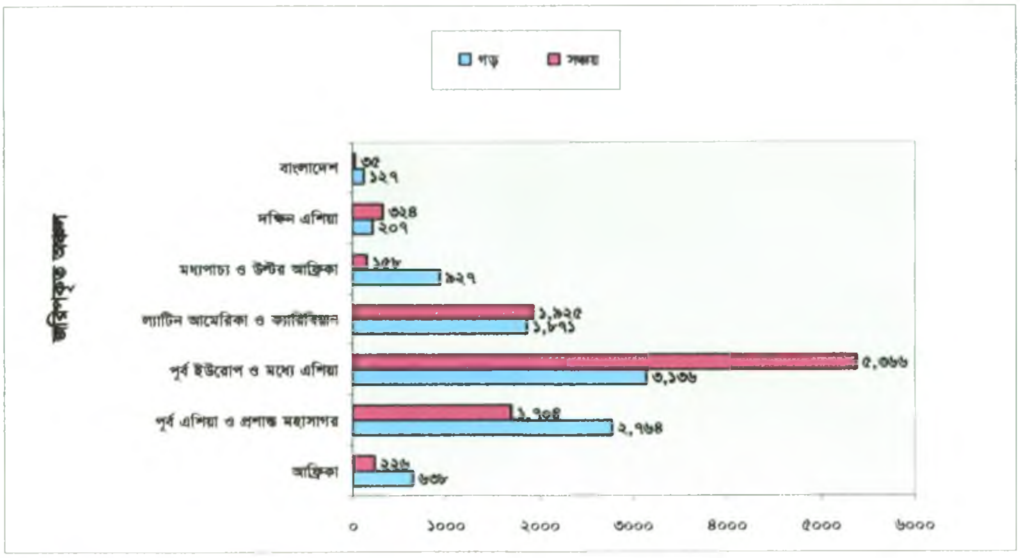

৫.২ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের কার্যকর প্রক্রিয়া হিসেবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এদেশে সরকারি, বেসরকারি ও নন-ব্যাংকিং বিভিন্নভাবে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে।

---

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; লেখকদ্বয় উপরোক্ত তথ্যগুলো www.mixmarket.org এর উপাত্ত থেকে প্রস্তুত করেছেন(মে ২০১২), জরিপকৃত ক্ষুদ্র-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : আফ্রিকা=১৭৩, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর=১২৮, পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যে এশিয়া=২১৬, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান=৩৭২, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা=৬৫, দক্ষিন এশিয়া=২২১, এবং বাংলাদেশ=৩০, দ্র. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.১ এমআরএ(Microcredit Regulatory Authority)

ক্ষুদ্রঋণ খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং খাতের সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন-২০০৬' বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। যার আওতায় এমআরএ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৩০] MRA শর্ত নির্ধারণ করেছিল যে, একটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স পেতে হলে ১০০০ সদস্য, সেই সাথে টাকা ৪০,০০,০০০ ঋণস্থিতি থাকতে হবে।[৩১] আগস্ট ২০১২ পর্যন্ত MRA ৬১৫টি এনজিও কে এ প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স অনুমোদন করেছে। এমআরএ সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

টেবিল ১ : এমআরএ সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য[৩২] (জুন ২০০৯-জুন ২০১১)

বিবরণ	জুন ০৯ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান (৪১৯)	জুন ১০ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান (৫১৬)	জুন ১১ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান (৫৭৬)	জুন ০৯	জুন ১০	জুন ১১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (বিলিয়ন টাকায়)	১১০০.০০	১৪২৫.৭৫	১৭২৯.০০	৪৫৯.৫০	৫৪৬.৫০	৬৪৯.৫০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় (বিলিয়ন টাকায়)	৯৫৬.৮৭	১২৮০.২৫	১৫৫৬.০০	৪০৭.৭০	৪৮৪.৩০	৫৭৭.২০
ঋণ স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)	১৪৩.১৩	১৪৫.৫০	১৭৩.০০	৪৮.৫০	৬২.২০	৭২.৩০
সঞ্চয় (বিলিয়ন টাকায়)	৫০.৬১	৫২.৪০	৬৩.৬০	৫০.৩০	৪৯.৭০	৫৮.৮০
সদস্য (মিলিয়ন)	২৪.৮৫	২৫.২৮	২৬.১০	৭.৯০	৮.২০	৮.৩৭
ঋণ গ্রহীতা (মিলিয়ন)	১৮.৮৯	১৯.২১	২০.৬৭	৭.৯০	৮.২০	৮.৩৭

এমআরএ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রীক তথ্যাবলি একত্রিতকরণ ও তা উপস্থাপন করছে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের চিত্র ফুটে উঠে।

৫.২.২ বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ খাতের সামগ্রীক চিত্র

বাংলাদেশে ২০১১ সাল পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণের অবস্থা নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

টেবিল ২ : বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের সামগ্রীক বিন্যাস[৩৩]

(জুন ২০১১ ভিত্তিক)

বিবরণ	মোট (বিলিয়ন টাকায়)
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২৩৭৮.৮০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২১৩৩.০০
ঋণ স্থিতি	২৪৫.৮০
সঞ্চয়	১২২.১৮
সদস্য (মিলিয়ন)	৩৪.৪৭
ঋণ গ্রহিতা (মিলিয়ন)	২৯.০৫

---

[৩০] *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১১-২০১২(ঢাকা : ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১২), পৃ. ৪০৯

[৩১] রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৩২] *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯

[৩৩] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২০১১ সালের জুন মাস ভিত্তিক উপরোক্ত তথ্যাবলি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মৌলিক চিত্র নির্দেশ করে।

৫.২.৩ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিসংখ্যান

Microfinance Statistics 2010 এর সংগৃহীত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশে পরিচালিত গ্রামীণ ব্যাংকসহ সকল ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদান করা হল:

টেবিল ৩ : বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিসংখ্যান[৩৪]

(মিলিয়ন টাকায়)

ধরন	২০১০ (সংখ্যা N=৭৭৩)	২০০৯ (সংখ্যা N =৭৪৫)	২০০৮ (সংখ্যা N =৬১৩)
ক.প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য			
i) শাখার সংখ্যা	১৮,৭২৯	১৭.৪০৭	১৬,৬৯০
ii) কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা	২৫৬,৫৯২	২৪২,৪৬৯	২২১,৯৭২
iii) মোট ঋণ	১৩৩,৪১৮	১৩৮,৬২৬	১৩৬,৮৮৪
iv) সক্রিয় গ্রুপ	২,৭৩৭,৭৩৩	২,৫৭৩,৩৫১	২,৪৫৩,০০৩
v) সক্রিয় সদস্য	৩৪,৬২০,৬২১	৩৫,৭০৭,৮৯৬	৩৫,৯০৫,৪৪২
vi) সদস্য বৃদ্ধির হার	(৪.৬৯%)	(৩.৬৪%)	৭.৯৬%
খ. সঞ্চয় তথ্য			
i) পুঞ্জিভূত সঞ্চয়	৬৫৮,৮০২.৭৬	৩৬৮,৯৪১.১২	২১১,৮৬২.১৭
ii) পুঞ্জিভূত উত্তোলন	৪৯৭,৬১৪.৪৩	২৩৭,৬৩৪.৬৮	১০৭,৬৪১.৪৫
iii) সঞ্চয় স্থিতি	১৬১,১৮৮.৩৩	১৩১,৩০৬.৪৫	১০৪,২২০.৭২
iv) সঞ্চয় প্রবৃদ্ধি	২২.৪২%	২৫.৫৩%	২৩.১৬%
গ. ঋণ তথ্য			
i) পুঞ্জিভূত বিতরণ ঋন	২,১০৩,২৮২.০৮	১,৭৩১,৪৬৫.৪৬	১,৩৬০,৬৬৯,৩২
ii) পুঞ্জিভূত মূল বিতরণ যোগ্য	১,৯১১,২১৮.১৬	১,৫৫৫,৭৫৬,৪০	১,২০৪,৫৯৬.৯৬
iii) পুঞ্জিভূত মূল বিতরণ	১,৮৮১,৬১৪.৪৩	১,৫৪২,১৯৬.২৬	১,১৮৯,৫৯৭.৩৮
iv) মূল স্থিতি	২২১,৬৬৭.৬৫	১৯৯,২৬৭.২০	১৭১,০৭১.৯৪
v) পূর্বের বকেয়া	৫,৯২৯.২৫	৪,৪১৮.৪৪	৪,০১২.৭৩
vi) মেয়াদোত্তীর্ণ	৬,৯৭২.৮৯	৬,০১৬.৫২	৪,২৯৮.৪৭
vii) প্রবৃদ্ধি	১৫.২৩%	২৫.১৪%	২২.৩০%
ঘ. গ্রাহক তথ্য			
i) পুঞ্জিভূত গ্রাহক	৭৩,৫৭৭,৪২৯	৬৬,৮৮৩,২৪৬	৫৬,৯৪৫.১৯০
ii) পূর্ণপরিশোধকারী	৪৬,৩৭৬,৫২৩	৩৯,৮২৯,৫৮৩	২৭,১৪৭,৭৬৩
iii) গ্রাহক স্থিতি	২৭,২০০,৯০৬	২৭,০৫৩,৬৬৩	২৯,৭৯৭,৪২৭
iv) স্থিতির হার	(১.৬০%)	(১৩.৩২%)	৩.৭৯%

** পরিসংখ্যানটি পিডিবিএফ ও আরডিএস (IBBL) ব্যতীত*

---

[৩৪] *Bangladesh Microfinance Statisties 2010*(Dhaka : CDF-Credit and Development Forum & InM-Institutes of Microfinance, October 2011), p. viii

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৪ ক্ষুদ বিনিয়োগ পরিচালনাকারী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিন্যাস

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করেছে। নিম্নে প্রধান তথা বৃহৎ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ তথ্য দেয়া হল:

টেবিল ৪ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচালনাকারী ২১টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিন্যাস [৩৫]

৩০ জুন ২০১১ তারিখে (মিলিয়ন টাকায়/সংখ্যায়)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সদস্য/গ্রাহক সংখ্যা	ঋণগ্রহিতার সংখ্যা	ঋণ স্থিতি (টাকা)	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ঋণ আদায়ের হার (%)
১.	গ্রামীণ ব্যাংক	৮.৩৭	৮.৩৭	৭২৩০০.০০	৫৮৮১০.০০	৯৬.৬৭
২.	ব্র্যাক	৭.৮১	৫.৫০	৪৫৫৮৩.১৫	২০২২৬.৯২	৯৬.২৭
৩.	আশা	৫.১০	৪.৫২	৪৪৬৩১.৪	১১৯৪১.০৯	৯৮.৩৬
৪.	ব্যুরো বাংলাদেশ	১.৩০	০.৮৬	৫৬০০.০৬	২৩২১.৫	৯৬.৩৮
৫.	টিএমএসএস	০.৭৪	০.৫৩	৫৩৬৯.৫৪	১৯৬৯.৪৭	৯৮.৬৯
৬.	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জিসিএফ)	০.৩৭	০.৩০	৪৫৮৪.০৯	১০২৪.৭৫	৯৯.৬৯
৭.	সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)	০.৩৯	০.৩১	৩৬২৯.৪	১৭০০.৪৮	৯৯.৫৫
৮.	শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসঅ্যাডভান্টেজ উইমেন	০.৪৬	০.৪৩	২৭৯৪.৯৫	৮৯৭.৫১	৯৭.৭২
৯.	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	১.৩৬	১.১৪	২৩৮৬.৮	১৬৮৮.০১৫	৯৯
১০.	ইউনাইটেড ডেভলপমেন্ট ইনেশিয়েটিভস্ ফর প্রোগ্রাম অ্যাকশন্স (উদ্দীপন)	০.২৯	০.২১	২৩৬৫.০১	৮২৬.৯৩	৯৬.৩৬
১১.	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	০.২৫	০.২৩	২০৫৭.৪	৬৯৩.৭১	৯৭
১২.	আর ডি আর এস বাংলাদেশ	০.৩৩	০.২৬	১৫১২.৯২	৬৬০.০৭	৯৮
১৩.	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি	০.১৩	০.১১	১৪০৪.৯৭	৫৭৮.৫৪	৯৯.১৭
১৪.	কারিতাস বাংলাদেশ	০.৩৪	০.২৩	১৩০২.৬৫	৭৯১.২৩	৯৩
১৫.	সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিস	০.১০	০.০৯	১২৫৭.৪২	৫১৪.৮২	৯৯.৭
১৬.	সাজেদা ফাউন্ডেশন	০.১২	০.১০	১২০৮.৫৫	৪১১.৪	৯৯.৮৫
১৭.	খ্রিস্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি (সিএসএস)	০.১৪	০.১২	১১৯১.৭৫	৪৮৩.৬৬	৯৯.৫
১৮.	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন	০.২১	০.১৯	১১৬৪.১৪	৩৪২	৯৬.০৪
১৯.	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)	০.১১	০.১০	১০৯৮.৯৭	৩৯৩.১৮	৯৯.৫৩
২০.	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)	০.২০	০.১৭	১০৯৭.৬২	৪১১.৫২	৯৪.৫৮
২১.	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)	০.১৪	০.১০	১০৯৬.৩১	৪৬৪.৯৯	৯৬.২৫
	২১ টি প্রতিষ্ঠানের মোট	২৮	২৩.৮৮	২০৩৬৩৭.১০	১০৭১৫১.৭৮	৯৯.১৬

৩৫ *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৫ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সংস্থাসমূহের সদস্যদের বিভাজন

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, ব্রাক, প্রশিকাসহ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে পরিচালিত বৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকগণের বিভাজন বিন্যাস নিম্নরূপ:

চিত্র ২ : ক্ষুদ্র-অর্থায়ন সংস্থাসমূহের সদস্যদের বিভাজন[৩৬] (২০১০)

৫.২.৬ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন বাজার কাঠামো

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ অর্থায়ন বাজারে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, আশা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠনগুলো কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে এগুলোর অবস্থান বিন্যাস করা হল:

চিত্র ৩ : বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন বাজার কাঠামো[৩৭] (২০১০)

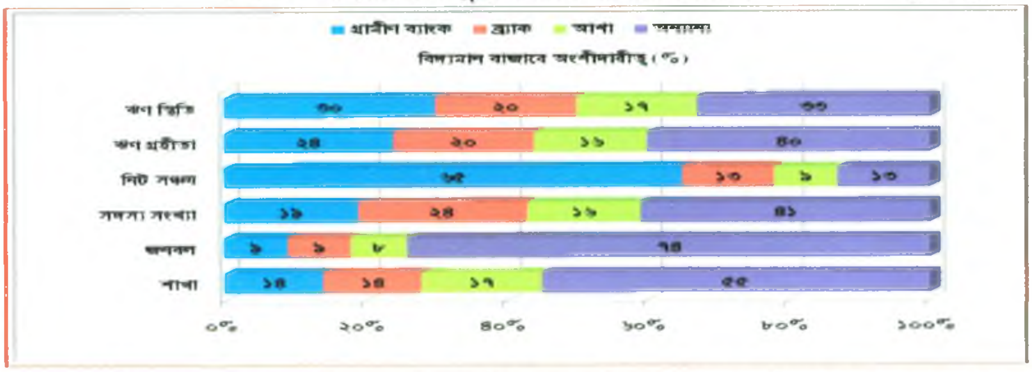

উপরোক্ত চিত্রের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারি প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা ও অন্যান্যদের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কাঠামোই শাখা, জনবল, সদস্য সংখ্যা, প্রকৃত সঞ্চয়, গ্রাহক, বিনিয়োগ স্থিতির চিত্র ফুটে উঠে।

---

৩৬ *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০

৩৭ বাংলাদেশ মাইক্রোফিন্যান্স স্ট্যাটিসটিক্স ২০১০ সাল থেকে প্রাপ্ত ৭৭৩টি ক্ষুদ্র-অর্থায়ন সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে অংকিত। দ্র. রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৭ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ খাতে ক্রমোন্নতি

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ খাত ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ দেশে এটি খুবই বিকাশমান একটি খাত হিসেবে স্বীকৃত। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

টেবিল ৫ : বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ খাতে ক্রমোন্নতি[৩৮]

(মিলিয়ন টাকায়)

ধরন	ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রাহক						বার্ষিক বিতরণ		বিতরণ প্রবৃদ্ধি (%)	
	ডিসে:২০১০ পর্যন্ত (N=৭৭২)		ডিসে:২০০৯ পর্যন্ত (N=৭৪৪)		ডিসে:২০০৮ পর্যন্ত (N=৬১২)					
	পুঞ্জিভূত ঋণ বিতর	আদায়ের হার	পুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার	পুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার	২০১০	২০০৯	২০১০ হতে ২০০৯	২০০৯ হতে ২০০৮
বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান	২,১৭৪,৮৬২.০৬		১,৭৯০,০৩৪.৫৬		১,৪০৮,৯৮৭.০২		৩৮৪,৮২৭.৫০	৩৮১,০৪৭.৫৪	২১.৫০	২৭.০৪
ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান/এনজিও	১,৫০৮,৮২১.৪৮	৯৭.০৬	১,২৩৩,১৫৩,৯৬	৯৬.২২	৯৪১,৭৬৬.২৫	৯৬.১৬	২৭৫,৬৬.৬২	২৯১,৩৮৭.৭১	২২.৩৫	৩০,৯৪
গ্রামীণ ব্যাংক	৫৯৪,৪৬০.৬০	৯৭.৩৭	৪৯৮,৩১১.৫০	৯৯.৪৬	৪১৮,৯০৩.০৭	৯৮.৩২	৯৬,১৪৯.১০	৭৯,৪০৮.৪৩	১৯.২৯	১৮.৯৬
পিডিবিএফ -PDBF	৩৯,৭৩২.৬০	৯৬.০০	৩৪,৩৩০.১০	৯৮.০০	২৯,২৭৬.৭০	৯৮.০০	৫,৪০২.৫০	৫,০৫৩.৪০	১৫.৭৪	১৭.২৬
ইসলামী ব্যাংক-IBBL	৩১,৮৪৭.৩৮	৯৯.০০	২৪,২৩৯,০০	৯৯.০০	১৯,০৪৭১.০০	৯৯.০০	৭,৬০৮.৩৮	৫,১৯৮.০০	৩১.৩৯	২৭.৩০
পিকেএসএফ কর্তৃক সরবরাহ	১০১,৬২৯.৬৭	৯৯.০০	৮৩,১০৭.৮০	৯৯.৫১	৬৫,৭৪৬.৮১	৯৭.০৯	১৮,৫২১.৮৭	১৭,৩৬০.৯৯	২২.২৯	২৬.৪১

নোট : এন(N) ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্দেশক

উপরোক্ত টেবিলের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রাহকের পরিমাণ, বার্ষিক বিতরণ ও প্রবৃদ্ধির চিত্র ফুটে উঠেছে।

৫.২.৮ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহক বিন্যাস

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ খাতে গ্রাহক সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এ দেশের জনগণ তাদের দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে ক্রমেই ক্ষুদ্র বিনিয়োগের দিকে ঝুকছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রবণতা নিম্নরূপ:

টেবিল ৬ : বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহক বিন্যাস[৩৯]

ধরন	ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রাহক			নতুন গ্রাহক		প্রবৃদ্ধি (%)	
	ডিসে : ২০১০ পর্যন্ত (N=৭৭২)	ডিসে : ২০০৯ পর্যন্ত(N=৭৪৪)	ডিসে : ২০০৯ পর্যন্ত (N= ৬১২)	২০১০	২০০৯	২০১০ হতে ২০০৯	২০০৯ হতে ২০০৮
ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান/এনজিও	৬৬,৯৬৫,২৫৪	৫৮,৯১২,৬৩০	৪৯,২৭৪,৯৮৭	৪,০৫২,৬২৪	৯,৬৩৭,৬৪৩	১৩,৬৭	১৯.৫৬
গ্রামীণ ব্যাংক	৮,৩৪০,৬২৩	৭,৯৭০,৬১৩	৭,৬৭০,২০৩	৩৭০,০০৭	৩০০,৪১৩	৪.৬৪	৩.৯২
পিডিবিএফ (PDBF)	১,২৬০,৪৫১	১,২১৫,১৯১	১,১৯৫,৫৩৩	৪৫,২৬০	১৯,৬৫৮	৩.৭২	১.৬৪
ইসলামী ব্যাংক (RDS)	১,০১৬,৪১৬	১,১৯৪,২৭০	৫৭৭,৭৪০	-১৭৭,৮৫৪	৬১৬,৫৩০	-১৪.৮৯	১০৬.৭১
মোট	৭৭,৫৮২,৭৪৪	৬৯,২৩২,৭০৭	৫৮,৭১৮,৪৬৩	৮,২৯০,০৩৭	১০,৫৭৪,২৪৪	১১.৯৬	১৮.০১

নোট : এন(N) ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্দেশক

উপরোক্ত টেবিলের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকদের পরিমাণ, নতুন গ্রাহক, গ্রাহকদের প্রবৃদ্ধি ফুটে উঠেছে।

---

৩৮ *Bangladesh Microfinance Statisties 2010,* Ibid, p. 4

৩৯ Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৯ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের লিঙ্গভেদে গ্রাহক বিন্যাস

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকদের বেশিরভাগ নারী। পুরুষদের এ বিনিয়োগে অংশ গ্রহণ খুবই কম। এ ব্যবস্থায় নারী সদস্যদের অংশ গ্রহণ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড সন্তোষজনক। বিগত চার বছরের গ্রাহক বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৪ : বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের লিঙ্গভেদে গ্রাহক বিন্যাস[৪০]

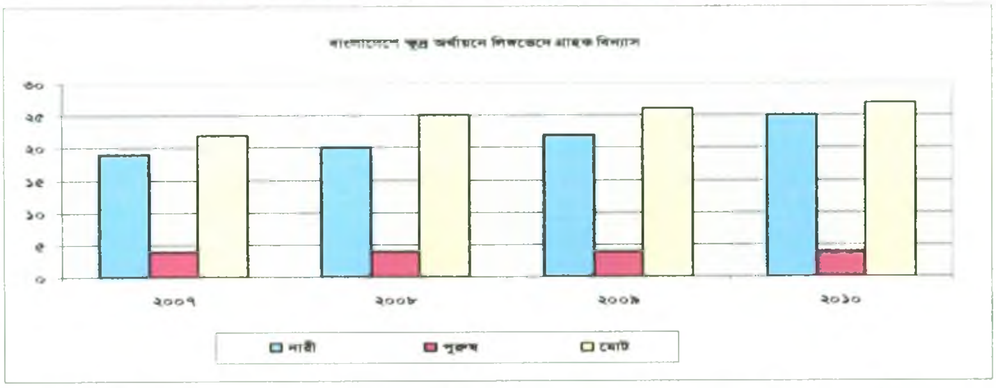

উপরোক্ত চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে নারী সদস্যদের আধিক্যতা প্রতীয়মান। এর মাধ্যমে মূলত দেশে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

৫.২.১০ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকগণের সঞ্চয় তথ্যকণিকা

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহীতাদের বাধ্যতামূলক ভাবে সঞ্চয় করতে হয়। এভাবে তাদের মাঝে সঞ্চয় তৈরি হচ্ছে যা মূলত নতুন পুঁজি প্রবাহের সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে এর অবস্থান নিম্নরূপ:

টেবিল ৭ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সঞ্চয় বিন্যাস[৪১]

ধরন	সঞ্চয় স্থিতি			বার্ষিক সঞ্চয়		প্রবৃদ্ধির হার (%)	
	ডিসে:২০১০ পর্যন্ত (N=৭৭২)	ডিসে:২০০৯ পর্যন্ত (N=৭৪৪)	ডিসে:২০০৮ পর্যন্ত (N=৬১২)	২০১০	২০০৯	২০১০ হতে ২০০৯	২০০৯ হতে ২০০৮
ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান/এনজিও	৫৬,৭১১.৩৮	৪৮,৩৫২.৮৩	৪০,০৪৪.১১	৮,৩৫৮.৫৫	৮,৩০৮.৭২	১৭.২৯	২০.৭৫
গ্রামীণ ব্যাংক	৫৬,৩৪৫.৯০	৪৪,৮২৩.৪৯	৩৪,৯২৩.৬২	১১,৫২২.৪১	৯,৮৯৯.৮৭	২৫.৭১	২৮.৩৫
পিডিবিএফ	১,৫৬৬.৩০	১,৪০৮.৪০	১,৩১০.৪০	১৫৭.৯০	৯৮.০০	১১.২১	৭.৪৮
ইসলামী ব্যাংক	১,৮৫৬.৯২	১,৪০২.০৯	৯৪৮.২৬	৪৫৩.৮৩	৪৫৩.৮৩	৩২.৩৭	৪৭.৮৬
সর্বমোট	১১৬,৪৭৯.৫০	৯৫,৯৮৬.৮১	৭৭,৪৯১.১২	২০,২০৫.৬৮	১৮,৭২২.৬০	২১.২৫	২৪.১৬

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকদের সঞ্চয় স্থিতি, বার্ষিক সঞ্চয় এবং সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধির হার ইতিবাচকভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

---

৪০ Ibid, p. 20

৪১ Ibid, p. 8, Note: *Refers to the number of MFI-NGOs Eestmeated from 1,221.99 ml up to July 2009 and 1,629.00 ml up to June 2010 by appling growth rate.*

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.১১ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণের স্থিতি বিন্যাস

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্থিতির বিবরণ নিম্নে দেখানো হল:

টেবিল ৮ : বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের স্থিতি বিন্যাস[৪২]

(মিলিয়ন টাকায়)

ধরন	স্থিতি বিনিয়োগ			বার্ষিক স্থিতি বিনিয়োগ		ঋণের স্থিতির হার (%)	
	ডিসে:২০১০ পর্যন্ত (N=৭৭২)	ডিসে:২০০৯ পর্যন্ত (N=৭৪৪)	ডিসে:২০০৮ পর্যন্ত (N=৬১২)	২০১০	২০০৯	২০১০ হতে ২০০৯	২০০৯ হতে ২০০৮
ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান/এনজিও	১৫৫,২৩৩.২৫	১৩৪,৫৫২.৬০	১২৬,৬৭৫.৩১	২০,৬৮০.৬৫	৭,৮৭৭.২৯	১৫.৩৭	৬.২২
গ্রামীণ ব্যাংক	৬৬৪৩৪.৪০	৫৪,৭১৪.৬০	৪৪,৩৯৬.৬৩	১১,৭১৯.৮০	১০,৩১৭.৯৭	২১.৪২	২৩.২৪
পিডিবিএফ	৩,৯৪৬.৪০	৩,৫২৬.৭০	৩,৩০৩.২০	৪১৯.৭০	২২২.৫০	১১.৯০	৬.৭৩
ইসলামী ব্যাংক	৫,১১০.০৫	৩,৭৫২.০০	৫,৮৯৭.০০	১,৩৫৮.০৫	-২,১৪৫.০০	৩৬.২০	-৩৬.৩৭
সর্বমোট	২৩০,৭২৪.১০	১৯৬,৫৫৪.৯০	১৮০,২৭২.১৪	৩৪,১৭৮.২০	১৬,২৭২.৭৬	১৭.৩৯	৯.০৩

নোট: এন(N) ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্দেশক

উপরোক্ত টেবিলের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও এর গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

৫.২.১২ এমআরএ সনদপ্রাপ্ত ও সনদপ্রাপ্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিন্যাস

বাংলদেশে কর্মরত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগই এমআরএ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত। নিম্নে সনদপ্রাপ্ত ও সনদপ্রাপ্ত নয় উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিন্যাস করা হল:

চিত্র ৫ : এমআরএ সনদপ্রাপ্ত ও সনদপ্রাপ্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিন্যাস[৪৩]

এমআরএ সনদপ্রাপ্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একেবারে কম নয় এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগে এদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

---

৪২ Ibid, p. 8

৪৩ Ibid, p. 11

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.১৩ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকগণের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়নে গ্রাহকগণের বিনিয়োগের গড় হার নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ৯ : বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকগণের গড় ঋণ[৪৪]

(মিলিয়ন টাকা), N=১২৬

ধরন	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	পরিবর্তন				বৃদ্ধির হার (%)			
					বার্ষিক			Periodical	বার্ষিক			Periodical
					২০১০	২০০৯	২০০৮	২০১০ হতে ২০০৭	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০১০ হতে ২০০৭
গড় ঋণের পরিমাণ	২৯,৩১৫	২৬,৫৮৮	২৩,০৩১	২১,৫২৬	২,৭২৭	৩,৫০৭	১,৫৫৫	৭,৭৮৯	১০.২৬	১৫.১৯	৭.২২	৩৬.১৮
নারী	২৮,৪২৪	২৫,৭০৯	২৩,২০৭	২১,৪৭৫	২,৭১৫	২,৫০২	১,৭৩২	৬,৯৪৯	১০.৫৬	১০.৭৮	৮.০৭	৩২.৩৬
পুরুষ	৩৮,৫৫৭	৩৫,৮৬৬	২২,০৭৩	২১, ৮৫৩	২,৬৯১	১৩,৭৯৩	২২০	১৬,৭০৪	৭.৫০	৬২.৪৯	১.০১	৭৬.৪৪
গ্রাম	৩০,২৯৩	২৭,৭১৩	২৩,৬৫৮	২২,০১৪	২,৫৮০	৪,০৫৫	১,৬৪৪	৮,২৭৯	৯.৩১	১৭.১৪	৭.৪৭	৩৭.৬১
শহর	২৪,২৫১	২০,৫০৯	১৯,৭৭৩	১৮,৯৬৭	৩,৭৪২	৭৩৬	৮০৬	৫,২৮৪	১৮.২৫	৩.৭২	৪.২৫	২৭.৮৬

নোট: এন(N) ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্দেশক

উপরোক্ত টেবিলের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গড় পরিমাণ, নারী, পুরুষ, গ্রাম ও শহরের চিত্র ফুটে উঠেছে।

৫.২.১৪ ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকগণের বিনিয়োগের স্থিতি বিন্যাস

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণের বিনিয়োগ স্থিতি নিম্নে দেখানো হল:

চিত্র ৬ : ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকগণের বিনিয়োগের স্থিতি বিন্যাস[৪৫]

উপরোক্ত চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রাহকগণের অধিক আগ্রহ ও অধিক অংশ গ্রহণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

৫.৩ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে পিকেএসএফ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ অর্থায়ন সরবরাহকারি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, আশা, প্রশিকা অন্যতম। এ ছাড়া বহুবিধ প্রতিষ্ঠান এ কার্যক্রমে জড়িত রয়েছে।

---

৪৪ *Bangladesh Microfinance Statistics 2010,* Ibid, p. 21

৪৫ Ibid, p. 23

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.১ ড. মুহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংক শুরুতে একটি প্রকল্প হিসেবে এ উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছিল, যাতে প্রতিষ্ঠানিক ভাবে এটি সম্প্রসারিত করে দেশের প্রচলিত ব্যাংকসমূহ দরিদ্র ভূমিহীনদের জন্য জামানত বিহীনভাবে অর্থায়ন করবে।[৪৬] ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে, জোবরা গ্রামে একটি পাইলট প্রজেক্ট নেয়া হয়। ১৯৭৯ সালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে টাংগাইল ও ঢাকা জেলায়, ১৯৮২ সালে ঢাকা, রংপুর ও পটুয়াখালী জেলায় International Fund for Agricultural Development (IFAD) এর আর্থিক সহায়তায় প্রসার লাভ করে।[৪৭] গ্রামীণ ব্যাংক অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ অনুসারে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটির ৯৬.১৭% মালিকানা সদস্যদের, বাকি ৩.২৯% মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের।[৪৮] এ বিবেচনায় গ্রামীণ ব্যাংকের মালিক ঋণগ্রহিতারা নিজেরাই।[৪৯]

৫.৩.১.১ গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ১০ : গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ বিন্যাস[৫০]

ধরন	জুন ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ জুলাই/১১-ফেব্রুয়ারী ১২	ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত
বিতরণ(টাকা)	১৮০২০.৯৩	৩১৪৮.৩৭	৪৫৯০.৫৫	৫০১৯.৪৪	৫৫৬১.৮৫	৭১৮৪.৫৯	৮৭৫৪.৪১	১০২৯৫.৯৮	৭৫২৪.৯০	৭২৪৩৬.৬৪
আদায় (টাকা)	১৬৫৯৫.৫৮	২৫৮১.৫৪	৩৭৬৯.৮২	৪৮০২.৫২	৪৯৫৫.০৯	৬১০৫.৩৪	৭৬৭৫.৭৭	৯২৭৬.৭৬	৬৯২৭.৯৮	৬৪৬৭০.৫৬
বিতরণ(টাকা)	৩৭৫.২৪	৯৮.৯৫	৯৮.৪৯	৯৮.৬১	৯৮.১১	৯৭.৮১	৯৭.২০	৯৬.৮৯	৯৬.৫৪	৯৬.৫৪
শাখার সংখ্যা	১১৮২	২৭৯	৬৪৮	২৪৪	৮৬	৪০	৭	১	১	২৫৬৬
গ্রামের সংখ্যা	৩৯৪৫৭	৮১১৩	১৫১১৮	৯৫১৯	৩৬৫৩	২১৭৫	২৯	১৭	৩	৮১৩৮২
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৯৯২১৬৪৮	৪৭৬৪২১৬	৬৩৯০১৪৮	৭২০৮৪৫৫	৭৫২৭৭০০	৭৯০৪৭৯৭	৮২৭৬৪৯৪	৮৩৭৪৯১০	৮৩৮৩৮৪৯	৮৩৮৩৮৪৯
মহিলা	৯৪২৯৮৩২	৪৫৭৩৬৮১	৬১৬১৪৫২	৬৯৭২৩৫১	৭২৯০৬০৪	৭৬৫৯৭৩৯	৭৯৮০৫৮১	৮০৫৭০৩৯	৮০৬৩৯৪৫	৮০৬৩৯৪৫
পুরুষ	৪৯১৮১৬	১৯০৫৩৫	২২৮৬৯৬	২৩৬১০৪	২৩৭০৯৬	২৪৫০৫৮	২৯৫৯১৩	৩১৭৮৭১	৩১৯৯০৪	৩১৯৯০৪

---

[৪৬] Mohammad Yunus, *Experience in Organizing Grass Root Institutions and Mobilizing Peoples Participations*(Dhaka : Grameen Bank, The Case of Grameen Bank Project in Bangladesh, 1982), p. 1

[৪৭] Mahbub Hossain, *Credit for Alleviation of Rural Poverty : The Experience of Grameen Bank in Banladesh*(Dhaka : The University Press Ltd. 2011), p. 129

[৪৮] Grameen Bank, Annual Report 2010, p. 57

[৪৯] ড. মুহাম্মদ ইউনুস, *গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার*(ঢাকা : গ্রামীণ ব্যাংক, জুন ২০০৯), পৃ. ১; Dr. Muhammad Yunus. *Grameen Bank at a Glance*(Dhaka : Grameen Bank, December 2010), p. 13

[৫০] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২(ঢাকা : অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১২), পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিলের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যাপক অংশ গ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

৫.৩.১.২ গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় সূচকের গতিধারা বিন্যাস

এ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় সূচক নিম্নরূপঃ

টেবিল ১১ : গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কিত গতিধারা বিন্যাস[৫১]

(মিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ '১২ (সাময়িক)	৩০জুন'১২ (প্রাক্কলিত)
১	অনুমোদিত মূলধন	৩৫০০	৩৫০০	৩৫০০	৩৫০০
২	পরিশোধিত মূলধন	৫৪৮	৫৭১	৫৭৬	৫৮১
৩	রিজার্ভ ফান্ড	৬৫৮৫	৬৫৮৫	৭২১৬	৭২১৬
৪	আমানত	১০৫০২৩	১১৭৫১৬	১২৩২৬৭	১২৯০১৮
	ক) তলবি	৩৭৯৪৪	৪১৬৩০	৪৩৬৪৩	৪৫৬৫৬
	খ) মেয়াদী	৬৭০৭৯	৭৫৮৮৬	৭৯৬২৪	৮৩৩৬২
৫	ঋণ ও অগ্রিম	৬৬৩৫০	৭৫২৯৪	৭৭২২০	৭৯১৪৭
৬	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	৩৪৪৯	৫১৭৬	৫৩৬১	৫০৩২
৭	শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার	৫	৭	৭	৬
৮	বিনিয়োগ	৪৭৭৫৭	৫২৬১৩	৫১০০০	৫৩০০০
৯	মোট পরিসম্পদ	১২৫৩৯৭	১৪০৪৪২	১৪৪২০৩	১৪৭৯৬০
১০	মোট আয়	১৭৭৪২	২১৩৬৭	৫৭৯৪	১১৫৮৭
১১	মোট ব্যয়	১৬৯৮৪	২০৫১৬	৫৯১৪	১১৪৮৭
১২	পরিচালনাগত মুনাফা	১৭১০	৩৭৩০	১০৩০	১৯৫৫
১৩	মোট জনশক্তি (সংখ্যা)	২৪৭৫৮	২৪৬৫৬	২৪৯৫০	২৫২৩০
	ক)কর্মকর্তা	৬১৯৫	৬০৭৫	৬১২৫	৬২৩৫
	খ) কর্মচারি	১৮৫৬৩	১৮৫৮১	১৮৮২৫	১৮৯৯৫
১৪	শাখা (সংখ্যায়) ক) বাংলাদেশে	২৬৬২	২৫৬৫	২৫৬৬	২৫৬৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

উপরোক্ত টেবিলের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের ২০১০ সাল থেকে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত অগ্রগতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

৫.৩.২ কর্মসংস্থান ব্যাংক

দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনমুখি ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে বেকারদেরকে সরল সুদে এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে

---

[৫১] *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১১-২০১২(ঢাকা : ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১২), পৃ. ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে স্বাবলম্বী করে দারিদ্র্য বিমোচনই এ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য।[৫২] কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় সূচকের গতিধারা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ১২ : কর্মসংস্থান ব্যাংকের কতিপয় সূচক বিন্যাস[৫৩]

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০৯-'১০	২০১০-'১১	৩১ মার্চ'১২ (সাময়িক)	৩০ জুন'১২ (প্রাক্কলিত)
০১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০০	৭০০০	১২০০০	১৫০০০
০২।	পরিশোধিত মূলধন	২৪৮৫	৩৬১০	১০০০০	১২০০০
০৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৫৭	৪০৮	৪০৮	৫০০
০৪।	আমানত	৩৪	১২৯	১৭৪	২০০
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী আমানত	৩৮	১২৯	১৭৪	২০০
০৫।	ঋণ ও অগ্রিম (স্টাফ লোন ব্যতীত)	৩০৫৭	৪৪৯৫	৫০৬০	৫২৪০
০৬।	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	২৬৯	৩০৫	২৭০	২৫০
০৭।	শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার	৯	৭	৫	৫
০৮।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
০৯।	মোট পরিসম্পদ	৪৫০৩	৫৮৪৮	৬৩৯৮	৭০০০
১০।	মোট আয়	৩৪১	৪০৯	৫৩০	৬৫২
১১।	মোট ব্যয়	১৯০	২৭৪	৩৭৫	৪৭৬
১২।	পরিচালনাগত মুনাফা	১৫১	১৩৫	১৫৫	১৭৬
১৩।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৮৫২	১১৬৪	১১৬৪	১২৯৮
	ক) কর্মকর্তা	৩৩৯	৫৩০	৫৩০	৫৪২
	খ) কর্মচারি	৫১৩	৬৩৪	৬৩৪	৭৫৬

৫.৩.২.১ কর্মসংস্থান ব্যাংকের আমানত, ঋণ ও অগ্রিমের ধারা বিন্যাস

কর্মসংস্থান ব্যাংকের আমানত, ঋণ ও অগ্রিমের ধারা নিম্নে তুলে ধরা হল:

চিত্র ৮ : কর্মসংস্থান ব্যাংকের আমানত, ঋণ ও অগ্রিম বিন্যাস[৫৪]

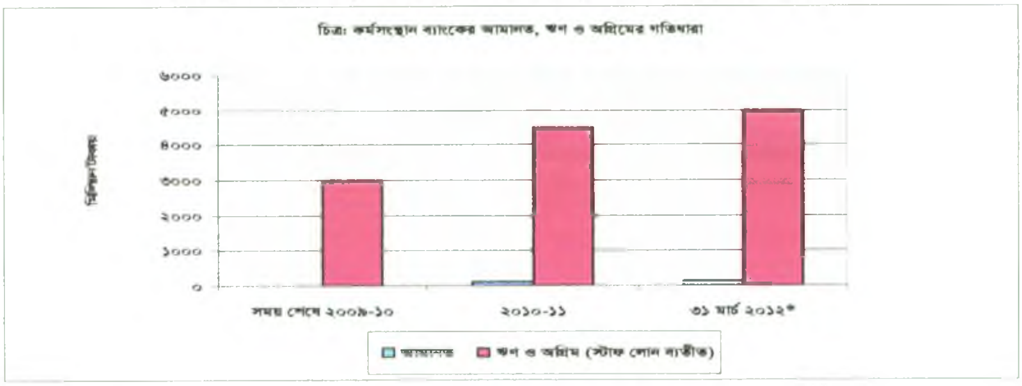

---

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৫৪ *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১১-২০১২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.৩ ব্র্যাক (BRAC)

ব্র্যাক উন্নয়ন সংস্থাটি ১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুসারে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৫৫] এ্যাকাউন্ট্যান্ট স্যার ফজলে হাসান আবেদ 'বাংলাদেশ পূণর্বাসন সহায়তা কমিটি' নামক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে শাল্লা এবং সিলেট অঞ্চলে রিলিফ ও পূণর্বাসন কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে এটির 'Bangladesh Rural Advancement Commitee (BRAC) নামে নতুন নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সাল থেকেই ব্র্যাক ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭৯ সালে প্রান্তিক পল্লী কর্মসূচি(Vaillage Outreach Program) এবং পল্লী ঋণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম(Rural Credit and Training Program) শুরু করে। ১৯৭৭ সাল থেকে পল্লী সংগঠন(Village Organization-VOS) এবং ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ (BRAC এর Community Empowerment and Strengthing local Institutions-CESLI) কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শুরু করা হয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম।

১৯৮৫ সালে ব্র্যাক শুরু করেছিল অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম(Non Formal Primary Education Program-NFPE), গবাদি পশু কার্যক্রম(Livestock program), পল্লী উদ্যোগ প্রকল্প(Rural Enterprise Project) এবং সংকটাপন্ন গ্রুপের উন্নয়নের জন্য উপার্জনমূলক কার্যক্রম(Income Generation for Vulnerable Group Development Program-IGVGD) ইত্যাদি। শিশুদের জীবন রক্ষা কার্যক্রম(Child Survival Program) মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কার্যক্রম(Human Rights and legal service program) শুরু করে। উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র(Centre for Development Management- CDM) ও অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমও চালু করে। ২০০০-২০১০ সময়কালে ব্র্যাক নিজস্ব উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, তানজানিয়া, উগান্ডা, হাইতি, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, সিয়েরা লিয়ন, লাইবেরিয়া এবং দক্ষিণ সুদান ইত্যাদি দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। মার্চ ২০১১ পর্যন্ত হিসেবে বাংলাদেশে ব্র্যাকের মোট ২৬৮৪ টি শাখা রয়েছে।[৫৬]

৫.৩.৩.১ ব্র্যাকের ব্যালেন্স শীট বিন্যাস

ব্র্যাকের বিগত ২ বছরের ব্যালেন্স শীট নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

---

৫৫ *Annual Report 2011*, BRAC, p. 87

৫৬ রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ১৩ : ব্রাক(BRAC) এর বিগত ২ বছরের ব্যালেন্স শীট বিন্যাস[৫৭]

সম্পদ	২০১০ (টাকা)	২০১১ (টাকা)
ব্যাংকে নগদ	১০,৪২৩,১০৬,২৩৯	১০,৭২৬,১৯৭,১৩১
অগ্রিম আমানত	২,০০৭,০৫০,৩১৮	২,২৫৭,৫৮০,৯০৭
হস্তগত সম্পদ	২,৬১৭,৪৮৬,৭৭৭	৩,১০৯,৬৮২,৭৮৯
অনুদান	১,৫৪০,৮৭৬,০৮৬	১,৫২২,০৪৩
ক্ষুদ্রঋণ	৩৮,৯৪৬,৭৬১,৭৪১	৪৮,৩৯৯,০৪৬,১১৫
মোটর সাইকেল ঋণ	৮২৩,৪০৬,৯২৮	৭৪৩,৫৬২,০১৭
বিনিয়োগ সিকিউরিটি	১৭০,৫৫০,০০০	২৩৫,০০০,০০০
বিনিয়োগ সহায়ক জামানত	৬,৯৬৬,৭৯২,২৩৬	৭,৩৯৯,৮০৮,৭৩১,
সম্পদ ও যন্ত্রপাতি	৭,৪৯১,৭৬৮,৯৪৭	৭,৮৩৮,৬১৬,৬০০
মোট সম্পদ	**৭০,৯৮৭,৭৯৯,২৭২**	**৮২,৩২১,৫৩৭,৯৮৪**
ব্যয় দায়	২,৬৬৬,৯০১,০৬৪	৪,০২৯,৯৯,৫৯৫
ব্যাংক ঋণ	৩,১৯৯,৫৭৬,৯৯৩	৫,১২০,৯০৭,৩৩২
মেয়াদী ঋণ	১৩,০৬৭,৫৭৫,০২২	১১,১৬৫,৬২৩,৫৬৮
সম্পদের সঞ্চয়	১৯,৬৯৯,০১১,৫৮৮	২২,৩৬৪,৩৬৭,২৬৯
সদস্য প্রকল্প ও চলতি হিসাব	১৫,৭০৬,৩৬৭	১৬,৬৯৫,৫৯৮
অনুদান অগ্রিম	১,৫০৭,২১৬,৩৬৩	৫,৭৬২,৮৫৯,১৫৬
সিকিউরিটি অর্থায়ন	৬৪৫,২৯৭,৭৯৭	-
বিবিধ আয়	২৫৪,৫৫৮,৭২৩	২১৬,৯৫৭,৫৩২
দীর্ঘ মেয়াদী দায়	৫,৫৬৩,৭০৯,৪০৩	৬,৩৭৪,৪৬৫,০০৫
উদ্যোগ প্রভিশন	৪৯০,৯৪১,০৩০	৬৪০,৯৪১,০৩০
মোট দায়	**৪৭,৩৭৭,৪৯৪,৩৫০**	**৫৫,৬৯২,৮১৬,০৮৫**
মূলধন	২২,৮১২,১৩০,১৭৯	২৫,৬৭৯,৮০৫,২১২
অনিয়ন্ত্রিত	৭৯৮,১৭৪,৭৪৩	৮৫৮,৯১৬,৬৮৭
সাময়িক নিয়ন্ত্রিত	২৩,৬১০,৩০৪,৯২২	২৬,৫৩৮,৭১২,৮৯৯
মোট সম্পদ ও দায়	**৭০,৯৮৭,৭৯৯,২৭২**	**৮২,২৩১,৫৩৭,৯৮৪**

৫.৩.৪ আশা (ASA)

দরিদ্রদেরকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৮ সালে মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আশা (ASA- Association for Social Advancement) নামের সংগঠনটি।[৫৮] ১৯৭৮-১৯৮৪ সময়ে আশা দরিদ্রদের সচেতনামূলক কর্মসূচি, অবিচারেরর বিরুদ্ধে লড়াই, ভূমির

---

[৫৭] *Annual Report 2011*, BRAC, p. 81

[৫৮] রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৮৫-১৯৯১ সময়ে স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন ও ঋণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ পুনর্বাসন, কৃষি, সেচ ইত্যাদি কার্যক্রম করে।[৫৯] ১৯৯২ পরবর্তী সময়ে আশা সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রঋণ প্যাকেজ দিতে শুরু করে। বাংলাদেশে আশার প্রায় ৩২০০ শাখা রয়েছে। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আশা ইন্টারন্যাশনাল' এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, যেমন ভারত, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন এবং ঘানায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[৬০]

৫.৩.৪.১ আশার বিগত ৪ বছরের কার্য বিবরণী বিন্যাস

আশা (ASA) এর বিগত ৪ বছরের কার্যক্রমের সার্বিক বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হল:

টেবিল ১৪ : আশা (ASA) এর বিগত ৪ বছরের কার্যবিবরণী বিন্যাস[৬১]

(মিলিয়ন টকায়)

বিষয়	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
শাখার সংখ্যা	৩,৩০৩	৩২৩৬	৩.১৯৪	৩.১৫৪
গ্রুপ সংখ্যা	২৭১,৯৭৬	২৭১০৫৯	২৭৩,৩১৭	২৭১,৬৯.৭
সদস্য সংখ্যা (মিলিয়ন)	৭.২৮	৫.৫০	৫.৬৬	৪.৯৪
বিনিয়োগ গ্রাহক (মিলিয়ন)	৫.৮৮	৪.০০	৪.৪৭	৪.৩৬
কর্মকর্তার ঋণ সংখ্যা	১৪,২৬৬	১৩,২৬৬	১২,৪৯৮	১১.৮৯৭
ঋণ কর্মকর্তার বিপরীতে	৫০৪	৪০৭	৪৫৩	৪.১০
গড় ঋণ গ্রাহক	৪১২	৩০২	৩৫৭	৩.৬২
শাখা প্রতি শাখা	২,১৭৭	১,৬৯৯	১,৭৭১	১,৫৬৫
ঋণ তথ্য				
বার্ষিক ঋণ (মিলিয়ন)	৬১,১০৮	৬১,৪৯৫	৬৮,৪৬৮	৮৬.৭০২
ঋণ সংখ্যা (মিলিয়ন)	৬.৭৩	৪.০৪	৪.৮৩	৪.৬০
গড় ঋণের আকার	৯,০৩৯	১২,২০৩	১৪,১৮৩	১৮,৬৭৫
ঋণ স্থিতি (মিলিয়ন)	৩২,০২২	৩১,৩২৩	৩৭,৫৪৭	৪৭,৪১৪
বর্তমান	৩১,২২২	৩০,১৯৫	৩৬,৭৮০	৪৬,৭১৬
ঋণ বকেয়া মেয়াদ উর্ত্তীণ	৮০০	১,১২৮	৭৬৭	৬৯৮
গ্রাহকদের গড় স্থিতি	৫,১৯৩	৭,৮৩০	৮,৪০৪	১০,৮৭৭
প্রতি ঋণ কর্মকর্তার Portfolio (মিলিয়ন)	২.২৪	২.৩৬	৩.০০	৩.৯৯
কর্মচারি প্রতি প্রোউফলির (মিলিয়ন)	১.২৪	১.৩০	১.৬৭	২.২২
সর্বমোট টাকা না লিখা (মিলিয়ন)	১৪৬.৮৪	৩০৬.৩৯	৩৪৩.৪১	৩২৯.৫০
ঋণ ক্ষতি রিজার্ভ (মিলিয়ন)	১,০৯২	১,০৮৯	১,০৪৮	১,১৪৬
সঞ্চয়				
প্রকৃত সঞ্চয় (মিলিয়ন)	৬,৪৩৩	৮,১৪৫	১০,৫৫১	১৩,৩৭৮

---

[৫৯] *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১, আশা, পৃ. ১০

[৬০] রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[৬১] *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১, আশা, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.৫ প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রশিকা গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। Employment and Income Generating program(EIG) এর মাধ্যমে প্রশিকার মৌল কর্মসূচি হল-গ্রুপভিত্তিক সঞ্চয়, Revolving Loan Found(RLF), দক্ষতা, ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উৎপাদন বাজারজাতকরণ সহায়তা প্রভৃতি।[৬২] ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত প্রশিকা ১৪১৯৩০০টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৬১৫ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়েছেন। প্রশিকা পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে ১২২৬১৯০০ জন দরিদ্র নারী পুরুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[৬৩]

৫.৩.৫.১ প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এর কার্যক্রমের সার্বিক বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হল:

টেবিল ১৫ : এক নজরে প্রশিকার কার্যক্রম বিন্যাস[৬৪] (জুন ২০১০ পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠার বছর	১৯৭৬
গ্রাম	২৪,২১৩
ইউনিয়নের ওয়ার্ড সংখ্যা	২,১১০
ইউনিয়ন (পল্লী)	১,৯২৫
ওয়ার্ড (শহর)	৩২৮
উপজেলা	২৩৪
থানা	৫২
জেলা	৫৯
এলাকা উন্নয়ন কেন্দ্র	২২০
প্রাথমিক গ্রুপ (মহিলা)	৭১,৮৭৬
প্রাথমিক গ্রুপ (পুরুষ)	৩৯,০৪৪
মোট গ্রুপ	১,১০,৯২০
প্রাথমিক গ্রুপ সদস্য, নারী	০.৯২ মিলিয়ন
পুরুষ	০.৫৩ মিলিয়ন
মোট	১.৪৫ মিলিয়ন
গৃহ সামগ্রী	১.১২ মিলিয়ন
দারিদ্র্যমুক্ত গৃহ সামগ্রী	১.২৪ মিলিয়ন
ভোক্তা উপকারভোগী	৬.১৬ মিলিয়ন
গ্রুপ ফেডারেশন, গ্রাম	১৫,৩৩৬

---

৬২ *Activity Report-July-2009-June-2010,* প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, পৃ. ৪

৬৩ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৬৪ *Activity Report-July-2009-June-2010,* প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন ওয়ার্ডের ফেডারেশন	১,৯০৬
ইউনিয়ন	১,৩৬০
উপজেলা	১৪০
নগর	৩৩
ঋণ সহায়তা, প্রকল্প সংখ্যা	১.৩৬ মিলিয়ন
ঋণ সংখ্যা	৪৪,০১৮.০০ মিলিয়ন
ঋণ গ্রাহক	৪.৮৫ মিলিয়ন
কর্মসংস্থান	১২.০৭ মিলিয়ন
প্রশিক্ষণ, মানব উন্নয়ন	২০.৫৮ মিলিয়ন
দক্ষতা উন্নয়ন	১.১৫ মিলিয়ন
সার্বজনীন শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র	৫৩,৮৩৯
কর্মমুখি শিক্ষা	১.১৪ মিলিয়ন
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন	২৩,৪৮৫
প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র/ছাত্রী	৭১৬,৮৭৯
পরিবেশ রক্ষা উন্নয়ন,বৃক্ষরোপন	৯৩.৪০ মিলিয়ন
জৈব কৃষি জমি ক্রয়	০.২৪ মিলিয়ন
কৃষকদের জৈব কৃষি চর্চা	০.৮০ মিলিয়ন
স্বাস্থ্য কর্মসূচি, স্বাস্থ্য সেবা (রোগী)	০.১৬ মিলিয়ন
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রশিক্ষণ	১.৫৭ মিলিয়ন
নারীদের TBA প্রশিক্ষণ	১,৮৪৫
IPCPDA	৪,৯৪৬
স্যানিটারি ল্যাট্রিন (কম খরচে)	০.৮২ মিলিয়ন
হস্ত চালিত টিউবওয়েল	২৬,১৭৫
পানি শোধন প্লান্ট প্রতিষ্ঠা	৩৩
গৃহ নির্মাণ (গরীবদের)	৩১,৭৫৭

৫.৩.৬ পিকেএসএফ(PKSF)

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন(PKSF) প্রতিষ্ঠা করে। পিকেএসএফ নিজের সহযোগী সংস্থা(Partner Organization-Pos) হিসেবে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশের দরিদ্রদের জন্য প্রস্তুত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তহবিল (Fund) সরবরাহ করে থাকে।[৬৫] প্রয়োজনীয় সেবা ও পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে পিকেএসএফ

[৬৫] রশিদ ফারুকী ও এস বদরুদ্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

মূলত দরিদ্রদের মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করছে।[৬৬]
পি,কে,এস,এফ,কার্যক্রমের সার্বিক বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হল:

টেবিল ১৬ : পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি বিন্যাস[৬৭]

বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত (জুন ২০০৪ পর্যন্ত)	অর্থ-বছর								ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসে:২০১১ পর্যন্ত)
		২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (ডিসে:২০১১ পর্যন্ত)	
বিতরণ(কোটি টাকা)	১৮৪৭.৫১	৩৬৬.০০	৬৯২.৬১	১৩৫০.৭০	১৪০৮.০৮	১৮১৯.৫৩	১৯৪১.৭০	১৯৩১.২৮	৯৯৮.২৮	১২৩৫৫.৭০
আদায়(কোটি টাকায়)	৮০২.১১	৩৪২.১৩	৪৩৭.৫৭	৬৩৮.৯৪	১০০৯.৮৮	১৩৫২.৯২	১৬৯৮.২০	১৮৯৪.২৬	১০২২.১৮	৯১৭৮.১৮
আদায়ের হার (%)	৯৮.১৭	৯৬.৬২	৯৬.৩৯	৯৬.৮৯	৯৭.৭৩	৯৮.২১	৯৮.৫৫	৯৮.৬৩	৯৮.০৮	৯৮.৮
সহযোগী সংস্থা	২১৯	২৩১	২৪৩	২৪৮	২৫৭	২৫৭	২৬২	২৬৮	২৬৯	২৬৯
ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	৫১০৪৯৪০	৫৫২২৪০৬	৬৭৭৮২৬২	৭৭২৩৪৫১	৮২৮৩৮১৪	৮২৬২৪৬৫	৮৩৮৬২১৪	৮২২৮৫৩৩	৬৫৭৩০৩৮	৬৫৭৩০৩৮
মহিলা	৪৬২১১২৬০	৫০৩৩১২৯	৬২০৭৯৭১	৭০৬৭৮৭৭	৭৬১০৫৮১	৭৫৯৭০৬৭	৭৭২৩৭১২	৭৫২৭৫৪৬	৫৮৯৯২৪২	৫৮৯৯২৪২
পুরুষ	৪৮৩৬৮০	৪৮৯২৭৭	৫৭০২৯১	৬৫৫৫৭৪	৬৭৩২৩৩	৬৬৫৩৯৮	৬৬২৫০২	৭০০৯৮৭	৬৭৩৭৯৬	৬৭৩৭৯৬

উপরোক্ত টেবিলের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে অর্থ সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ এর অগ্রগতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

টেবিল ১৭ : পিকেএসএফ এর ঋণ বিতরণ ও আদায় বিন্যাস[৬৮]

পর্যায়	ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত		ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত		জানুঃ ২০১১ থেকে ডিসেঃ ২০১১ মাস পর্যন্ত ঋণ বিতরণ
	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়ের হার (%)	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়ের হার (%)	
পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে (পাইকারী)	১২৩৫৫.৭০	৯৮.০৮%	১০১৯০.৮০	৯৮.০৩	২১৬৪.৯০
সহযোগী সংস্থাসমূহ থেকে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে	৭৩০৮১.৬৩	৯৯.১৯%	৬০৭৯৪.২৭	৯৮.৮০	১২২৮৭.৩৬

উপরোক্ত টেবিলের মাধ্যমে পিকেএসএফ এর ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়ের চিত্র ফুটে উঠেছে।

৫.৪ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচিতি

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বলতে জামানতবিহীন বা নামমাত্র জামানতযুক্ত ঐ ক্ষুদ্র পরিমাণের আর্থিক সেবাকে বুঝায় যা দরিদ্রদেরকে ইসলামী শারী'আহ্‌র নীতিমালা অনুসরণ করে দেয়া হয়, যাতে সুদ বর্জন করা হয় এবং তা আর্থিক সেবার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন ও সকল

---

[৬৬] ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ, চেয়ারম্যান, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১০, পিকেএসএফ, পৃ. ৪

[৬৭] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

[৬৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অনিশ্চয়তাকে বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে।[৬৯] ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এখন দারিদ্র্য নিসরনে স্বীকৃত কর্মসূচি যা বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচলিত এ প্রকল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সুদি কারবার করছে এবং তাদের ঝুঁকি ও অর্থ গ্রহণ ব্যয়ের তুলনায় সুদের হার অনেক বেশি।[৭০] এ সকল প্রচলিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিপরীতে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ধারণাটি মূলত ইসলামের মৌলিক সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে উদ্ভূত। এতে বিনিয়োগকারীরা হালাল রুজির লক্ষ্যে, সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে।[৭১] ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মূল বিষয়, হল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য ঘুচানো এবং তাদেরকে ইসলামের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠা করা।[৭২] যদিও প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে যথেষ্ঠ সফলভাবে কাজ করছে, তথাপি এগুলো মুসলিম গ্রাহকগণের চাহিদাকে পূর্ণমাত্রায় পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।[৭৩] ক্ষুদ্র বিনিয়োগের চাহিদা মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে এখনও ব্যাপক যা অপূরণীয় অবস্থায় বিদ্যমান।[৭৪] ইসলামের মৌলিক বিধি অনুযায়ী ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অপরিহার্য গুরুত্ব রয়েছে।[৭৫] মূলত ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ একটি সদ্যজাত শিল্প। এটির গবেষণা ও প্রয়োগ কম। কিন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণে এটি ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।[৭৬] ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থার একটি সম্ভাবনাময় অংশ হিসেবে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থার উদয় হয়েছে।[৭৭]

---

৬৯ ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*(ঢাকা : নাফিজা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১২), পৃ. ৬৫; ড. মাহমুদ আহমেদ, *ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০), পৃ. ৭

৭০ Dr. M. Mizanur Rahman, *Islamic Microfinance Programme and its Impact on Rural Poverty Alleviation.* (Melbourne, Australia : 'The International Journal of Banking and Finance. Volume-7, ISSUE-1, 2010), p.119

৭১ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *Islamic Microfinance, An Investment for Poverty Alleviation*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৩, জুলাই ২০১২), পৃ. ১৭

৭২ Dr. Abdur Rahim Rahman, *Islamic Microfinance : A Missing Component in Islamic Banking*(Kuala Lumpur Malaysia : Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2, 2007), p. 38

৭৩ ড. ওয়াহিদ আখতার, ড. নাঈম আকতার ও সৈয়দ খুররম আলী জাফরী, *ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও দারিদ্র বিমোচন*(লাহোর : ২য় CBRC সম্মেলন, পাকিস্তানে পঠিত, ১৪ নভেম্বর , ২০০৯), পৃ. ১

৭৪ Chiara segrado, August 2005, *Microfinance at the University of Torino. Islamic Micro Finance and Socially Responsible Investment*. p. 9

৭৫ Dr. Asraf Wazdi Dusuki, *Empowering Islamic Microfinance: Lesson from Group- Based Lending Scheme and Ibn Khalduns Concept of Asabiyah,* International Islamic University Malaysia, cf. http://dinarstandard.com/maqasid/empowering _islamic_microfinance.pdf visited on 01-03-2011

৭৬ আব্দুল আজিজ ভি. কে. *Microfinance-Best Tool for Poverty Eradication,* জেদ্দা : আরব নিউজ, মে ২০১০

৭৭ *Thought an Islamic Microfinance,* cf. http://investhalal.blogspot.com/2011/02/thoughts-on-islamic-microfinance.html visited on 01-03-2011

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে আনুমানিক ৭২% লোক প্রচলিত বিনিয়োগগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এখন অভাবী মুসলিম সমাজে ইসলামী বিনিয়োগ আদর্শের ভিত্তিতে প্রচলিত হচ্ছে। মূলত ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ একটি নবতর সংযোজন।[৭৮] বর্তমান প্রেক্ষিতে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে সঠিকভাবে সক্ষম।[৭৯]

৫.৪.১ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের নীতিমালা বিন্যাস

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমে সুদ এবং ঘারার বা অনিশ্চয়তা নিষিদ্ধ। ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের নীতিমালাসমূহ নিম্নরূপঃ

- **পণ্য বা সেবায় রূপান্তর :** অর্থকে পণ্যে রূপান্তরিত করতে হবে। অন্যকথায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থ পণ্যে বা সেবায় রূপান্তরিত হয়ে অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করতে হবে।
- **ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ :** বিনিয়োগ হতে হলে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ও গ্রহিতার মধ্যে সঠিক তথ্য বিনিময় হতে হবে। এতে বিনিয়োগের ঝুঁকি উভয়ের মধ্যে বন্টন করা যায়।
- **অবৈধ পণ্য ও সেবা নিষিদ্ধ :** ইসলামী শারী'আহ্র নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ কোন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে অর্থায়ন করা যাবে না।
- **শোষণহীনতা :** দেনদেনের ক্ষেত্রে একপক্ষ অপর পক্ষকে শোষণ করবে না।
- **সহযোগিতা :** শারী'আহ্র সীমার মধ্যে থেকে সমাজের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পারিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানই হল অন্যতম মূলনীতি।[৮০]

৫.৪.২ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিন্যাস

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:[৮১]

- **সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ বিনিয়োগ :** ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়।

---

৭৮ Nimrah Karim, Michel Tarazi and Xavier Reille, *Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche,* CGAP Focus Role no. 49. August 2008, cf. http://www.cgap.org/publications/islamic-microfinance-emerging-market-niche visited on 01-03-2011

৭৯ Habib Ahmed, 'Finaning Micro-Enterprise : An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions' *Islamic Economic Studies*(Jeddah : Islamic Development Bank, K.S.A, March 2002), v. 9, No. 2, p. 5

৮০ ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; ড. মাহমুদ আহমেদ, *ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৮১ ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬; Mohammad Abdul Mannan, *Islamic Micro Finance: An Instrument for Poverty Alleviation,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

- **টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ :** ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পেতে হলে গ্রুপ গঠন করতে হয়।
- **ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ পদ্ধতির অনুসরণ :** সুদকে বর্জন করে অসংখ্য ইসলামিক বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমে সমগ্র দুনিয়াব্যাপী বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **ইসলামী যৌক্তিকতা :** ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী যৌক্তিকতা অনুসৃত হয়। ইসলামী যৌক্তিকতা পরিচালিত হয় ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা।
- **ইসলামী মূল্যবোধের মধ্যে উৎপাদনকারীর স্বাধীনতার নিশ্চয়তা :** ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগে আর্থিক সেবা গ্রহণকারীর স্বাধীনতা স্বীকৃত, তবে তা অবশ্যই শারী'আহ্‌র সীমারেখার মধ্যে। সে কোন হারাম দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণন করবে না বরং যা করলে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে সে তাই করবে।
- **প্রয়োজন পূরণ কর্মকাণ্ডের উপর জোর দান :** আগে অবশ্যই অপরিহার্য সামগ্রী তৈরির উপর গুরুত্বারোপ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- **সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল :** গরিবদের যা আছে তার দক্ষতাপূর্ণ ও পূর্ণ ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল অবলম্বন করা হয়।
- **স্বনির্ভর হওয়ার প্রেরণা :** প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীত ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচিতে ভিক্ষা নয় বরং স্বনির্ভর হওয়ার আহবান জানান হয়। সকল সক্ষম গরিব মানুষ বৈধ উপায়ে তাদের জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করবে, এটাই ইসলামের দাবি। এতে মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হবে।
- **স্বনিয়োজিত কাজে অগ্রাধিকার প্রদান :** ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচি স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে তাদের জীবিকা অর্জনের সাহায্য করে থাকে।
- **নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের সহায়তা :** ইসলাম নারীকে মাতৃত্বের সম্মানজনক আসনে বসিয়েছে এবং তার সম্মান রক্ষা করেছে।[৮২] ইসলামে নারীরা শারী'আহ্‌র সীমার মধ্যে থেকে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যক্ষ, জোরালো ও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

---

৮২ Dr. S. M. Ali Akkas, *From WID to GAD Approaches to Gender Equality Paradism- A Review from Islamic Perspective. Woman in Development : Islamic Perspective*(Dhaka : Islamic Economics Resarch Bureau, 2006), p. 57

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৩ প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ ও ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পার্থক্য বিন্যাস

প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ ও ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ:

টেবিল ১৮ : প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ ও ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পার্থক্য বিন্যাস[৮৩]

পার্থক্যের ভিত্তি	প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ	ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ
সংজ্ঞা	প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ বলতে বুঝায় এমন একটি কর্মসূচি যা স্বল্প আয়ের মহিলা ও পুরুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয়	ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বলতে এমন আর্থিক সেবাকে বুঝায় যা দরিদ্র জনগণকে ইসলামী শারী'আহ্‌র নীতিমালা অনুসরণ করে দেয়া হয় এবং যা আর্থিক লেনদেনের সকল পর্যায়ে সুদকে বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে
আদর্শিক ভিত্তি	পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি	ইসলামী শারী'আহ্ আইন
উদ্দেশ্য	নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা	নৈতিক মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা
ফান্ডের উৎস	(১) বিদেশি অর্থ (২) গ্রাহকদের সঞ্চয়	(১) বিদেশি অর্থ, (২) গ্রাহকদের সঞ্চয়, (৩) যাকাত, (৪) ওশর, (৫) সাদাকাহ, (৬) ওয়াকফ, (৭) কার্‌য হাসানা
টার্গেট গ্রুপ	প্রধানত নারী তবে সীমিতভাবে পুরুষরাও অন্তর্ভুক্ত	পরিবার
কার্যকারিতা	দারিদ্র্য বিমোচনে তেমন কার্যকর নয়	দারিদ্র্য দূরিকরণে খুবই কার্যকর
মূলধন/সম্পদ	সুদভিত্তিক	ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ ভিত্তিক
অর্থায়ন/বিনিয়োগ	পণ্য ও সেবার সাথে অর্থের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত নয়	পণ্য ও সেবার সাথে অর্থকে সম্পৃক্ত করা হয়
সম্পর্ক	সুদ ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের সাথে দাতা গ্রহিতার শোষণমূলক সম্পর্ক তৈরি করে	বিনিয়োগ পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়
তথ্য	সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য জানা থাকে না	সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য জানা থাকে
খেলাপিদের নিয়ন্ত্রণ	গ্রুপ প্রেসার, গ্রুপ বা কেন্দ্র থেকে চাপ বা হুমকি প্রদান করা হয়	ইসলামী রীতি ও মূল্যবোধ অনুযায়ী ঋণ খেলাপিদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়
সমাপন	ন্যায়ভিত্তিক ও শোষণমুক্ত নয়	ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক, জুলুম ও শোষণমুক্ত

উপরোক্ত বিষয়সমূহ প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ থেকে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দিয়েছে।

---

[৮৩] ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭; Habib Ahmed, *Finaning Micro-Enterprise : An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions*(Jeddah : Islamic Economic Studies, Islamic Development Bank, Kingdom of Saudi Arabia, March 2002), V. 9, No. 2, p. 41; ড. মাহমুদ আহমেদ, *ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, প্রগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৪ প্রচলিত এবং ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যসমূহ

প্রচলিত MFI এবং ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান (IMFI) এর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ:

টেবিল ১৯ : প্রচলিত এবং ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যসমূহ বিন্যাস [৮৪]

পার্থক্যের ভিত্তি	প্রচলিত এমএফআই	ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান
সংজ্ঞা	প্রচলিত ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান, যারা অল্প পরিমাণ পুঁজি আয় বৃদ্ধিকারক কাজে বন্ধকহীনভাবে দরিদ্রগণকে সুদের ভিত্তিতে প্রদান করে থাকে	ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান যারা ক্ষুদ্র পুঁজি আত্মকর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিকারক কাজে সুদ ও ঘারার মুক্ত পন্থায় দরিদ্র জনকে প্রদান করে থাকে
তহবিলের উৎস	বিদেশি ফাণ্ড, গ্রাহক সঞ্চয়	বিদেশি ফাণ্ড, গ্রাহক সঞ্চয়, যাকাত, ওশর, ওয়াক্ফ
অর্থায়ন	সুদভিত্তিক। এরা সুদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ইসলামে যা পুরোপুরি নিষিদ্ধ	ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা হয়। এসব পদ্ধতি অধিকতর উপযুক্ত ও দক্ষ। ইসলামী অর্থনীতিতে সাধারণভাবে এগুলো ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত
দরিদ্রের অর্থায়ন	হতদরিদ্র, অতিদরিদ্রতা অর্থায়ন প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যায়	অতিদরিদ্র, হতদরিদ্রদের টার্গেট করে সহায়তার আওতায় আনা হয়
ফান্ড প্রদান	নগদ দেয়া হয়	পণ্যসামগ্রী, মালামাল/বিভিন্ন আইটেমের ক্রয় করে দেয়া হয়
টার্গেট গ্রুপ	নারীদের অগ্রাধিকার	পরিবারকে টার্গেট করে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। পরিবারের যেকোন সদস্য বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারেন।
টার্গেটিং এর উদ্দেশ্য	নারীর ক্ষমতায়ন	পরিবারের ক্ষমতায়ন
চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় ঋণ থেকে কেটে রাখা	ঋণ প্রদানের দিনই একটি অংশ কেটে রাখা হয়	বিনিয়োগ প্রদানের সময় কোন অর্থ কেটে রাখা হয় না
কর্ম উদ্দীপনা	বস্তুগত	বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক
সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি	সেকুলার-ইহজাগতিক	ইসলামী আদর্শের চেতনায় উদ্বুদ্ধ

উপরোক্ত টেবিলের মাধ্যমে প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

---

[৮৪] ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৫ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা বিন্যাস

প্রচলিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিপরীতে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে যা নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

চিত্র ১০ : ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা বিন্যাস[৮৫]

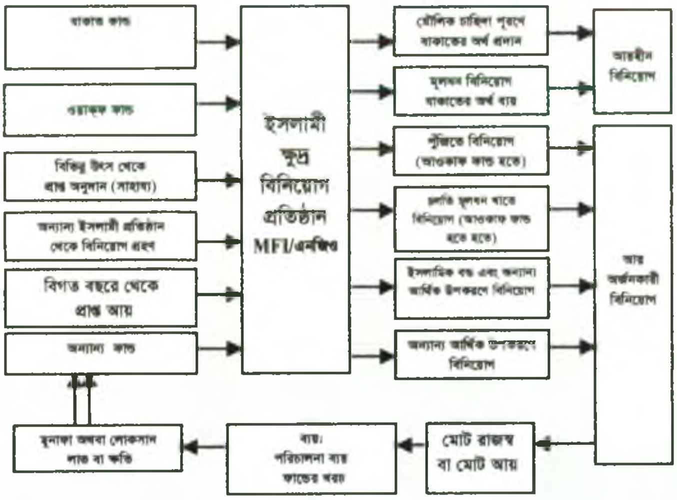

উপরোক্ত কাঠামো ও ব্যাবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।

৫.৪.৬ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগে অনুসৃত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগে অনুসৃত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ১১ : ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগে অনুসৃত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ বিন্যাস[৮৬]

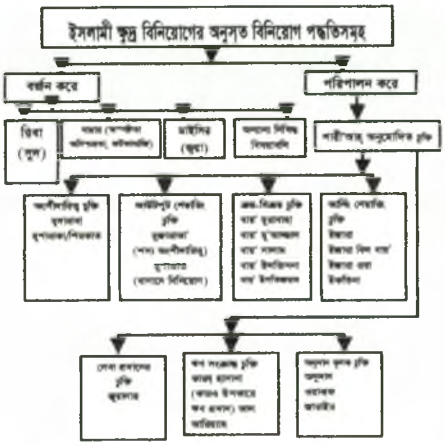

---

৮৫ ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; Mohammad Abdul Mannan, *Islamic Micro Finance : An Instrument for Poverty Alleviation*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের আলোকে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সফলভাবে প্রয়োগ করা যায়।

৫.৪.৭ ইসলামে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ও দারিদ্র্য বিমোচন

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইসলামী উন্নয়ন পদ্ধতি সমবায় ও টার্গেটভিত্তিক উন্নতির ক্রমধারায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। নিম্নে এটি তুলে ধরা হল:

চিত্র ১২ : দারিদ্র্য নিরসনে পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন[৮৭]

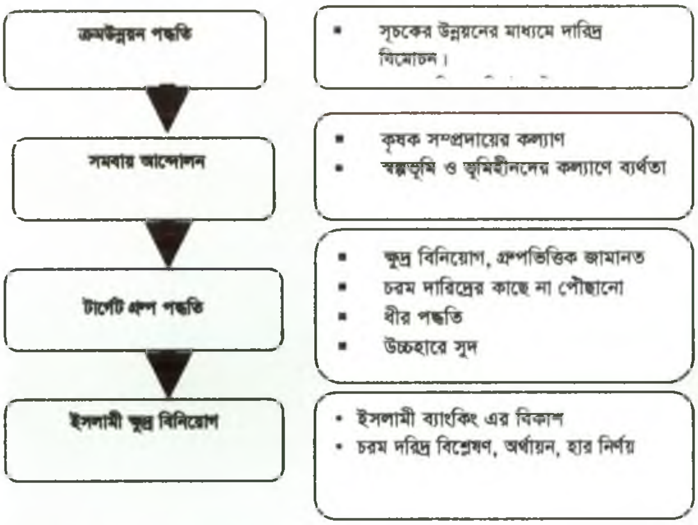

৫.৪.৮ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ দেশে দেশে

মুসলিম বিশ্বে ১৩০ কোটি জনসংখ্যার ৩৫% এর বেশি দারিদ্র্যের মাঝে জীবন যাপন করে।[৮৮] এ বিশাল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ৬৫টির বেশি দেশে ৩০০এর অধিক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রায় ১ ট্রিলিয়নের বেশি ইউএস ডলার অর্থায়ন ইসলামিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করছে, যেগুলোর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৫% এর বেশি।[৮৯] কিছু উল্লেখযোগ্য ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের তথ্য বিন্যাস নিম্নে তুলে ধরা হল:

---

৮৭ Mohammad Abdul Mannan, *Islamic Micro Finance: An Instrument for Poverty Alleviation*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৩, জুলাই ২০১২), পৃ. ১৯

৮৮ There are an estimated 1.3 billion muslims worldwide, of which over 35% are living in Poverty, Micro finance and Islamic finance: A Perfect Match, Dr. Linda Eagle, cf. :http://www.bankersacademycom/pdf/Microfinance_and_ Islamic_finance. pdf ; http://ebookbrowse.com/microfinance-and-islamic-finance-pdf-d51772545 visited on 01-03-2011

৮৯ Mohammad Abdul Mannan, *Islamic Micro Finance: An Instrument for Poverty Alleviation,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ২০ : বিশ্বজুড়ে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিন্যাস[৯০]

অঞ্চল	কর্মসূচি	দেশ	অনুসৃত বিনিয়োগ পদ্ধতি
মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকান দেশ	মিড গামার	মিশর	মুদারাবা, কার্‌য, ইজারা
	সানাদিক আল জাবাল আল হোস	সিরিয়া	মুদারাবা, মুশারাকা
	মুওয়াসাসাত বাইত আল-মাল	লেবানন	মুদারাবা, মুশারাকা, কার্‌য হাসানা মোডস
	হোদিদাহ মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম	ইয়েমেন	বায়' মুবারাহা
দক্ষিণ এশিয়া	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. পরিবার ক্ষমতায়ন ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	বাংলাদেশ	বায়' মুয়াজ্জাল
	আল ফালাহ-দারুল খিদমাহ ওয়াল ফালাহ বাংলাদেশ	বাংলাদেশ	কার্‌য হাসানা
	রেসকিউ	বাংলাদেশ	কার্‌য
	নোবেল	বাংলাদেশ	কার্‌য
	সাওয়াব- সোস্যাল এজেন্সি ফর ওয়েলফেয়ার এন্ড এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ	বাংলাদেশ	বায়' মুয়াজ্জাল, কার্‌য
	বসুন্ধরা গ্রুপ	বাংলাদেশ	কার্‌য
	আখুওয়াত	পাকিস্তান	মুদারাবা, ইজারা, কার্‌য
	বায়ত উন নসের	ভারত	কার্‌য হাসানা
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া	তাবুং হাজী	মালয়েশিয়া	কার্‌য হাসানা
	আমান ইকতিয়ার মালয়েশিয়া	মালয়েশিয়া	মুরাবাহা, মুশারাকা, বায়' মুয়াজ্জাল
	আর রাহনু শর্টটার্ম ইজিলোন ব্যাংক ইসলাম মালয়েশিয়া, বায়হাদ	মালয়েশিয়া	কার্‌য হাসানা
	বায়তুল মাল ওয়াত তামওইল	ইন্দোনেশিয়া	মুশারাকা, বায়' মুরাবাহা
	বায়তুল মাল ওয়াত তামওইল	ইন্দোনেশিয়া	ইজারা, কার্‌য
	আল-আমানা	ফিলিপাইন	কার্‌য হাসানা, ইজারা
সাব-সাহারা আফ্রিকা	আজওয়াদ	উত্তর মালি	-
	পিএলসি	সুদান	-
মধ্য এশিয়া	ফিনকার পল্লী অর্থায়ন	আফগানিস্তান	কারযে হাসানা

এ ছাড়াও মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন দেশে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে এটি বিকশিত হচ্ছে।

৫.৪.৯ কয়েকটি দেশের ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ তথ্যকণিকা বিন্যাস

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে কয়েকটি মুসলিম দেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ তথ্যকণিকা প্রদান করা হল:

---

[৯০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ২১ : ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের দেশভিত্তিক পরিসংখ্যান বিন্যাস[৯১]

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মহিলাদের (%)	মোট গ্রাহক সংখ্যা	বিনিয়োগ স্থিতি(USD)	গড় স্থিতি(USD)
আফগানিস্তান	৪	২২	-	২৬১০,৩৪৭,২৯	১৬২
বাহরাইন	১	প্রযোজ্য নয়	৫৩,০১১	৯৬,৫৬৫	২৯৯
বাংলাদেশ	৮	৯০	৬৩৩,৩৪৩	৫৩,৯৯৬,৪২৮	৮৫
ইন্দোনেশিয়া	১০৫	৬০	১১১,৮৩৭	১২২,৪৮০,০০০	১,৬৪০
জর্ডান	১	৮০	৭৪,৬৯৮	১,৬১৯,৯০৯	১,০৯৪
লেবানন	১	৫০	১,৪৮১	২২,৫০০,০০০	৮৬৫
মালি	১	১২	২৬,০০০	২৭৩,২৯৮	৯৭
পাকিস্তান	১	৪০	২,৮১২	৭৪৬,৯০৪	১২৩
পশ্চিম তীর ও গাজা	১	১০০	৬,০৬৯	১৪৫,৪৮৫	১,১০২
সৌদি আরাবিয়া	১	৮৬	১৩২	৫৮৬,৬৬৭	৮৪
সোমালিয়া	১	প্রযোজ্য নয়	৭,০০০	৩৫,২০০	৭০৪
সুদান	৩	৬৫	৫০	১,৮৯১,৮১৯	১৭১
সিরিয়া	১	৪৫	৯,৫৬১	১,৮৩৮,০৪৭	৮০০
ইয়েমেন	৩	৫৮	২,২৯৮	৮৪০,২৪০	১৪৬
মোট	১৩২	৫৯	৯২৮,২৯২	৪৬৮,০৮৫,২৯১	৫০৪

উপরোক্ত টেবিলে সকল দেশে সকল ইসলামিক ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। পরিসংখ্যানের বাইরে উক্ত দেশগুলোতেও অনেক প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত ইসলামিক ক্ষুদ্র বিনিয়োগের এটি একটি বিকাশমান ধারা।

৫.৪.১০ বাংলাদেশে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:[৯২]

- **ব্যাপকভিত্তিক ও সমন্বিত প্রক্রিয়া :** ব্যাপকভিত্তিক ও সমন্বিত প্রক্রিয়া এখনও তৈরি করা যায়নি। ইসলামী প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচনের সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক প্রক্রিয়া এখনও

---

৯১ ড. ওয়াহিদ আখতার ও অন্যান্য, *ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন*(লাহোর : ২য় CBRC সম্মেলন, পাকিস্তানে পঠিত, ১৪ নভেম্বর , ২০০৯), পৃ. ১; বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মোট গ্রাহক সংখ্যা, বিনিয়োগ স্থিতি(USD), গড় স্থিতি(USD), শুধুমাত্র আইবিবিএল, এআইবিএল ও এসআইবিএল এর তথ্য দেয়া হয়েছে; *There were seven MFIs in the west Bank and Gaza that offered, with the help of training and funding facilities offered by the Islamic Development Bank, a total of 578 Islamic loans between 2005 and 2006. Data on only on of these seven are displayed in the table because the remaning six MFIs were disbursing Islamic loans with average loan sizes higher than 250 Percent of the region's gross domestic Product per-capita.* (Source : CGPA Sarvey-2007)

৯২ ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মাইক্রো-ফাইন্যান্স ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

তৈরিকরণ ও অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। ক্ষুদ্র অর্থায়ন, যাকাত এবং ওয়াক্‌ফ এ তিনের সমন্বয়ে সমন্বিত মডেল তৈরি করে অসহায় মানুষের উন্নয়নে অগ্রসর হতে হবে। এটি শুধু বাংলাদেশের নয় সমগ্র জাতির কর্মসূচি হতে হবে।

- **হতদরিদ্রদের সহায়তা :** হতদরিদ্র অবস্থার পরিবর্তন এর লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম উন্নয়ন ও পরিচালনা করতে হবে।
- **সীমিতসংখ্যক বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ:** শুধু এক বা দু'টি বিনিয়োগ পদ্ধতি নয় প্রযোজ্য সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণের জন্য ম্যানুয়াল তৈরি করে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- **শারী'আহ্ অনুসরণ :** ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমে শারী'আহ্ অনুসরণে কোন রকম শৈথিল্য প্রদর্শন করা বর্জনীয়।
- **টেকসই কর্মসূচি :** ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচিকে টেকসই করার জন্য যাকাত, ওশর, ওয়াক্‌ফ ও ইসলামের অন্যান্য হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।
- **ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সীমিত ধারণা :** বাংলাদেশের ব্যাপক দরিদ্র জনগণের মধ্যে ইসলামী অর্থায়ন এ প্রক্রিয়া ও সেবা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।
- **প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর অভাব :** বাংলাদেশে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন আলাদা আইনগত কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা এখনও গড়ে উঠেনি। ফলে গতানুগতিক আইনের আওতায়ই তাদেরকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে এটা এখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

৫.৪.১১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগে ইসলামী এনজিও

বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামী এনজিও'র সংখ্যা খুবই কম। সাম্প্রতিককালে কয়েকটি ইসলামী এনজিও কাজ শুরু করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে : রাবিতা, আই আর ও, মুসলিম এইড ইউকে-বাংলাদেশ, ইসলামিক রিলিফ, ইসরা, আদ-দ্বীন ট্রাস্ট, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (CDF), রুরাল ইকনমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফরদি আন্ডার প্রিভিলেজড(RESCU), ইসলামিক রিলিফ এজেন্সি, কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি, ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ফুজাইয়া।[৯৩] এগুলোর মধ্যে কোন কোন এনজিও ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/অর্থায়ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

---

[৯৩] ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগসমূহ

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের পল্লী জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং জীবন যাপনের ন্যূনতম চাহিদা মিটানোর জন্য সম্পদের অভাবে গ্রামের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী কর্মহীন হয়ে পড়ছে অথবা স্বল্পমূল্যে শ্রম যোগান দিয়ে আসছে এবং অভাব-অনটনে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। এর ফলে কর্মহীনতা ও দারিদ্র্য পল্লী জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এ ছাড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আয় ও সম্পদের গগণচুম্বী পার্থক্য এবং সুষম বন্টনের অভাবে গ্রামীণ সমাজ অর্থনৈতিকভাবে স্থবির ও শ্লথ।[৯৪] ইসলামিক ক্ষুদ্র বিনিয়োগ দারিদ্র্য বিমোচনে একটি অতি জনপ্রিয় প্রক্রিয়া, বিশেষত বিশ্বের উন্নয়শীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে এটি সর্বাধিক প্রযোজ্য।[৯৫] বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রচুর ব্যাপ্তি ঘটেছে।[৯৬] কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পল্লী খাতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে।[৯৭] উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণাই হল গ্রামীণ উন্নয়ন।[৯৮] বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ অর্থনীতিতে সমতা ও সামাজিক সুবিচার কায়েমের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই উদ্দেশ্যে গ্রামীণও পল্লী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প RDS, GSIS, FEMIP সহ বিশেষ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।[৯৯]

৫.৫.১ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প(RDS) দরিদ্র ভূমিহীন, শ্রমজীবি ও প্রান্তিক চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের আত্মনির্ভশীল করার প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানো ও সঠিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।[১০০] পল্লী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে কৃষি ও পল্লী খাতে বিনিয়োগ চাহিদা পুরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প চালু

---

৯৪ *গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচিতি*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুন ২০০৬), পৃ. ১

৯৫ Mohammad Abdul Mannan, *Islamic Micro Finance: An Instrument for Poverty Alleviation,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৯৬ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, *ক্ষুদ্র ঋণের চালেঞ্জসমূহ: পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের প্রেক্ষিতে দিক নির্দেশনা*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৩, জুলাই ২০১২), পৃ. ৫

৯৭ *গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পরিচিতি)*, প্রাগুক্ত।

৯৮ Dr. S.M. Ali Akkas, *Rural financing Under Islamic Banking Frame work. Text Book an Islamic Banking*(Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, Nov 2008), p. 216

৯৯ *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) ম্যানুয়াল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১ ও *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১*, আইবিবিএল, এআইবিএল, এসআইবিএল।

১০০ *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) ম্যানুয়াল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। মাত্র ১০ টাকা দিয়ে এ প্রকল্পের আওতায় সঞ্চয় হিসাব খোলা যায়। অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এক সাথে উন্নয়নের জন্য এক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।[১০১]

৫.৫.১.১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এর লক্ষ্য

দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে একটি বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে দারিদ্র্যতার নিস্পেষণ হতে মুক্তির লক্ষ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা।[১০২] আরডিএস এর প্রধান উদ্দেশ্য হল হতদরিদ্রদের জন্য মৌলিক চাহিদার সমন্বয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য থেকে সঠিক উত্তরণ।[১০৩]

৫.৫.১.২ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের উদ্দেশ্য

- ব্যাংকের নির্ধারিত শাখার ১০ কি.মি. পরিসীমার মধ্যে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা।[১০৪]
- পল্লী এলাকার দরিদ্র জনসাধারণকে সংগঠিত করা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনা ও দারিদ্র্য বিমোচন করা।
- কৃষির আধুনিকীকরণে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রযুক্তি সহজলভ্য করা। কৃষি-বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করা এবং এ সব খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া।
- তথ্য ও যোগযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের বৃহত্তর বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা। কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমসহ পল্লী এলাকার বিভিন্ন কৃষি ও অ-কৃষি খাতে সম্ভাব্য পুঁজি সরবরাহ করা।
- দুঃস্থ, অসহায় ও অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত বা সংগঠিত করা এবং সম্ভাব্য সহযোগিতা দেয়া। সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে উন্নত নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন আত্মসচেতন শিক্ষিত নাগরিক সৃষ্টি করা।
- মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

---

১০১ *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১২০

১০২ *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) ম্যানুয়াল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১

১০৩ The main objective of RDS is to implement an integrated and coordinated of basicneeds and overall upliftment of targeted poor household. *Rural Development Scheme of IBBL, A Strategy for Better Implementation.* (Dhaka :IBTRA Monograph no.1, IBTRA. 2000), p. 1

১০৪ *গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পরিচিতি)*, প্রাগুক্ত ও *পল্লী উন্নয়ন বার্তা*(ঢাকা : পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মুখপত্র, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, জানুয়ারি-মার্চ ২০১২), পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

- উন্নত নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন সমাজ সচেতন নাগরিক সৃষ্টি করা। সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা।
- পল্লীর জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি ও সম্ভাব্য স্বাস্থ্য সেবা দেয়া। রুচিশীল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা।[১০৫]

৫.৫.১.৩ আরডিএস বিনিয়োগের খাত ও পরিমাণ বিন্যাস

আরডিএস সদস্যদেরকে বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি খাতে গ্রাহক প্রতি সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের মনোনীত সদস্য ও স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বর্ধিত বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০০৫ সাল থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প(MEIS) নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে, এর আওতায় ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। শুরু থেকে উভয় প্রকল্পের আওতায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১ সাল পর্যন্ত মোট ৪২,২৮৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়েছে, যার স্থিতি ৭,০৭২ মিলিয়ন টাকা।[১০৬]

৫.৫.১.৪ পরিচালনা ও সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া বিন্যাস

ব্যাংকের শাখা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারণ করা হয়। মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে অবস্থিত ব্যাংকের শাখাসমূহের ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্বাচিত গ্রামসমূহে প্রকল্প পরিচালনার জন্য শুরুতেই প্রতি পাঁচ গ্রামের জন্য একজন হিসেবে মাঠকর্মী নিয়োগ দেয়া হয়। এভাবে একেকটি শাখায় গড়ে ১৫ জন মাঠকর্মী নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেক মাঠকর্মীকে এক বছরের মধ্যে ১০ থেকে ১২ টি কেন্দ্র গঠন করে ৪০০ সদস্য তৈরির টার্গেট দেয়া হয়। মাঠকর্মীদের কার্যক্রম নিবিড় তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতি ৫ জন মাঠকর্মীর বিপরীতে ১ জন করে সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয় এবং প্রকল্প কর্মকর্তাকে প্রকল্প এলাকায় যাতায়াতের জন্য কারয হাসানার মোটর সাইকেল দেয়া হয়। শাখা ব্যবস্থাপকগণ শাখার আওতায় প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সর্বোচ্চ সম্প্রসারণ নিশ্চিত করে থাকেন।[১০৭]

৫.৫.১.৫ কর্ম এলাকা নির্ধারণ/গ্রাম নির্বাচন

- অবহেলিত হিসাবে চিহ্নিত এলাকাসমূহ এবং যেসব অঞ্চলে দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন গুচ্ছাকারে বসবাস করে এমন এলাকাকে অগ্রাধিকার দেয়া।

---

[১০৫] *গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পরিচিতি)*, প্রাগুক্ত; *পল্লী উন্নয়ন বার্তা*, জানুয়ারি-মার্চ ২০১২ : পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মুখপত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[১০৬] *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১২০

[১০৭] *পল্লী উন্নয়ন বার্তা*, জানুয়ারি-মার্চ ২০১২ : পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মুখপত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

- যে সব এলাকায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ কর্মসূচি নেই।
- যে সমস্ত এলাকায় কৃষিজ ও অকৃষিজ কাজের আধিক্য রয়েছে। সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্বল্প আয়ের লোকসংখ্যার আধিক্য সম্বলিত এলাকা।
- ইসলামী মূল্যবোধের বিশ্বাসী অথচ অর্থনৈতিভাবে অনগ্রসর এলাকা।
- নিম্ন আয়ের লোকের আধিক্য। প্রাথমিকভাবে নির্বাচনের পর উক্ত গ্রামের প্রতিটি পরিবারের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।[১০৮]

৫.৫.১.৬ বিনিয়োগ খাত, সর্বোচ্চ সীমা ও মেয়াদ বিন্যাস

আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ খাত, সর্বোচ্চ সীমা ও মেয়াদ বিন্যাস নিম্নরূপ:

টেবিল ২২ : বিনিয়োগ খাত, সর্বোচ্চ সীমা ও মেয়াদ বিন্যাস[১০৯]

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের খাত	মেয়াদ	বিনিয়োগ সীমা (টাকা)
১.	শস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন/চাষাবাদ	১ বছর	১৫,০০০/-
২.	নার্সারী এবং ফুল ও ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদন	১ বছর	৩০,০০০/-
৩.	কৃষি যন্ত্রপাতি	১ থেকে ৩ বছর	৩০,০০০/-
৪.	গবাদি পশু পালন	১ থেকে ২বছর	৩০,০০০/-
৫.	হাঁস-মুরগী পালন	১ বছর	২০,০০০/-
৬.	মৎস চাষ	১ থেকে ২বছর	৩০,০০০/-
৭.	গ্রামীণ পরিবহণ	১ বছর	১০,০০০/-
৮.	গৃহ নির্মাণ	১ থেকে ৫বছর	২০,০০০/-
৯.	বিবিধ অকৃষি খাত	১ বছর	৩০,০০০/-

গ্রাহকগণের চাহিদা ও সক্ষমতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে তাদেরকে উপরোক্ত খাতসমূহের সীমা প্রদান করা হয়। গৃহ নির্মাণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক অন্যান্য খাতে তিন বছর সফলভাবে বিনিয়োগ ব্যবহার ও সময়মত পরিশোধ করার পরই কেবল তাকে এই খাতে বিনিয়োগ দেয়া হয়। খাতসমূহের বিনিয়াগের পাশাপাশি পর পর দু'বছর সময়মত বিনিয়োগ পরিশোধকারী সফল গ্রাহককে তার চাহিদা অনুযায়ী কার্‌য হাসানায় (বিনা লাভে) টিউবওয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন দেয়া হয়।

---

[১০৮] *গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পরিচিতি)*, প্রাগুক্ত, *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) ম্যানুয়াল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ২

[১০৯] *গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পরিচিতি)*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.১.৭ বিনিয়োগ পদ্ধতি বিন্যাস

বিনিয়োগের খাত ও ধরনের উপর ভিত্তি করে নিম্নরূপ যে কোন পদ্ধতি নির্ধারিত করা হয়:[১১০]

- বায়' মুয়াজ্জাল
- মুদারাবা
- মুরাবাহা টিআর
- মুশারাকা
- বায়' সালাম
- হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক

৫.৫.১.৮ সদস্য ও ভূমিহীন বিনিয়োগ গ্রহণকারীর সংজ্ঞা

- সদস্য, গ্রুপ ও কেন্দ্র গঠন পদ্ধতি:[১১১]
- স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, ১৮ বৎসর থেকে ৫০ বৎসর বয়সী।
- সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ জমির স্বত্ত্বাধিকারী এবং বর্গাচাষী কৃষক।
- কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে। বছরের কোন কোন সময় মহাজনী ঋণগ্রস্ত হয়।
- পুঁজির অভাবে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে অক্ষম। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল।
- মহিলা ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্র গঠন করতে হয়। বেশির ভাগ কেন্দ্র মহিলাদের। ম্যানুয়েলে প্রদত্ত নামের তালিকা থেকে কেন্দ্রের নাম দিতে হয়।
- সদস্যদের বয়স সীমা ১৮ বৎসর থেকে ৫০ বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সদস্যদের বয়স বেশি হলে তার শারীরিক ক্ষমতা আছে কিনা তা যাচাই করা হয় ।
- সমমনা ও একই গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সমপর্যায়ের ব্যক্তি যারা একে অন্যের প্রতি আস্থাশীল এমন সদস্য নিয়ে গ্রুপ গঠন করা হয়।

৫.৫.১.৯ গ্রুপ গঠন[১১২]

- পাঁচজন গ্রাহকের সমন্বয়ে যথাসম্ভব একই পেশায় নিয়োজিত ও সম-অর্থনৈতিক মানের ব্যক্তিদের নিয়ে এক একটি গ্রুপ গঠিত হবে। প্রতিটি গ্রুপের সদস্যবৃন্দ তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে গ্রুপ লিডার ও আরেকজনকে ডেপুটি গ্রুপ লিডার নির্বাচিত করবেন।
- সদস্যদের মধ্যে বিনিয়োগের জন্য যোগ্য গ্রাহক নির্বাচন, বিনিয়োগ প্রদান ও আদায়ে গ্রুপ লিডার সহযোগিতা প্রদান করবেন। এছাড়াও গ্রাহক/সদস্যদের নামে অন্য কোন ব্যাংক বা সংস্থায় কোন দায়-দেনা আছে কি-না এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং কৃষিজ ও অকৃষিজ খাতে নিয়োজিত সদস্যদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রুপ কার্যক্রম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

---

১১০ প্রাগুক্ত।

১১১ *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) ম্যানুয়াল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ৫

১১২ *গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পরিচিতি)*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

- গ্রুপ লিডার ও শাখার ফিল্ড অফিসার যৌথভাবে গ্রুপ সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত ও অপসারণ করবেন। গ্রাহক/সদস্যদের উপর তাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকতে হবে।
- বিনিয়োগ এলাকায় সর্বনিম্ন দুইটি, কিন্তু সর্বোচ্চ আটটি ছোট গ্রুপ মিলিত হয়ে একটি কেন্দ্র গঠন করবে। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন কেন্দ্র লিডার ও একজন ডেপুটি কেন্দ্র লিডার নির্বাচিত হবেন।
- প্রতিটি কেন্দ্র প্রতি সপ্তাহে একবার সভায় মিলিত হবে। কেন্দ্র সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে এবং সদস্যগণ এতে সই করবেন। যেসব সদস্য নিরক্ষর, তারা অবশ্যই সভায় স্বাক্ষর করা শিখে নেবেন।
- সভায় অনিয়মিত উপস্থিতি ও গ্রুপের দায়িত্ব পালনের শিথিলতা গ্রুপ থেকে বহিষ্কারের নামান্তর বলে বিবেচিত হবেন।
- ব্যাংকের ফিল্ড অফিসার সভা পরিচালনা করবেন। সভায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য, নীতিমালা, সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং সদস্যদের করণীয় ও দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হবে।
- সভায় বিনিয়োগ কিস্তি, ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কেন্দ্র ফান্ড ইত্যাদি খাতে জমা আদায় ও তা পাস বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ফিল্ড অফিসার ও কেন্দ্র লিডার যৌথভাবে এ কার্য সম্পাদন করবেন।
- সভায় গ্রাহক নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে এবং নির্বাচিত গ্রাহকগণের বিনিয়োগ আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজ সরবরাহ করা হবে।
- কোন গ্রুপ সদস্য যদি গ্রুপের করণীয় কোন নীতিমালা, আদর্শ ও কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করতে না পারেন, তবে গ্রুপের অন্য সদস্যগণ তাকে সুষ্ঠু আচরণ পালন করাতে বাধ্য করবেন এবং উক্ত সদস্যের গ্রুপের নিয়ম ভঙ্গের কারণে গ্রুপ থেকে বহিষ্কার করবেন। বহিস্কৃত সদস্য ব্যাংকের কোন সুযোগ-সুবিধা পাবেন না এবং তিনি খেলাপী গ্রাহক হলে তাকে বকেয়া ফেরত দিতে হবে।
- গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যকে পরস্পরের জন্য গ্যারান্টি দিতে হবে। প্রত্যেক সদস্য পরস্পরের বিনিয়োগ তদারকি ও আদায়ের সহযোগিতা করবেন-এই মর্মে একে-অন্যের গ্যারান্টি ফরমে স্বাক্ষর করবেন।
- গ্রাহককে ব্যাংকের নীট বিনিয়োগের উপর নির্ধারিত হারে মুনাফা বহন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.১.১০ গ্রুপ/কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা[১১৩]

প্রত্যেক গ্রুপে একজন গ্রুপ লিডার ও একজন ডেপুটি গ্রুপ লিডার থাকবেন। তারা গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। একইভাবে প্রত্যেক কেন্দ্রে একজন কেন্দ্র লিডার ও একজন ডেপুটি কেন্দ্র লিডার থাকবেন। তারা গ্রুপ লিডার ও সহকারী গ্রুপ লিডারগণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তাদের দায়িত্ব কাল হবে এক বছর। একই সদস্যকে একাধারে দুই বছরের বেশি একই পদে নির্বাচিত না করাই শ্রেয়। কেন্দ্রের সকল সভার সিদ্ধান্তসমূহ রেজুলেশন বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই সাথে প্রত্যেক সদস্য রেজুলেশন বইতে স্বাক্ষর করেন। সদস্য হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল স্বাক্ষরজ্ঞান।

৫.৫.১.১১ জামানত

- প্রত্যেক সদস্যকে প্রতিটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তার গ্রুপের অন্য সদস্যদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দিতে হবে।
- বিশেষ সীমার আওতায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত নেয়া হবে। [১১৪]

৫.৫.১.১২ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম(Micro Enterprise Investment Scheme)

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ সীমার বিনিয়োগ গ্রহণ করে সফলতার সাথে বিনিয়োগ ব্যবহার ও সময়মত তা পরিশোধ করেছেন, তাদের অতিরিক্ত বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের লক্ষে 'মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণ তাদের চাহিদা ও সক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে এই বিনিয়োগের জন্য গ্রাহককে প্রয়োজনীয় সহায়তা জামানত প্রদান করতে হবে।[১১৫]

৫.৫.১.১৩ সদস্যদের সঞ্চয়

দলভূক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা ও কর্মসূচিকে সেবা হিসেবে পরিণত করার পাশাপাশি সঞ্চয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে পুঁজি গঠন করা এবং ক্রমান্বয়ে অন্যের আর্থিক সহায়তা ছাড়াই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা।[১১৬] প্রত্যেক গ্রাহক/সদস্যকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে

---

১১৩ *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) ম্যানুয়াল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ৫

১১৪ *গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পরিচিতি)*, প্রাগুক্ত।

১১৫ প্রাগুক্ত।

১১৬ *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) ম্যানুয়াল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ৮-১০

Dhaka University Institutional Repository

হবে। প্রত্যেক সদস্যকে সপ্তাহে কমপক্ষে ১০ টাকা হারে এই মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা গড়ে তুলতে হবে। এই হিসাবের জন্য কোন চেক বই ইস্যু করা হবে না। গ্রাহকের অন্য কোন দায়-দেনা না থাকলে তিনি এই হিসাব থেকে টাকা তুলতে পারবেন।[১১৭] সমহারে সদস্য ভিত্তিক সঞ্চয় জমা করার পরিবর্তে সদস্যদের সামর্থ্য ও ইচ্ছানুযায়ী ন্যূনতম পরিমাণের উর্ধ্বে সঞ্চয় জমা দানের সুযোগ আছে।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্যরা সপ্তাহে কমপক্ষে ১০ টাকা হারে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় তাঁর নামে পরিচালিত ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখেন। তবে নিজস্ব পুঁজি গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে অধিকতর সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। ফিল্ড অফিসারগণ ইতোমধ্যে প্রকল্পের সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে ৩০,৭৮৫ জন গ্রাহকের এম.এস.এস (মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প) হিসাব খুলতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে প্রকল্পের সর্বমোট সঞ্চয় ২,৩৪০ মিলিয়ন টাকা, যা প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ স্থিতির ৭,০৭২ মিলিয়ন টাকার ৩৩ শতাংশ।[১১৮]

৫.৫.১.১৪ কেন্দ্র ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কেন্দ্রের কোন সদস্য বিপদে পড়লে কেন্দ্রের সকল সদস্যের অনুমতি সাপেক্ষে কেন্দ্র ফান্ড হতে অর্থ উত্তোলন করে বিপদগ্রস্ত সদস্যকে সহযোগিতা করা অথবা যৌথ উদ্যোগে কোন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ক্যাশ-সিকিউরিটি/মার্জিন হিসাবে ব্যবহার করা। কেন্দ্রের সকল সদস্যের জন্য সাপ্তাহিক কেন্দ্র ফান্ড জমা বাধ্যতামূলক এবং সদস্য হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্র ফান্ড জমা শুরু করতে হবে। সদস্যদের সমহারে কেন্দ্র ফান্ড জমা দেয়া বাধ্যতামূক। কেন্দ্রের কোন সদস্য সদস্যের ছেলে-মেয়ের পরীক্ষা, বিয়ে-শাদী অথবা অসুস্থতার কারণে বিনিয়োগের টাকা থেকে খরচ করলে আয় কমে যায়, ফলে কিস্তি প্রদানে অসুবিধা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় কোন সদস্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের সকলের সম্মতিতে কেন্দ্র ফান্ড হতে কার্‌য হাসানা গ্রহণ করে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব এবং শর্তানুযায়ী ধীরে ধীরে অথবা একবার কেন্দ্র ফান্ড হতে নেয়া কার্‌য হাসানার টাকা ফেরৎ প্রদান করতে পারে। এছাড়াও যৌথভাবে কোন বিনিয়োগ কার্যক্রম হাতে নিলে যদি ক্যাশ সিকিউরিটির প্রয়োজন পড়ে তাহলে কেন্দ্র মিটিং-এ রেজুলেশনে উল্লেখপূর্বক শাখা প্রধানের নিকট আবেদনের মাধ্যমে কেন্দ্র ফান্ড হতে ক্যাশ সিকিউরিটি দেয়া যেতে পারে। [১১৯]

---

[১১৭] *গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পরিচিতি)*, প্রাগুক্ত।

[১১৮] *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১২০

[১১৯] *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) ম্যানুয়াল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.১.১৫ বিনিয়োগ বিতরণের পূর্বে অবশ্য করণীয়

- কেন্দ্রের সকল সদস্যকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা।
- স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। সাপ্তাহিক সভার সকলের উপস্থিতি কমপক্ষে ৯০% হওয়া।
- প্রথম বিনিয়োগ গ্রহিতার জন্য কমপক্ষে ৪ সপ্তাহ নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও কেন্দ্র ফান্ড জমা হওয়া।
- পূর্বে বিনিয়োগ নিয়ে থাকলে তার কিস্তি নিয়মিতভাবে পরিশোধ করেছে কিনা তা দেখা।
- যে কাজের জন্য বিনিয়োগ দেয়া হবে তা লাভজনক হবে কিনা এবং উক্ত কাজ সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা জানা।
- কোন সমস্যা না থাকলে সদস্যদেরকে বিনিয়োগ পরিশোধের পরবর্তী এবং সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় বিনিয়োগ প্রদান করা। প্রকল্পের ১৮ দফা পালনীয় সিদ্ধান্ত মুখস্থ বলতে পারা।[১২০]

৫.৫.১.১৬ বিনিয়োগের উপর লাভ ও অন্যান্য চার্জ

বিতরণকৃত বিনিয়োগের উপর লাভের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ যা মোট ক্রয় মূল্যের সাথে যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হবে। লাভ ১২ শতাংশ, তবে নিয়ম মোতাবেক সকল কিস্তি ঠিকমত পরিশোধ করলে ব্যাংক নির্ধারিত হারে রিবেট প্রদান করে, ফলে লাভের পরিমাণ হবে ৯.৫ শতাংশ।[১২১]

৫.৫.১.১৭ বিনিয়োগ আদায় পদ্ধতি

ফিল্ড অফিসার সাপ্তহিক/মাসিক কেন্দ্র বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বিনিয়োগের প্রকৃতি ও ধরন অনুসারে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে সাপ্তহিক/মাসিক কিস্তিতে ব্যাংক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিনিয়োগ আদায় করবেন।[১২২] বিনিয়োগ গ্রহিতার বিনিয়োগ গ্রহণের এক বছরের মধ্যে ৭টি সপ্তাহে কিস্তি দিতে হবে না। নিম্নে গ্রেস পিরিয়ডসহ বছরের ৫২ সপ্তাহের হিসাব দেয়া হল:

গ্রেস পিরিয়ড

১ম কিস্তি শুরু হয় ২১ দিন পর	২ সপ্তাহ
২ ঈদে কিস্তি আদায় হয় না	২ সপ্তাহ
বিপদ-আপদ/দুর্যোগ, সরকারি ছুটি ইত্যাদি কারণে গ্রহণযোগ্য কিস্তি ড্রপ	৩ সপ্তাহ

	মোট ৭ সপ্তাহ।

---

১২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.১.১৮ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ম-নীতি

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ম-নীতি ও সুবিধাবলি নিম্নরূপ:

টেবিল ২৩ : পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ম-নীতি ও সুবিধাবলি[১২৩]

ক্রমিক নং	বিষয়	নিয়ম-নীতি
১	১ম দফায় বিনিয়োগের পরিমাণ	সর্বোচ্চ ১৫০০০/- টাকা
২	লাভ ও অন্যান্য চার্জের পরিমাণ	১২% (নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করলে লাভের উপর রিবেট দেয়া হলে তা দাড়াবে ৯.৫%)
৩	প্রতি গ্রুপে সদস্য সংখ্যা	৫ জন
৪	প্রতি কেন্দ্রে সদস্য সংখ্যা	৮ টি গ্রুপ/৪০ জন
৫	সদস্যদের বয়স	১৮ থেকে ৫০ বছর।
৬	প্রকল্প নষ্ট হলে, গরু মারা গেলে ও ঘর পুড়ে গেলে।	আরেকটি বিনিয়োগ দেয়া যাবে/রিস্ক ফান্ড থেকে মাফ করা যাবে।
৭	বিনিয়োগ বিতরণের পর ১ম কিস্তি আদায়	সর্বোচ্চ ২১ দিন পর
৮	জলাবদ্ধ পায়খানা প্রদান (কর্জে হাসানা)	২ বৎসর পর ৩০০০/- টাকা।
৯	নলকূপ প্রদান (কর্জে হাসান)	২ বৎসর পর ৫০০০/- টাকা।
১০	ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর লাভের হার	ব্যাংকের এম,এস,এ-এর উপর প্রদত্ত হারে। এক্ষেত্রে লাভের জন্য সর্বনিম্ন স্থিতি হবে ৫/- টাকা।
১১	ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হার	সর্বনিম্ন ২৫/- টাকা। উর্দ্ধে সামর্থ্য অনুযায়ী করতে পারবে।
১২	অগ্রিম কিস্তি	৪০ কিস্তির পর বিশেষ প্রয়োজনে বাকি ৫ কিস্তি একত্রে জমা নিয়ে পুনরায় বিনিয়োগ দেয়া যাবে।
১৩	জাতীয় ছুটির দিনে কিস্তি	ছুটির পূর্ব বা পরের সপ্তাহের কিস্তির সাথে আনতে হবে।
১৪	ঘর তৈরির জন্য বিনিয়োগ	সদস্যদের বিনিয়োগ প্রাপ্তি হতে ৩ বছর পূর্ণ হলে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- ৩ বছরের জন্য।
১৫	কেন্দ্র ফান্ড	সাপ্তাহিক ৫/- টাকা হারে জমা করবেন নিজেদের বিপদ-আপদের জন্য।
১৬	কেন্দ্র ফান্ড হতে উত্তোলন	কোন সদস্যের বিপদ-আপদের সময় কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে উঠানো যাবে।

৫.৫.১.১৯ কেন্দ্র মিটিং এর কর্মসূচি

সদস্যগণকে খাঁটি মুসলিম ও সুস্থ অবস্থায় দুনিয়াতে বেঁচে থাকা ও আখেরাতের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত করা। এজন্য কেন্দ্র মিটিং-এর কর্মসূচি/আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:[১২৪]

- অর্থসহ পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত (সদস্য তেলাওয়াত করবেন)।
- ঈমান, পবিত্রতা, নামাজ, রোজা, পর্দা, হারাম-হালাল, সত্য-মিথ্যা, পারিবারিক জীবন, সামাজিক দায়িত্ব, স্বাস্থ্য জ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।
- কিস্তি, সঞ্চয় ও কেন্দ্র তহবিল আদায়, রেজুলেশন ফরম পূরণ ও পাঠ, কেন্দ্র লিডার ও ফিল্ড অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ফিল্ড অফিসার কর্তৃক পাশ বই এন্ট্রি।
- বিনিয়োগ প্রস্তাব থাকলে তা নিয়ে আলোচনা, ফরম পূরণ, সুপারিশ গ্রহণও মোনাজাত।

---

[১২৩] *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) ম্যানুয়াল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১৯

[১২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.১.২০ কেন্দ্রের নামের তালিকা

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থার মত নয়। এর সমস্ত কার্যক্রম একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রের নাম রাখতে হবে সমালোচনার উর্ধ্বে মহৎ ব্যক্তিদের নামে যার তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ২৪ : কেন্দ্রের নামের তালিকা[১২৫]

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম
১	হযরত আবু বকর(রা.) কেন্দ্র	৩১	মা হাওয়া(আ.) কেন্দ্র
২	হযরত ওসমান(রা.) কেন্দ্র	৩২	হযরত খাদিজা(রা.) কেন্দ্র
৩	হযরত ওমর(রা.) কেন্দ্র	৩৩	হযরত ফাতেমা(রা.) কেন্দ্র
৪	হযরত আলী(রা.) কেন্দ্র	৩৪	হযরত আয়েশা(রা.) কেন্দ্র
৫	ওয়ায়েজ কুরনী(র.) কেন্দ্র	৩৫	মা হালিমা(রা.) কেন্দ্র
৬	আব্দুল কাদের জিলানী(র.) কেন্দ্র	৩৬	মা আমেনা(রা.) কেন্দ্র
৭	শাহ্ জালাল(র.) কেন্দ্র	৩৭	হযরত মরিয়ম(আ.) কেন্দ্র
৮	শাহ্ আমানত কেন্দ্র	৩৮	হযরত উম্মে হাবিবা(রা.) কেন্দ্র
৯	শাহ্ পরান(র.) কেন্দ্র	৩৯	হযরত সুমাইয়া(রা.) কেন্দ্র
১০	শাহ্ মাখদুম (র.) কেন্দ্র	৪০	হযরত যয়নব(রা.) কেন্দ্র
১১	শাহ্ রূপোস (র.) কেন্দ্র	৪১	হযরত মায়মুনা(রা.) কেন্দ্র
১২	শাহ্ নিয়ামত (র.) কেন্দ্র	৪২	হযরত হাফসা(রা.) কেন্দ্র
১৩	শাহ্ জামাল (র.) কেন্দ্র	৪৩	হযরত উমামা(রা.) কেন্দ্র
১৪	বায়েজিদ বোস্তামী (র.) কেন্দ্র	৪৪	হযরত মারিয়া(আ.) কেন্দ্র
১৫	খান জাহান আলী (র.) কেন্দ্র	৪৫	হযরত উম্মে কুলসুম(রা.) কেন্দ্র
১৬	হাজী শরীয়ত উল্লাহ(র.) কেন্দ্র	৪৬	হযরত রোকেয়া(রা.) কেন্দ্র
১৭	শহীদ তিতুমীর(র.) কেন্দ্র	৪৭	হযরত সুরাইয়্যা(রা.) কেন্দ্র
১৮	ইমাম গাজ্জালী (র.) কেন্দ্র	৪৮	হযরত উম্মে সালমা(রা.) কেন্দ্র
১৯	শেখ সাদী (র.) কেন্দ্র	৪৯	হযরত খাওলা(রা.) কেন্দ্র
২০	গরীব শাহ্ (র.) কেন্দ্র	৫০	হযরত সাওদা(রা.) কেন্দ্র
২১	ইবন সিনা কেন্দ্র	৫১	হযরত রওহা (রা.) কেন্দ্র
২২	ইবন বতুতা কেন্দ্র	৫২	হযরত আছিয়া (রা.) কেন্দ্র
২৩	আল বেরুনী কেন্দ্র	৫৩	হযরত রহিমা (রা.) কেন্দ্র
২৪	আল্লামা ইকবাল কেন্দ্র	৫৪	হযরত হাজেরা (রা.) কেন্দ্র
২৫	মুন্সী মেহেরুল্লাহ কেন্দ্র	৫৫	হযরত সারা (রা) কেন্দ্র
২৬	হাসানুল বান্না কেন্দ্র	৫৬	হযরত আসমা (রা.) কেন্দ্র
২৭	সৈয়দ কুতুব কেন্দ্র	৫৭	হযরত শাফিয়া কেন্দ্র
২৮	কবি নজরুল কেন্দ্র	৫৮	হযরত রাবেয়া কেন্দ্র
২৯	কবি জসিম উদ্দীন কেন্দ্র	৫৯	হামিদা কুতুব কেন্দ্র
৩০	টিপু সুলতান কেন্দ্র	৬০	বেগম রোকেয়া কেন্দ্র

[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.১.২১ বিনিয়োগের খাতসমূহ

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। বিনিয়োগের খাতকে প্রধানত ২(দুই) ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[১২৬] কৃষি খাত ও অকৃষি খাত।

১। **কৃষি খাত** : কৃষি খাতে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২১(একুশ) ধরনের ফসল উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে।

২। **অকৃষি খাত** : অকৃষি খাতে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪৩ ধরনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে ।

৫.৫.১.২২ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্যগণ ১৮টি পালনীয়

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্যগণ ১৮টি পালনীয় সিদ্ধান্ত[১২৭] কেন্দ্র মিটিংয়ে উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করবেন এবং মুখস্থ করবেন। শুধু মুখস্থ করলেই হবে না, নিজেদের পারিবারিক জীবনে অবশ্যই বাস্তব করতে হবে। সদস্যভূক্ত হওয়ার পর হতে বিনিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বেই সিদ্ধান্তসমূহ অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে। বিনিয়োগ পাওয়ার পূর্ব শর্ত হিসেবে এটাকে গণ্য করতে হবে।

- সকল অবস্থায়ই আল্লাহর সাহায্য চাইব, সদা সত্য কথা বলব ও সৎ পথে চলব।
- সৎ কাজের আদেশ দিব ও অসৎ কাজের নিষেধ করবো।
- কোন বেআইনি কাজ করবো না, কাউকে করতে দিব না, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবো।
- অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজ পায়ে দাঁড়াবো।
- আমরা সংসারের উন্নতি আনবোই ইন্‌শা আল্লাহ্।
- বাড়ির আশেপাশের ফাঁকা জায়গায় তরকারী ও শাক-সবজি লাগাবো। নিজে খাব, বিক্রি করে আয় বাড়াবো।
- চারা লাগানোর মৌসুমে যত পারি চারা লাগাবো।
- কেউ নিরক্ষর থাকবোনা, প্রয়োজনবোধে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে পড়া-লেখা শিখবো।
- ছেলে-মেয়েদের অবশ্যই লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করবো।
- একে অন্যের সাহায্য করবো, কেন্দ্রের কেউ কোন বিপদে পড়লে তাকে সবাই মিলে বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবো।
- অপরকে অগ্রাধিকার দিব। ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করবো এবং অন্যকেও উৎসাহিত করবো।
- স্যানিটারি ল্যাট্রিন বসাবো, না পারলে গর্ত করে পায়খানা তৈরি করবো।

---

১২৬ *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) ম্যানুয়াল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ৩২

১২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

- টিউবওয়েলের পানি পান করবো, টিউবওয়েল না থাকলে পানি ফুটিয়ে পান করবো।
- ছেলে-মেয়ে ও বাড়ি-ঘর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবো।
- সবাই স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেব। যতটুকু সম্ভব সুষম খাদ্য গ্রহণের সচেষ্ট থাকব।
- যৌতুক দেব না, যৌতুক নেব না। যৌতুক একটা সামাজিক ব্যাধি এটা সবাইকে বুঝাবো।
- শৃংখলা, একতা, সাহস, পরিশ্রম জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করবো।
- ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা পালন করবো, আমানতের খেয়ানত করবোনা ও মিথ্যা কথা বলবো না।

৫.৫.১.২৩ আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিন্যাস

এক নজরে আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সম্প্রসারণ কার্যক্রম ১৯৯৫ থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত নিম্নে দেয়া হলঃ

টেবিল ২৫ : আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিন্যাস[১২৮]

সন	শাখার সংখ্যা	জেলার সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	গ্রাহক সংখ্যা	পুঞ্জিভূত বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন)	বিনিয়োগ স্থিতি (মিলিয়ন)	আদায় হার	সঞ্চয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন)	পুঞ্জীভূত টিউব ওয়েল বিতরণ	পুঞ্জিভূত স্যানিঃ ল্যাট্রিন বিতরণ
১৯৯৫	২০	১৭	১৭৫	২০	১,৯৪০	--	১.৯০	--	১০০%	০.১৯	--	--
১৯৯৬	২০	১৭	১৮০	২০	৩,৩৩৫	২,৩৬৯	১৮.৪৮	৯.৯৪	১০০%	০.৯১	--	--
১৯৯৭	৩২	২৭	১৯০	৬৩	৮,১৯০	৬,৪৬৭	৬০.৩৫	২৭.০১	৯৯%	৩.৫০	২২৪	১০০
১৯৯৮	৪৫	৩৩	২০১	২৫৮	১৫,১৩৫	১০,০৪৫	১৩১.৮৬	৪৯.৪৪	৯৯%	৭.৯৯	৩০৫	১৭৫
১৯৯৯	৫২	৩৮	২৩০	১,০৬২	৪১,১১৫	৩১,৩৮১	৩২৬.৭৪	১৪০.৩৩	১০০%	২২.৯৭	৫০৪	২৭১
২০০০	৬৯	৪৫	৪৮১	১,৩৬৫	৭৪,৩১৫	৫৯,৪৩৯	৭১৪.৯৩	২৭২.৬০	৯৯%	৫৬.০৫	৮৫০	৪০০
২০০১	৬৯	৪৫	৪৮১	২,২১৪	১,০০,৪৭০	৮৪,৫৯৭	১৩২৩.৮৭	৩৭১.০৯	৯৮%	৯৯.০৭	১,২০০	৫৫০
২০০২	৭৩	৪৮	৫৪০	২,৮৭৫	১,০৭,২২৫	৮৮,৭৭১	২,০২৯.৬৭	৪৩২.০৬	৯৮%	১৬৬.৮৩	১,৮৯৪	৭১১
২০০৩	৮৩	৫০	৬৫৬	৩,৭০০	১,৩০,৪৬৫	১,০৩,৩৮৪	২,৯২৩.৫৯	৫৫৭.৯৭	৯৮%	২২৮.৭৪	২,৫৩৯	৯৭৭
২০০৪	৯০	৫৪	৭২৯	৪,২৩০	১,৬৩,৪৬৫	১,৩১,১০২	৪,২১৬.৭৭	৭৮৯.৯৭	৯৯%	৩২৩.১০	৩,৪০০	১,৫০৯
২০০৫	১০১	৫৭	৭৮১	৪,৫৬০	২,১৭,৪৪৫	১,৬৪,১১৬	৬,০৩৩.২৯	১,১০৬.৪৭	৯৯%	৪৫৯.০৬	৪,৪২১	২,২০৪
২০০৬	১১৮	৬১	৯০৬	৮,০৫৭	৪,০৯,৫৭৫	২,৯৫,০১২	৯,৩০৩.১২	২,২৪২.২২	৯৯%	৭২৪.২২	৫,৫২২	৩,১৩৯
২০০৭	১২৯	৬১	৯২৬	১০,০২৩	৫,১৬,৭২৫	৩,৫০,২৭৮	১৩,৯৬৯.০১	২,৮৮৪.৬৬	৯৯%	১,০৫৩.৫৬	৬,২৪২	৩,৫৫১
২০০৮	১৩৬	৬১	১,১৮৪	১০,৬৭৬	৫,৭৭,৭৪০	৩,২১,৪৮৪	১৮,৭৬৮.২৭	৩,০১১.৭২	৯৯%	১,২৭০.৫০	৬,৮৪৪	৩,৮৩৮
২০০৯	১৩৯	৬১	১,১৯৯	১০,৭৫১	৪,৯২,৪৭৫	৩,১২,০৩৬	২৪,২৩৮.৬৯	৩,৭৫২.২০	৯৬.৪৬%	১,৪৮৮.৭৭	৭,৪৭৮	৪,২৭০
২০১০	১৫৮	৬১	১,২১৮	১১,৪৮২	৫,২৩,৯৪১	৩,১৯,৮৫৯	৩১,৮৪৭.৩০	৫,১১০.০৫	৯৫.৮৯%	১,৭৭৪.৭৮	৮,২৭৪	৪,৪৭২
২০১১	১৭৭	৬১	১,২১৮	১২,৮৫৭	৬,০৮,৭০৩	৩,৮২,৩১৯	৪২,২৮৫.২৩	৭,০৭২.০২	৯৯.৫৮%	২,২০৪.৮৯	৮,৯২৬	৪,৭৩১
মার্চ-২০১২	১৮৫	৬১	১,২১৮	১৩,৬৩৯	৬,৩৩,৩৪৩	৩,৯৬,৫০৮	৪৫,৩৫৭.২২	৭,৭৩৪.৮২	৯৯.৫৩%	২,৩১৫.৪০	৯,৫৭৮	৪,৯৯০

---

১২৮ *পল্লী উন্নয়ন বার্তা*, জানুয়ারি-মার্চ ২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৫ সাল থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ব্যাংকটির ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে।

৫.৫.১.২৪ আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি বিন্যাস

আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি সারণী ১৯৯৫ থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল:

চিত্র ১৪ : আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি বিন্যাস[১২৯] (সংখ্যায়)

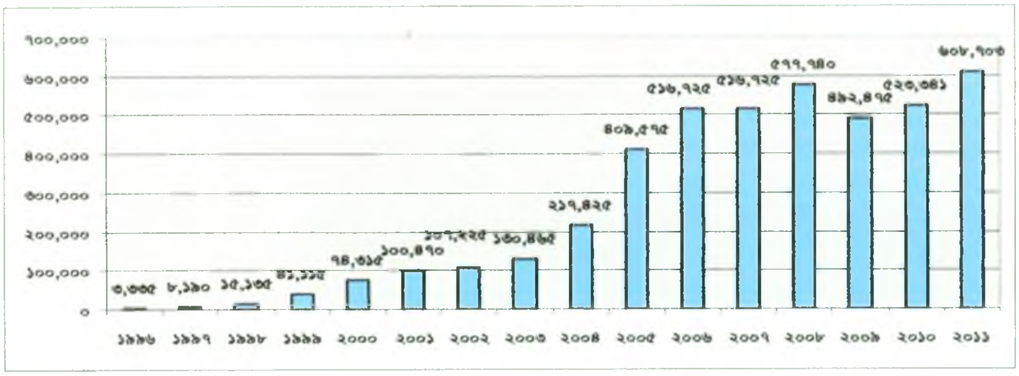

চিত্রের মাধ্যমে ব্যাংকটিতে ইসলামিক ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকদের সংখ্যার ব্যাপকহারে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

৫.৫.১.২৫ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ বিন্যাস

আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ আরডিএস এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগের বিবরণ ৩১-১২-২০১১ তারিখে নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২৬ : আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ আরডিএস এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ বিন্যাস[১৩০]

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	শতকরা হার
০১	শস্য ও অন্যান্য চাষাবাদ	১,৫৫৬	২২
০২	কৃষি যন্ত্রপাতি	৭১	১
০৩	নার্সারী	১৪১	২
০৪	পশু পালন	৯৯০	১৪
০৫	হাঁস-মুরগী পালন	৭১	১
০৬	মৎস চাষ	৩৫৪	৫
০৭	গ্রামীণ পরিবহণ	৬৩৭	৯
০৮	পল্লী গৃহায়ণ	৯১৯	১৩
০৯	অকৃষি খাত	২,৩৩৪	৩৩
	মোট	৭,০৭২	১০০

---

[১২৯] *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১২০

[১৩০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শস্য ও চাষাবাদ, পশুপালন, মৎস্য চাষ, গ্রামীণ পরিবহণ, পল্লী গৃহায়ণসহ উৎপাদনমূখি অকৃষি খাতে ব্যাংটির ইসলামিক ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৫.১.২৬ আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সম্প্রসারণ কার্যক্রম

আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের ১৯৯৬ থেকে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিন্যাস নিম্নে তুলে ধরা হল:

চিত্র ১৫ : আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিন্যাস (১৯৯৬-২০১১ সাল পর্যন্ত)[১৩১]

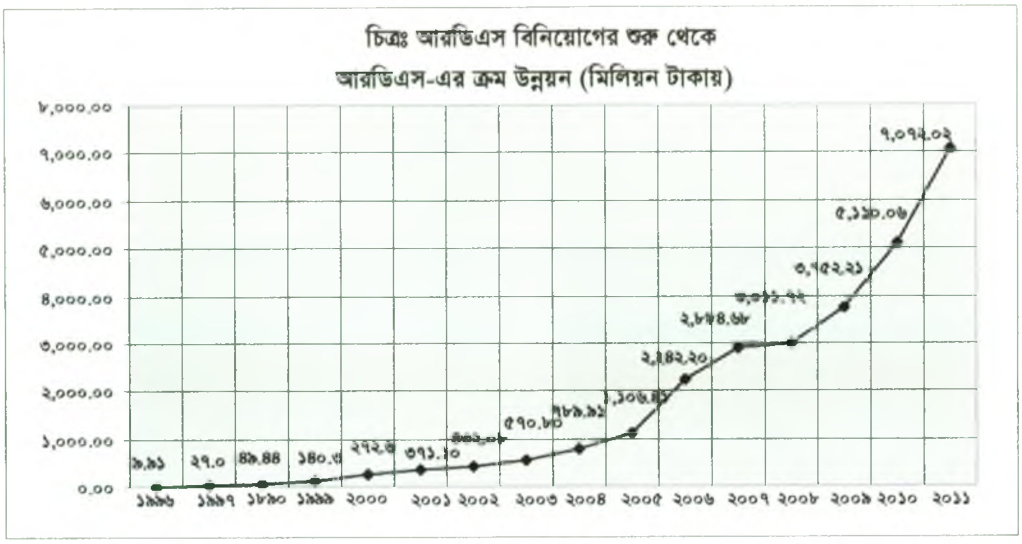

চিত্রের মাধ্যমে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ব্যাংটিতে ইসলামিক ক্ষুদ্র বিনিয়োগে অর্থায়ন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

৫.৬ এআইবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ইসলামের মহান আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের প্রতিটি মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক ইনসাফ, ন্যায় নীতি কায়েম, শারী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ, স্বল্পবিত্তদের সহায়তার লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, পল্লীর স্বল্পবিত্ত জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে ইসলামী জীবনমুখি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লীর পেশাজীবি পুরুষ/মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প(GSIS-Grameen Small Investment Scheme) নামে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। [১৩২]

---

১৩১ প্রাগুক্ত।

১৩২ সম্পাদনায় আবেদ আহাম্মদ খান, *কৃষি/পল্লী, গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এবং এসএমই নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহ*(ঢাকা : প্রকাশনায় আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ২০১০), পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬.১ এমইআইএস ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প

আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমভূক্ত বিদ্যমান গ্রাহকগণের মধ্যে পরীক্ষিত গ্রাহকগণকে অপেক্ষাকৃত বেশি অর্থায়নের জন্য ব্যাংকে ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প (Micro Enteprise Investment Scheme) নামে প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে।[১৩৩]

৫.৬.২ গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগে ব্যাংকের পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

জিএসআইএস(GSIS) গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পটি ২০০১ সাল হতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে গল্লাই, কুমিল্লা ও রূপসপুর, শ্রীমঙ্গল শাখায় এর কার্যক্রম শুরু হয়ে মার্চ ২০১০ পর্যন্ত মোট ১৮টি শাখায় এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। গ্রুপ এবং সমিতি ভিত্তিক উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেরা আয় করে জীবিকা নির্বাহ করে তারাই এই প্রকল্পের সদস্য। দরিদ্র জনগোষ্ঠী আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ গ্রহণ করে সেখান থেকে আয় করে থাকেন। বিনিয়োগের খাতসমূহের রয়েছে- মুদি/মনোহারী সামগ্রীর পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য, কাপড় ও পোষাক উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, গ্রাম্য পরিবহণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা, পশু সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সামগ্রীর ব্যবসা, মৎস্য চাষ ও হাঁস, মুরগীর খামার ও পশুখাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি।[১৩৪]

৫.৬.৩ গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভূমিকা রাখা ও গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা।
- কৃষিযন্ত্রপাতি ও সেচযন্ত্রপাতি ক্রয় ও বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর ব্যবসা।
- মৎস্যচাষ ও হাঁস, মুরগীর খামার এবং পশুখাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।
- এছাড়া, আয়বর্ধনশীল বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।
- গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পভুক্ত (জিএসআইএস) এর পরীক্ষিত গ্রাহকগণের বর্ধিত বিনিয়োগ সুবিধার আওতায় আনা।
- নিয়মিত ও পরীক্ষিত গ্রাহকগণকে উৎসাহ প্রদান ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ
- আয়বর্ধক ও নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা দান।[১৩৫]

---

[১৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[১৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[১৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬.৪ গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প শুরুর প্রক্রিয়া

কৃষি এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হল গ্রুপ ভিত্তিক। নির্বাচিত এলাকায় ৫ জন পুরুষ/পর্দানশীল মহিলা সদস্য নিয়ে একটি গ্রুপ গঠিত হয়। গ্রুপ গঠনের শর্ত নিম্নরূপ:[১৩৬]

- একই গ্রামের পাশাপাশি বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা ও বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হওয়া।
- একই গ্রুপে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে গ্রুপভূক্ত না করা।
- এইকই গ্রুপে সমমনা, বয়সের মিল, শিক্ষার মিল হওয়া ও বিপথগামীকে গ্রুপভূক্ত না করা।
- অন্য প্রতিষ্ঠানে সদস্য কিংবা খেলাপী বিনিয়োগ আছে এমন ব্যক্তিকে গ্রুপভূক্ত না করা।
- সদস্যকে কর্মঠ, শারীরিক ও মানসিক ভাবে সক্ষম হওয়া।
- ধর্ম-বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে গ্রুপভূক্ত করা এবং সদস্যকে অধুমপায়ী হওয়া।
- সদস্যকে কমপক্ষে স্বাক্ষর জানতে হবে ও নিজস্ব ভিটামাটি থাকতে হবে।
- কৃষি বিনিয়োগে কমপক্ষে ৩০ শতক কৃষি জমি থাকবে ও তাতে চাষাবাদ করতে হবে।
- কৃষি বিনিয়োগের জন্য নিজের ভিটামাটি ছাড়াও যারা অন্যের জমি বর্গাচাষ করবে।
- উল্লিখিত পদ্ধতিতে গ্রুপ গঠনের পর গ্রুপে একজন গ্রুপ প্রধান ও সহকারী গ্রুপ প্রধান নির্বাচন করা হবে। প্রতি বছর গ্রুপ প্রধান ও সহকারী গ্রুপ প্রধান পরিবর্তন হবে।

৫.৬.৫ গ্রুপের প্রকারভেদ

সাধারণ গ্রুপের সদস্যদের মাঝে কৃষি ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ করা হয়। কৃষক গ্রুপের সদস্যদের মাঝে কৃষি মৌসুমে শুধুমাত্র কৃষি বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়। ব্যবসায়ী গ্রুপের সদস্য স্থানীয় বাজারের বিভিন্ন স্থায়ী ব্যবসায়ী।[১৩৭]

৫.৬.৬ সমিতি ও কার্যক্রম এলাকা

৮টি গ্রুপ নিয়ে একটি সমিটি গঠিত। প্রতি সমিতিতে একজন সমিতি প্রধান ও একজন সহকারী সমিতি প্রধান থাকে। গ্রুপ প্রধানদের মধ্য হতে সমিতি প্রধান ও সহকারী সমিতি প্রধান নির্বাচন করা হয়। প্রতি বছর সমিতি প্রধান ও সহকারী প্রধান পরিবর্তন করা হয়। প্রতি ৭ দিন অন্তর সমিতির একটি নির্দিষ্ট স্থানে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৮] শাখার কার্যক্রম এলাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে বিস্তৃত।[১৩৯]

---

[১৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
[১৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
[১৩৮] প্রাগুক্ত।
[১৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬.৮ বিনিয়োগের পরিমাণ

সাধারণ গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রতি গ্রাহকের অনুকূলে সাধারণভাবে ১ম দফায় ব্যবসার ধরন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- টাকা এবং পরবর্তী দফা থেকে গ্রাহকের বিনিয়োগের কিস্তি পরিশোধের অভ্যাস ও ব্যবসায়িক যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। MEIS গ্রাহকের অনুকুলে ১ম দফায় ব্যবসার ধরন অনুযায়ী ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা থেকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা যাবে। তবে যৌক্তিক কারণে ও ক্ষেত্র বিশেষ বিনিয়োগের এ সীমা পরিবর্তিত হতে পারে। পরবর্তী দফা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দফা বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করে বিনিয়োগ প্রস্তাব প্রেরণ করা যাবে। এই স্কিমের আওতায় সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ হবে টাকা ১.০০ লক্ষ।[১৪০]

৫.৬.৯ বিনিয়োগের প্রকৃতি ও জামানত

বিনিয়োগের প্রকৃতি হল বায়' মুয়াজ্জাল এবং এইচপিএসএম। সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া শতভাগ নিশ্চিত করা হয়। এ প্রকল্পের অধীনে বিনিয়োগ কেবল চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্থায়ী মূলধনের ক্ষেত্রে এ বিনিয়োগ প্রযোজ্য নয়। এইচপিএসএম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট থেকে ২০% ইক্যুইটি নিতে হবে। সমিতি ও গ্রুপের প্রত্যেক সদস্য এ বিনিয়োগের বিপরীতে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি হন। নূন্যতম ১ জন পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং পরিবারের ১ জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নিতে হয়। বায়' মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত পণ্য হাইপোথিকেশন ও এইচপিএসএম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যানবাহন বা যন্ত্রপাতি ব্যাংকের নিকট প্রাথমিক জামানত হিসাব গণ্য। বিনিয়োগ গ্রাহকের সাপ্তাহিক/মাসিক সঞ্চয় এবং আইটিডি/এলডিএস হিসেবে জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগের বিপরীতে লিয়েন থাকে। প্রয়োজনে গ্রাহকের জমির মূল দলিল শাখায় জমা রাখা হয়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হয়।[১৪১]

৫.৬.১০ এমইআইএস(MEIS) বিনিয়োগের খাত

- মুদি/মনোহরী সামগ্রীর পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।
- বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দ্রব্য, কাপড় ও পোষাক উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।
- গ্রাম্য পরিবহণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য শিল্প, ব্যবসা ও সেবা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান।

---

১৪০ প্রাগুক্ত।

১৪১ *কৃষি/পল্লী, গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এবং এসএমই নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩

Dhaka University Institutional Repository

- পশু সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।
- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।
- কৃষিযন্ত্রপাতি ও সেচযন্ত্রপাতি ক্রয়।
- বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর ব্যবসা।
- মৎস্যচাষ ও হাঁস-মুরগীর খামার এবং পশুখাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।
- আয়বর্ধনশীল বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।[১৪২]

৫.৬.১১ এমইআইএস গ্রাহকের যোগ্যতা[১৪৩]

- আবেদনকারীকে শাখার কার্যক্রমভূক্ত এলাকায় স্থায়ী বাসিন্দা এবং বয়স ৫৫ বছরের মধ্যে হতে হয়।
- গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প (GSIS) এর আওতায় নূন্যতম ০২ (দুই) দফায় নিয়মিত কিস্তি ও সঞ্চয় পরিশোধ করেছেন এমন গ্রাহক।
- হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সসহ ব্যবসা চালু থাকতে হয়।
- সমিতির অপর সদস্যদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ছাড়াও বিনিয়োগের বিপরীতে ১ জন পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং পরিবারের ১ জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নিতে হয়।
- GSIS এর বিনিয়োগ সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে এবং মেয়াদান্তে দায় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নতুন প্রস্তাব বিবেচনা করা হয় না।
- গ্রাহকের পরিচালিত ব্যবসায় পুঁজি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং বিক্রিত পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা আবশ্যক।
- গ্রাহককে সদালাপী ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ও পারিবারিক ইতিহাস সন্তোষজনক হতে হয়।
- মহিলা গ্রাহকদের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকতে হয়।
- নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় চালু করা।
- বিনিয়োগ পরিশোধের উৎস ও সক্ষমতা সম্বন্ধে শাখায় আস্থা থাকা।
- একজন গ্রাহক একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারে।
- সমিতি এবং গ্রুপের অন্য সকল সদস্য এ বিনিয়োগের বিপরীতে জামিনদার হবেন।
- গ্রাহকের বিনিয়োগ যেন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্থানান্তরিত না হয় তা নিশ্চিত হতে হবে।

---

১৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬.১২ বিনিয়োগের মুনাফার হার ও মেয়াদকাল

বাৎসরিক ১১%, মুনাফার এ হার প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ সময়ে পরিবর্তনযোগ্য। মেয়াদকাল ১ বৎসর, মুনাফাসহ ৫০টি সমান সাপ্তাহিক কিস্তি। MEIS এর জন্য বিনিয়োগের মেয়াদ হবে মূলত ১ বছর তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সদস্যের অবস্থা, কিস্তির হার ইত্যাদি বিবেচনা করে। এ বিনিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।[১৪৪]

৫.৬.১৪ ফলো-আপ বৈঠক ও বিনিয়োগ আদায়

বিনিয়োগের মূল ভিত্তি নিবিড় তদারকি। সংশ্লিষ্ট ফিল্ড অফিসার বিনিয়োগ গ্রহণকারীদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে, একই দিন, একই সময় ১টি নির্দিষ্ট স্থানে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে এআইবিএল এর আদর্শ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গ্রাহকগণের সুবিধা, অসুবিধা, বিনিয়োগের অবস্থা এবং নির্ধারিত কিস্তি সঠিকভাবে আদায় করা হয়। এই বৈঠকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার জন্য সবার জীবনকে শারী'আহ্ অনুসারে পরিচালনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ১০০% বিনিয়োগ পরিশোধের ব্যপারে গ্রাহকগণের উদ্বুদ্ধ করা হয়। শাখা ব্যবস্থাপক মাসে অন্তত ১দিন উক্ত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এবং সমিতির কার্যক্রমের উপর তার মন্তব্য হাজিরা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেন। তাছাড়া শাখা থেকে নূন্যতম কর্মকর্তা পদবীর যে কোন একজন সপ্তাহে অন্তত ১ দিন সমিতির কার্যক্রম তদারকি করেন। উক্ত বৈঠকে গ্রাহকগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য হাজিরা রেজিস্টার রাখা হয়।

৫.৬.১৫ কল্যাণ তহবিল

কল্যাণ তহবিলে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে এই বিনিয়োগ গ্রহণকারী পুরুষ গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে গ্রাহক নিজে মৃত্যুবরণ করলে তহবিলের মুনাফা হতে বিনিয়োগ দায় সমন্বয় হয়। মহিলা গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে গ্রাহক নিজে বা তার পরিবার প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে গ্রাহকগণের নিজ নামে থাকা ব্যাংকের বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করা হয়।[১৪৫]

৫.৬.১৬ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিন্যাস

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম জিএসআইএস শুরু হয় ২০০১ সালে। ব্যাংকটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম জিএসআইএস এর বিগত পাঁচ বছরের বিন্যাস নিম্নরূপঃ

---

[১৪৪] *কৃষি/পল্লী, গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এবং এসএমই নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৪৫

[১৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ২৭ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিগত পাঁচ বছরের বিবরণী[১৪৬]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
কার্যক্রমভূক্ত শাখার সংখ্যা	৪	৫	১২	৪৪	৫১
গ্রামের সংখ্যা	৬৪	৭৬	২৭৭	৬৯৫	৮৭৮
কেন্দ্র সংখ্যা	৪৩	৫৫	২০৯	৭৬২	৯৬৬
সদস্য (পুরুষ	৩৭১	৫৪২	৭৩২	২৯৯০	৫৫২৮
সদস্য (নারী)	২৯৪	৪৬২	২৮১৮	১১০৮৯	১৯৩২০
মোট সদস্য	৬৬৫	১০০৪	৩৫৫০	১৪০৭৯	২৪৮৪৮
ক্রমপুঞ্জিভুত বিনিয়োগ	২৫.৮২	৩৯.৫৩	৭৮.৬৩	২৪৯.২৭	৭৪৫.৫৩
বিনিয়োগ স্থিতি	৫.৭১	১২.৭৭	২৪.১৪	১২০.৯৬	২৬১.৬২
আদায়ের হার (%)	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%	৯২৯.৯২%	৯৯.৯৭%
সদস্যদের সঞ্চয়	২.১০	২.৮২	৮.০৬	২৯.৩.৩	৮৩.৯৮
সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ	-	-	-	২২৫	১৭৯৮
বায়োগ্যাস বিতরণ	-	-	-	-	৪
ফিল্ড অফিসার	৮ জন	১১ জন	৩০ জন	১৮৫ জন	২০৫ জন

উপরোক্ত টেবিলের মাধ্যমে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যাংকটির ক্রমন্নতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

৫.৬.১৭ ব্যাংকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহণকারী পুরুষ-মহিলা ভিত্তিক তথ্য বিন্যাস

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ জিএসআইএস এর গ্রাহকগণের বেশিরভাগই নারী। পুরুষের হার নারীর তুলনাই অনেক কম যা চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল:

চিত্র ১৬ : ব্যাংকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহণকারী পুরুষ-মহিলা ভিত্তিক তথ্য বিন্যাস

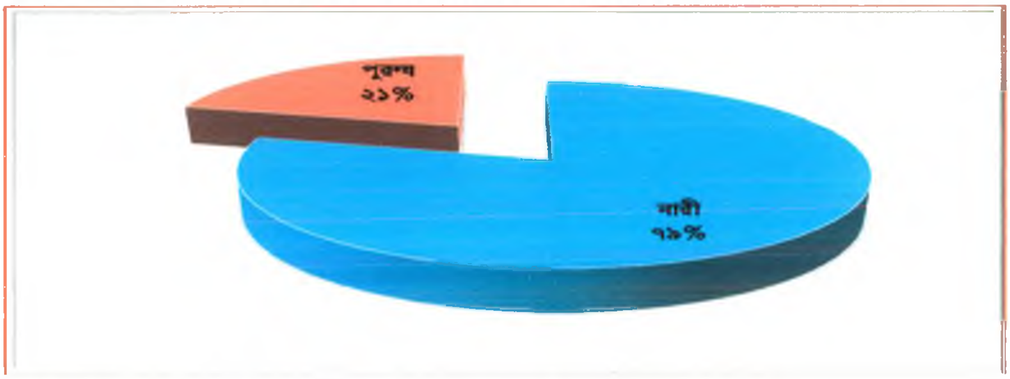

ব্যাংকটিতে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগে নারী গ্রাহকগণের অধিক অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়।

[১৪৬] *আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.* এসএমই বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হতে গৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. প্রচলিত ব্যাংক ও সমবায়ের বিকল্প একটি ত্রিমুখি ব্যাংকিং মডেল। সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দরদি সমাজ গঠনের এক নতুন সামাজিক বন্ধন ও কর্মসূচি। এতুদ্দেশ্যে এই ব্যাংক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তিনটি খাতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। খাতগুলো হচ্ছে:[১৪৭]

(ক) আর্থিক লেনদেনের প্রচলিত খাত(Formal Sector)

(খ) অর্থ বহির্ভূত অনানুষ্ঠানিক খাত(Non-formal Sector)

(গ) ইসলামী স্বেচ্ছামূলক তৃতীয় খাত(Vluntary Sector)

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে জীবনের অবিভাজ্য অংশ হিসাবে বাস্তবে রূপ দিতে সংকল্পবদ্ধ। এতুদ্দেশ্যে পরিবার গোষ্ঠী ভিত্তিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কার্যক্রম(Family Cluster wise Saving And Investment Program) অংশ গ্রহণ করা হয়েছে।[১৪৮] এ লক্ষ্যে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ FEMIP(Family Empowerment Micro Investment Program) চালু করা হয়েছে।

৫.৭. ১ এসআইবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের লক্ষ্য

অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাভোগী এবং নতুন কম আয়ের উদ্যোগী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয়-বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক ক্ষমতায়ন ও তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।[১৪৯]

৫.৭.২ এসআইবিএল এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের উদ্দেশ্য

- প্রচলিত ব্যাংকিং সুবিধা থেকে বঞ্চিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটানো।[১৫০]
- আত্মকর্মসংস্থানে আগ্রহী যোগ্য ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহে সহযোগীতা করে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।
- মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম সফল উদ্যোক্তাদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পর্যায়ক্রমে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তি করণ।

---

[১৪৭] পারিবারিক ক্ষমতায়নে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কর্মসূচির বিনিয়োগ নীতিমালা, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

[১৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[১৪৯] প্রাগুক্ত।

[১৫০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭.৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের এলাকা চিহ্নিত করণ

সংশ্লিষ্ট শাখার ২০ কি.মি. এলাকার মধ্যে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাবে। দূরত্বের মধ্যে যে সকল মহল্লা ও গ্রাম নন-ফরমাল ব্যাংকিং (মাইক্রো ক্রেডিট) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেশি উপযোগী সে সকল এলাকাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়।[১৫১]

৫.৭.৪ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের টার্গেট পরিবার চিহ্নিত করণ

পারিবারিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আর্থিক সঙ্গতি, সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমার পরিমাণ এবং সম্পদের মালিকানার উপর ভিত্তি করে লক্ষিত পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[১৫২]

(ক) সবুজ পারিবারিক গোষ্ঠী

বসত বাড়িসহ সর্বোচ্চ ১ একর জমি বা সমপরিমাণ সম্পদের সম্পদের মালিক এবং বছরে কমপক্ষে ১০০ দিন কায়িক শ্রম বিক্রিকারী ব্যক্তি সবুজ দলের সদস্য হবেন। সবুজ পরিবার গোষ্ঠীর সদস্যগণের সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমার পরিমাণ হবে ২৫/- টাকা মধ্যে।

(খ) নীল পারিবারিক গোষ্ঠী

বসত বাড়িসহ সর্বোচ্চ ৩ একর জমি বা সমপরিমাণ সম্পদের মালিক নীল দলের সদস্য হবেন। নীল পরিবার গোষ্ঠীর সদস্যগণের সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমার পরিমাণ হবে ২৬/- টাকা থেকে ৫০/- টাকার মধ্যে।

(গ) হলুদ পারিবারিক গোষ্ঠী

বসত বাড়িসহ সর্বোচ্চ ৫ একর জমি বা সমপরিমাণ সম্পদের মালিকগণ হলুদ দলের সদস্য হবেন। হলুদ পরিবার গোষ্ঠীর সদস্যগণের সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমার পরিমাণ হবে সদস্য প্রতি ৫১ টাকা বা তার উর্ধ্বে।

৫.৭.৫ বিনিয়োগের বিভিন্ন খাতসমূহ

গ্রাম ও শহরের দরিদ্র পরিবারের আয় ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পারিবারিক গোষ্ঠীসমূহের সদস্য/সদস্যাগণকে যে সকল প্রকল্প ও খাতে বিনিয়োগ প্রদান করা হয় তা হল:[১৫৩]

ক্ষুদ্র ব্যবসা, যেমন মুদি দোকান, ফেরি, শাক-সবজি, কাচামাল ইত্যাদি ব্যবসাসমূহ, তাঁত শিল্প, যেমন লুঙ্গি, শাড়ি ও অন্যান্য কাপড় বুনন এবং বেনারশী শাড়ি প্রকল্পসহ বিভিন্ন বস্ত্র প্রকল্প, টৌকাই পণ্য ব্যবসা প্রকল্প, রিক্সা, ভ্যান ও গ্রামীণ পরিবহণ প্রকল্প, বিশুদ্ধ পানির সহজলভ্যতার

---

[১৫১] প্রাগুক্ত।

[১৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[১৫৩] পারিবারিক ক্ষমতায়নে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কর্মসূচির বিনিয়োগ নীতিমালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

জন্য হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন প্রকল্প, স্যানেটারি ল্যাট্রিন স্থাপন প্রকল্প, বেত ও বাঁশ ইত্যাদির দ্বারা তৈরি হস্তশিল্প প্রকল্প, মৃৎ শিল্প প্রকল্প, গৃহ নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প, বসত বাড়ি কেন্দ্রীক সবজি বাগান, বাণিজ্যিক ভিত্তিক সবজি বাগান ইত্যাদি প্রকল্প, নার্সারী বা চারা উৎপাদন প্রকল্প, কৃষি বনায়ন প্রকল্প, যেমন বাড়ি ও জমিতে কাঠ ও ফলজ বৃক্ষ রোপন প্রকল্প, সেচ প্রকল্প, গাভী পালন কর্মসূচি প্রকল্প, গরু মোটা তাজা করণ প্রকল্প, ছাগল ভেড়া পালন প্রকল্প, হাঁস-মুরগী পালন, যেমন বাচ্চা পালন, ব্রয়লার ও ডিমের মুরগী পালন, ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন প্রভৃতি প্রকল্প, হাঁস-মুরগী ও মাছের সমন্বিত চাষ প্রকল্প এবং মৎস চাষ প্রকল্প।

৫.৭.৬ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের টার্গেট উদ্যোক্তা[১৫৪]

- সমাজের স্বল্প ও মাঝারী আয়ের ব্যবসায়ী যারা পুঁজির অভাবে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারছে না।
- যারা প্রয়োজনীয় জামানত ও অন্যান্য জটিলতার কারণে ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারছে না।
- আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ, গাভী, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালনসহ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, পাওয়ার টিলার, ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদি নানাবিধ কৃষিজ ও অকৃষিজ খাতে আয়বর্ধন মূলক প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহী উদ্যোক্তা।

৫.৭.৭ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পরিমাণ ও মুনাফা

টাকা ৫০,০০০/- পর্যন্ত ২জন স্বচ্ছল ব্যক্তির গ্যারান্টি হতে হবে। ৫০,০০০/- হতে টাকা ২,৫০,০০০/- পর্যন্ত অতিরিক্ত জামানত দিতে হয়। ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা হবে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা।[১৫৫] মুনাফা (ফ্লাট রেটে) ৯ শতাংশ।[১৫৬]

৫.৭.৯ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগসমূহ

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ক্ষুদ্র বিনিয়োগ FEMIP(Family Empowerment Micro Investment Program) কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিগত ৫ বছরে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিবরণী নিম্নরূপ:

---

[১৫৪] পারিবারিক ক্ষমতায়নে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কর্মসূচির বিনিয়োগ নীতিমালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[১৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[১৫৬] সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এসএমই বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে গৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ২৮ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী[১৫৭]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
গ্রামের সংখ্যা	২৪	২৪	৩০	৩০	৩০
কেন্দ্র সংখ্যা	০৮	০৮	১০	১০	১০
সদস্য (পুরুষ)	৩৭৪৩	২৫২	৩০৪	১৫২	১৫২
সদস্য (নারী)	৫৬১৫	৩৭৭	৪৫৬	২২৮	২২৮
মোট সদস্য	৯৩৫৮	৬২৯	৭৬০	৩৮০	৩৮০
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	২২৪.০২	২৪০.১৯	২৪০.১৫	২৪২.০৯	২৪২.০৯
বিনিয়োগ স্থিতি	৪৯.২৫	৫১.৮৮	০.৬৮	০.৩৪	১.৭৫
আদায়ের হার (%)	৯৮%	৯৮%	৯৮%	৯৮%	৯৮%
সদস্যদের সঞ্চয়	-	-	-	-	-
টিউবওয়েল বিতরণ	১০৭২	২০১	২৩৮	৯৫	৯৫
স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ	৬০৪	১৫১	১৪২	৬৩	৬৩
ফিল্ড অফিসার	৭২	৯৪	৫৬	২০	২০

উপরোক্ত টেবিলে লক্ষ্য করা যায় যে, ব্যাংকটিতে ইসলামি ক্ষুদ্র বিনিয়োগের উল্লিখিত প্রকল্পটি ব্যাপকভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটেনি।

৫.৭.১০ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সম্প্রসারণ ধারা

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ক্ষুদ্র বিনিয়োগ মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সম্প্রসারণ ধারার ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিগত ৫ বছরের বিবরণী নিম্নরূপ:

টেবিল ২৯ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সম্প্রসারণ ধারা এর বিগত পাঁচ বছরের বিবরণী[১৫৮]

সাল	সদস্য সংখ্যা	পুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	বিনিয়োগ স্থিতি (মিলিয়ন)	আদায় হার
২০০৭	১৩৫	৫.০৯০	০.৫০	৯৮.৭১
২০০৮	৭৬৬	৫.৫৯	২.৪৮	৯৯.০৬
২০০৯	১৩৭৫	৮.০৮	৪.৪৬	৯৮.৬৯
২০১০	১৬১৭	২২.৩২	১৪.৯৪	৯৭.৬৫
২০১১	২২৩৩	৪৬.৬৩	২৬.২৫	৯৮.৮৮

উল্লিখিত টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকের আলোচ্য ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগটি ইতিবাচকভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

---

[১৫৭] সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এসএমই বিভাগ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে গৃহীত তথ্য।

[১৫৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৮ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ আরডিএস, জিএসআইএস, এফইএমআইপি ও মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ সম্প্রাসারণ ধারা এর বিগত পাঁচ বছরের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সর্বমোট বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হল:

টেবিল ৩০ : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী[১৫৯]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	প্রবৃদ্ধি	২০০৯	প্রবৃদ্ধি	২০১০	প্রবৃদ্ধি	২০১১	প্রবৃদ্ধি	২০১২ (মার্চ পর্যন্ত)
গ্রামের সংখ্যা	১০১১১	১০৭৭৬	৬.৫৭%	১১০৫৮	২.৬১%	১২২০৭	১০.৩৯%	১৭৬৫	১২.৭৬%	১৩৬৩৯
মোট সদস্য	৫২৬৮৮৩	৫৮০১৩৯	১০.১০%	৪৯৮১৬০	১৪.১৪%	৫৪০০১৭	৮.৪০%	৬৩৬১৬৪	১৭.৮০%	৬৩৩৩৪৩
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	১৪২২৩.১৪	১৯০৫৩.৫৮	৩৩.৯৫%	২৪৫৬৫.৯১	২৮.৯২%	৩২৩৬০.৯৮	৩১.৭৩%	৪৩৩১৯.৪৮	৩৩.৮৬%	৪৫৩৫৭.২২
বিনিয়োগ স্থিতি	২৯৪০.১২	৩০৭৮.৮৫	৪.৬৯%	৩৭৮১.৪৮	২২.৮৩%	৫২৪৬.২৯	৩৮.৭৪%	৭৩৬১.৬৪	৪০.৩১%	৭৭৩৪.৮২
আদায়ের হার (%)	৯৯%	৯৯.%		৯৮.১০%		৯৭.৯৪%	-	-	৯৯.১৮%	৯৯.৫৩%
সদস্যদের সঞ্চয়	১০৫৩.৫৩	১২৭৩.৩২	২০.৮৯%	১৪৯৬.৮৩	১৭.৫১%	১৮০৪.১১	২০.৫৮%	২২৮৮.৮৭	২৬.৮২%	২৩১৫.৪০
টিউবওয়েল বিতরণ	৬২৪২	৬৮৪৪	৯.৬৪%	৭৪৭৮	৯.২৬%	৮২৭৪	১০.৬৪	৮৯২৬	৭.৮৮%	৯৫৭৮
স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ	৩৫৫১	৩৮৩৮	৮.০৮%	৪২৭০	১১.২৫%	৪৪৭২	৪.৭৩%	৪৭৩১	৫.৭৯%	৪৯৯০
শাখার সংখ্যা	১৩৩	১৪১	৬%	১৫১	৭.০৯%	২০২	৩৩.৭৭%	২২৮	১২.৮৭%	১৮৫

নিম্নে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রামের সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা, ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ, বিনিয়োগ স্থিতি, সঞ্চয়, শাখা প্রবৃদ্ধি বিন্যাস পর্যায়ক্রমে চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

চিত্র ১৮: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে সদস্য সংখ্যা প্রবৃদ্ধি বিন্যাস

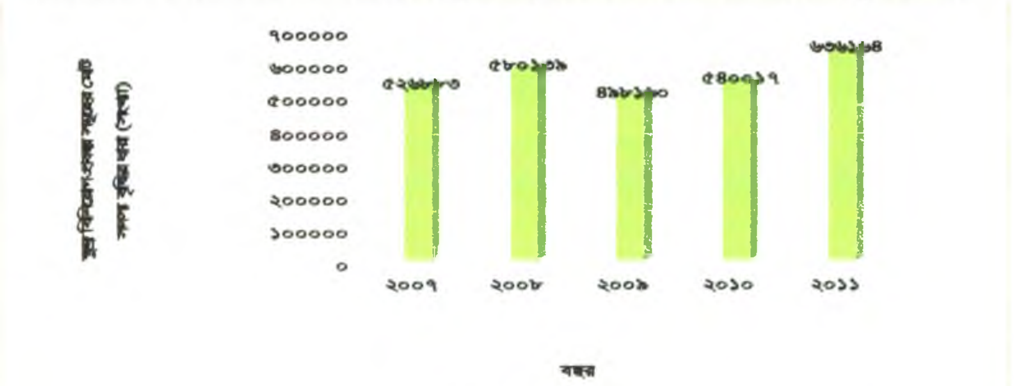

সূত্র : টেবিল নং ৩০

---

[১৫৯] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়সমূহ থেকে গৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৭: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রামের সংখ্যা প্রবৃদ্ধি বিন্যাস

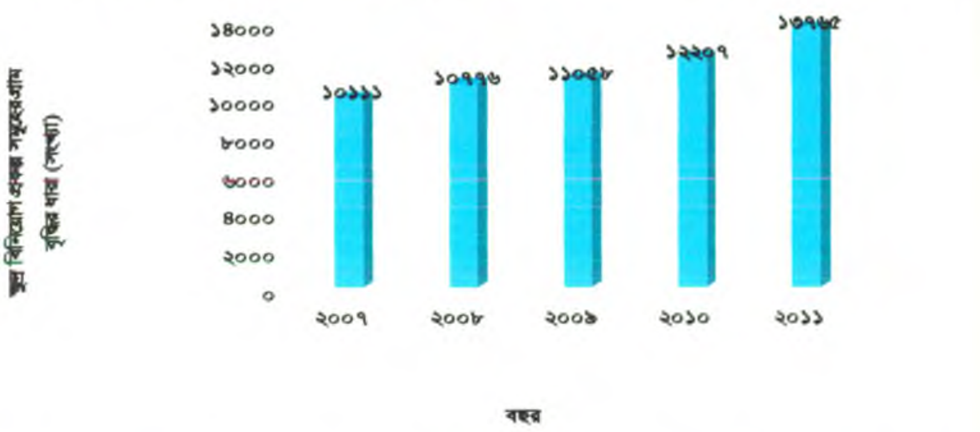

সূত্র : টেবিল নং ৩০

চিত্র ১৯ : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ বিন্যাস

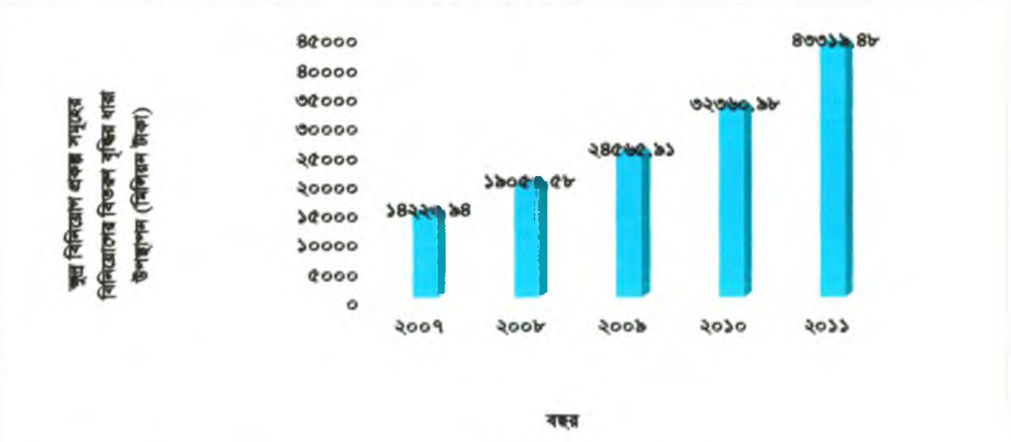

সূত্র : টেবিল নং ৩০

চিত্র ২০ : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ স্থিতি প্রবৃদ্ধি বিন্যাস

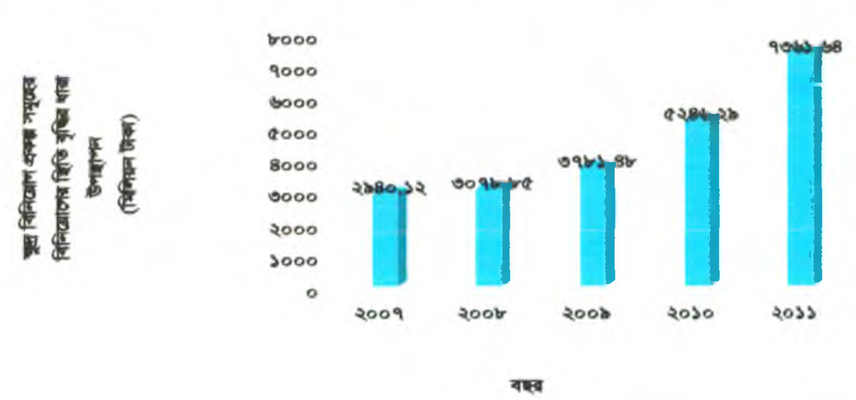

সূত্র : টেবিল নং ৩০

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২১ : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে সদস্যদের সঞ্চয় প্রবৃদ্ধি বিন্যাস

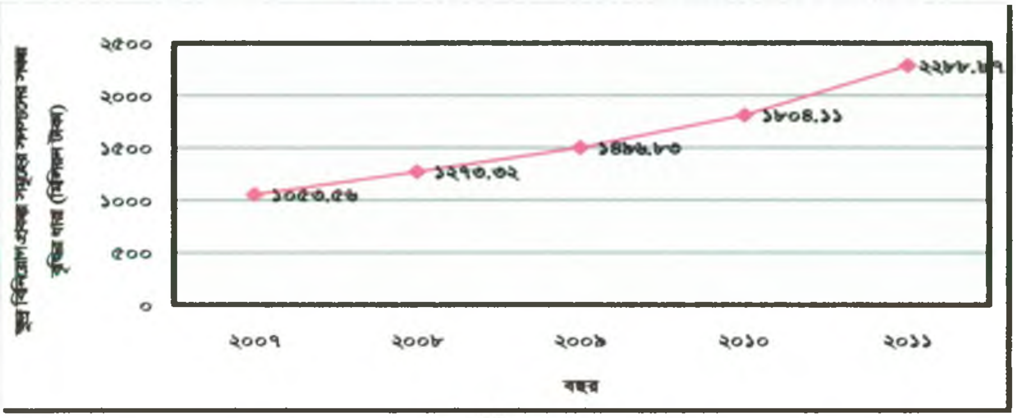

সূত্র : টেবিল নং ৩০

চিত্র ২২ : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে শাখার সংখ্যা প্রবৃদ্ধি বিন্যাস

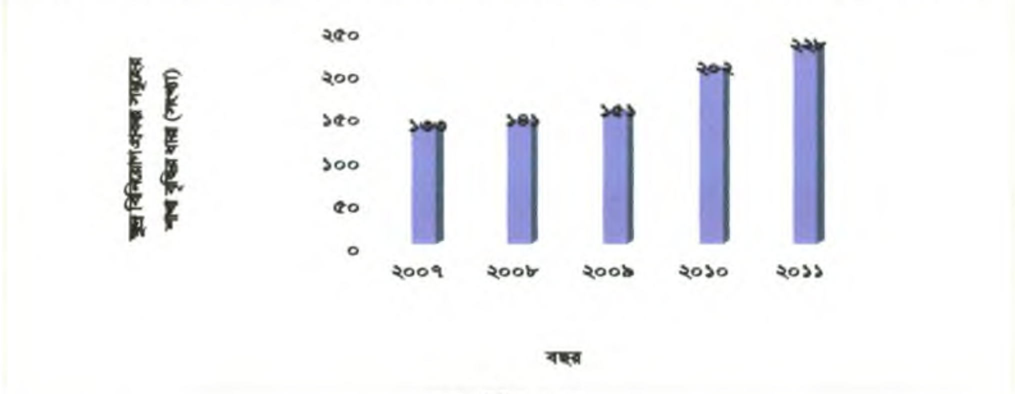

সূত্র : টেবিল নং ৩০

৫.৯ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কল্যাণমূলক কার্যক্রম রয়েছে। নিম্নে এগুলো সবিস্তারে আলোচনা করা হল:

৫.৯.১ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বহির্ভূত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতেও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা জরুরি। তাছাড়া, প্রকল্পভূক্ত পরিবারগুলো এতই দূর্বল আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কোন প্রাকৃতিক বা সামাজিক দুর্ঘটনায় (মৃত্যু, পঙ্গুত্ব, মারাত্মক অসুস্থ্যতা, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি) তারা মারাত্মকভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। আবার সন্তানদের লেখাপড়া, বিবাহসহ বিভিন্ন পারিবারিক কাজেও নগদ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তারা বিনিয়োগের অর্থ অন্যত্র প্রবাহিত করে

Dhaka University Institutional Repository

অথবা চড়া সুদে অন্য কোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে।[১৬০] প্রকল্পের অধীনে ৫টি খাতে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। খাতগুলো হল (১) শিক্ষা (২) প্রশিক্ষণ (৩) স্বাস্থ্য (৪) ত্রাণ ও পূর্ণবাসন ও (৫) পরিবেশ উন্নয়ন।[১৬১]

৫.৯.২ শিক্ষা কর্মসূচি

শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র ও অস্বচ্ছল সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, শিশু সন্তানদের পড়ালেখায় উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষা উপহার প্রদান এবং প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে অনানুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। এই খাতে তহবিলের মোট জমার ২৫% বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[১৬২]

৫.৯.৩ শিক্ষা বৃত্তি

আরডিএস সদস্যদের সন্তানদের মধ্যে যারা এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন করবে তাদের মধ্য থেকে বাছাইয়ের ভিত্তিতে কিছুসংখ্যককে পরবর্তী শিক্ষাক্রমের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয় যা নিম্নরূপ:[১৬৩]

টেবিল ৩১ : বৃত্তির হার, মেয়াদ ও উপহার সামগ্রী

বৃত্তির স্তর	যোগ্যতা	বৃত্তির মেয়াদ	বৃত্তির পরিমাণ
উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর	সংশ্লিষ্ট বছরে অনুষ্ঠিত এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ।	২ (দুই) বছর	মাসিক ১,০০০/-
স্নাতক স্তর	সংশ্লিষ্ট বছরে অনুষ্ঠিত এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ।	স্নাতক শিক্ষাক্রম (সর্বোচ্চ চার বছর)	মাসিক ১,৫০০/-

শ্রেণী	যোগ্যতা	উপহার সামগ্রী	মাথা পিছু বাজেট
১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী	সর্বশেষ বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রেণী/শাখায় ১ম,২য়বা ৩য় স্থান লাভ অথবা জাতীয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন	শিক্ষা উপকরণ: স্কুল ব্যাগ/টিফিন বক্স/পেন্সিল বক্স/রেইন কোট/ছাতা ইত্যাদি	৫০০/- (পাঁচ শত টাকা)
৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী	সর্বশেষ বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রেণী/শাখায় ১ম,২য়বা ৩য় স্থান লাভ অথবা জাতীয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন	শিক্ষা উপকরণ বা নগদ টাকা	১,০০০/- (এক হাজার টাকা)

৫.৯.৪ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র

ব্যাংকের যে সকল শাখায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনায় বয়স কমপক্ষে ৫ বছর, সে সকল শাখার আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে একটি করে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রকল্পের কাজ আছে অথচ তুলনামূলক পর্যায়ে একটি করে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় যার ব্যয় পদ্ধতি নিম্নরূপ:

---

১৬০ *ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং- আরডিডি/২০১১/১২৩২*, তাং ০৫-১১-১২, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৬১ *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড. পৃ. ১২০

১৬২ *ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং- আরডিডি/২০১১/১২৩২*, তাং ০৫-১১-১২, প্রাগুক্ত।

১৬৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৩২ : শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা খাত ও ব্যয়

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব পরিচালনার বাজেট বিবরণ	প্রাথমিক খরচ		নিয়মিত খরচ (বার্ষিক)	
	খরচের খাত	পরিমাণ (টাকা)	খরচের খাত	পরিমাণ (টাকা)
প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়	ব্ল্যাক বোর্ড, চেয়ার (প্লাস্টিক), বুক শেলভ, ম্যাট, সাইন বোর্ড, ডেকোরেশন ইত্যাদি	৫,০০০/-	বই ও খাতা/স্লেট ১৫০/-x ২৫ জন	৩,৭৫০/-
			শিক্ষকের বেতন ২,০০০/-x ১২ মাস	২৪,০০০/-
			কক্ষ ভাড়া ১,০০০/- x ১২ মাস	১২,০০০/-
			আপ্যায়ন ৫/- ২৫ জন x ১২ দিন	১,৫০০/-
			বিবিধ	৩,৭৫০/-
			মোট	৪৫,০০০/-
মক্তব	বোর্ড, ডাস্টার, সাইনবোর্ড ইত্যাদি	২,০০০/-	আরবি বই/আমপারা ১৫০/- x ২৫ জন	৩,৭৫০/-
			শিক্ষকের বেতন ২,০০০/- x ১২ মাস	২৪,০০০/-
			আপ্যায়ন ৫/- x ২৫ জন x ১২ দিন	১,৫০০/-
			বিবিধ	৩,৭৫০/-
			মোট	৩৩,০০০/-
বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র	সাইনবোর্ড	১,০০০/-	বই ১০০/- x ২৫ জন	২,৫০০/-
			শিক্ষকের বেতন ২,০০০/- x ১২ মাস	২৪,০০০/-
			বিবিধ	২,৫০০/-
			মোট	২৯,০০০/-

(১) প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়

নির্বাচিত গ্রামের সুবিধাজনক জায়গায় অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে 'আলো' নামে সম্পূর্ণ অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। স্কুল কক্ষটি কমপক্ষে এক বছরের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ১,০০০/- টাকা তার চেয়ে কম ভাড়ায় ঠিক করা হয়। ২/১ বছর পর নির্বাচিত গ্রামে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া না গেলে বিদ্যালয়টি অন্যত্র স্থানান্তর করা যায়। কক্ষে ব্ল্যাক বোর্ড, ১টি চেয়ার, ১টি ছোট বুক শেলভ/টিনের বাক্স ও ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাটি/মাদুর থাকে। শিক্ষার্থীদের বই-খাতাগুলো স্কুল কক্ষেই বুক শেলভে থাকে। সপ্তাহে ৫ দিন, প্রতিদিন সকালে একই সময়ে শুরু হয়ে কমপক্ষে ২ ঘন্টা স্কুল চলে।[১৬৪]

(২) মক্তব

নির্বাচিত গ্রামের কোন একটি সুবিধাজনক মসজিদে কমপক্ষে দাখিল পাশ একজন শিক্ষক (সংশ্লিষ্ট মসজিদের ইমাম অগ্রগণ্য) দ্বারা অনুর্ধ্ব ১০ বছর বয়স্ক ২০ থেকে ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে 'আন-নূর' নামে মক্তব পরিচালিত হয়। নির্বাচিত শিক্ষক এক বছরে শিক্ষার্থীদেরকে

---

১৬৪ *ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং- আরডিডি/২০১১/১২৩২,* তাং ০৫-১১-১২, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, সুরা ফাতিহা ও শেষ ১০টি সুরা মুখস্ত, নামাজ পড়া, প্রয়োজনীয় কালেমা-দোয়া-তাসবীহ মুখস্ত এবং শিশুদের জন্য প্রযোজ্য আদবসমূহ শেখান।[১৬৫]

(৩) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র

সান্ধ্যকালীন/বৈকালীণ বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম কমপক্ষে এসএসসি(SSC) পাশ একজন নিয়োগ দিতে হবে। স্থানীয় স্কুলের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মধ্য থেকেও নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় উপরোক্ত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলে সেই কক্ষে অন্যথায় কেন্দ্র মিটিং-এর মত কারো বাড়িতে বা উন্মুক্ত স্থানে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।[১৬৬]

৫.৯.৫ আলো ও আন-নুর শিক্ষা কার্যক্রম

ব্যাংকের যে সব শাখায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার বয়স কমপক্ষে ৫ বছর সেসব শাখার আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে একটি করে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় মার্চ ২০১২ পর্যন্ত মোট ১০৮টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় 'আলো' এবং মক্তব 'আন-নূর' এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। [১৬৭]

৫.৯.৬ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যদের টেকসই উন্নয়নের জন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ উদ্দেশ্যে তাদের ও পরিবারের উপযুক্ত সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধক খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কেন্দ্র নেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই খাতে তহবিলের মোট জমার ২৫% বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[১৬৮]

ক. সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ: [১৬৯]

প্রশিক্ষণের বিষয় : কৃষি খাতে (ক) কৃষি কাজ (ফসল, ফল-মূল, শাক-সবজি, নার্সারী, বসতবাড়ি বাগান ইত্যাদি), (খ) পশু পালন (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি) ও (গ) মৎস্য চাষ (পুকুরের মাছ, চিংড়ি, হ্যাচারী ইত্যাদি) এ তিনটি মূল কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পৃথক কোর্স তৈরি করে উক্ত খাতসমূহে বিনিয়োগ গ্রহণকারীদেরকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উপর কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একটি কোর্সের জন্য নিম্নলিখিত খরচ করা হয়:

---

[১৬৫] *ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং- আরডিডি/২০১১/১২৩২*, তাং ০৫-১১-১২, প্রাগুক্ত।
[১৬৬] প্রাগুক্ত।
[১৬৭] *ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং- আরডিডি/২০১১/১২৩২*, তাং ০৫-১১-১২, প্রাগুক্ত।
[১৬৮] প্রাগুক্ত।
[১৬৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৩৩ : প্রশিক্ষণ ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা/প্রতি	মোট
১	প্রশিক্ষকদের সম্মানী ২ টি ক্লাস @৭৫০/- টাকা	৭৫০/- x ২	১,৫০০.০০
২	আপ্যায়ন ব্যয়	৩০/- x ৫০ জন	১,৫০০.০০
৩	বিবিধ খরচ	১,০০০	১,০০০.০০
	মোট খরচ		৪,০০০.০০

খ. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক প্রশিক্ষণ[১৭০]

এই কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অত্যন্ত দরিদ্র সদস্য বা তার পরিবারের কোন উপযুক্ত সদস্যকে স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান হতে ব্যাংকেরর খরচে (সম্পূর্ণ বা আংশিক) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি সহায়ক প্রশিক্ষণ, যেমন ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স/কম্পিউটার/মোবাইল ফোন রিপিয়ারিং টেইলারিং, ধাত্রীবিদ্যা, স্বাস্থ্যকর্মী, হাঁস-মুরগী টিকাদান ইত্যাদি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ খাতে মাথাপিছু সর্বোচ্চ বরাদ্দ হবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা।

গ. নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ (কেন্দ্র প্রধানদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ)[১৭১]

কেন্দ্র হচ্ছে আরডিএস এর প্রাণ। আরডিএস এর সফল বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্র প্রধানদের মাঝে ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা বৃদ্ধি করা জরুরি। উক্ত বিষয় বিবেচনা করে এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের কেন্দ্র প্রধান ও সহকারী কেন্দ্র প্রধানদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অত্যান্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

৫.৯.৭ স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি[১৭২]

অজ্ঞতা ও অস্বচ্ছলতার কারণে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। বিষয়টি বিবেচনা এনে প্রকল্পের সদস্য ও প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে নিম্নোক্ত স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই খাতে তহবিলের মোট জমার ১৫% বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ক. রোগ প্রতিরোধ ও সতর্কতামূলক কার্যক্রম[১৭৩]

প্রকল্পের সফল সদস্যদের মাঝে বর্তমানে প্রচলিত কারয ভিত্তিক 'নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম' (টিউবওয়েল ও সেনিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন)-এর পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় রোগ

---

১৭০ *ইন্সট্রাকশন সাকুলার নং- আরডিডি/২০১১/১২৩২, তাং ০৫-১১-১২,* প্রাগুক্ত।

১৭১ ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং-আরডিডি/৩৮৫১, তাং ৩০-০৬-২০১০, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

১৭২ প্রাগুক্ত।

১৭৩ *ইন্সট্রাকশন সাকুলার নং- আরডিডি/২০১১/১২৩২, তাং ০৫-১১-১২,* প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যেমনঃ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকাদান কর্মসূচি, দরিদ্র শিশুদের খতনা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি। রোগ প্রতিরোধ ও সতর্কতামূলক কার্যক্রম নিম্নরূপ:

টেবিল ৩৪ : রোগ প্রতিরোধ ও সতর্কতামূলক কার্যক্রম

কর্মসূচি	গ্রাহকের যোগ্যতা	সীমা (টাকা)
টিউব-ওয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য কারয হাসানা	যে সকল গ্রাহক কমপক্ষে দুইবার বিনিয়োগ গ্রহণ করে নিয়মিত পরিশোধ করেছেন এবং রিবেট পেয়েছেন	টিউবওয়েল =৫০০০/- স্যানিটারি ল্যাটিন = ৩,০০০/-
অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা	আরডিএস সদস্য এবং স্থানীয় দরিদ্র জনগণ	প্রধান কার্যালয়ের ঘোষনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট বাজেটের আওতায় সময় সময় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

এলাকাভেদে টিউবওয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের খরচ উল্লিখিত টাকার বেশি হলে অতিরিক্ত টাকা গ্রাহক বহন করবেন এবং খরচের পরিমাণ বরাদ্দকৃত অর্থের কম হলে ব্যাংক শুধু প্রকৃত খরচই প্রদান করবে। উল্লেখ্য, যে সমস্ত এলাকায় টিউবওয়েল স্থাপনে অনেক বেশি টাকার প্রয়োজন হয় সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রাহক সমঝোতার ভিত্তিতে উপরোক্ত কারয সুবিধা নিয়ে যৌথভাবে একটি টিউবওয়েল স্থাপন করতে পারেন। তবে প্রত্যেকে তাদের স্ব-স্ব কিস্তির টাকা পরিশোধ করবেন।

খ. চিকিৎসা সহায়তা[১৭৪]

(১) **আর্থিক সাহায্য:** পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের গরীব সদস্যগণ তাদের নিজেদের বা পরিবারের সদস্যদের (স্বামী-স্ত্রী ও নির্ভশীল সন্তান) জটিল অসুস্থতা বা দূর্ঘটনার কারণে ব্যয়বহুল অপারেশন/চিকিৎসার খরচ নির্বাহে অসমর্থ হলে উক্ত খরচ নির্বাহের জন্য তাদেরকে এককালীন আর্থিক সহায়তা (অফেরতযোগ্য) প্রদান করা হয় ।

(২) **নবজাতকের সৌজন্য উপহার:** আরডিএস সদস্যদের কারো সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে মা ও নবজাতকের জন্য ব্যাংকের পক্ষ থেকে সৌজন্য উপহার 'Welcome Gift' (হরলিক্স জাতীয় খাদ্য/নবজাতকের পোষাক/মশারী/পাউডার-লোশন ইত্যাদি) প্রদান করা হয়। চিকিৎসা সহযোগিতা/উপহার প্রদানের মাথাপিছু হার নিম্নরূপ:

টেবিল ৩৫ : চিকিৎসা সহযোগিতা/উপহার প্রদানের মাথাপিছু সর্বোচ্চ হার

ক্রমিক নং	প্রাপকের বিবরণ	সর্বোচ্চ টাকার পরিমাণ
১	নিজের বা পরিবারের সদস্যদের বড় ধরনের অপারেশন, দূর্ঘটনা বা কোন জটিল রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসা খরচ মেটাতে অক্ষম সদস্য	২০,০০০/-
২	নবজাতক ও তার মা'র জন্য উপহার	১,০০০/-

---

[১৭৪] *ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং- আরডিডি/২০১১/১২৩২, তাং ০৫-১১-১২, প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯.৮ ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মসূচি

এই কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পের বিনিয়োগ গ্রহণকারী মৃত্যু, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদি কারণে বিপদগ্রস্ত ও বকেয়া পরিশোধে অসমর্থ হলে তার নিকট প্রাপ্য বকেয়া আংশিক বা পূর্ণ মওকুফ, বিপদ হতে উত্তরণের জন্য কার্‌য অথবা এককালীন দান করা হয়।

ক. বিনিয়োগের বকেয়া মওকুফ[১৭৫]

প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ বকেয়া পরিশোধে অসমর্থ সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা যেমন- গ্রাহক মারা যাওয়া, আগুনে দোকান-পাট বা বাড়ি-ঘর পুড়ে যাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপদগ্রস্ত ও বকেয়া পরিশোধে অসমর্থ হলে তার নিকট প্রাপ্য বকেয়া আংশিক বা পূর্ণ মওকুফ করা হয় ।

খ. কার্‌য প্রদান কার্যক্রম[১৭৬]

বিপদগ্রস্ত সদস্যদের কার্‌য প্রদান : বিভিন্ন সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে যেমন, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্যের মৃত্যু, পঙ্গুত্ব, বড় ধরনের অসুস্থতা, বিভিন্ন দূর্যোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে বিপদগ্রস্ত হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাহক বকেয়া পরিশোধে অক্ষম হয়ে বিনিয়োগ খেলাপী হয়ে যায় এবং শাখা থেকে বকেয়া মওকুফের আবেদন করা হয়।

হত-দরিদ্রদের কার্‌য প্রদান : প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বি হতে সহযোগিতা করার জন্য কেন্দ্রের সদস্যদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আপাতত প্রতি এরিয়ার একজন হত-দরিদ্রকে সংশ্লিষ্ট এলাকার কেন্দ্র প্রধান বা কোন দায়িত্বশীল সদস্যের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কোন একটি ক্ষুদ্র আয়-বর্ধক কার্যক্রম যেমন চা/পান বিক্রয়, ফেরি করে বিভিন্ন পণ্য বিক্রয়, পিঠা/পুরি/জিলাপী/মোয়া তৈরি ও বিক্রয়, তালপাখা/পাটি/বাঁশ-বেত সামগ্রী তৈরি ও বিক্রয় ইত্যাদি পরিচালনায় কার্‌য হাসানা প্রদান করা হয়।

গ. ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য কার্যক্রম[১৭৭]

এই কার্যক্রমের আওতায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সামাজিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ; দরিদ্র সদস্যদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ খরচ এবং অসমর্থ সদস্যদের দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। ত্রাণ বা অনুদানের পরিমাণ হয় নিম্নরূপঃ

---

১৭৫ ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং- পউবি/০৫/২১৫৬, তারিখ ১৬-০৭-২০০৫, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে গৃহীত তথ্য।

১৭৬ প্রাগুক্ত।

১৭৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৩৬ : ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য কার্যক্রম

ক্রমিক নং	ত্রাণ/অনুদানের উদ্দেশ্যে	ত্রাণ/অনুদান পাওয়ার যোগ্যতা	সর্বোচ্চ পরিমাণ
১	প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা দূর্ঘটনা	আরডিএস এর সদস্য	কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী
২	ছেলে-মেয়েদের বিবাহ	প্রকল্পের গরীব সদস্য	১০,০০০/-
৩	মৃত সদস্যদের দাফন	মৃত সদস্যদের অসমর্থ পরিবার	২,৫০০/-

৫.৯.৮ পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচি[১৭৮]

প্রতি বছর পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষয়-ক্ষতি ও নিরাপত্তার বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম এবং পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস/সপ্তাহ পালন করা হয়।

টেবিল ৩৭ : কল্যাণমূলক কাজে তহবিল রক্ষনাবেক্ষণ[১৭৯]

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বার্ষিক	ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বার্ষিক
১	শিক্ষা কর্মসূচিঃ	২৫%	৩	স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচিঃ	১৫%
	ক) শিক্ষা বৃত্তি	৫%		ক) নিরাপদ পানি ও সেনিটেশন কার্যক্রম (কর্জ)	৫%
	খ) শিক্ষা উপহার	৫%		খ) অন্যান্য রোগ প্রতিরোধমুলক কার্যক্রম	২%
	গ) বিদ্যালয়/মক্তব/বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র	১৫%		গ) চিকিৎসা সহায়তা	৮%
২	প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ	২০%	৪	ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিঃ	৩৫%
	ক) সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশক্ষণ	১৩%		ক) বিনিয়োগ মওকুফ	১০%
	খ) আত্ম-কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ			খ) কর্জে হাসানা কার্যক্রম	১৫%
	গ) কেন্দ্র নেতাদের প্রশিক্ষণ	৭%		গ) ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য কার্যক্রম	১০%
			৫	পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচিঃ	৫%

৫.৯.৯ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সহায়ক কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামকে 'আদর্শ গ্রাম' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাংকের সহযোগি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলঃ প্রকল্পাধীন গ্রামের শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা, গ্রাম থেকে নিরক্ষতা দূর করা জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেয়া, জনগণকে স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান দান করে তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা জাগ্রত করা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে ইসলামী অনুশাসন পালনে জনগণকে অভ্যস্ত করে তোলা, জনগণের মাঝে পানাহারসহ সব কাজে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে সহায়তা দেয়া, টিকা দান কর্মসূচি চালু করা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং জটিল রোগের চিকিৎসা লাভের পথ সুগম করা।[১৮০]

---

১৭৮ প্রাগুক্ত।

১৭৯ প্রাগুক্ত।

১৮০ *গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পরিচিতি)*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯.১০ আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রম বিন্যাস

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের অ-আর্থিক সেবা ভিত্তিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ২০১১ সালের তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

টেবিল ৩৮ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রম[১৮১]

মিলিয়ন টাকায়

কর্মসূচি	সংখ্যা			সুবিধাভোগী
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি				
ক. প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন		১২৫	৬,২৫০	০.৪৪
খ. কেন্দ্র-প্রধানের সক্ষমতা বাড়ানো প্রশিকণ		১৩৭	৪১,৪০০	৫.৪৭
স্বাস্থ্য কর্মসূচি	i) টিউবওয়েল:	৬২৫	৬২৫	২.৫৭
ক. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি:	ii) স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন	২৫৯	২৫৯	০.৪৫
খ. চিকিৎসা সহায়তা		৯	৯	০.১০
ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মসূচি				
ক. অসমর্থ গ্রাহকদের বিনিয়োগ মওকুফ		-	৮৭০	৫.৩৮
খ. প্রকল্পের গ্রাহকদের দেয়া কর্জ			৫	০.০৫
গ. মৃত সদস্যদের দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ খরচ			১০৪	০.১১
ঘ. দুর্যোগ কবলিত সদস্যদেরকে ত্রাণ ও পুর্নবাসন সহায়তা			৩,৩৪৩	১.০৫
	সর্বমোট		৫২,৮৯২	১৫.৬২

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের ছোট্ট এই দেশটির কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের প্রয়াস এ পর্যন্ত একেবারে কম হয়নি। এ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে দুর্ভাগ্য পীড়িত মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বেলায়ও কাজের চেয়ে বাক্য বিন্যাস হয়েছে বেশি। এ দেশের প্রান্তিক চাষী, বর্গাচাষী, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, শিল্প শ্রমিক, টোকাই ও সর্বহারা শ্রেণী আমাদের রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু নিজেরা উপকৃত হয়েছে, খুব কমই।[১৮২] ইসলামী ব্যাংক সমাজের সামনে বৃহত্তর উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেকে সামনে নিয়ে এগিয়ে এসেছে। ব্যাংকসমুহের বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হল সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন।[১৮৩] ইসলামের কল্যাণময় বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিচালিত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সফল ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে।

---

[১৮১] *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১২০

[১৮২] অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, *দারিদ্র বিমোচন: প্রচলিত কৌশল বনাম ইসলামী কৌশল*(ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯), পৃ. ৫৭

[১৮৩] ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৯), পৃ. ৩৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প, সাফল্য ব্যর্থতার ধারা বিশ্লেষণ

৬.১ খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ

৬.২ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর কার্যক্রমসমূহ

৬.৩ খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমসমূহ

৬.৪ খুলনা জেলায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমসমূহ

৬.৫ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যাংকভিত্তিক কার্যক্রম

৬.৬ খুলনা জেলায় অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম

৬.৭ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক অবস্থা বিন্যাস

৬.৮ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের প্রবৃদ্ধির তুলনামূলক অবস্থা বিন্যাস

৬.৯ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ

৬.১০ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প, সাফল্য ব্যর্থতার ধারা বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের মানচিত্রে খুলনা জেলার অবস্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় খুলনা জেলায় এর সম্প্রসারণ লক্ষণীয়। নিম্নে খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ, এদের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প এবং এগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হল।

৬.১ খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ

খুলনা জেলা বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। এ জেলার ভৌগোলিক অবকাঠামো অজস্র নদী কেন্দ্রিক।[১] আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ জেলাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ও মৎস চাষ এ জেলার প্রধানতম পেশা। এ ছাড়া রয়েছে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা।[২] এ জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা ১৯৮৪ সালের ২২ আগস্ট ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রথম শাখা 'খুলনা শাখা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[৩] ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট। খুলনা জেলায় ৭টি ইসলামী ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের ১৪টি শাখা অত্র জেলায় কর্মরত আছে।[৪] উক্ত শাখাসমূহ গ্রাহকগণের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান ও বৈদেশিক বাণিজ্যসহ যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করছে। এর পাশাপাশি ১টি প্রচলিত ব্যাংকের শাখা ইসলামী উইন্ডো চালুর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং এর গতিকে বেগবান করেছে।[৫] সরেজমিনে দেখা যায় যে, খুলনা জেলায় নিম্নোক্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করছে:[৬]

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
২. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৩. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

---

[১] মোঃ ইউনুসুর রহমান ও এস.এস. রইজ উদ্দিন আহম্মদ, *খুলনা বিভাগের ইতিহাস*(খুলনা : গাঙচিল প্রকাশন, ২০১০), খ. ১, পৃ. ৩৫

[২] খুলনার অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। এ জেলায় ধান, পাট, নারিকেল, সুপারি, কলা, বিভিন্ন শবজি প্রধান ফসল। খুলনার অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক খাত হলো মৎস। দ্র. মোল্লা আমীর হোসেন, *খুলনার পরিচিতি*(খুলনা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, কলেজ শিক্ষক ইতিহাস সমিতি, খুলনা, ২০০৮), পৃ. ১

[৩] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় হতে সংগৃহীত তথ্য।

[৪] বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

[৫] সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় হতে সংগৃহীত তথ্য।

[৬] বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড
৫. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৬. এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড
৭. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

খুলনা জেলার প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক উইন্ডো, খুলনা করর্পোরেট শাখা, খুলনা ইসলামিক ব্যাংকিং পরিচালনা করছে।[৭]

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি নিম্নরূপ:[৮]

১. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, খুলনা
২. ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনা
৩. ফায়েল খায়ের, আয়লা দুর্গতদের জন্য কার্য হাসানা কর্মসূচি
৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট কল্যাণমূলক কার্যক্রম

৬.২ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর কার্যক্রম

খুলনা জেলায় নিম্নোক্ত ৫টি শাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে:[৯]

১। খুলনা শাখা
২। দৌলতপুর শাখা
৩। কেডিএ এ্যাভিনিউ শাখা
৪। পাইকগাছা শাখা
৫। ফুলতলা বাজার এস.এম.ই/কৃষি শাখা

৬.২.১ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর শাখা ভিত্তিক কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খুলনা জেলায় অবস্থিত ৫টি শাখার বিগত ৫ বছরের কার্যক্রমের বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা শাখা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খুলনা শাখা গত ২২-০৮-১৯৮৪ সাল থেকে খুলনা জেলায় প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটি ৪ নং পুরাতন যশোর রোড, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

---

৭ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় হতে সংগৃহীত তথ্য।
৮ খুলনা জেলা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।
৯ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় হতে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ১ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. খুলনা শাখার বিগত ৫ বছরের বিবরণী[১০]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	৫৪১.৬৩	৬১৫.৩৩	৭৭৫.১৩	৭৯১.০৬	৯৩৬.৪৩
	খ. মেয়াদী আমানত	৯৭৩.৪০	১২২২.২৯	১৪৬৭.৪১	১৬৩৫.৫৮	১৮৭৭.১৮
	মোট আমানত	১৫১৫.০৩	১৮৩৭.৬২	২২৪২.৫৪	২৪২৬.৬৪	২৮১৩.৬১
বিনিয়োগ		৩২১১.৩০	৫৫৮৪.০৭	৪৬৯০.৯২	৪৪৩৯.১৪	৫৯১৪.০৯
মোট আয়		১৫৩.০৯	২৫৫.৬৮	১২৯.৬০	১৪১.৪৭	৩৭৩.১৯
মোট ব্যয়		১২৬.৯৩	১৫৩.৯৪	১৫০.৩১	১৬৭.১৬	২০৮.৮১
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	১১২.০০	৩৩৮.৭০	৫৩২.৮০	১০২৬.৩০	১৩৩৩.৬০
	খ. আমদানি বাণিজ্য	১১২৮.৯৯	৪১৮৪.৯১	১৮২২.০৭	৪৬৪২.৭৮	৫৮৫৫.৪৪
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	২০৬.২৪	৪২৭.৩৩	৬০১.৭৫	৭০৩.৯৩	৭৭৮.২৫
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	২৮	৩৯	৪৮	৫৭	৬৫
	খ. কর্মচারি	৮	১০	১৩	১৬	১৯

১ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা শাখাটিতে আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য, ফরেন রেমিট্যান্সসহ সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, দৌলতপুর শাখা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর দৌলতপুর শাখা গত ১৪-০৯-১৯৯৪ সাল থেকে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটি ২৭১ খান এ সবুর রোড, দৌলতপুর, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ২ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. দৌলতপুর শাখা, খুলনা এর বিগত ৫ বছরের বিবরণী[১১]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	২২১	২৫৩	২৯৩	৩৭৬	৫০০
	খ. মেয়াদী আমানত	৩৬৭	৪৬৫	৫৪১	৬৩৮	৭৬৫
	মোট আমানত	৫৮৮	৭১৮	৮৩৪	১০১৪	১২৬৫
বিনিয়োগ		৯২৭	১০৩৫	১১৮৬	১৭৬৫	১৯১৮
মোট আয়		৬৯	১০০	৮০	১০০	১২৮
মোট ব্যয়		৪৭	৮৫	৬২	৭৩	৯২
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	১০৩	৩৭১	৪৯০	১১৪৮	১৭১৬
	খ. আমদানি বাণিজ্য	২৯	৪৫	৫৪	৭২	৫৭
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	১০২	১৭২	৩৩৩	৩৮১	৪২৮
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	১২	১৫	২০	৩২	৪৩
	খ. কর্মচারি	০৫	০৫	০৬	০৭	০৭

---

১০ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

১১ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, দৌলতপুর শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর দৌলতপুর শাখাটিতে আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য, ফরেন রেমিট্যান্সসহ সকল কার্যক্রম ভালো ছিল।

গ. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, কেডিএ এভিনিউ শাখা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর কেডিএ এভিনিউ শাখা গত ০৬-০৬-২০১০ সাল থেকে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটি ১৮১, খান এ সবুর রোড, শিববাড়ী মোড়, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ৩ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. কেডিএ এভিনিউ শাখার বিগত ৫ বছরের বিবরণী[১২]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত ক. তলবি আমানত	-	-	-	৪৮.২৫	১২৬.২১
খ. মেয়াদী আমানত	-	-	-	৩০.৮২	৯৮.৭৫
মোট আমানত	-	-	-	৭৯.০৭	২২৪.৯৬
বিনিয়োগ	-	-	-	৯.৭৩	৩৭৫.৬০
মোট আয়	-	-	-	২.৮৭	৬.৫২
মোট ব্যয়	-	-	-	৪.৮৭	১৪.৮৪
বৈদেশিক বাণিজ্য ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
খ. আমদানি বাণিজ্য	-	-	-	-	২৫৪.৫৫
গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	-	৭.৩৫	৬৩.০১
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ক. কর্মকর্তা	-	-	-	০৬	১২
খ. কর্মচারি	-	-	-	০৩	০৬

৩ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১০ সালে শাখাটি উদ্বোধন হয়, ফলে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর কেডিএ এভিনিউ শাখায় ২০০৭ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কোন কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায় না। তবে ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সালে ব্যাংকটির সার্বিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফুলতলা বাজার এসএমই/কৃষি শাখা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ফুলতলা বাজার এসএমই/কৃষি শাখা গত ২৮-০৬-২০০৯ সাল থেকে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটি জয়তুন টাওয়ার, রফিক সড়ক, ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিমে তুলে ধরা হল:

---

[১২] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, কেডিএ এভিনিউ শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফুলতলা বাজার এসএমই/কৃষি শাখার ৫ বছরের বিবরণী[১৩]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	-	-	১১.৬৩	৩৩.২০	৪৮.৯৭
	খ. মেয়াদী আমানত	-	-	-	২৭.৬১	১০১.০৩
	মোট আমানত	-	-	১১.৬৩	৬০.৮১	১৫০
বিনিয়োগ		-	-	১.৩৮	৩৬.৮৬	৬৫.৯২
মোট আয়		-	-	০.২৯	৩.৫৯	১১.৬৮
মোট ব্যয়		-	-	১.০০	৪.০৯	১০.৩১
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	খ. আমদানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	-	-	-
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	-	-	৩	৮	১৭
	খ. কর্মচারি	-	-	২	৪	৪

৪ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ ও ২০০৮ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ফুলতলা বাজার এসএমই/কৃষি শাখাটির কার্যক্রম না থাকায় এর কোন তথ্য দেয়া যায়নি। তবে ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সালে ব্যাংকটির সার্বিক কার্যক্রম বেড়েছে।

ঙ. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পাইকগাছা শাখা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পাইকগাছা শাখা গত ০৬-০২-২০০৩ সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটি কবির প্লাজা, পাইকগাছা বাজার, পাইকগাছা, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ৫ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. পাইকগাছা শাখা এর বিগত ৫ বছরের বিবরণী [১৪]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	৭৫.৮০	১২০.৫৭	১৭১.২৪	২২০.৯০	২৫০.৫৭
	খ. মেয়াদী আমানত	১২৮.৬৫	১৮৫.৮৫	২৪৪.১২	৩১২.৩৬	৪১৩.৩৭
	মোট আমানত	২০৪.৪৫	৩০৬.৪২	৪১৫.৩৬	৫৩৩.২৬	৬৬৩.৯৪
বিনিয়োগ		৪৮.৭৮	৫৮.০২	৭৪.৬৬	১১০.০৩	১৫৭.৭৬
মোট আয়		২১.২৪	২৭.২৫	৩৫.০৪	৪৩.০৪	৫৭.৫৫
মোট ব্যয়		১২.৪৬	১৮.৮৫	২৭.২৪	৩৫.৭৫	৪৭.৬৩
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	খ. আমদানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	-	-	-
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	২৩	২৪	২৫	২৪	২৭
	খ. কর্মচারি	০৫	০৭	০৬	০৬	০৭

---

[১৩] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফুলতলা বাজার এসএমই/কৃষি শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

[১৪] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পাইকগাছা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৫ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পাইকগাছা শাখাটিতে আমানত, বিনিয়োগসহ সকল কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শাখাটিতে রপ্তানি, আমদানি ও ফরেন রেমিট্যান্স কার্যক্রম অনুপস্থিত।

৬.২.২ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর শাখাসমূহ কর্তৃক পরিচালক ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিগত ৫ বছরের কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খুলনা শাখা ২০০৭ সাল থেকে খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শাখাটির ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ৬ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিগত পাঁচ বছরের বিবরণী[১৫]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
গ্রামের সংখ্যা	৪৯	৫৩	৫৩	৫৩	৫৫
কেন্দ্র সংখ্যা	৮৫	১১৪	১২৩	১২১	১২৬
সদস্য (পুরুষ)	৩০	৩০	৬০	৫৫	১২৫
সদস্য (নারী)	১৩৫১	২৬৪০	২৯২৯	৩২১৯	৩৭২৬
মোট সদস্য	১৩৮১	২৬৭০	২৯৮৯	৩২৭৪	৩৮৫১
ক্রমপুঞ্জিভুত বিনিয়োগ	৭৭.২৫	২৪৪.৩০	৩৩১.৪৩	৪৭৭.৬৬	৭২৭.১৬
বিনিয়োগ স্থিতি	৭৮.৪০	১৬৫.৬১	২২২.২৬	৩৭৩.৩৮	৬০৯.১৩
আদায়ের হার (%)	১০০%	৯৯.০৯%	৯৫.৫৫%	৯৭.১৮%	৯৯.১৩%
সদস্যদের সঞ্চয়	৩.৫২	২৭.৫৫	৪৮.২৬	৬০.৮৩	৮৫.৭২
টিউবওয়েল বিতরণ	-	-	-	-	-
স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ	-	-	-	-	-
ফিল্ড অফিসার	১০	১০	১০	১০	১০

৬ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খুলনা শাখাটিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের সকল বিষয়ে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে টিউবওয়েল এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ অনুপস্থিত ছিল।

---

১৫ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. দৌলতপুর শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর দৌলতপুর শাখা ১৯৯৮ সাল থেকে খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শাখাটির বিগত পাঁচ বছরের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ৭ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, দৌলতপুর শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিগত পাঁচ বছরের বিবরণী[১৬]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
গ্রামের সংখ্যা	৬৮	৭০	৭৩	৭৯	৮৫
কেন্দ্র সংখ্যা	১৪৩	১৪৮	১৫১	১৫৬	১৫৩
সদস্য (পুরুষ)	১২৭	১৩৬	১৪৩	১৫২	১২২
সদস্য (নারী)	২৯৬৪	২৯৭১	৩০৭৯	৩২৮৯	৩৭৬৪
মোট সদস্য	৩০৯১	৩১০৭	৩২২২	৩৪৪১	৩৮৮৬
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	২৮	৩১	৩৪	৩৮	৫৭
বিনিয়োগ স্থিতি	১৭.৮৭	১৮.৭২	১৯.৮০	২১.৪০	৩৩.৬০
আদায়ের হার (%)	৯৯%	৯৫%	৯৯%	৯৯%	৯৯%
সদস্যদের সঞ্চয়	০৮	০৯	১১	১৪	১৭
টিউবওয়েল বিতরণ	০২	০৪	০৬	০৮	১০
স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ	০২	০২	০৩	০৪	০৫
ফিল্ড অফিসার	১১	১০	১১	১২	১১

৭ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর দৌলতপুর শাখাটিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কল্যাণমুখি কার্যক্রমও বিদ্যমান ছিল।

গ. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফুলতলা বাজার এসএমই/কৃষি শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ফুলতলা বাজার এসএমই/কৃষি শাখা ২০১০ সাল হতে খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শাখাটির ২০১০ সাল ও ২০১১ সালের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হল:

---

[১৬] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, দৌলতপুর শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৮ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফুলতলা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিবরণী[১৭]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
গ্রামের সংখ্যা	-	-	-	২২	৪৪
কেন্দ্র সংখ্যা	-	-	-	৩৬	৬৬
সদস্য (পুরুষ)	-	-	-	১৩০	৩৩০
সদস্য (নারী)	-	-	-	৪৫০	১১৩৭
মোট সদস্য	-	-	-	৫৮০	১৪৬৭
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	-	-	-	২.৫	৯.২
বিনিয়োগ স্থিতি	-	-	-	২.৫	৯.২
আদায়ের হার (%)	-	-	-	৯৯.১০%	৯৯.৬৩%
সদস্যদের সঞ্চয়	-	-	-	০.১৭৫	১.৭৯
ফিল্ড অফিসার	-	-	-	৪ জন	৬ জন

৮ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর ফুলতলা বাজার এসএমই/কৃষি শাখাটি কার্যক্রম শুরু করেনি। তবে ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সালে শাখাটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিয়মান।

ঘ. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পাইকগাছা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পাইকগাছা শাখা ২০০৩ সাল থেকে খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শাখাটির ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ৯ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পাইকগাছা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিবরণী[১৮]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
গ্রামের সংখ্যা	৪৬	৪৯	৪৯	৫১	৫১
কেন্দ্র সংখ্যা	১১৬	১৩৭	১৪১	১১৪	১১৪
সদস্য (পুরুষ)	১২০	২২০	২২৪	২১৫	১৭৫
সদস্য (নারী)	২৮৮৩	২৭৮৫	২৬১৪	২৪৯৫	২৯৩১
মোট সদস্য	৩০০৩	৩০০৫	২৮৩৮	২৭১০	৩১০৬
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	২০৪.২৫	২২১.৮২	২১৪.৫৮	৩২৩.৩৩	৩৮৭.১৯
বিনিয়োগ স্থিতি	১২৩.৬১	১২২.৩৮	১২৭.৭৪	২০৭.০৪	৩০৮.৪৯
আদায়ের হার (%)	১০০%	৯৯.৯৯	৯৯.৯৭	৯৯.৯৯	৯৯.৯৯
সদস্যদের সঞ্চয়	৫০.৬৯	৫৮.৬০	৬৩.৮৫	৭৭.৫১	৯২.৪১
টিউবওয়েল বিতরণ	-	-	-	-	-
স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ	-	-	-	-	-
ফিল্ড অফিসার	৯	৯	৭	৮	৮

---

[১৭] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফুলতলা বাজার এসএমই/কৃষি শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পাইকগাছা শাখা হতে সয়েজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৯ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পাইকগাছা শাখাটিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের সকল বিষয়ে সন্তোষজনকভাবে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

৬.২.৩ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড খুলনা জেলার সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৯৮ সাল থেকে খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিগত পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত অত্র জেলায় ব্যাংটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

টেবিল ১০ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা জেলায় শাখাসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম এর বিগত পাঁচ বছরের অগ্রগতির বিবরণী[১১]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	প্রবৃদ্ধি	২০০৯	প্রবৃদ্ধি	২০১০	প্রবৃদ্ধি	২০১১	প্রবৃদ্ধি
গ্রামের সংখ্যা	১৬৩	১৭২	৫.৫২%	১৭৫	১.৭৪%	২০৫	১৭.১৪%	২৩৫	১৪.৬৩%
কেন্দ্র সংখ্যা	৩৪৪	৩৭০	৭.৫৫%	৪১৫	১২.১৬%	৪২৭	২.৮৯%	৪৫৯	৭.৪৯%
সদস্য(পুরুষ)	২৭৭	৩৮৬	৩৯.৩৫%	৪২৭	১০.৬২%	৫৫২	০২৯.২৭%	৭৫২	৩৬.২৩%
সদস্য (নারী)	৭১৯৮	৮৩৯৬	১৬.৬৪%	৮৬২২	১৬.২৯%	৯৪৫৩	৯.৬৪%	১১৫৫৮	২২.২৭%
মোট সদস্য	৭৪৭৫	৮৭৮২	১৭.৪৮%	৯০৪৯	৩.০৪%	১০০০৫	১০.৫৬%	১২৩১০	২৩.০৪%
ক্রমপুঞ্জিকৃত বিনিয়োগ	৫৬.১৪	৭৭.৬১	৩৮.২৪%	৮৮.৫৯	১৪.১৪%	১২০.৫৯	৩৬.১২%	১৭৭.৬২	৪৭.২৯%
বিনিয়োগ স্থিতি	৩৮.০৭	৪৭.৫১	২৪.৮০%	৫৪.৭৯	১৫.৩২%	৮১.৯৩	৪৯.৫৩	১৩৪.৫৫	৬৪.২৩%
আদায়ের হার (%)	৯৯.৬৭%	৯৮.০৩ %	-	৯৮.১৭%	-	৯৮.৮২%	-	৯৯.৪৪%	-
সদস্যদের সঞ্চয়	১৩.৪১	১৭.৬১	৩১.৩২%	২২.২০	২৬.০৬%	২৮.০০	২৬.১২%	৩৬.৬০	৩০.৭১%
টিউবওয়েল বিতরণ	০২	০২	১০০%	০৬	৫০%	০৮	৩৩%	১০	২৫%
স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ	০২	০২	০%	০৩	৫০%	০৪	৩৩%	০৫	২৫%
ফিল্ড অফিসার	৩০	২৯	-	২৮	-	৩৪	-	৩৫	-

১০ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খুলনা জেলার সকল শাখাতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের সকল বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ব্যাংকটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

---

[১১] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা জেলার সকল শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বিগত ৫ বছরের ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খুলনা জেলার সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিতরণ প্রবৃদ্ধির ধারা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

চিত্র ১ : আইবিবিএল এর খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিতরণ বৃদ্ধি বিন্যাস

মিলিয়ন টাকা

সূত্র : টেবিল নং- ১০

চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল শাখায় পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিতরণ ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ৫ বছরের ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খুলনা জেলার সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সদস্য বৃদ্ধির ধারা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

চিত্র ২ : আইবিবিএল এর খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সদস্য বৃদ্ধি বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং- ১০

চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল শাখায় পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সদস্য সংখ্যা ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিগত ৫ বছরের ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খুলনা জেলার সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কেন্দ্র/শাখা বৃদ্ধির ধারা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

চিত্র ৩ : আইবিবিএল এর খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কেন্দ্র/শাখা বৃদ্ধি বিন্যাস

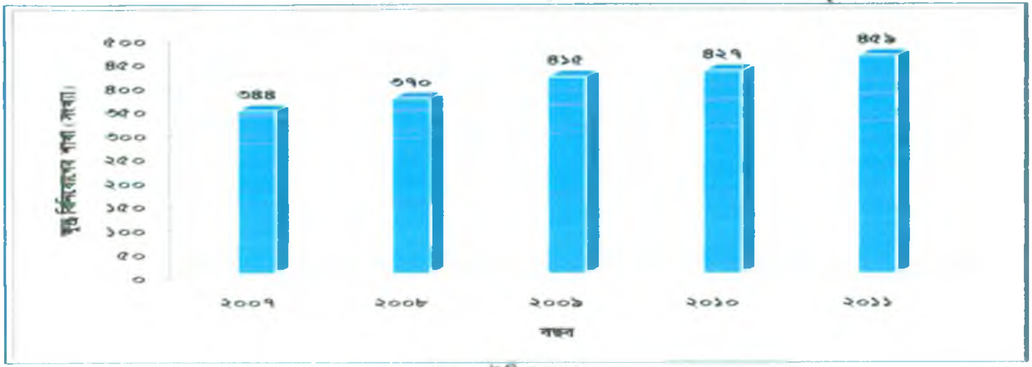

সূত্র : টেবিল নং ১০

চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল শাখায় পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কেন্দ্র/শাখার সংখ্যা ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিগত ৫ বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খুলনা জেলার সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধির ধারা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

চিত্র ৪ : আইবিবিএল এর খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাম বৃদ্ধি বিন্যাস

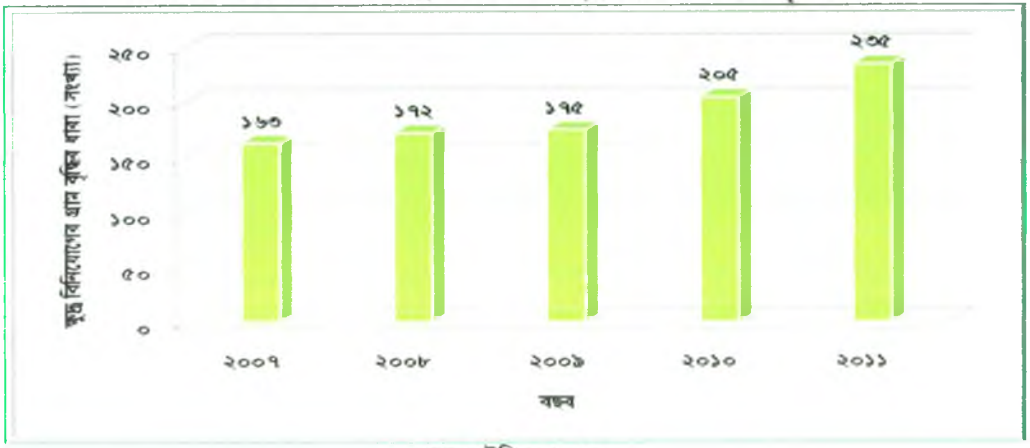

সূত্র : টেবিল নং- ১০

চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল শাখায় পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রামের সংখ্যা ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রম

খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর নিম্নোক্ত ৩টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে:[২০]

১. খুলনা শাখা, খুলনা

২. চুকনগর শাখা, চুকনগর বাজার, ডুমুরিয়া, খুলনা

৩. গল্লামারী শাখা, গল্লামারী, সোনডাংগা, খুলনা

৬.৩.১ খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর শাখাভিত্তিক কার্যক্রম

খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের পরিচালিত শাখাসমূহের কার্যক্রম নিম্নে প্রদত্ত হল:

ক. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখা ২৫-১২-১৯৯৫ সাল থেকে খুলনা জেলায় ব্যাংকটির প্রথম শাখা হিসেবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটি এ হোসেন প্লাজা, ৪ স্যার ইকবাল রোড, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ১১ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. খুলনা শাখার বিগত ৫ বছরের বিবরণী[২১]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	৭৫০.৯০	৮১৮.৮০	১১০৩.৬০	১২১৯.৭০	১৮৩১.৬০
	খ. মেয়াদী আমানত	-	-	-	-	-
	মোট আমানত	৭৫০.৯০	৮১৮.৮০	১১০৩.৬০	১২১৯.৭০	১৮৩১.৬০
বিনিয়োগ		১০৩৭.৪০	১০৮৫.৪০	১১৩১.৪০	১২৪৪.২০	১৪০০.৩০
মোট আয়		১০৮.৭০	১১৪.৭০	১১৪.৮০	১১৬.২০	১৮২.৮০
মোট ব্যয়		৮৭.৭০	৮৪.২০	৯৩.৪০	৯২.১০	১৪২.৫০
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	১১১.২০	৪৮.৯০	১২০.০০	৩৪৫.০০	৫০৯.০০
	খ. আমদানি বাণিজ্য	৪০৯৯.২০	৩৪০৬.৬০	৮১০.০০	৯.৮০	৭১০.০০
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	৬.০০	৬.২০	২৫.৭০	৬৯.০০
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	২৫	২৬	২৯	২৪	২৪
	খ. কর্মচারি	০৮	০৭	০৯	১১	১০

---

২০ আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

২১ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১১ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখাটিতে আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য, ফরেন রেমিট্যান্সসহ সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, চুকনগর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর চুকনগর শাখা ০৮-১১-২০০৯ সাল থেকে খুলনা জেলায় ব্যাংকটির দ্বিতীয় শাখা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটি চুকনগর বাজার, ডুমুরিয়া, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ১২ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. চুকনগর শাখার বিগত ৫ বছরের বিবরণী[২২]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত ক. তলবি আমানত	-	-	২০.০০	২৫.০০	৩৭.৫০
খ. মেয়াদী আমানত	-	-	৫.০০	৬৪.০০	১৪৬.৮০
মোট আমানত	-	-	২৫.০০	৮৯.০০	১৮৪.৩০
বিনিয়োগ	-	-	২.০০	১০১.১০	১৪২.০০
মোট আয়	-	-	.০০৫	৫.৯১	১৬.৪৫
মোট ব্যয়	-	-	.০০৭	৯.০০	১৪.০৪
বৈদেশিক বাণিজ্য ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
খ. আমদানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	-	-	-
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ক. কর্মকর্তা	-	-	৬	১৪	১৪
খ. কর্মচারি	-	-	৩	৩	৪

১২ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ ও ২০০৮ সালে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর চুকনগর শাখাটির কার্যক্রম না থাকায় এর কোন তথ্য দেয়া হয়নি। তবে ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সালে ব্যাংকটির সার্বিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, গল্লামারী শাখা, খুলনা

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর গল্লামারী শাখা ১৮-০৭-২০১২ সাল থেকে খুলনা জেলায় ব্যাংকটির তৃতীয় শাখা হিসেবে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটি গল্লামারী, সোনাডাংগা, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

---

[২২] আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, চুকনগর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ১৩ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.গল্লামারী শাখার বিগত ৫ বছরের বিবরণী[২৩]

মিলিয়ন টাকা

	বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
আমানত	ক. তলবি আমানত	-	-	-	-	৮০.০০
	খ. মেয়াদী আমানত	-	-	-	-	-
	মোট আমানত	-	-	-	-	৮০.০০
বিনিয়োগ		-	-	-	-	৪.০০
মোট আয়		-	-	-	-	-
মোট ব্যয়		-	-	-	-	-
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	খ. আমদানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	-	-	-
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	-	-	-	-	১০
	খ. কর্মচারি	-	-	-	-	২

১৩ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সালে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর গল্লামারী শাখাটির কার্যক্রম না থাকায় এর কোন তথ্য দেয়া হয়নি। তবে ২০১২ সালে ব্যাংকটির সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক। মূলত ব্যাংকটি অত্র জেলায় এর কার্যক্রম বৃদ্ধির পর্যায়ে রয়েছে।

৬.৩.২ খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম বিন্যাস

খুলনা জেলায় এআইবিএল এর ৩টি শাখার মধ্যে ২টি শাখা ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে শাখাসমূহের উক্ত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ক. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখা গত ২০১০ সাল হতে খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

---

[২৩] আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, গল্লামারী শাখা, সোনাডাঙ্গা, খুলনা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ১৪ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিবরণী[২৪]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
গ্রামের সংখ্যা	-	-	-	০৪	০৪
কেন্দ্র সংখ্যা	-	-	-	০৯	০৯
সদস্য (পুরুষ)	-	-	-	১০	১০
সদস্য (নারী)	-	-	-	৩৫	৩১
মোট সদস্য	-	-	-	৪৫	৪১
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	-	-	-	০.৫৫	০.০৩৮
বিনিয়োগ স্থিতি	-	-	-	০.৪৫	০.০৩৮
আদায়ের হার (%)	-	-	-	১০০%	১০০%
সদস্যদের সঞ্চয়	-	-	-	০.০১২	০.০১৪
ফিল্ড অফিসার	-	-	-	২	১

১৪ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর খুলনা শাখাটিতে কোন ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেনি। তবে ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত শাখাটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের সকল বিষয়ে সন্তোষজনকভাবে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

খ. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, চুকনগর শাখা

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর চুকনগর শাখা ২০১০ সাল হতে খুলনা জেলার চুকনগর বাজার, ডুমুরিয়া, খুলনাতে অবস্থিত। বর্তমানে শাখাটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ১৫ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, চুকনগর শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিবরণী[২৫]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
গ্রামের সংখ্যা	-	-	-	১০	১০
কেন্দ্র সংখ্যা	-	-	-	৬৪	৬৪
সদস্য (পুরুষ)	-	-	-	২২৫	৩০১
সদস্য (নারী)	-	-	-	১৯৫	২৩৮
মোট সদস্য	-	-	-	৪২০	৫৩৯
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	-	-	-	৫৪.৫৬	১৫৩.৩৭
বিনিয়োগ স্থিতি	-	-	-	২৯.৯৭	৫০.৭০
আদায়ের হার (%)	-	-	-	১০০%	১০০%
সদস্যদের সঞ্চয়	-	-	-	১.৮৮	৫.৮৮
ফিল্ড অফিসার	-	-	-	৩	৩

---

[২৪] আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

[২৫] আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, চুকনগর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

১৫ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর চুকনগর শাখাটি কোন ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেনি। তবে ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সালে শাখাটিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের সকল বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে।

৬.৩.৩ খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিন্যাস

খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিগত ৫ বছরের প্রবৃদ্ধি বিন্যাস নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ১৬ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা জেলার সকল শাখায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এর বিগত পাঁচ বছরের বিবরণী[২৬]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	প্রবৃদ্ধি
গ্রামের সংখ্যা	-	-	-	১৪	১৪	-
কেন্দ্র সংখ্যা	-	-	-	৭৩	৭৩	-
সদস্য (পুরুষ)	-	-	-	২৩৫	৩১১	৩২.৩৪%
সদস্য (নারী)	-	-	-	২৩০	২৬৯	১৬.৯৬%
মোট সদস্য	-	-	-	৪৬৫	৫৮০	২৪.৭১%
ক্রমপুঞ্জিভুত বিনিয়োগ	-	-	-	৬.০০	১৫.৩৭	১৫৬.১৬%
বিনিয়োগ স্থিতি	-	-	-	৩.৪৪	৫.১১	৪৮.৫৫%
আদায়ের হার (%)	-	-	-	১০০%	১০০%	-
সদস্যদের সঞ্চয়	-	-	-	১.৮৯	০.৫৯	-
ফিল্ড অফিসার	-	-	-	০৫	০৪	-

১৬ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড খুলনা শাখাটিতে কোন ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয়নি। তবে ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত শাখাটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের সকল বিষয়ে সন্তোষজনক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিতরণ বৃদ্ধির ধারা উপস্থাপন করা হল:

---

২৬ আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা জেলার সকল শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৫ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিতরণ বৃদ্ধি বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং-১৬

চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখায় পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিতরণ ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখায় পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সদস্য বৃদ্ধির ধারা উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ৬ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সদস্য বৃদ্ধি বিন্যাস

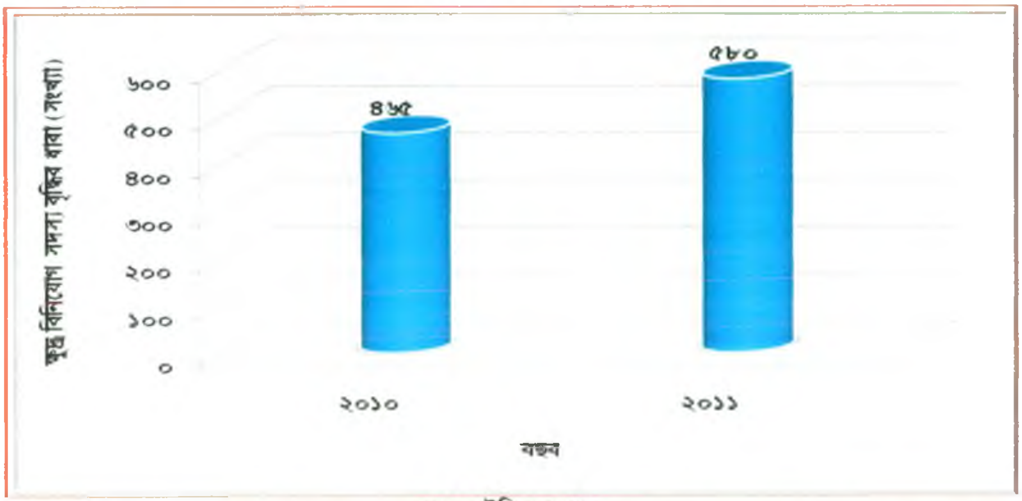

সূত্র : টেবিল নং ১৬

চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখায় পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সদস্য ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ খুলনা জেলায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর শাখাসমূহের কার্যক্রম

খুলনা জেলায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর নিম্নোক্ত ২টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

১। খুলনা শাখা, খুলনা

২। পাইকগাছা শাখা, খুলনা

৬.৪.১ খুলনা জেলায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর শাখা ভিত্তিক কার্যক্রম

ক. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখা ২০-০৬-১৯৯৬ সাল হতে খুলনা জেলায় ব্যাংকটির প্রথম শাখা হিসেবে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটি জিএম বক্স টাওয়ার, ২২ স্যার ইকবাল রোড, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ১৭ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. খুলনা শাখার বিগত ৫ বছরের বিবরণী[২৭]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত ক. তলবি আমানত	৭৬.০৮	৭৭.১০	১০২.৬৪	১০১.১৪	১২৯.৩২
খ. মেয়াদী আমানত	৩৮৫.৩১	৩৮৬.১৮	৩৬৭.০৬	৫৯৮.৮৯	৮১৯.৯৩
মোট আমানত	৪৬১.৩৯	৪৬৩.২৮	৪৬৯.৭	৭০০.০৩	৯৪৯.২৫
বিনিয়োগ	৬৬৫.৫২	৩৯১.৮৩	৪২০.৭৬	৪৪০.৬৫	৫৯৩.৮০
মোট আয়	২৩.৭০	১৯.৯১	৩১.৫৩	৫৫.২৮	১৩০.৯৬
মোট ব্যয়	১০৩.৭০	৮৬.৯৫	৬০.২৩	৬৫.০০	১১০.৮২
বৈদেশিক বাণিজ্য ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	০.৫৩	০.২৬	-	১.০০
খ. আমদানি বাণিজ্য	৬.০০	১৬.২৮	০.৬২	৮.০৬	৬৫০.০০
গ. ফরেন রেমিট্যান্স	৭.৫০	১০.০০	১৫.০০	১৭.৫০	২০.০০
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ক. কর্মকর্তা	১৭	১৭	২৪	২০	২১
খ. কর্মচারি	০৩	০৩	০২	০২	০২

১৭ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখাটিতে আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য, ফরেন রেমিট্যান্সসহ সকল কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। শাখাটি জেলায় সন্তোষজনকভাবে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

---

[২৭] সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

খ. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, পাইকগাছা শাখা, খুলনা

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পাইকগাছা শাখা ০৬-১২-২০০৯ সাল হতে খুলনা জেলায় ব্যাংকটির দ্বিতীয় শাখা হিসেবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে শাখাটি পাইকগাছা মেইন রোড, পাইকগাছা, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ১৮ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, পাইকগাছা শাখা, খুলনা এর ৫ বছরের বিবরণী[২৮]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	-	-	৪.৮৩	৯.৫১	৬.৪২
	খ. মেয়াদী আমানত	-	-	৩০.০০	৫৯.৫০	৯২.৭৫
	মোট আমানত	-	-	৩৪.৮৩	৬৯.০১	৯৯.১৭
বিনিয়োগ		-	-	-	২৩.৩৮	১২০.৩৬
মোট আয়		-	-	০.২১	২.১৭	২০.৮৮
মোট ব্যয়		-	-	০.৩৪	৫.৭২	১৮.৪৪
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	খ. আমদানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	-	-	-
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	-	-	১০	০৭	১০
	খ. কর্মচারি	-	-	০৩	০৪	০৩

১৮ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ ও ২০০৮ সালে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পাইকগাছা শাখাটির কার্যক্রম না থাকায় এর কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। তবে ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সালে ব্যাংকটির সার্বিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.৪.২ খুলনা জেলায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

খুলনা জেলায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হল:

ক. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর খুলনা শাখা ১৯৯৮ সাল হতে খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শাখাটির বর্তমান ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হল:

---

২৮ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ১৯ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের(এফইএমআইপি) বিবরণী[২৯]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
গ্রামের সংখ্যা	২০	১৭	১৫	১৪	১২
কেন্দ্র সংখ্যা	-	-	-	-	-
সদস্য (পুরুষ)	২২০	১৮০	১৬০	১৪০	১০০
সদস্য (নারী)	১৯০	১৫০	১২৭	১০৭	৭৭
মোট সদস্য	৪১০	৩৩০	২৮৭	২৪৭	১৭৭
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	২২.৮৭	২০.৭৬	১৮.৭৪	১৫.৮৫	১২.৩১
বিনিয়োগ স্থিতি	২২.৮৭	২০.৭৬	১৮.৭৪	১৫.৮৫	১২.৩১
আদায়ের হার (%)	৭৮%	৮৪%	৮৯%	৯২%	৯৫%
সদস্যদের সঞ্চয়	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৪.৮৬	৪.৮৬
ফিল্ড অফিসার	২ জন	২ জন	২ জন	২ জন	২ জন

১৯ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ ও ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এফইএমআইপি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেবিল ২০ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা এর মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সম্প্রসারণ ধারার বিবরণী[৩০]

সাল	সদস্য সংখ্যা	পুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	বিনিয়োগ স্থিতি (মিলিয়ন)	আদায়ের হার
২০০৭	৪৫	৮.৫২	১.৭২	৮২%
২০০৮	৪৩	৯.২১	২.১৫	৮১.%
২০০৯	৪৬	৮.৮৮	১.২৫	৮৫%
২০১০	৪৩	৯.৯৭	১.৪১	৮৪%
২০১১	৪৪	৯.১৫	০.৯৬	৯৩%

২০ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখায় মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সম্প্রসারণ ধারা আশাব্যঞ্জক।

---

২৯ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

৩০ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, পাইকগাছা শাখা, খুলনা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪.৩ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা জেলার সকল শাখায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা জেলার সকল শাখায় বিগত পাঁচ বছরের প্রবৃদ্ধির ছক নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ২১ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা জেলার সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিবরণী[৩১]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
গ্রামের সংখ্যা	২০	১৭	১৫	১৪	১২
কেন্দ্র সংখ্যা	-	-	-	-	-
সদস্য (পুরুষ)	২২০	১৮০	১৬০	১৪০	১০০
সদস্য (নারী)	২৩৫	১৯৩	১৭৩	১৫০	১২১
মোট সদস্য	৪৫৫	৩৭৩	৩৩৩	২৯০	২২১
ক্রমপুঞ্জিভুত বিনিয়োগ	৩১.৩৯	২৯.৯৭	২৭.২৬	২৫.৮২	২১.৪৬
বিনিয়োগ স্থিতি	২৪.৫৯	২২.৯১	১৯.৯৯	১৭.২৫	১৩.২৭
আদায়ের হার (%)	৮০%	৮২.৫%	৮৭%	৮৮%	৯৪%
সদস্যদের সঞ্চয়	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৪.৮৬	৪.৮৬
ফিল্ড অফিসার	০২	০২	০২	০২	০২

২১ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পে অগ্রগতি হয়নি।

মূলত সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর Family Empowerment Micro Investment Program(FEMIP) এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ সম্প্রসারণ ধারা প্রকল্প দুটি ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হচ্ছে, ফলে এগুলোর ক্রমবৃদ্ধি ঘটছেনা। তবে খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্প দুটির সম্প্রসারণ আবশ্যক। সার্বিক বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ প্রকল্প দুটি ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ করবেন মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

৬.৫ খুলনা জেলায় আইবিবিএল, এআইবিএল ও এসআইবিএল এর ব্যাংক ভিত্তিক কার্যক্রম

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যাংকভিত্তিক কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হল:

(ক) খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর কার্যক্রম

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল শাখার বিগত পাঁচ বছরের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

---

[৩১] মাঠ জরিপ-২০১২ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি হতে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ২২ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. খুলনা জেলার সকল শাখার বিগত ৫ বছরের বিবরণী[৩২]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত ক. তলবি আমানত	৮৩৮.৪৩	৯৮৮.৯০	১২৩৯.৩৪	১৪৬৯.৪১	১৮৬২.১৮
খ. মেয়াদী আমানত	১৪৬৯.০৫	১৮৭৩.১৪	২২৫২.৫৩	২৬৪৪.৩৭	৩২৫৫.৩৩
মোট আমানত	২৩০৭.৪৮	২৮৬২.০৪	৩৪৯১.৮৭	৪১১৩.৭৮	৫১১৭.৫১
বিনিয়োগ	৪১৮৭.০৮	৬৬৭৭.০৯	৫৯৫১.৫৮	৬৩৬০.৭৬	৮৪৩১.৩৭
মোট আয়	২৪৩.৩৩	৩৮২.৯৩	২৪৪.৯৩	২৯৪.৬২	৫৭৬.৯৪
মোট ব্যয়	১৮৬.৩৯	২৫৭.৭৯	২৪০.৫৫	২৮৪.৮৭	৩৭৩.৫৯
বৈদেশিক বাণিজ্য ক. রপ্তানি বাণিজ্য	২১৫.০০	৭০৯.৭০	১০২২.৮০	২১৭৪.৩০	৩০৪৯.৬০
খ. আমদানি বাণিজ্য	১১৫৭.৯৯	৪২২৯.৯১	১৮৭৬.৭০	৪৭১৪.৭৮	৬১৬৬.৯১
গ. ফরেন রেমিট্যান্স	৩০৮.২৪	৫৯৯.৩৩	৯৩৪.৭৫	১০৯২.২৮	১২৬৯.২৬
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ক. কর্মকর্তা	৬৩	৭৮	৯৬	১২৭	১৬৪
খ. কর্মচারি	১৮	২২	২৭	৩৬	৪৩

২২ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড খুলনা জেলার সকল শাখায় আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য, ফরেন রেমিট্যান্সসহ সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রম

খুলনা জেলায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখার বিগত পাঁচ বছরের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

টেবিল ২৩ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড খুলনা জেলার সকল শাখা এর বিগত ৫ বছরের বিবরণী[৩৩]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত ক. তলবি আমানত	৭৫০.৯০	৮১৮.৮০	১১২৩.৬০	১২৪৪.৭০	১৮৬৯.১০
খ. মেয়াদী আমানত	-	-	৫.০০	৬৪.০০	১৪৬.৮০
মোট আমানত	৭৫০.৯০	৮১৮.৮০	১১২৮.৬	১৩০৮.৭	২০১৫.৯
বিনিয়োগ	১০৩৭.৪০	১০৮৫.৪০	১১৩৩.৪০	১৩৪৫.৩০	১৫৪২.৩০
মোট আয়	১০৮.৭০	১১৪.৭০	১১৪.৮০	১২২.১১	১৯৮.৪৫
মোট ব্যয়	৮৭.৭০	৮৪.২০	৯৩.৪০	৯৯.১০	১৫৬..৫৪
বৈদেশিক বাণিজ্য ক. রপ্তানি বাণিজ্য	১১১.২০	৪৮.৯০	১২০.০০	৩৪৫.০০	৫০৯.০০
খ. আমদানি বাণিজ্য	৪০৯৯.২০	৩৪০৬.৬০	৮১০.০০	৯.৮০	৭১০.০০
গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	৬.০০	৬.২০	২৫.৭০	৬৯.০০
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ক. কর্মকর্তা	২৫	২৬	২৯	৩৮	৩৮
খ. কর্মচারি	০৮	০৭	০৯	১৪	১৪

---

৩২ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা জেলার সকল শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত।

৩৩ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা জেলার সকল শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২৩ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা জেলার সকল শাখায় আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য, ফরেন রেমিট্যান্সসহ সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) খুলনা জেলায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রম

খুলনা জেলায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখার বিগত পাঁচ বছরের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

টেবিল ২৪ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. খুলনা জেলার সকল শাখা এর বিগত ৫ বছরের বিবরণী[৩৪]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	৭৬.০৮	৭৭.১০	১০৭.৪৭	১১০.৬৫	১৩৫.৭৪
	খ. মেয়াদী আমানত	৩৮৫.৩১	৩৮৬.১৮	৩৯৭.০৬	৬৫৮.৩৯	৯১২.৬৮
	মোট আমানত	৪৬১.৩৯	৪৬৩.২৮	৫০৪.৫৩	৭৬৯.০৪	১০৪৮.৪২
বিনিয়োগ		৬৬৫.৫২	৩৯১.৮৩	৪২০.৭৬	৪৬৪.০৩	৭১৪.১৬
মোট আয়		২৩.৭০	১৯.৯১	৩১.৭৪	৫৭.৪৫	১৫১.৮৪
মোট ব্যয়		১০৩.৭০	৮৬.৯৫	৬০.৫৭	৭০.৫২	১২৯.২৬
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	০.৫৩	০.২৬	-	১.০০
	খ. আমদানি বাণিজ্য	৬.০০	১৬.২৮	০.৬২	৮.০৬	৬৫০.০০
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	৭.৫০	১০.০০	১৫.০০	১৭.৫০	২০.০০
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	১৭	১৭	৩৪	২৭	৩১
	খ. কর্মচারি	০৩	০৩	০৫	০৬	০৫

২৪ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখাটিতে আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি বাণিজ্য, ফরেন রেমিট্যান্সসহ সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে রপ্তানি বাণিজ্যের অগ্রগতি ছিল কম।

৬.৬ খুলনা জেলায় অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ছাড়া আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। এ পর্যায়ে উক্ত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম বর্ণনা করা হল:

---

[৩৪] সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা জেলার সকল শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬.১ খুলনা জেলায় আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রম

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড ১২-০৬-১৯৮৯ সাল থেকে খুলনা জেলায় এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে শাখাটি তৈয়মুন সেন্টার, ১৮১ খান এ সবুর রোড, খুলনাতে অবস্থিত।[৩৫] শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

টেবিল ২৫ : আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা এর বিগত ৫ বছরের বিবরণী[৩৬]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত ক. তলবি আমানত	৩৯.২৩	৩০.৭১	২১.৫১	২০.২২	১৭.১১
খ. মেয়াদী আমানত	৪১৭.৪৩	৩৩১.০৬	২৯৩.৭২	২৬১.৭০	২৯৩.৩৩
মোট আমানত	৪৫৬.৬৬	৩৬১.৭৭	৩১৫.২৩	২৮১.৯২	৩১০.৪৪
বিনিয়োগ	১৭৪.৩৩	১৪৬.৬৪	১৩১.৫৩	১২৭.৭৬	১২৪.২৬
মোট আয়	৫৮.৬৭	৩২.৭১	১২.১০	৮.৮২	১৭.০০
মোট ব্যয়	৬.৪৪	৮.৪০	৪.৯৫	৩.১৪	৬.৬৯
বৈদেশিক বাণিজ্য ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
খ. আমদানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	-	-	-
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ক. কর্মকর্তা	১১	১২	৭	১০	৭
খ. কর্মচারি	৬	৬	৬	৪	৩

২৫ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখাটিতে আমানত, বিনিয়োগসহ সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পায়নি। রপ্তানি, আমদানি ও ফরেন রেমিটেন্স কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায় না। তবে আগামীতে এটির অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে।

৬.৬.২ খুলনা জেলায় শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রম

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ০৬-১২-২০০৭ সাল থেকে খুলনা জেলায় এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।[৩৭] বর্তমানে শাখাটি ৪, কেডিএ এভিনিউ, শিববাড়ী মোড়, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

---

[৩৫] আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

[৩৬] প্রাগুক্ত।

[৩৭] শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ২৬ : শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা এর বিগত ৫ বছরের বিবরণী[৩৮]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	-	৬৮৬.৮০	৭৪.৯১	১৪০.৩০	২১৮.৪৭
	খ. মেয়াদী আমানত	-	২৭১.৮৩	২৯৩.০৮	৩৫১.১০	৪০৮.৪০
	মোট আমানত	-	৯৫৮.৬৩	৩৬৭.৯৯	৪৯১.৪	৬২৬.৮৭
বিনিয়োগ		-	১১৭.৭১	৪০৭.৭৫	৭১৫.০০	১১৪৪.৩৪
মোট আয়		-	৫.১৩	৪.৬৬	৮৫.৬০	১০০.৯১
মোট ব্যয়		-	৪.০১	৪.০৪	৬২.৮৮	৮৪.৩৮
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	১.০৪	৬.৬৬
	খ. আমদানি বাণিজ্য	-	৩৮৪.৬৯	৬০১.৭০	৮৩৯.৮২	৭৫২.৮০
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	২.০০	৬.২৭	২.৩০
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	-	৭	১০	১৫	১৫
	খ. কর্মচারি	-	৭	৮	৮	৬

২৬ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল এর কার্যক্রম শুরু করলেও এর তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ২০০৮ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত শাহজালাল ইসলামিক ব্যাংক লি. এর খুলনা শাখাটিতে আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য, ফরেন রেমিট্যান্সসহ সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.৬.৩ খুলনা জেলায় এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রম

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ০৫-০১-২০০৯ সাল হতে খুলনা জেলায় এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।[৩৯] বর্তমানে শাখাটি ৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ২৭ : এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখার বিগত ৫ বছরের শাখার বিবরণী[৪০]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	-	-	৩১.৪০	৭৬.২৩	৭১.১৯
	খ. মেয়াদী আমানত	-	-	৬২.০৫	২৩১.৩৫	৩৭৭.২৭
	মোট আমানত	-	-	৯৩.৪৫	৩০৭.৫৮	৪৪৮.৪৬
বিনিয়োগ		-	-	৩২.৫৯	১১৭.০১	১৭৫.৭৬
মোট আয়		-	-	নিট আয় -৮.৬৩	নিট আয় -২.৬২	নিট আয় ০.৫৬
মোট ব্যয়		-	-	-	-	-
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	খ. আমদানি বাণিজ্য	-	-	০.৬৯	৩৪.৮১	২৮.২৬
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	৪	৫.৫০	৭
মোট জনশক্তি	ক. কর্মকর্তা	-	-	১২	১৪	১৪
	খ. কর্মচারি	-	-	৩	৩	৩

---

৩৮ প্রাগুক্ত।

৩৯ প্রাগুক্ত।

৪০ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২৭ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির কার্যক্রম শুরু হয়নি। ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখাটিতে আমানত, বিনিয়োগ কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শাখাটিতে রপ্তানি বাণিজ্য অনুপস্থিত ছিল এবং আমদানি বাণিজ্য ও ফরেন রেমিট্যান্স ছিল সাধারণ মানের।

৬.৬.৪ খুলনা জেলায় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রম

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ০৮-০৭-২০০৭ সাল থেকে খুলনা জেলায় এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।[৪১] বর্তমানে শাখাটি ৭৫, কেডিএ এ্যাভিনিউ, শিববাড়ী মোড়, খুলনাতে অবস্থিত। শাখাটির কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ২৮ : ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখার বিগত ৫ বছরের বিবরণী[৪২]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	৩২.৭১	৮.৩৯	১৬.২০	২২.৩৭	৩২.৩১
	খ. মেয়াদী আমানত	১০৬.৯৫	৩০৪.৮৫	৫২৩.৪৬	৭০২.১০	৯৬৬.২৪
	মোট আমানত	১৩৯.৬৬	৩১৩.২৪	৫৩৯.৬৬	৭২৪.৪৭	৯৯৮.৫৫
বিনিয়োগ		১২.৮০	১১.৩৭	৫৮.৫৭	৯২.৬৮	১৪০.৮০
মোট আয়		৩.০৩	৩২.০০	৫৭.০৩	৮৮.৩৬	১৩৯.৭১
মোট ব্যয়		৭.৪১	৩৬.৯৬	৫৪.১৫	৭৭.৭৫	১১৮.৭৯
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	খ. আমদানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	-	-	-
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	১০	০৮	১০	১১	১৫
	খ. কর্মচারি	০৪	০৪	০৫	০৬	০৪

২৮ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খুলনা শাখাটিতে আমানত, বিনিয়োগ কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শাখাটিতে এখনও বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম শুরু হয়নি।

৬.৬.৫ খুলনা জেলায় প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং

খুলনা জেলায় প্রচলিত ব্যাংকের শুধুমাত্র সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো রয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীণ সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ২৯

---

৪১ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

৪২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জুন, ২০১০ তারিখ হতে খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনায় উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে।[৪৩]

৬.৬.৫.১ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডো এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

- ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় শারী'আহ্ ভিত্তিক অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়া।
- ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক আর্থিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করে একনিষ্ঠভাবে জনগণের কল্যাণে, কল্যাণমুখি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উৎকর্ষতা সাধন করা।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সুনাম অক্ষুন্ন রেখে দীর্ঘদিনের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন করা।
- প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে সঞ্চয়কে উৎসাহিত করা।
- অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

৬.৬.৫.২ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো এর ব্যাংকিং কার্যক্রম

সোনালী ব্যাংকিং লিমিটেড এর ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো অন-লাইন ব্যাংকিং সুবিধাসহ নিম্নলিখিত ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের মাধ্যমে উইন্ডো আমানত গ্রহণ করে। আমানত গ্রহণের উদ্দেশ্যে হিসাবসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

ক) আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব : ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোসমূহ ইসলামী শারী'আহ্র আল ওয়াদিয়াহ্ নীতির ভিত্তিতে আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব পরিচালনা করছে।

খ) মুদারাবা হিসাব : ইসলামি শারী'আহ্র মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত হিসাবসমূহ পরিচালনা করছে:

১. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (MSA)
২. মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব (MTDA)
৩. মুদারাবা বিশেষ নোটিশ জমা হিসাব (MSNDA)
৪. মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব (MHSA)

এসব হিসাবে ব্যাংক 'মুদারিব' এবং গ্রাহক 'সাহিব আল-মাল' হিসেবে গণ্য হন। ব্যাংক জমাকারীর পক্ষে তার জমাকৃত অর্থ শারী'আহ্ মোতাবেক নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ করে এবং

---

৪৩ সোনালী ব্যাংক, খুলনা কর্পোরেট শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ মুদারাবা হিসাবসমূহে বছর শেষে ওয়েটেজ ভিত্তিতে বন্টন করা হয়।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোতে ইসলামী শারী'আহ্‌র ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ প্রচলিত রয়েছে:

ক) ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

১. বায়' মুরাবাহা ২. বায়' মুয়াজ্জাল ৩. বায়' সালাম ৪. বায়' ইসতিস্‌না'

খ) হায়ার পারচেজ বা ভাড়ায় ক্রয় পদ্ধতি

১. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (এইচপিএসএম)

৬.৬.৫.৩ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোটি নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করছে:

- অন-লাইন ব্যাংকিং সুবিধা
- পেমেন্ট অর্ডার ইস্যু
- কমিশন বা সার্ভিসিং চার্জ এর ভিত্তিতে ডিডি ও টিটি এর মাধ্যমে দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ বা স্থানান্তর সহায়তা প্রদান।

টেবিল ২৯ : সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা এর ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর বিবরণী[৪৪]

মিলিয়ন টাকা

	বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	-	-	-	-	২০.০০
	খ. মেয়াদী আমানত	-	-	-	-	-
	মোট আমানত	-	-			২০.০০
বিনিয়োগ		-	-	-	-	১৫.০০
মোট আয়		-	-	-	-	২.০০
মোট ব্যয়		-	-	-	-	১.০০
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	খ. আমদানি বাণিজ্য	-	-	-	-	-
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	-	-	-	-	-
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	-	-	-	-	০২
	খ. কর্মচারি					-

২৯ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১০ সাল থেকে উইন্ডোটির কার্যক্রম শুরু হলেও এর তথ্য পাওয়া যায়নি। ২০১১ সালে উইন্ডোটির কার্যক্রম সন্তোষজনক হলেও বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম শুরু হয়নি।

---

৪৪ সোনালী ব্যাংক, খুলনা কর্পোরেট শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৭ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র

ইসলামী ব্যাংকসমূহ খুলনা জেলায় এর কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে গতিশীল করেছে। জেলায় ৭টি ইসলামী ব্যাংকের ১৪টি শাখা ও একটি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী উইন্ডোর কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করছে। খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের সার্বিক কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ৩০ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল শাখা এর বিগত ৫ বছরের বিবরণী[৪৫]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
আমানত	ক. তলবি আমানত	১৭৩৭.৩৫	২৬১০.৭০	২৬১৪.৪৩	৩০৮৩.৮৮	৪২২৬.১০
	খ. মেয়াদী আমানত	২৩৭৮.৭৪	৩১৬৭.০৬	৩৮২৬.৯০	৪৯১৩.০১	৬৩৬০.০৫
	মোট আমানত	৪১১৬.০৯	৫৭৭৭.৭৬	৬৪৪১.৩৩	৮০০২.৮৯	১০৫৮৬.১৫
বিনিয়োগ		৬৩২০.২৩	৮৪৩০.০৪	৮১৩৬.১৮	৯২২২.৫৪	১২২৮৬.৬২
মোট আয়		৪৩৭.৪৩	৫৮৭.৩৮	৪৫৬.৬৩	৬৫৪.৩৪	১১৮৭.৪১
মোট ব্যয়		৩৯১.৬৪	৪৭৮.৩১	৫৫৬.৬১	৫৯৮.২৬	৮৭০.২৫
বৈদেশিক বাণিজ্য	ক. রপ্তানি বাণিজ্য	৩২৬.২০	৭৫৯.১৩	১১৪৩.০৬	২৫২০.৩৪	৩৫৬৬.২৬
	খ. আমদানি বাণিজ্য	৫২৬৩.১৯	৮০৩৭.৪৮	৩২৮৯.৭১	৫৬০৬.৪৭	৮৩০৮.০৫
	গ. ফরেন রেমিট্যান্স	৩১৫.৭৪	৬১৫.৩৩	৯৬১.৯৫	১১৪৬.৭৫	১৩৬৭.৫৬
মোট জনশক্তি(সংখ্যায়)	ক. কর্মকর্তা	১২৬	১৪৮	১৯৮	২৪২	২৮৬
	খ. কর্মচারি	৩৯	৪৯	৬৩	৭৭	৭৮

৩০ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল শাখা এর বিগত ৫ বছরের বিবরণী অনুযায়ী এ সকল শাখাসমূহের আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য, ফরেন রেমিট্যান্সসহ সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল শাখায় মোট আমানত বৃদ্ধির ধারা উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ৭ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখায় আমানত বৃদ্ধি বিন্যাস

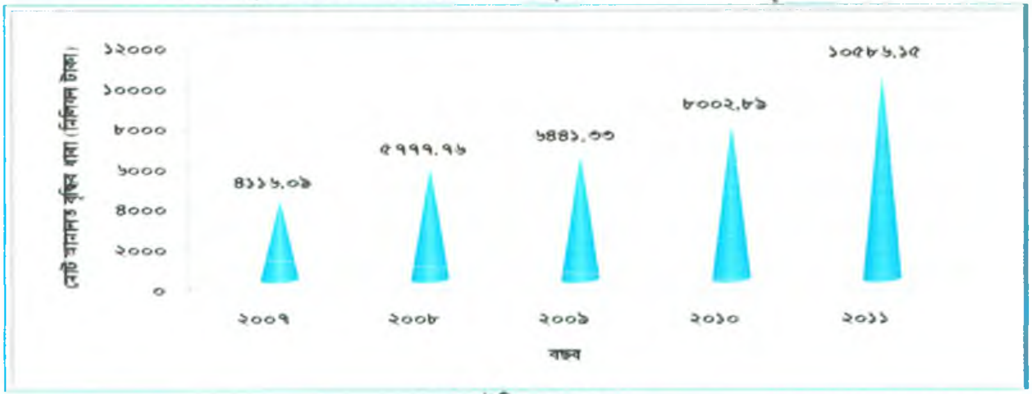

সূত্র : টেবিল নং- ৩০

---

৪৫ খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

উপরিউক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে আমানত সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখায় মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির ধারা দেখানো হল:

চিত্র ৮ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল শাখায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং- ৩০

উপরের চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে বিনিয়োগ সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখায় মোট রপ্তানি বৃদ্ধির ধারা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ৯ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখায় রপ্তানি বৃদ্ধি বিন্যাস

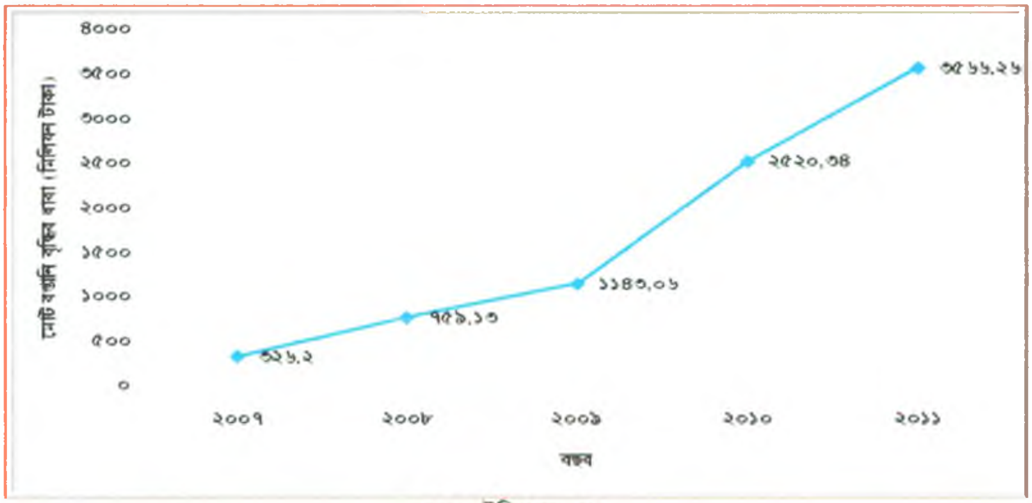

সূত্র : টেবিল নং- ৩০

Dhaka University Institutional Repository

প্রোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে রপ্তানি যথেষ্ঠভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংক সমূহের বিভিন্ন শাখায় মোট আমদানি বাণিজ্য বৃদ্ধির ধারা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ১০ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখায় আমদানি বৃদ্ধি বিন্যাস

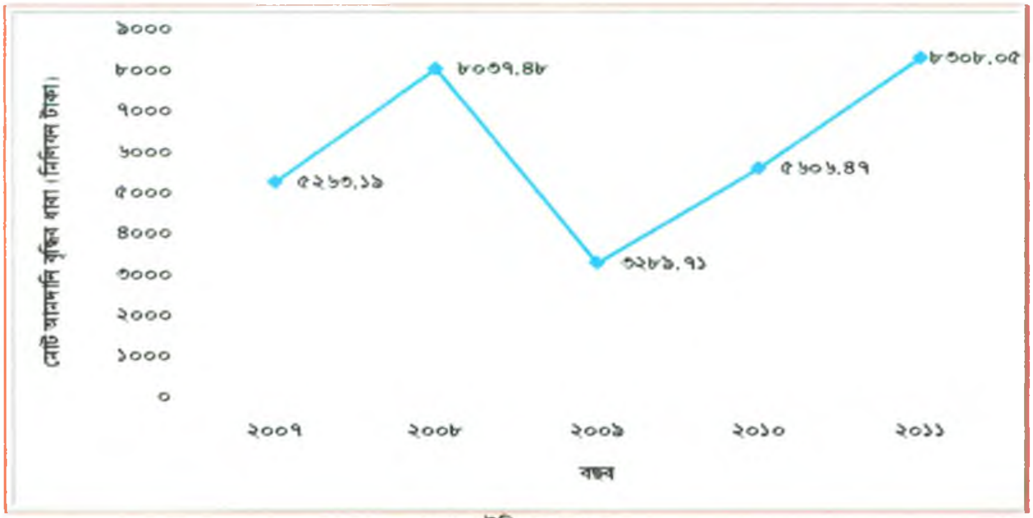

সূত্র : টেবিল নং- ৩০

প্রোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে আমদানি সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখার মোট বৈদেশিক রেমিট্যান্স বৃদ্ধির ধারা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ১১ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখার রেমিট্যান্স বৃদ্ধি বিন্যাস

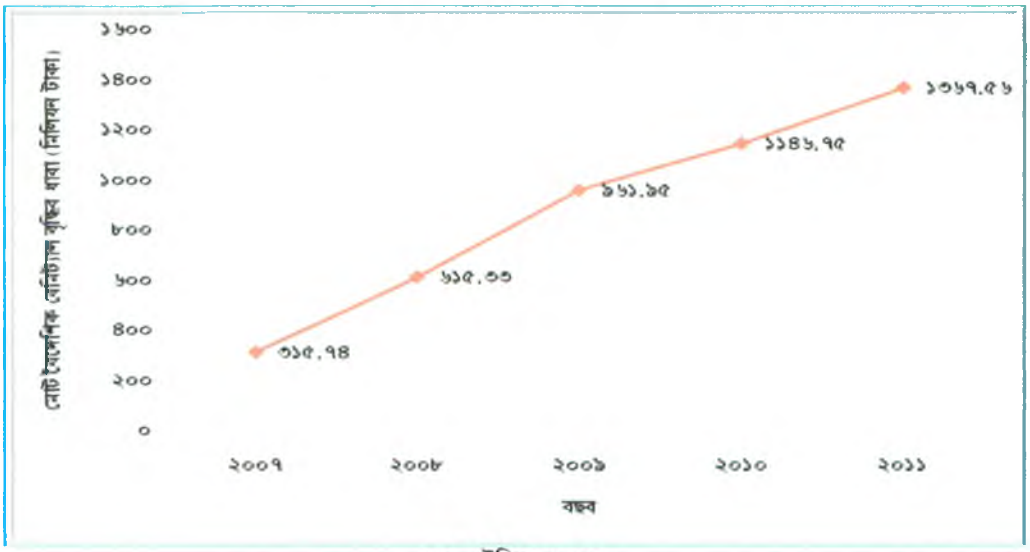

সূত্র : টেবিল নং- ৩০

Dhaka University Institutional Repository

প্রোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে রেমিট্যান্স সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখার মোট আয় বৃদ্ধির ধারা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ১২ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখার আয় বৃদ্ধি বিন্যাস

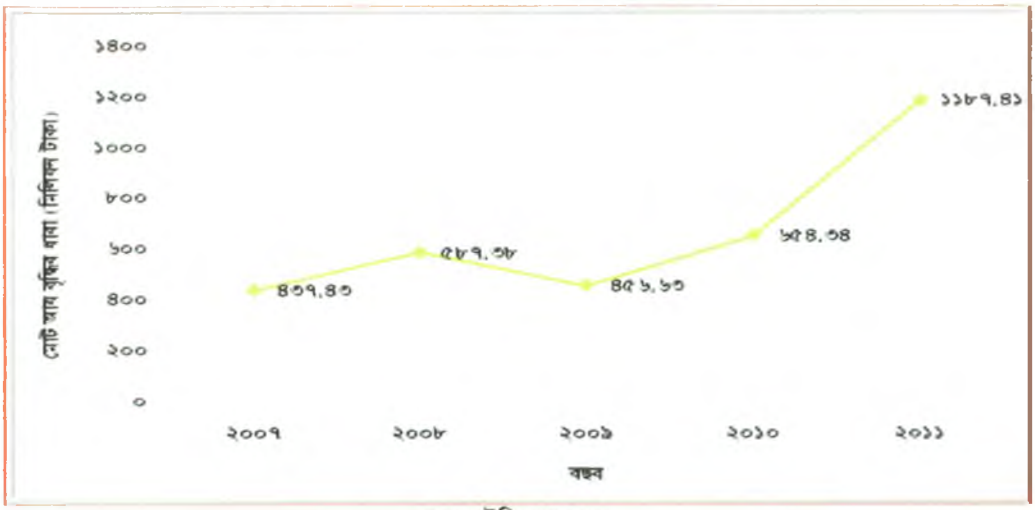

সূত্র : টেবিল নং- ৩০

উপরের চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে আয় সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখার মোট কর্মকর্তা/কর্মচারি বৃদ্ধির ধারা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ১৩ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারি বৃদ্ধি বিন্যাস

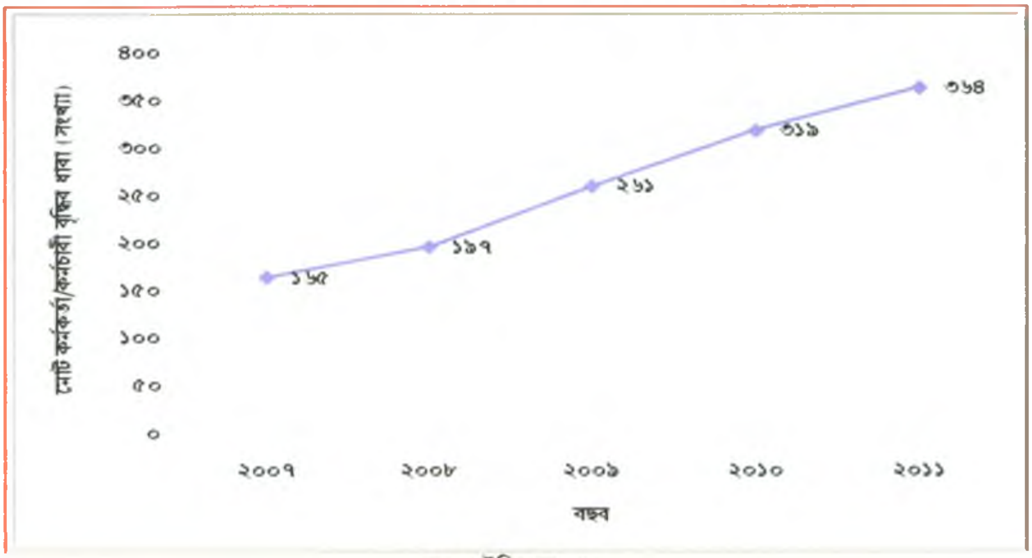

সূত্র : টেবিল নং- ৩০

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখার মোট কর্মকর্তা/কর্মচারি সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.৮ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের প্রবৃদ্ধির তুলনামূলক অবস্থা বিন্যাস

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রথমে এ কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীতে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ক্ষুদ্র বিনিয়োগ চালু করে। আইবিবিএল এর আরডিএস, এআইবিএর এর জিএসআইএস ও এসআইবিএল এর এফইএমআইপি ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সম্প্রসারণ ধারা বেশ কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এ সকল কার্যক্রম ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। এ জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগসমূহের ধারা বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

টেবিল ৩১ : খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহের বিগত পাঁচ বছরের অবস্থা বিন্যাস[৪৬]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
গ্রামের সংখ্যা	১৮৩	১৮৯	১৯০	২৩৩	২৬১
কেন্দ্র সংখ্যা	৩৪৪	৩৭০	৪১৫	৫০০	৫৩২
সদস্য (পুরুষ)	৪৯৭	৫৬৬	৫৮৭	৯২৭	১১৬৩
সদস্য (নারী)	৭৪৩৩	৮৫৮৯	৮৭৯৫	৯৮৩৩	১১৯৪৮
মোট সদস্য	৭৯৩০	৯১৫৫	৯৩৮২	১০৭৬০	১৩১১১
ক্রমপুঞ্জিভুত বিনিয়োগ	৮৭.৫৩	১০৭.৫৮	১১৬.২১	১৫২.৪১	২১৪.৪৫
বিনিয়োগ স্থিতি	৬২.৬৬	৭০.৪২	৭৪.৭৮	১০২.৬২	১৫২.৯৩
আদায়ের হার (%)	৮৯.৮৩	৯০.২৬	৯২.৫৮	৯৫.৬০	৯৭.৮১
সদস্যদের সঞ্চয়	১৮.৬১	২২.৮১	২৭.৪০	৩৪.৭৫	৪২.০৫
টিউবওয়েল বিতরণ	০২	০৪	০৬	০৮	১০
স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ	০২	০২	০৩	০৪	০৫
ফিল্ড অফিসার	৩২	৩১	৩০	৪১	৪১

---

[৪৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩১ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল শাখাতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের সকল বিষয়ে সন্তোষজনকভাবে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহের বিনিয়োগের বিতরণ বৃদ্ধির ধারা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ১৪ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিতরণ বৃদ্ধির অবস্থা বিন্যাস

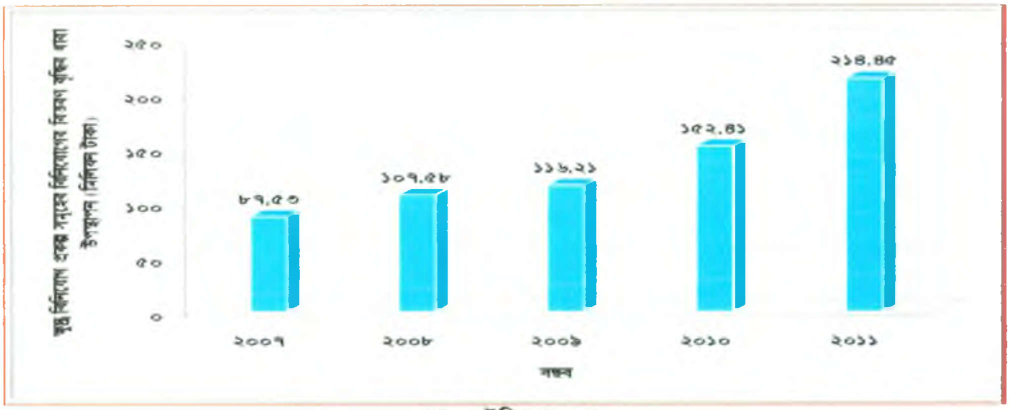

সূত্র : টেবিল নং- ৩১

প্রোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের বিতরণ বৃদ্ধি সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে।

বিগত ৫ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগে পুরুষ সদস্য বৃদ্ধির ধারা নিম্নে তুলে ধরা হল:

চিত্র ১৫ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পুরুষ সদস্য বৃদ্ধির বিন্যাস

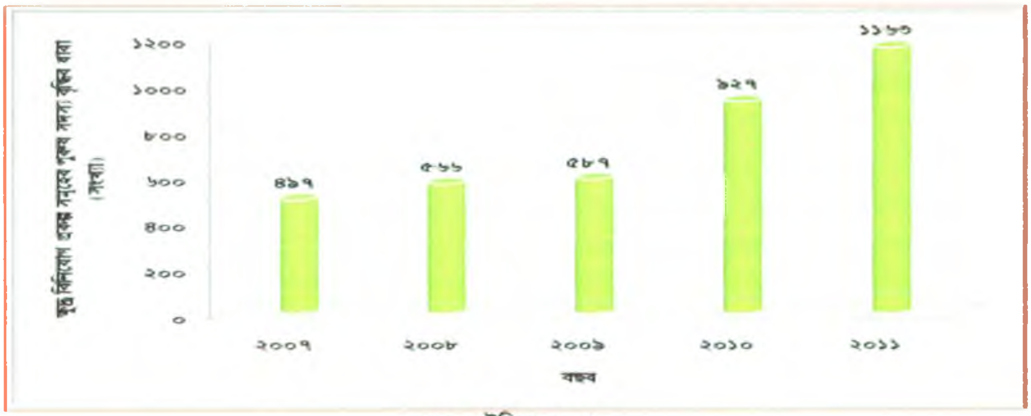

সূত্র : টেবিল নং- ৩১

Dhaka University Institutional Repository

প্রোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের পুরুষ সদস্য বৃদ্ধির ধারায় সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে। বিগত ৫ বছরের ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ নারী সদস্য বৃদ্ধির অবস্থা বিন্যাস নিম্নে তুলে ধরা হল:

চিত্র ১৬ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ নারী সদস্য বৃদ্ধির বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং- ৩১

প্রোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলার সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের নারী সদস্য বৃদ্ধির ধারায় সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে। নিম্নে বিগত ৫ বছরের ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ মোট সদস্য বৃদ্ধির অবস্থা বিন্যাস তুলে ধরা হল:

চিত্র ১৭ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মোট সদস্য বৃদ্ধি বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং- ৩১

প্রোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের মোট সদস্য বৃদ্ধির ধারায়

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রগতি হয়েছে। বিগত ৫ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধির বিন্যাস নিম্নে তুলে ধরা হল:

চিত্র ১৮: খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাম বৃদ্ধির বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং- ৩১

প্রোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমে গ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধির ধারা ইতিবাচক। নিম্নে বিগত ৫ বছরের ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কেন্দ্র/শাখা বৃদ্ধির অবস্থা বিন্যাস করা হল:

চিত্র ১৯: খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কেন্দ্র/শাখা বৃদ্ধির বিন্যাস

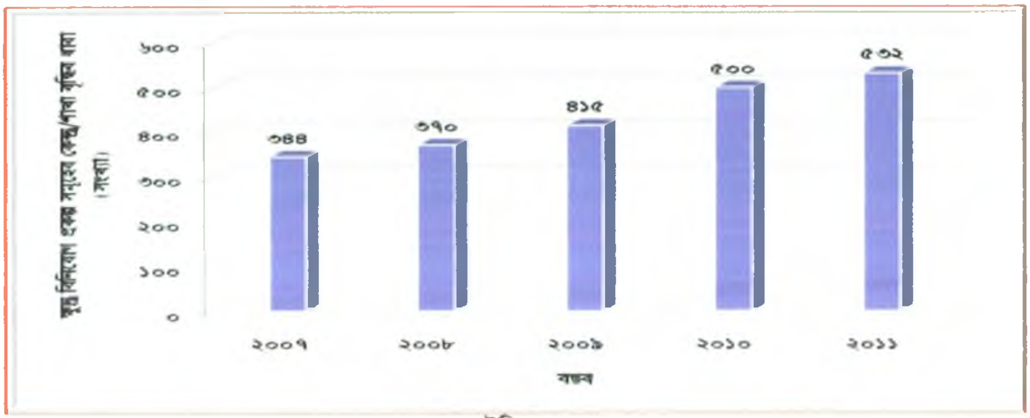

সূত্র : টেবিল নং- ৩১

উপরিউক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের কেন্দ্র/শাখা বৃদ্ধির ধারায়

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রগতি হয়েছে। নিম্নে বিগত ৫ বছরের ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ আদায়ের হার বৃদ্ধির অবস্থা বিন্যাস দেয়া হল:

চিত্র ২০ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ আদায়ের বৃদ্ধি বিন্যাস

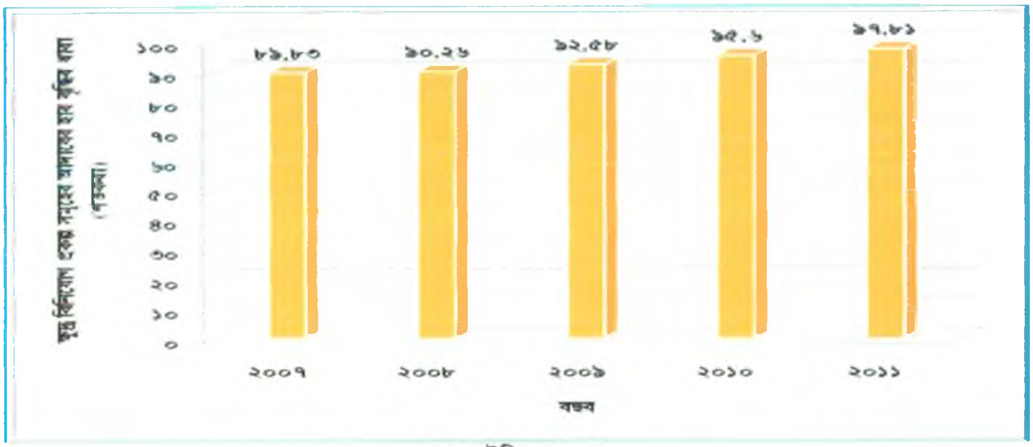

সূত্র : টেবিল নং- ৩১

প্রোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের আদায়ের হার বৃদ্ধির ধারা বেশ ভালো। বিগত ৫ বছরের খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের সদস্যদের সঞ্চয় বৃদ্ধির বিন্যাস নিম্নের চিত্রে দেখানো হল:

চিত্র ২১ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সঞ্চয় বৃদ্ধি বিন্যাস

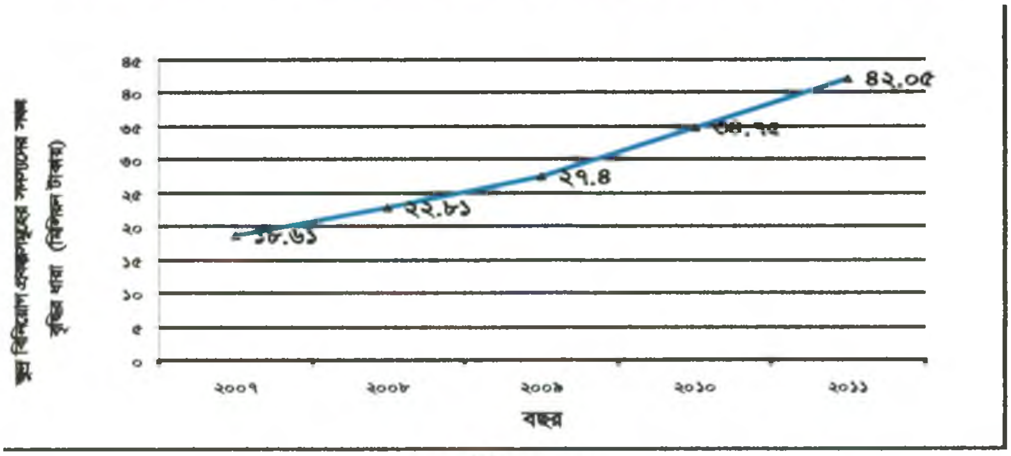

সূত্র : টেবিল নং- ৩১

প্রোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের সঞ্চয় বৃদ্ধির ধারায় সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় সকল শাখায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের সকল বিষয়ে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

৬.৯ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়মিত ব্যাংকিং কার্যক্রম ব্যতিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ ও এর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবিধ জনকল্যাণমুখি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ সকল কল্যাণমূলক কার্যক্রম জেলার তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ভূমিকা রাখছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

৬.৯.১ ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনা

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে চিকিৎসা সেবা অন্যতম। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, খুলনায় প্রতিষ্ঠিত হয় ২৭ আগস্ট, ১৯৯৯ খ্রি. খুলনা শহরের বয়রা এলাকায়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শহরের প্রাণকেন্দ্র ৪২, খান জাহান আলী রোড, শান্তি ধান মোড়ে, নিজস্ব ভবনে কাজ শুরু করে।[৪৭] ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হল:[৪৮]

অপারেশন থিয়েটারের সেবাসমূহ হল, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক ৩টি অপারেশন থিয়েটার, অপারেশন চলাকালীন ও মুমূর্ষ রোগীর মনিটরিং এর জন্য অত্যাধুনিক E.C.G, Blood Pressure, Oxygen Saturation, Temperature & Respiratory Monitor, অত্যাধুনিক অর্থপেডিক্স টেবিল, উন্নত মেশিনে Anesthesia এর সু-ব্যবস্থা।

প্রসূতি ও শিশু বিভাগের সেবাসমূহ হল শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মহিলা ডাক্তার দ্বারা ডেলিভারির ব্যবস্থা, অপরিপক্ক বাচ্চার চিকিৎসার জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক ইনফ্যান্ট ইনকিউবেটর। মাতৃগর্ভস্থ বাচ্চার মনিটরিং-এর জন্য অত্যাধুনিক ফিটাল মনিটর, New born baby-র জন্ডিস চিকিৎসার জন্য রয়েছে ফটোথেরাপি।

ডায়াগনস্টিক বিভাগ ২৪ ঘন্টা যে সকল সেবা দিচ্ছে তা হল কম্পিউটারইজড প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, মাইক্রোবায়োলজি, আলট্রাসনোগ্রাফি, বায়োকেমিস্ট্রি, ই.সি.জি, সেরোলজি,

---

[৪৭] ১ যুগ পুর্তি স্মারক, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনা, ৩১ ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১১

[৪৮] ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনা থেকে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

হিস্টোপ্যাথলজি, সাইটোপ্যাথলজি, হেমাটোলজি, T.V. সিস্টেমসহ অত্যাধুনিক X-Ray, ডিজিটাল কালার X-Ray, ডেন্টাল X-Ray, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে রক্তের হরমোন এ্যানালাইসিস, রক্তের ইলেক্ট্রোলাইট এ্যানালাইসিস, মহিলা ব্যবস্থাপনায় অল্ট্রাসনোগ্রাফি, ই.সি.জি. ও অন্যান্য পরীক্ষার সুবিধা, ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইত্যাদি।

ল্যাপারস্কপিক সার্জারি সেবাসমূহ হল দক্ষ সার্জন, সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব মেশিনে পেট না কেটে পিত্তথলির পাথর অপসারণ ও ল্যাপারস্কপিক সার্জারি করা হয়। ল্যাপারস্কপি পদ্ধতিতে এ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন ও ডায়াগনস্টিক ল্যাপারস্কপি করা হয়। চক্ষু বিভাগের সেবাসমূহ হল কম্পিউটারের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা, মাইক্রোসার্জারি ও কম্পিউটারইজড পদ্ধতিতে চোখের ছানি অপারেশন করে কৃত্রিম লেন্স স্থাপন। এন্ডো-ইউরোসার্জারি সেবাসমূহ হল অত্যাধুনিক মেশিনে এন্ডো-ইউরোসার্জারি, প্রোস্টেটগ্ল্যান্ড, মূত্রথলির টিউমার, মূত্রনালীর পাথর ভাঙ্গা ও মুত্রথলির পাথর অপসারণ করা হয়।

প্লাস্টিক ও কসমেটিক সার্জারিতে যে সমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তা হল, জন্মগত ঠোঁট কাটা ও তালু কাটা, মেয়েদের হরমোন জনিত কারণে স্তন বড় ও ছোট করা, স্তনের টিউমারের অপারেশন এবং ক্যান্সারের পর নতুন স্তন তৈরি, ছোট বোচা নাকের চিকিৎসা, ছোট কান, চ্যাপ্টা ও লম্বা নাকের চিকিৎসা, মুখের কাটা দাগ, বড় তিল, কালোজট, বসন্ত, মেস্তা ও ব্রনের দাগের চিকিৎসা। দক্ষ ডেন্টাল সার্জনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে সুন্দর, সুস্থ, সবল দাঁত ও মাড়ির জন্য ডেন্টাল চেক-আপের ব্যবস্থা। অপরিণত ও নির্ধারিত সময়ের আগেই যে সব বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় এ ধরনের বাচ্চাদের ইনকিউবেটরের সাহায্যে মাতৃগর্ভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়।

খুলনা জেলার জনগণের সেবায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে হাসপাতালটির সাধারণ সেবাসমূহ হল, মাত্র ৩০/- টাকায় আউটডোর সার্ভিস, ২৪ ঘন্টা সার্বক্ষণিক ইনডোর ও ইমার্জেন্সি সার্ভিস, টেলিফোন ও অন্যান্য সুবিধাসহ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত স্পেশাল কেবিন, লিফটের সুবিধা, ড্রাগ স্টোর ২৪ ঘন্টা খোলা, সর্বাক্ষণিক মহিলা ও পুরুষ ডাক্তারের উপস্থিতি, নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত একাধিক অপারেশন থিয়েটার। এ ছাড়া পৃথক ডেলিভারি ওয়ার্ড ও মহিলা রোগীদের জন্য মহিলা ডাক্তার, অপারেশনের পর সার্বক্ষণিক সেবার জন্য পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ার ইউনিট, এজমা রোগীদের চিকিৎসার জন্য নেবুলাইজারের ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৯.১.১ দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবায় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনার সেবামূলক কার্যক্রম

খুলনা জেলার দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনার সেবামূলক কার্যক্রম নিম্নরূপ:

৬.৯.১.১.১ ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনার আউটডোর ও ইনডোর রোগীদের সাধারণ সেবা

খুলনা জেলার জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিনিয়ত হাসপাতালটির আউটডোর ও ইনডোর সেবা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত বিবরণী দেয়া হল:

টেবিল ৩২ : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনার আউটডোর ও ইনডোর রোগীদের সেবার বিবরণী[৪৯]

ক্রমিক নং	রোগীর বিবরণ	প্রতিদিন গড় রোগীর সংখ্যা	প্রতি রোগীর সংখ্যা	প্রতি বছরে রোগীর সংখ্যা
১	আউটডোর রোগী	২০০ জন	৫২০০ জন	৬২৪০০ জন
২	ইনডোর রোগী	৬০ জন	১৮০০ জন	২১৬০০ জন
	মোট	২৬০ জন	৭০০০ জন	৮৪০০০ জন

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনার আউটডোর ও ইনডোর রোগীদের সেবার সংখ্যার বিবরণী ছিল সন্তোষজনক।

৬.৯.১.১.২ একনজরে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সমাজসেবামূলক কার্যক্রম[৫০]

খুলনা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে হাসপাতালটি কিছু ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। এ সকল সেবার মাধ্যমে এলাকার অসহায় জনগণ উপকৃত হচ্ছেন। নিম্নে বিগত পাঁচ বছরের হাসপাতালটির ফ্রি সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের চিত্র যথাক্রমে তুলে ধরা হল:

টেবিল ৩৩ : ২০০৭ সালে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সেবামূলক কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিষয়	জনসংখ্যা
১	ফ্রি খাতনা ক্যাম্প	২০০ জন
২	ফ্রি ঠোঁট কাটা তালু কাটা ক্যাম্প	৫০ জন
৩	ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ	৫০ জন
৪	ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও ডায়াবেটিক ক্যাম্প	৫০০ জন
৫	ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পে ফ্রি চিকিৎসা পত্র প্রদান	৫০০ জন
	ছানি অপারেশন	৫০ জন
৬	ডেন্টাল ক্যাম্প ফ্রি চিকিৎসা পত্র প্রদান	২০০ জন
৭	ভ্রাম্যমান/স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং প্রদান	৪০০০ জন

---

[৪৯] ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনা থেকে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

[৫০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৩৪ : ২০০৮ সালে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সেবামূলক কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিষয়	জনসংখ্যা
১	ফ্রি খাতনা ক্যাম্প	২০০ জন
২	ফ্রি ঠোঁট কাটা, তালু কাটা ক্যাম্প	৪০ জন
৩	ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ	৫০ জন
৪	ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও ডায়াবেটিক ক্যাম্প	৪০০ জন
৫	ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পে ফ্রি চিকিৎসা পত্র প্রদান	৪০০ জন
	ছানি অপারেশন	৫০ জন
৬	ডেন্টাল ক্যাম্প ফ্রি চিকিৎসা পত্র প্রদান	২০০ জন
৭	ভ্রাম্যমান ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং টিম স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ব্লাড গ্রুপিং রিপোর্ট প্রদান	৫০০০ জন

টেবিল ৩৫ : ২০০৯ সালে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সেবামূলক কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিষয়	জনসংখ্যা
১	ফ্রি খাতনা ক্যাম্প	২০০ জন
২	ফ্রি ঠোঁট কাটা, তালু কাটা ক্যাম্প	৩০ জন
৩	ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ	৫০ জন
৪	ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও ডায়াবেটিক ক্যাম্প	৪৫০ জন
৫	ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পে ফ্রি চিকিৎসা পত্র প্রদান	৫০০ জন
	ছানি অপারেশন	৫০ জন
৬	ডেন্টাল ক্যাম্প ফ্রি চিকিৎসা পত্র প্রদান	২০০ জন
৭	ভ্রাম্যমান ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং টিম স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ব্লাড গ্রুপিং রিপোর্ট প্রদান	৬০০০ জন

টেবিল ৩৬ : ২০১০ সালে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সেবামূলক কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিষয়	জনসংখ্যা
১	ফ্রি খাতনা ক্যাম্প	২০০ জন
২	ফ্রি ঠোঁট কাটা, তালু কাটা ক্যাম্প	৪০ জন
৩	ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ	৫০ জন
৪	ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও ডায়াবেটিক ক্যাম্প	৫০০ জন
৫	ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পে ফ্রি চিকিৎসা পত্র প্রদান	৩০০ জন
	ছানি অপারেশন	৫০ জন
৬	ডেন্টাল ক্যাম্প ফ্রি চিকিৎসা পত্র প্রদান	২০০ জন
৭	ভ্রাম্যমান ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং টিম স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ব্লাড গ্রুপিং রিপোর্ট প্রদান	৩২০০ জন

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৩৭ : ২০১১ সালে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সেবামূলক কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিষয়	জনসংখ্যা
১	ফ্রি খাতনা ক্যাম্প	২০০ জন
২	ফ্রি ঠোঁট কাটা, তালু কাটা ক্যাম্প	৫০ জন
৩	ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ	৫০ জন
৪	ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও ডায়াবেটিক ক্যাম্প	৬০০ জন
৫	ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পে ফ্রি চিকিৎসা পত্র প্রদান	৩৫০ জন
	ছানি অপারেশন	৫০ জন
৬	ডেন্টাল ক্যাম্প ফ্রি চিকিৎসা পত্র প্রদান	২০০ জন
৭	ভ্রাম্যমান ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং টিম স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ব্লাড গ্রুপিং রিপোর্ট প্রদান	২০০০ জন

৬.৯.২ ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনা

খুলনায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে খুলনা শহরের এ-১৫, মজিদ স্মরণী, সোনাডাংগাতে ১ জুন ২০০৮ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী (আইবিআইটি) খুলনা।[৫১] খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার বিকাশে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি মূলত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত একটি বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। অত্র ইন্সটিটিউট এর অধীনে পরিচালিত কারিগরি কোর্সসমূহ নিম্নরূপ:

৬.৯.২.১ ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং

প্রতিষ্ঠানটি ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর নিম্নোক্ত কোর্সসমূহ পরিচালনা করছে:

- টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং
- গার্মেন্টস ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং
- ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
- সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
- কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং

৬.৯.২.২ ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনা স্বল্প মেয়াদি কোর্সসমূহ

আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প মেয়াদি নিম্নোক্ত কোর্সসমূহ পরিচালনা করছে:

---

[৫১] ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি খুলনা হতে সংগৃহীত লিফলেট থেকে সংকলিত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৩৮ : আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদি কোর্সসমূহ[৫২]

	কোর্সের নাম	মেয়াদকাল
১	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন	৬ মাস
২	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন	২ মাস
৩	গ্রাফিক্স ডিজাইন	২ মাস
৪	ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং	২ মাস
৫	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	-
৬	স্পোকেন ইংলিশ	-

৬.৯.২.৩ ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনার গত ৫ বছরে কারিগরি প্রশিক্ষণ জেলার বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প মেয়াদি কোর্স ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠানটির বিগত কয়েক বছরের কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল।[৫৩]

টেবিল ৩৯ : ২০০৮ সালে ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনার কারিগরি প্রশিক্ষণের বিবরণী

	কারিগরি প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী
১	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ৬ মাস	২৫ জন
২	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ২ মাস	৬৯ জন
৩	মোবাইল	৪ জন
		মোট ৯৮ জন

টেবিল ৪০ : ২০০৯ সালে ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনার কারিগরি প্রশিক্ষণের বিবরণী

	কারিগরি প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী
১	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ৬ মাস	৫৬ জন
২	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ২ মাস	৬৩ জন
৩	গ্রাফিক্স ডিজাইন	৩ জন
৪	স্পোকেন ইংলিশ	১২ জন
৫	ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং	৩ জন
৬	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	৮ জন
		মোট ১৪৫ জন

---

৫২ ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি খুলনা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

৫৩ ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি খুলনায় অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ফজলে রব করিম কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪১ : ২০১০ সালে ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনার কারিগরি প্রশিক্ষণের বিবরণী

	কারিগরি প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী
১	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ৬ মাস	৭৬ জন
২	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ২ মাস	৩৮ জন
৩	গ্রাফিক্স ডিজাইন	৬ জন
৩	ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং	১ জন
	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	৪ জন
৪	স্পোকেন ইংলিশ	৩ জন
		মোট ১২৪ জন

টেবিল ৪২ : ২০১১ সালে ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনার কারিগরি প্রশিক্ষণের বিবরণী

	কারিগরি প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী
১	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ৬ মাস	৫০ জন
২	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ২ মাস	৯০ জন
		মোট ১৪৫ জন

টেবিল ৪৩ : ২০১২ সালে ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনার কারিগরি প্রশিক্ষণের বিবরণী (৩০ মে পর্যন্ত)

	কোর্সের নাম	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১	ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	১০৪	২	১০৬
২	ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন	১৫	৩	১৮
৩	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ৬ মাস	১৭	১৭	৩৪
৪	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন ২ মাস	২	০	২
	মোট	১৩৮	২২	১৬০

এছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে ২০১১ সালে ইউএনডিপির অর্থায়নে পুলিশ রিফর্ম প্রগ্রামের আওতায় খুলনায় ৬০ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে ICT Awareness Training Program সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬.৯.৩ আয়লা দুর্গতদের জন্য ফায়েল খায়ের কর্মসূচি

আয়লা[৫৪] দুর্গতদের জন্য ফায়েল খায়ের কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ফায়েল খায়ের কৃষি সহায়তা কর্মসূচি (Fael Khair Agro Inputs Program) একটি কারয হাসানা কর্মসূচি। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সিডরের ভয়াবহ তান্ডবের প্রেক্ষিতে এটি চালু করা

---

[৫৪] আয়লা একটি জলোচ্ছাস যা খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চলকে ব্যাপকভাবে প্লাবিত করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

হলেও পরবর্তীতে তা আয়লা বিধ্বস্ত এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়। IDB ও IBF এর ১৩-০৫-২০০৮ সালে স্বাক্ষরিত MOU এর প্রেক্ষিতে এটি কৃষি ও জীবিকাবর্ধক কর্মসূচি। IDB অর্থায়নে IBF পরিচালিত হলেও বাস্তবে এটি সংশ্লিষ্ট এলাকার ইসলামী ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে পরিচালিত। খুলনা জেলার আইলা দূর্গত কয়রা উপজেলায় এটি আইবিবিএল এর পাইকগাছা শাখার সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে।

৬.৯.৩.১ ফায়েল খায়েরের কার্যক্রমসমূহ

- Basic Live Survey এর মাধ্যমে সঠিক গ্রাহক নির্বাচন ও সংগঠিত করা ।
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ, প্রনোদনা ও অর্থায়নের আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ স্বল্প জমিতে সর্বোচ্চ কৃষি ফলন উৎপাদন।
- প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নের মাধ্যমে গ্রাহকদের মৎস, কৃষি, হাঁস-মুরগী, গবাদিপশুপালন ক্ষেত্রে পূর্ণবাসন করা।
- ভিকটিমদেরকে অর্থায়নের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৬.৯.৩.২ ফায়েল খায়েরের মাঠপর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো

দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে সংগঠিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদেরকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি টেকসই কর্মসূচি গড়ে তোলাই ফায়েল খায়ের কার্যক্রমের লক্ষ্য। ফায়েল-খায়ের প্রকল্পের একজন প্রোগ্রাম অফিসার ১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ৬টি দল নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয় এবং প্রতি দলে ৫ জন সদস্য থাকে। নিম্নে প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো আলোচনা করা হল।

৬.৯.৩.৩ ফায়েল খায়েরের সদস্য ও দল প্রক্রিয়া

- প্রকল্প এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া ও বয়স সীমা ১৮ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে হওয়া।
- পরিবারের নিজস্ব চাষযোগ্য সর্বোচ্চ জমির পরিমান ১ একর বা মাসিক আয় অনুর্ধ্ব ৫,০০০/- টাকা হওয়া।
- শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের উদ্যোক্তা মানসিকতা বিদ্যমান থাকা।
- অন্য কোন আথিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপী বিনিয়োগ গ্রাহক না হওয়া।
- ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ৫ জন নারী অথবা পুরুষ নিয়ে একটা দল তৈরি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪৪ : ফায়েল খায়ের কার্য প্রদান কার্যক্রম (কার্য খাত, সীমা ও মেয়াদ)

ক্রমিক নং	খাত	কার্যের সীমা	কার্য মেয়াদ	গ্রাহকের ইকুইটি
০১	কৃষি কাজ	২৫,০০০/-	৬ মাস	-
০২	কৃষি যন্ত্রপাতি	৭৫,০০০/-	১২ মাস	১০%
০৩	মৎস আহরণ (নৌকা ও জাল)	৫০,০০০/-	১২ মাস	১০%
০৪	পুকুরে মৎস চাষ	৩০,০০০/-	৬ মাস-১২ মাস	-
০৫	গবাদিপশু	৩০,০০০/-	৬ মাস-১২ মাস	-
০৬	হাঁস-মুরগী	২০,০০০/-	৬ মাস-১২ মাস	-
০৭	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৩০,০০০/-	১২ মাস	-

৬.৯.৩.৪ ফায়েল খায়েরের সার্ভিস চার্জ ও কার্য এর বিপরীতে জামানত

এই প্রকল্পের আওতায় কোন সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়না। এই প্রকল্পের আওতায় ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত কারযের বিপরীতে কোন সহায়ক জামানতের প্রয়োজন নেই। গ্রুপ গ্যারান্টির বিপরীতে ঐ পরিমাণ টাকার কারয প্রদান করা যাবে। ৩০,০০১/- টাকা হতে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত কারযের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত অথবা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টির প্রয়োজন হবে। ৫০,০০০/- টাকার অধিক কারযের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানতের প্রয়োজন। তবে কৃষি যন্ত্রপাতি ও নৌকা-জালের ক্ষেত্রে যে কোন পরিমাণের জন্য তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টির প্রয়োজন।

৬.৯.৩.৫ ফায়েল খায়েরের প্রকল্পের পাওনা আদায়ের পদ্ধতি

সংশ্লিষ্ট খাতের নগদ প্রবাহের (Cash flow) উপর ভিত্তি করেই কিস্তির ধরণ নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ গ্রাহকের নগদ সরবরাহের ধরন বিশ্লেষণ করে এবং তার সাথে আলোচনা করে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক কিস্তি নির্ধারণ করেন।

৬.৯.৩.৬ ফায়েল খায়ের কর্মসূচির সর্বশেষ অবস্থান

খুলনা জেলায় আয়লা দূর্গতদের পুনর্বাসনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পাইকগাছা শাখার তত্ত্বাবধানে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কতৃক পরিচালিত ফায়েল খায়ের কর্মসূচির সর্বশেষ অবস্থার বিন্যাস নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪৫ : ফায়েল খায়ের তথ্য বিন্যাস[৫৫]

১	মোট সদস্য সংখ্যা	৮৫৭ জন
২	কার্যভোগী সদস্য সংখ্যা	৫৯১ জন
৩	প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্তি	৫৭,০০,০০০/-
৪	ডিসবার্সমেন্ট হিসাব স্থিতি	৪১,০০০/-
৫	কালেকশান হিসাব স্থিতি	২,১০,০০০/-
৬	বর্তমান স্থিতি	৫৪,৪৯,০০০/-
৭	কেন্দ্র সংখ্যা	৪৮টি
৮	গ্রুপ সংখ্যা	৩১২টি
৯	গ্রাম সংখ্যা	২৪টি
১০	ইউনিয়ন সংখ্যা	২ টি

মূলত খুলনা জেলায় ফায়েল খায়ের কর্মসূচির ভূমিকা ব্যাপক। এ জেলায় আয়লা দূর্গতদের কল্যাণে এ কর্মসূচি ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৬.১০ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে এর শাখাসমূহে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের কল্যাণে নিম্নলিখিত ৫টি খাতে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। খাতগুলো হল (১) শিক্ষা (২) প্রশিক্ষণ (৩) স্বাস্থ্য (৪) ত্রাণ ও পূর্ণবাসন ও (৫) পরিবেশ উন্নয়ন।[৫৬] সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহে ৩১-১২-২০১২ তারিখে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কল্যাণমূলক কার্যক্রমের বিবরণী পর্যায়ক্রমে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ৪৬ : আইবিবিএল খুলনা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রম (৩১-১২-২০১২ তারিখে)[৫৭]

শিক্ষা কর্মসূচি		প্রশিক্ষণ কর্মসূচি			ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মসূচি				পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচি	
শিক্ষা উপহার		গ্রাহকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ			গ্রাহকগণের দুর্ঘটনা জনিত বিনিয়োগ বকেয়া মওকুফ		ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য কার্যক্রম		উপকার ভোগী	টাকা
উপকার ভোগীর সংখ্যা	টাকা	কোর্সের সংখ্যা	অংশ গ্রহণকারী সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	উপকার ভোগী	টাকা		
৪৮	২৯০০০	১০	৫০০	৪০০০০	২০	১৮০০০০	১	১০০০০	৩৬৫০	৯০০০০

[৫৫] ফায়েল খায়ের এর প্রজেক্ট অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য।

[৫৬] *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১২০

[৫৭] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪৭ : আইবিবিএল দৌলতপুর শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রম (৩১-১২-২০১২ তারিখে)[৫৮]

শিক্ষা কর্মসূচি								প্রশিক্ষণ কর্মসূচি		
শিক্ষা উপহার		প্রাথমিক বিদ্যালয়			মক্তব			গ্রাহকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ		
উপকার ভোগীর সংখ্যা	টাকা	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা	টাকা	মক্তবের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা	টাকা	কোর্সের সংখ্যা	অংশ গ্রহণকারী সংখ্যা	টাকা
১১৬	৭০৫০০	১	২৫	৩৫১৮২	১	২৫	২৫৫৭৩	২	১০০	৭৯২৩

ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি								পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচি	
গ্রাহকগণের দুর্ঘটনা জনিত বিনিয়োগ বকেয়া মওফুক		বিপদগ্রস্থ সদস্যদের অর্থ প্রদান কার্যক্রম				ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য কার্যক্রম		উপকার ভোগী	টাকা
সংখ্যা	টাকা	সদস্যদের		হতদরিদ্রগণের		উপকার ভোগী	টাকা		
		সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা				
৩	৩২১৭৩	২	১২০০০	৩	১৫০০০	১	২৫০০	৩৯৮০	৮৯২১০

স্বাস্থ্য কর্মসূচি								
বিশুদ্ধ পানি ও জীবানুমুক্ত ল্যাট্রিন কার্যক্রম				সতর্কতামূলক কার্যক্রম ও রোগ প্রতিরোধ			স্বাস্থ্য সহকারী	
টিউবওয়েল		ল্যাট্রিন		সংখ্যা	উপকার ভোগী	টাকা	উপকার ভোগী	টাকা
সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা					
২৫	২১০০০	৪	১২০০০	১৩৭	১৩৭	১৩৭০০০	৭	৯২০০০

---

[৫৮] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, দৌলতপুর শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪৮ : আইবিবিএল ফুলতলা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রম (৩১-১২-২০১২ তারিখে)[৫৯]

শিক্ষা কর্মসূচি		স্বাস্থ্য কর্মসূচি			ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি				পরিবেশ সংরক্ষন কর্মসূচি	
শিক্ষা উপহার বৃত্তি		সতর্কতামূলক কার্যক্রম ও রোগ প্রতিরোধ			গ্রাহকগণের দুর্ঘটনা জনিত বিনিয়োগ বকেয়া মওকুফ		বিপদ গ্রস্থ সদস্যদের অর্থ প্রদান কার্যক্রম		উপকার ভোগী	টাকা
উপকার ভোগীর সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	উপকার ভোগী	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সদস্যদের সংখ্যা	টাকা		
৩২	২০০০০	১৮	১৮	১৮০০০	৪	১৯৩৪৪	৫	২২০০০	১৮৬৬	৪১৯১১

টেবিল ৪৯ : আইবিবিএল পাইকগাছা শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের কল্যাণমূলক কার্যক্রম (৩১-১২-২০১২ তারিখে)[৬০]

স্বাস্থ্য কর্মসূচি					ত্রান ও পূণর্বাসন কর্মসূচি				পরিবেশ সংরক্ষন কর্মসূচি	
সতর্কতামূলক কার্যক্রম ও রোগ প্রতিরোধ			স্বাস্থ্য সহকারী		গ্রাহকগণের দুর্ঘটনা জনিত বিনিয়োগ বকেয়া মওকুফ		ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য কার্যক্রম		উপকার ভোগী	টাকা
সংখ্যা	উপকার ভোগী	টাকা	উপকার ভোগী	টাকা	সংখ্যা	টাকা	উপকার ভোগী	টাকা	উপকার ভোগী	টাকা
২৫	২৫	২৬৮৫০	৫১	৫১০০০	১	৫৮৫৭	১	২৫০০	২৬২৩	৪৫০০০

শিক্ষা কর্মসূচি							
শিক্ষা উপহার		প্রাথমিক বিদ্যালয়			মক্তব		
উপকার ভোগীর সংখ্যা	টাকা	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা	টাকা	মক্তবের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা	টাকা
৫০	৩০৫০০	১	২৫	৩৩৪৪৭	১	২৫	২২৫৯১

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্ট উপরোল্লিখিত কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ গ্রাহকগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। ক্রমেই এ

---

[৫৯] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফুলতলা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।
[৬০] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পাইকগাছা শাখা হতে সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সকল কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে চলেছে।[৬১] এ সকল কর্মকাণ্ড ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সার্বিক জীবন যাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

পরিশেষে বলা যায়, খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম।[৬২] ইসলামী ব্যাংকসমূহের ১৪টি পূর্ণ শাখা এ জেলায় কাজ করছে।[৬৩] তন্মধ্যে ১টি শাখা এসএমই/কৃষি শাখা হিসেবে ও কৃষি প্রধান এ জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করছে।[৬৪] প্রচলিত ধারায় ব্যাংক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এটির খুলনা কর্পোরেট শাখায় ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে ভূমিকা রাখছে।[৬৫] ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ সালের ইসলামী ব্যাংকসমূহ খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১২২৮৬.৬২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে জেলাটির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ সালে খুলনা জেলার ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের স্থিতি ছিল ১৫২.৯৩ মিলিয়ন টাকা যা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত পক্ষে খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যাপক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

---

[৬১] ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং- আরডিডি/২০১১/১২৩২, তাং ০৫-১১-১২, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ১২০

[৬২] ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : নাফিজা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১২), পৃ. ১২৬

[৬৩] *বার্ষিক প্রতিবেদন*, সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যাংকসমূহ।

[৬৪] কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি সমৃদ্ধ খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসএমই/কৃষি শাখার গুরুত্ব ব্যাপক। কৃষি ভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে এ জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

[৬৫] প্রচলিত ধারার আরো কয়েকটি ব্যাংক খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডো খুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পর্কিত গ্রাহক দৃষ্টিভঙ্গি

৭.১ প্রথম স্তর : মাঠ জরিপের গ্রাহক, ব্যাংক, শাখা নির্বাচন বিন্যাস

৭.২ দ্বিতীয় স্তর : মাঠ জরিপের গ্রাহকগণের প্রাথমিক অবস্থা পর্যালোচনা

৭.৩ তৃতীয় স্তর : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলাফল বিন্যাস

৭.৪ চতুর্থ স্তর : ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের নৈতিক মান ও ধর্মীয় উন্নয়ন বিন্যাস

৭.৫ পঞ্চম স্তর : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মতামত পর্যালোচনা

৭.৬ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকার সফলতা প্রমাণে কাই বর্গ(χ^2-test) ও টি টেস্ট(t-test)

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পর্কিত গ্রাহক দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ জেলার নাম খুলনা।[১] নদী বিধৌত এ জনপদের বেশিরভাগ এলাকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ[২] প্রতিনিয়ত এ জেলার জনপদে আঘাত হানে। শিল্প কলকারখানার বিকাশ এখানে নিম্নমুখি। গ্রামীণ জনপদে বেকারত্বের হার প্রকট। অনাহার, অর্ধাহারে দিনাতিপাত করা এখানকার মানুষের নিয়তি।[৩] বঙ্গোপসাগরের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে নদীমাতৃক জীবন যাত্রাই এখানকার বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্র ঋণ আধুনিক বিশ্বে দরিদ্র দূরীকরণে[৪] এক স্বীকৃত মাধ্যম। খুলনা জেলার জনপদেও এটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জেলার বিপুল জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসের অধিকারী হওয়ার ফলে প্রচলিত সুদভিত্তিক ঋণে তাদের অনীহা রয়েছে। এ সমস্যা দূরীকরণে খুলনা জেলায় কর্মরত কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ[৫] চালু করেছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প(RDS-Rural Development Scheme) ও এর সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প(MEIS-Micro Enterprise Investment Scheme), আল-আরাফাহ্

---

১ মোঃ ইউনুসুর রহমান ও এস.এস. রইজ উদ্দিন আহম্মদ, *খুলনা বিভাগের ইতিহাস*(খুলনা : গাঙচিল প্রকাশন, ২০১০), খ. ১, পৃ. ৩৫; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শোভামন্ডিত বাংলাদেশের একটি বহু উচ্চারিত জনপদের নাম খুলনা। প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলিও এখানে রয়েছে প্রচুর। এখানে রয়েছে বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণক্ষেত্র, বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ, পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন। আরো আছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টির স্থাপত্য নিদর্শন। এক্ষেত্রে আর এক বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ ষাট গম্বুজ মসজিদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এসব দিক দিয়ে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় খুলনার অবস্থান যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। দ্র. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা, cf. http://www.dckhulna.gov.bd/ visited on 22-12-2011

২ সিডর, আয়লাসহ সাম্প্রতিক সময়ের বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হয়েছে এ জেলা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ জেলার মানুষের জীবনযাত্রার নিত্যকার সঙ্গী।

৩ মোল্লা আমীর হোসেন, *খুলনার পরিচিতি*(খুলনা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, কলেজ শিক্ষক ইতিহাস সমিতি, খুলনা, ২০০৮), পৃ. ১

৪ ক্ষুদ্র ঋণকে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। দ্র. রশিদ ফারুকী ও এস বদরুন্দোজা, *বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*(ঢাকা : ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স, ২০১২), পৃ. ৪

৫ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ক্ষুদ্র পরিমাণের আর্থিক সেবাকে বুঝায় যা দরিদ্রদেরকে ইসলামী শারী'আহ্র নীতিমালা অনুসরণ করে দেয়া হয়। দ্র. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*(ঢাকা : নাফিজা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১২), পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প(GSIS-Grameen Small Investment Scheme) ও এর সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প(MEIS-Micro Enterprise Investment Scheme) এবং সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিবার ক্ষমতায়ণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প(FEMIP-Family Empowerment Micro Investment Program) ও এর সংশ্লিষ্ট Family Empowerment Micro Finance Program চালু করেছে। খুলনা জেলার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আলোচ্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। এ অধ্যায়ে মাঠ জরিপ ও তার ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

সরেজমিন জরিপের উদ্দেশ্যসমূহ(Purpose of Field Survey)

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়াবলি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ এ জরিপের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ:

- ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের আয়-ব্যয় পর্যালোচনা করা।
- আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা।
- গ্রাহকগণের নৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থান উপস্থাপন করা।
- গ্রাহকগণের উন্নয়ন/অনুন্নয়নের ধারা বর্ণনা করা।
- গ্রাহকগণের কর্মসংস্থানের পরিবর্তন ধারা বর্ণনা করা।
- গ্রাহকগণের অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা মুকাবিলার অর্জিত সক্ষমতা নির্ণয় করা।
- গ্রাহকগণের টেকসই আর্থ-সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা।

সরেজমিন জরিপের হাইপোথিসিস্(Hypothesis of Field Survey)

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ, গ্রাহকগণের আয়-ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিভার বিকাশ, নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়ন, কর্মমুখি ধারা সূচনা করণসহ সামগ্রীক উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সফলতা অর্জন করছে।

তথ্যের উৎস(Source of Data)

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর শাখাসমূহের বা পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (Rural Development Scheme) এবং আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের (Grameen Small Investment Scheme) সকল পর্যায়ের গ্রাহকগণের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর গ্রাহক

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা স্বল্প ও বিনিয়োগের ধারা নিম্নমুখি হওয়ায় উক্ত ব্যাংকের কোন গ্রাহকের সাক্ষাৎকার নেয়া সম্ভব হয়নি।

সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ(Field Survey and Data Collection)

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের নিকট থেকে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত তথ্য সংগ্রহে সর্বমোট ২০০ জন ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্রে ২৩টি মৌলিক প্রশ্ন ও সংশ্লিষ্ট প্রায় শতাধিক প্রশ্ন ছিল। জরিপটি ১২ জুন ২০১২ সাল হতে ২৬ জুন ২০১২ সাল পর্যন্ত সরেজমিনে পরিচালিত হয়। গ্রাহকগণের নিকট থেকে মৌখিক ভিত্তিতে উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অবিন্যস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রাহক নির্বাচন করা হয়েছে।

মাঠ জরিপের ফলাফল

৭.১ প্রথম স্তর : মাঠ জরিপের গ্রাহক, ব্যাংক ও শাখা নির্বাচন বিন্যাস

৭.১.১ একনজরে খুলনা জেলার থানার সংখ্যা ও মাঠ জরিপের এলাকা

খুলনা জেলায় মোট থানার সংখ্যা ১৪টি এর মধ্যে মাঠ জরিপকৃত থানাসমূহ হলঃ সদর, রুপসা, বটিয়াঘাটা, খানজাহান আলী, দৌলতপুর, সোনাডাংগা, দিঘলিয়া, ফুলতলা, খালিশপুর, পাইকগাছা, ডুমুরিয়া। মোট ১১টি থানায় এ জরিপ চালানো হয়েছে যা জেলার ৭৮.৫৭ শতাংশ।[৬] তেরখাদা, দাকোপ ও কয়রা এ ৩টি থানায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের গ্রাহক পাওয়া যায়নি। ফলে উক্ত তিনটি থানার গ্রাহকগণের সাক্ষাৎকার অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি। খুলনা জেলার থানার সংখ্যা ও মাঠজরিপে অন্তর্ভূক্ত এলাকার চিত্রায়ন নিম্নে দেয়া হলঃ

চিত্র ১ : জেলার থানার সংখ্যা ও মাঠ জরিপের এলাকা

সূত্র : টেবিল নং ১

---

৬ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্পর্কিত মাঠ জরিপ ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

৭.১.২ মাঠ জরিপের গ্রাম পরিক্রমা

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা সম্পর্কিত গ্রাহক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক মাঠ জরিপের অন্তর্ভূক্ত অত্র জেলার গ্রামসমূহের তালিকা নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ১ : মাঠ জরিপের গ্রাম পরিক্রমা

১ নেহালপুর	২৩ নিরালা	৪৫ বরনপাড়া	৬৭ শ্রীকান্তপুর
২ ইলাইপুর	২৪ ইসলামপাড়া	৪৬ হাড়িয়ালী	৬৮ মাগুরা
৩ মাসুয়াডাংগা	২৫ মশিয়াল	৪৭ আলফা	৬৯ পুরাইকাটি
৪ নৈহাটি	২৬ দেয়ানা	৪৮ জাউকোনা	৭০ বাগালী
৫ চররুপসা	২৭ গাইকুড়	৪৯ বানিয়াপুকুর	৭১ বান্দিকাঠী
৬ হাসাড়া	২৮ আড়ংঘাটা	৫০ নন্ডিনী	৭২ গোপালপুর
৭ সিংহেরচর	২৯ সরদারডাংগা	৫১ ধুলজাম	৭৩ সরল
৮ যুগিহাটি	৩০ কার্তিককুল	৫২ কারিকরপাড়া	৭৪ চেচুয়া
৯ চরমহব্বহপুর	৩১ শিরোমনি	৫৩ চাকুরিয়া	৭৫ আলমতলা
১০ নাজিরঘাট	৩২ সেনহাটি	৫৪ নাওদাড়ী	৭৬ লক্ষীখোলা
১১ জিন্নাহপাড়া	৩৩ রেহমগাতি	৫৫ দক্ষিণডিঙ্গি	৭৭ গজালিয়া
১২ দঃ মোল্লাপাড়া	৩৪ বারাকপুর	৫৬ মঠবাড়ী	৭৮ শিবকাটি
১৩ রামনগর	৩৫ পানিগাতি	৫৭ জামিরা	৭৯ পাইকগাছা
১৪ জয়পুর	৩৬ মহেশ্বরপাশা	৫৮ ধোপখোলা	৮০ সেলেকপুরাইকাটি
১৫ আমতলা	৩৭ মিয়ের ডাঙ্গা	৫৯ বাজগাতী	৮১ চরমলাই
১৬ জাবুসা	৩৮ নিমলিয়া	৬০ দানেশমিটার	৮২ গদাইপুর
১৭ তালিমপুর	৩৯ আট্টা	৬১ গয়ালখোলা	৮৩ রোস্তমপুর
১৮ দঃ টুটপাড়া	৪০ ব্রক্ষগাতী	৬২ রাড়ুলী	৮৪ চুকনগর
১৯ দারুসসালাম	৪১ গিলাতলা	৬৩ কৃষ্ণনগর	৮৫ মালতিয়া
২০ সাচিবুনিয়া	৪২ দামোদর	৬৪ শ্যামনগর	৮৬ উঃ মাগুরখোলা
২১ গোবরচাকা	৪৩ ঘোষগাতি	৬৫ বিরাশি	৮৭ যোগরোস্তমপুর
২২ মিস্ত্রীপাড়া	৪৪ রায়েরমহল	৬৬ ফাটাখালী	৮৮ চাকন্দিয়া

উপরোক্ত ১ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ২০০ জন গ্রাহককে অবিন্যস্ত পদ্ধতিতে(Random Method) সাক্ষাৎকারের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যেখানে ৮৮টি গ্রামের অধিবাসী অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। নিম্নে জরিপের অন্তর্ভূক্ত গ্রামের সংখ্যা ও গ্রাহক সংখ্যা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ২ : গ্রামের সংখ্যা ও গ্রাহক সংখ্যা বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ১

৭.১.৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যাংক ও শাখাভিত্তিক গ্রাহক বিন্যাস

নিম্নে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যাংক ও শাখাভিত্তিক গ্রাহক বিন্যাস দেখানো হলঃ

টেবিল ২ : ব্যাংক ও শাখাভিত্তিক গ্রাহক বিন্যাস

ব্যাংকের নাম	শাখার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	খুলনা শাখা, খুলনা	৪৫
	দৌলতপুর শাখা, খুলনা	৪৫
	ফুলতলা শাখা, খুলনা	৪৫
	পাইকগাছা শাখা, খুলনা	৪৫
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	চুকনগর শাখা, ডুমুরিয়া, খুলনা	২০

২ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগসমূহের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ৪টি শাখার প্রতিটি হতে ৪৫ জন করে গ্রাহক এবং আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি শাখার ২০ জন গ্রাহক হতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যাংক ও শাখাভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা ও শতকরা হার বিভাজন যথাক্রমে চিত্রে দেখানো হলঃ

চিত্র ৩ : ব্যাংক ও শাখাভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা বিভাজন

সূত্র : টেবিল নং ২

নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যাংক ও শাখাভিত্তিক গ্রাহকের শতকরা হার বিভাজন চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ৪ : ব্যাংক ও শাখাভিত্তিক গ্রাহকের শতকরা হার বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ২

৭.২ দ্বিতীয় স্তর : মাঠ জরিপের গ্রাহকগণের প্রাথমিক অবস্থা পর্যালোচনা

৭.২.১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের বয়স বিন্যাস

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের গ্রাহকগণের বয়স নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৩ : গ্রাহকগণের বয়স সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

গণসংখ্যা (N=২০০)	গড় বয়সের হার
২০০ জন	৩৫.৫ বছর

উপরোক্ত ৩ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের মোট গণসংখ্যা ২০০ জন এবং গ্রাহকগণের গড় বয়স ৩৫ বছর ৬ মাস। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের বয়স চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ৫ : গ্রাহকগণের বয়স বিন্যাস

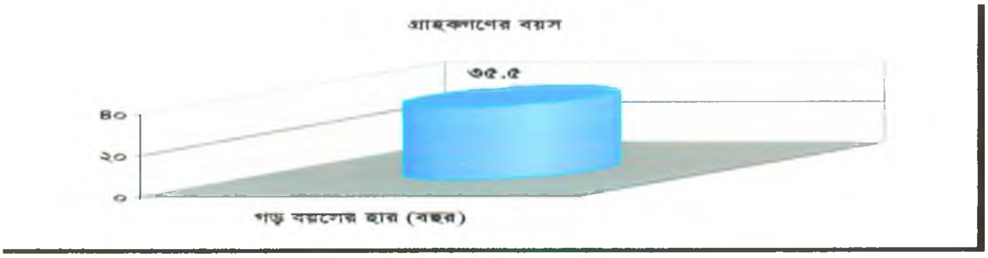

সূত্র : টেবিল নং ৩

Dhaka University Institutional Repository

৭.২.২ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিন্যাস

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের মাঠ জরিপের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ৪ : গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

শিক্ষার ধরন	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
নিরক্ষর	১৪	৭
স্বাক্ষরজ্ঞান	৩০	১৫
৫ম শ্রেণী	৫১	২৫.৫
৮ম শ্রেণী	৭০	৩৫
এসএসসি	২০	১০
এইচএসসি	১০	৫
স্নাতক	৫	২.৫
মোট	**২০০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪ নং টেবিল বিশ্লেষণে যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মধ্যে তাদের ৭% নিরক্ষর, ১৫% সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, ২৫.৫০% ৫ম শ্রেণী পাশ, ৩৫% ৮ম শ্রেণী পাশ, ১০% এসএসসি পাশ, ৫% এইচএসসি পাশ ও ২.৫০% স্নাতক পাশ। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য চিত্রে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ৬ : গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা হার সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

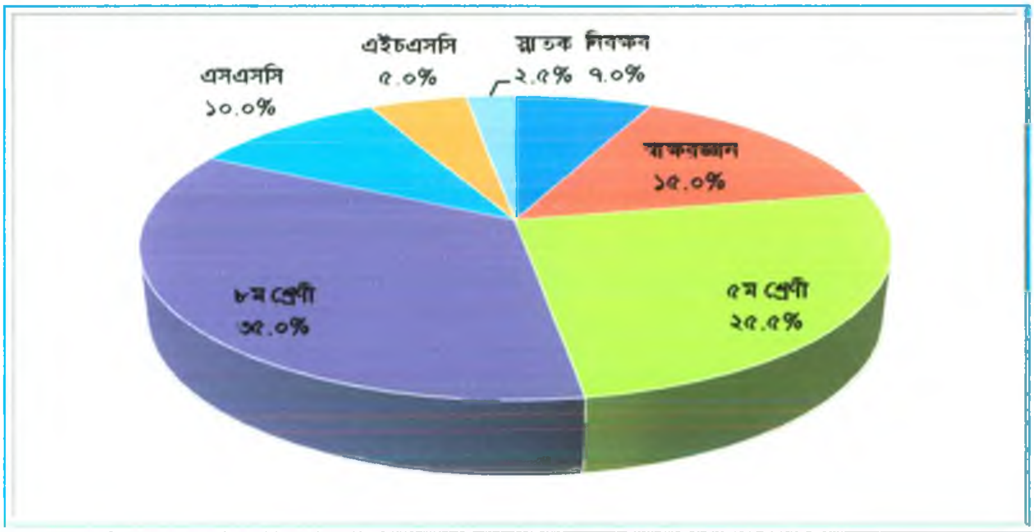

সূত্র : টেবিল নং ৪

৭.২.৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পেশা বিভাজন

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের পেশা বিভাজন নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ৫ : গ্রাহকগণের পেশা বিভাজন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পেশার নাম	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
পশু পালন	৫০	২৫
মৎসজীবি	২৮	১৪
কৃষিজীবি	১০	৫
সেবাকর্ম	২৩	১১.৫
হাঁস-মুরগী পালন	৯	৪.৫
বিবিধ	৮০	৪০
মোট	**২০০**	**১০০**

উপরোক্ত ৫ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের মধ্যে ২৫% পশুপালন, ১৪% মৎসচাষ, ৫% কৃষিকর্ম, ১১.৫% সেবাকর্ম ৪.৫%, হাঁস-মুরগী পালন এবং ৪০% বিবিধ কর্মে জড়িত। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সদস্যদের পেশা বিভাজন দেখানো হল:

চিত্র ৭ : সদস্যদের পেশা বিভাজন

সূত্র : টেবিল নং ৫

৭.২.৪ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ধর্মীয় অবস্থা বিন্যাস

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকগণের ধর্মীয় অবস্থা নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৬ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ধর্মীয় অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

	মুসলিম	হিন্দু	অন্যান্য	মোট
গণসংখ্যা (N=২০০)	১৮৯	১১	-	২০০
শতকরা হার	৯৪.৫	৫.৫	-	১০০

উপরোক্ত ৬ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ৯৪.৫% মুসলিম ও ৫.৫% হিন্দু ধর্মের অনুসারী। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ধর্মীয় অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হল:

চিত্র ৮ : গ্রাহকগণের ধর্মীয় অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

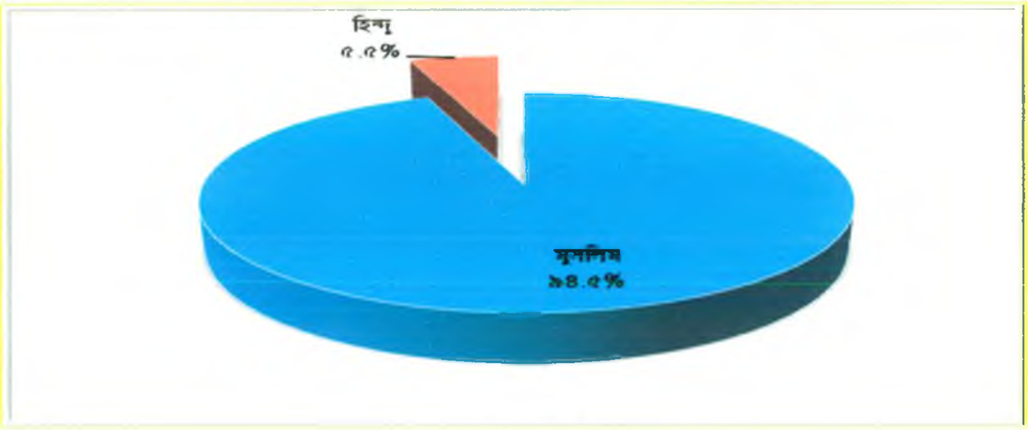

সূত্র : টেবিল নং ৬

৭.২.৫ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের ধরন বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকগণের পরিবারের ধরন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৭ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পরিবারের ধরন	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
একক পরিবার	১৮০	৯০
যৌথ পরিবার	১৪	৭
একান্নবর্তী	৬	৩
মোট	২০০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ৭ নং টেবিল বিশ্লেষণে যায় যে, গ্রাহকগণের ৯০% একক পরিবার, ৭% যৌথ পরিবার ও ৩% একান্নবর্তী পরিবারের অধিকারী। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের বিন্যাস চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল:

চিত্র ৯ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবার সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

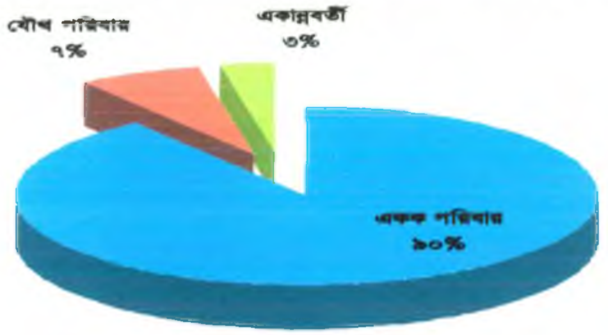

সূত্র : টেবিল নং ৭

৭.২.৬ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ লিঙ্গভেদে গ্রাহকগণের বিভাজন

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত লিঙ্গভেদে গ্রাহকগণের বিভাজন নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৮ : লিঙ্গভেদে গ্রাহকগণের বিভাজন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

লিঙ্গ	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
নারী	১৯৩	৯৬.৫
পুরুষ	৭	৩.৫
মোট	২০০	১০০

উপরোক্ত ৮ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মধ্যে ৯৬.৫০% নারী সদস্য এবং মাত্র ৩.৫০% পুরুষ সদস্য। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লিঙ্গভেদে বিভাজন সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হল:

চিত্র ১০ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লিঙ্গভেদে বিভাজন

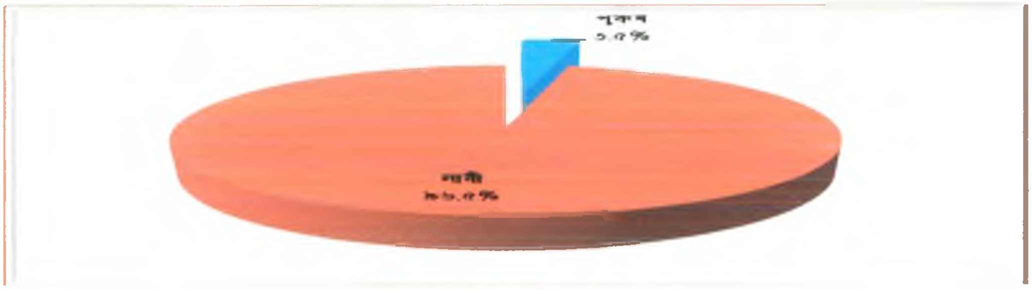

সূত্র : টেবিল নং ৮

Dhaka University Institutional Repository

৭.২.৭ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের পরিচয় বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের পরিচয় বিন্যাস নিম্নে দেয়া হলঃ

টেবিল ৯ : গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের পরিচয় সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পুরুষের সংখ্যা	নারীর সংখ্যা	মোট
৪২৭	৪০৩	৮৩০
৫১.৪৫%	৪৮.৫৫%	১০০%

উপরোক্ত ৯ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের পুরুষ ৫১.৪৫ শতাংশ ও নারী ৪৮.৫৫ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের পরিচয় সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হলঃ

চিত্র ১১ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের পরিচয় বিন্যাস

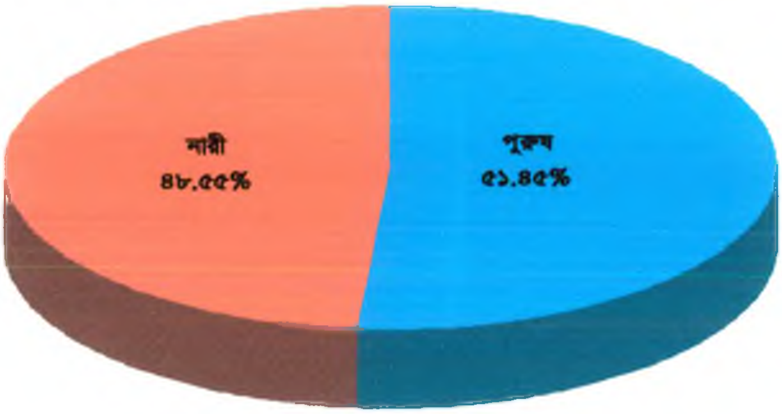

সূত্র : টেবিল নং ৯

৭.২.৮ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের কর্মবস্থা বেকারত্ব ও অন্যান্য বিভাজন বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের কর্ম অবস্থা, বেকারত্ব ও অন্যান্য বিভাজন নিম্নে দেয়া হলঃ

টেবিল ১০ : গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের কর্ম অবস্থা, বেকারত্ব ও অন্যান্য বিভাজন

কর্মজীবি	বেকার	লেখাপড়া ও অন্যান্য	মোট
৪০৯	৩৩৯	৮২	৮৩০
৪৯.২৮%	৪০.৮৪%	৯.৮৮%	১০০%

উপরোক্ত ১০ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যগণের ৪৯.২৮ শতাংশ কর্মজীবি, ৪০.৮৪ শতাংশ বেকার ও বাকি ৯.৮৮ শতাংশ লেখাপড়া ও অন্যান্য। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের কর্ম অবস্থা, বেকারত্ব ও অন্যান্য বিভাজন সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হল:

চিত্র ১২ : গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের কর্ম অবস্থা, বেকারত্ব ও অন্যান্য বিন্যাস

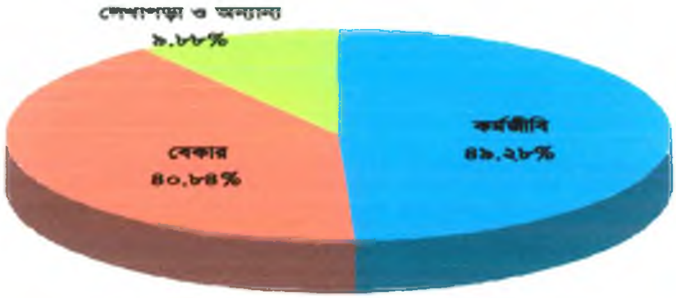

সূত্র : টেবিল নং ১০

৭.৩ তৃতীয় স্তর : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলাফল বিন্যাস

৭.৩.১ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের খাতভিত্তিক বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের খাতভিত্তিক বিশ্লেষণ নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ১১ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ খাতভিত্তিক বিন্যাস

উৎসসমূহ	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
গবাদিপশু পালন	৫০	২৫
মৎস চাষ	২৮	১৪
কৃষিকর্ম	৮	৪
ব্যবসা/দোকান	৬৩	৩১.৫
পরিবহণ	১১	৫.৫
সেবাকর্ম	১২	৬
বনায়ন	২	১
গৃহনির্মাণ	৩	১.৫
শিক্ষাঋণ	০	০
হাঁস-মুরগী পালন	৯	৪.৫
ম্যানুফ্যাকচারিং	৩	১.৫
অন্যান্য	১১	৫.৫
মোট	**২০০**	**১০০**

উপরোক্ত ১১ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ খাত হল গবাদিপশু পালন ২৫%, মসৎচাষ ১৪%, কৃষিকর্ম ৪%, ব্যবসা/দোকান ৩১.৫০%, পরিবহণ ৫.৫০%, সেবাকর্ম ৬%, বনায়ন ১%, গৃহনির্মাণ ১.৫%, শিক্ষা ঋণ ০%, হাঁস-মুরগী পালন ৪.৫০%, ম্যানুফ্যাকচারিং ১.৫ ও অন্যান্য ৫.৫০ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ খাতভিত্তিক বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ১৩ : খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ খাতভিত্তিক বিন্যাস

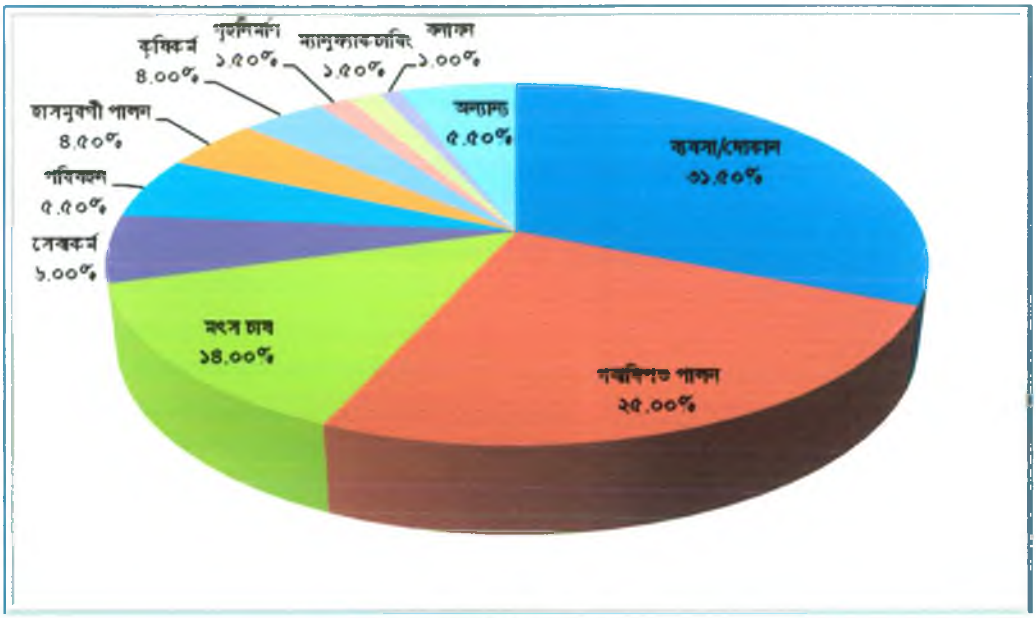

সূত্র : টেবিল নং ১১

৭.৩.২ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের বিনিয়োগ গ্রহণ বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের বিনিয়োগ গ্রহণ বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ১২ : গ্রাহকগণের বিনিয়োগ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

গণসংখ্যা (N=২০০)	বিনিয়োগ সংখ্যা	বিনিয়োগ গড় সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ(টাকা)
২০০	৫০৪	২.৫	১০,৮৭৫,৫০০/-

উপরোক্ত ১২ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিনিয়োগ সংখ্যা ৫০৪, গড় বিনিয়োগ গ্রহণ ২.৫ বার, মোট বিনিয়োগ ১০,৮৭৫,৫০০/- টাকা। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণের বিনিয়োগ বিশ্লেষণ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৪ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের বিনিয়োগ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ১২

৭.৩.৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লাভ-ক্ষতি বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের লাভ-ক্ষতি বিন্যাস নিম্নে তুলে ধরা হল:

টেবিল ১৩ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

লাভ(টাকা)	গ্রাহকপ্রতি গড় লাভ	ক্ষতি(টাকা)	গ্রাহকপ্রতি গড় ক্ষতি(টাকা)
৭৬,১০,৫০০/-	৩৮,০৫৩/-	৭,০০০/-	৩৫/-

উপরোক্ত ১৩ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লাভের পরিমাণ টাকা ৭৬,১০,৫০০/- হয়েছে যাতে গড় লাভ ৩৮,০৫৩/- টাকা। অপরদিকে ক্ষতির পরিমাণ ৭,০০০/- টাকা, যাতে গড় ক্ষতি ৩৫/- টাকা মাত্র। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লাভ-ক্ষতি পরিমাণ দেখানো হল:

চিত্র ১৫ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

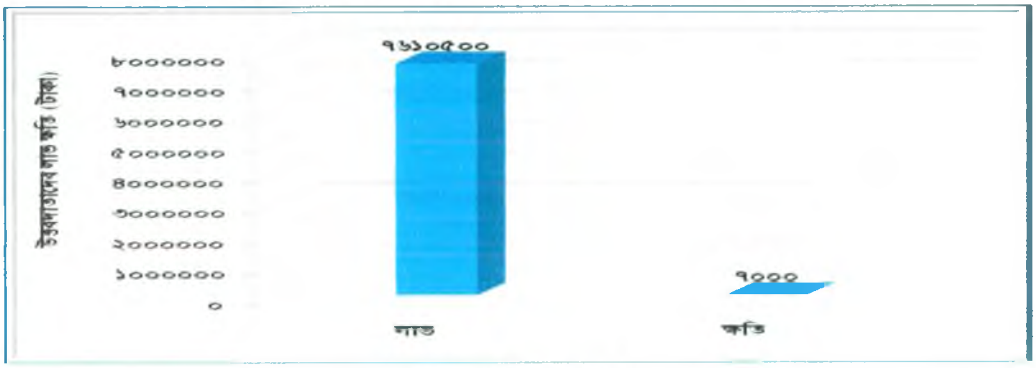

সূত্র : টেবিল নং ১৩

৭.৩.৪ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসংস্থান তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান তথ্য বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ১৪ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

গণসংখ্যা (N=২০০)	কর্মসংস্থান(সংখ্যা)	গ্রাহকপ্রতি গড় কর্মসংস্থান
২০০	২৯২ জন	১.৪৬ জন

উপরোক্ত ১৪ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ২০০ জনের বিপরীতে কর্মসংস্থান হয়েছে ২৯২ জনের, গ্রাহক প্রতি গড় কর্মসংস্থান ১.৪৬ জন। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের কর্মসংস্থান হার সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ১৬ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের কর্মসংস্থানের হার বিন্যাস

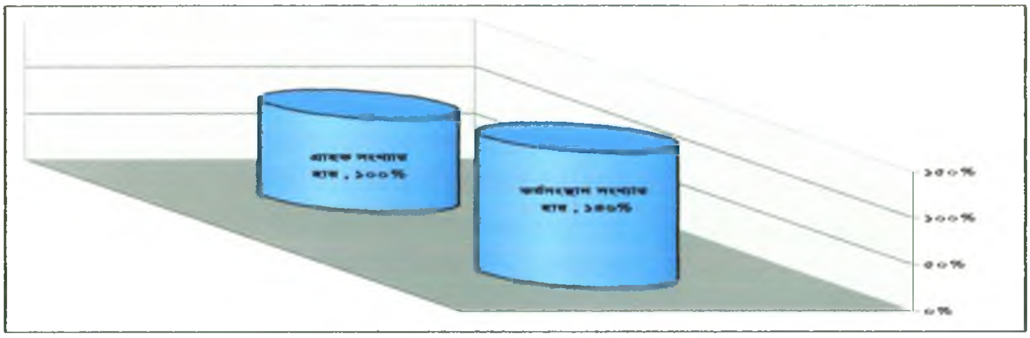

সূত্র : টেবিল নং ১৪

৭.৩.৫ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লাভ-ক্ষতি ও কর্মসংস্থান বিন্যাস:

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লাভ-ক্ষতি ও কর্মসংস্থান বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ১৫ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লাভ-ক্ষতি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

লাভ	ক্ষতি	কর্মসংস্থান
৬৯.৯%	০.৬৪%	১৪৬%

উপরোক্ত ১৫ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবসায় লাভ ৬৯.৯%, ক্ষতি ০.৬৪% ও কর্মসংস্থান ১৪৬ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লাভ-ক্ষতির হার বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ১৭ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লাভ-ক্ষতির হার সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ১৫

নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে সদস্য সংখ্যা এবং কর্মসংস্থানের তুলনামূলক তথ্যের বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ১৮ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সদস্য সংখ্যা এবং কর্মসংস্থান হার সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

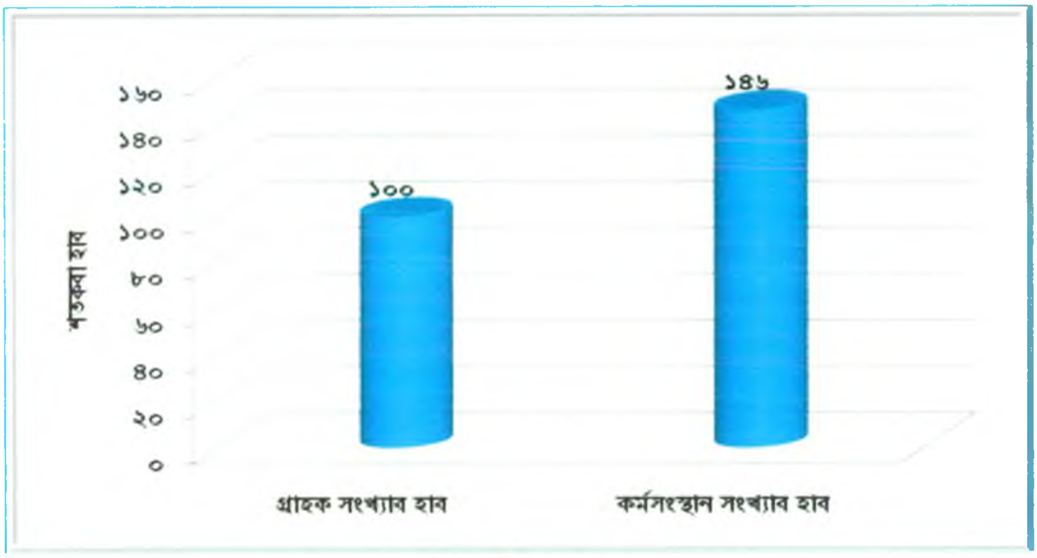

সূত্র : টেবিল নং ১৫

৭.৩.৬ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের অন্যান্য ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের অন্যান্য ঋণ গ্রহণ তথ্য বিন্যাস নিম্নরূপ:

টেবিল ১৬ : গ্রাহকগণের অন্যান্য ঋণ গ্রহণ তথ্য বিন্যাস

সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
অন্যান্য উৎস হতে ঋণ নেয়নি	১৭০	৮৫
আত্নীয়স্বজন থেকে ঋণ	১০	৫
প্রতিবেশী থেকে ঋণ	৬	৩
বিভিন্ন এনজিও/সংস্থা থেকে ঋণ	৬	৩
অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ	৮	৪
মোট	২০০	১০০

উপরোক্ত ১৬ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মধ্যে ৮৫% অন্য উৎস থেকে ঋণ নেয়নি। যারা অন্য উৎস থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের মধ্যে আত্নীয় স্বজন থেকে ঋণ ৫%, প্রতিবেশী থেকে ঋণ ৩%, বিভিন্ন এনজিও/সংস্থা থেকে ঋণ ৩% ও অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ ৪ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের অন্যান্য ঋণ গ্রহণ তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৯ : গ্রাহকগণের অন্যান্য ঋণ সংক্রান্ত তথ্য বিন্যাস

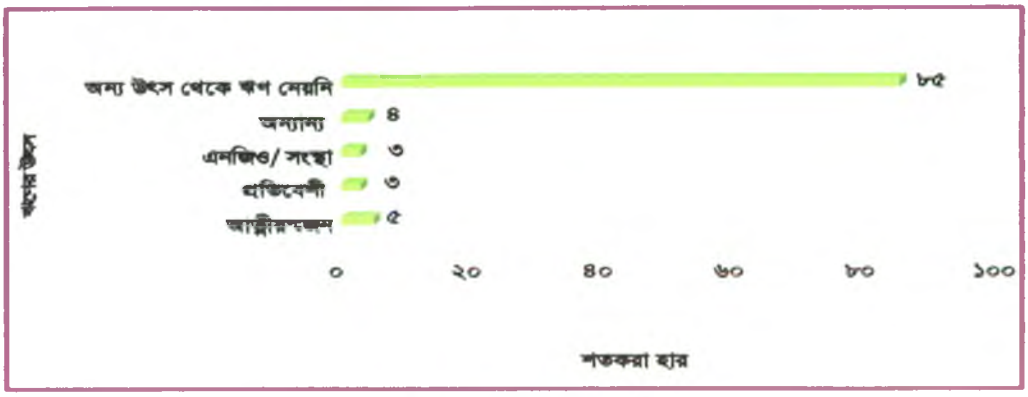

সূত্র : টেবিল নং ১৬

৭.৩.৭ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে গ্রাহকগণের কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের পরিবারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি পরিবর্তন বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ১৭ : গ্রাহকগণের কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

	পূর্বে	বর্তমানে	প্রবৃদ্ধি	প্রবৃদ্ধির শতকরা হার
পুরুষ	২২৬	২৭৭	৫১	২৩
নারী	৩৬	১৮০	১৪৪	৪০০
মোট	২৬২	৪৫৭	১৯৫	৭৪

উপরোক্ত ২৭ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে গ্রাহকগণের কর্মসংস্থান পুরুষ পূর্বে ২২৬ জন হলেও বর্তমানে ২৭৭ জন, নারী পূর্বে ৩৬ জন হলেও বর্তমানে ১৮০ জন, মোট পূর্বে ২৬২ জন হলেও বর্তমানে ৪৫৭ জনে পরিবর্তিত হয়েছে। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি ও এর শতকরা হার সংক্রান্ত তথ্য বিন্যাসের তুলনামূলক চিত্র পর্যায়ক্রমে দেখানো হল:

চিত্র ২০ : গ্রাহকগণের কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

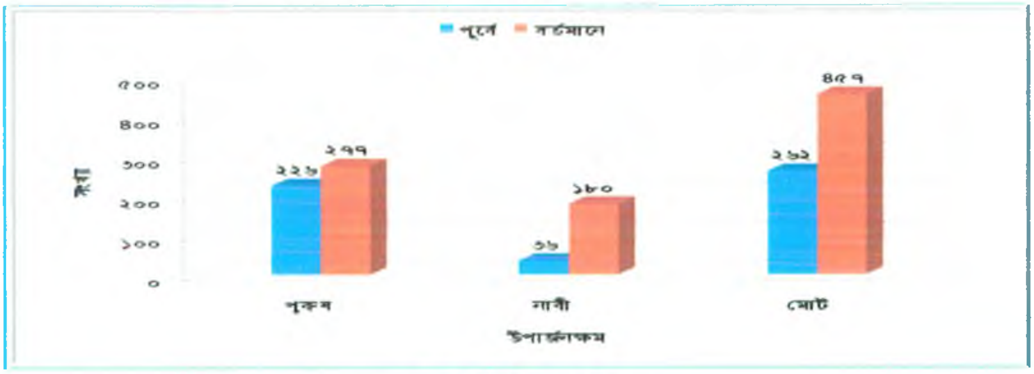

সূত্র : টেবিল নং ১৭

চিত্র ২১ : গ্রাহকগণের কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি শতকরা হার সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ১৭

৭.৩.৮ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে গ্রাহকগণের আয়-ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে আয়-ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নরূপ:

টেবিল ১৮ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের আয়-ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	প্রবৃদ্ধি (টাকা)
বর্তমানে	২৯,৩৮,০০০	২১,২২,২০০	(+) ৮,১৫,৮০০
পূর্বে	১৯,৭৪,৪০০	১৭,১৫,৯০০	(+) ২,৫৮,৫০০
প্রবৃদ্ধি	৯,৬৩,৬০০	৪,০৬,৬০০	প্রকৃত আয় বৃদ্ধি ৫,৫৭,৩০০
শতকরা বৃদ্ধি	৪৮.৮০	২৩.৭০	প্রকৃত আয় বৃদ্ধি ২৫.১০

উপরোক্ত ১৮ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে গ্রাহকগণের আয় পূর্বে ১৯,৭৪,৪০০/- টাকা ছিল যা বর্তমানে ২৯,৩৮,০০০/- টাকা হওয়ায় প্রবৃদ্ধি ৯,৬৩,৬০০/- টাকা হয়েছে। গ্রাহকগণের ব্যয় পূর্বে টাকা ১৭,১৫,৯০০/- হলেও বর্তমানে ২১,২২,২০০/- ও প্রবৃদ্ধি ৪,০৬,৬০০/- হয়েছে। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধির হার সংক্রান্ত তথ্য বিন্যাসের তুলনামূলক চিত্র পর্যায়ক্রমে দেখানো হল:

চিত্র ২২ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের আয়-ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ১৮

চিত্র ২৩ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের আয়-ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার বিন্যাস

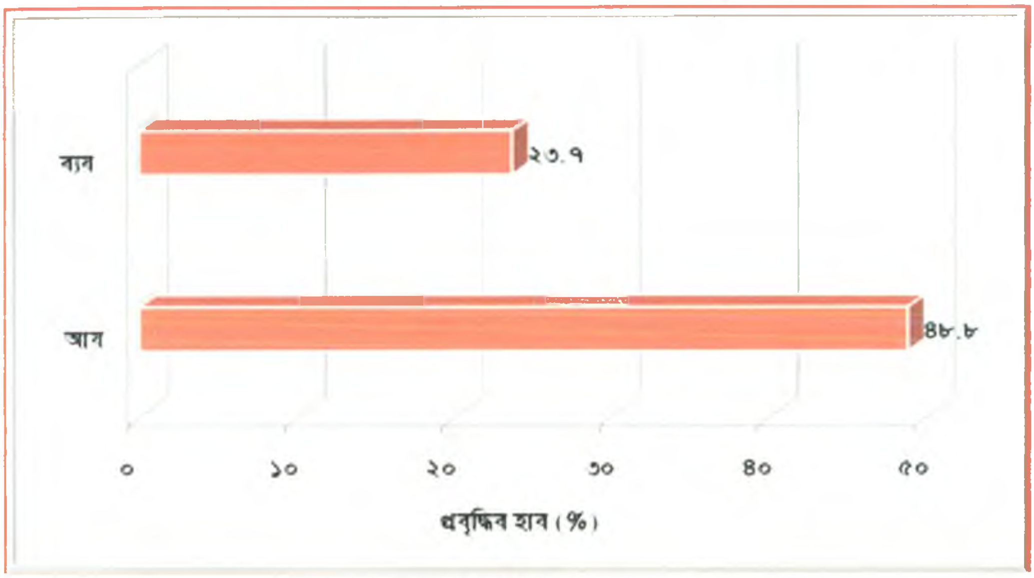

সূত্র : টেবিল নং ১৮

৭.৩.৯ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের জমির প্রবৃদ্ধি পরিবর্তন বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে জমির প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ১৯ : গ্রাহকগণের জমির প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সময়কাল	জমির পরিমাণ (গণসংখ্যা N=২০০)
পূর্বে মোট	৬০৯২.৫ শতক
পূর্বে গড়	৩০.৪৬ শতক
বর্তমানে মোট	৭৪০৯.৫ শতক
বর্তমানে গড়	৩৭ শতক
প্রবৃদ্ধি মোট	১৩১৭ শতক
প্রবৃদ্ধি গ্রাহক প্রতি	৬.৫৪ শতক
প্রবৃদ্ধি গড়	২১.৫৭ %

উপরোক্ত ১৯ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পূর্বের জমির পরিমাণ ৬০৯২.৫ শতক, পূর্বে গড় জমি ৩০.৪৬ শতক, বর্তমানে মোট জমি ৭৪০৯.৫ শতক ও বর্তমানে গড় জমি ৩৭ শতক, মোট জমি প্রবৃদ্ধি ১৩১৭ শতক এবং গ্রাহকগণের জমির প্রবৃদ্ধির হার ২১.৫৭% এ দাঁড়িয়েছে। নিম্নে গ্রাহকগণের জমির প্রবৃদ্ধি পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৪ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের জমির পরিবর্তন বিন্যাস(শতক)

সূত্র : টেবিল নং ১৯

৭.৩.১০ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গৃহের পূর্বের অবস্থা বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের গৃহের পূর্বের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২০ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গৃহের পূর্বের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

ধরন	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
খড়	৭৫	৩৭.৫
টিন	৮৮	৪৪
ইট	৩৭	১৮.৫
মোট সংখ্যা	**২০০**	**১০০**

উপরোক্ত ২০ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গৃহের পূর্বের ধরন ছিল খড়ের ঘর ৩৭.৫০%, টিনের ঘর ৪৪% এবং ইটের ঘর ১৮.৫০ শতাংশ।

৭.৩.১১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের বর্তমানে গৃহের অবস্থা বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের গৃহের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২১ : বর্তমানে গৃহের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

ধরন	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
খড়	৩৬	১৮
টিন	৭৪	৩৭
ইট	৯০	৪৫
মোট	**২০০**	**১০০**

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ২১ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের গৃহের পরিবর্তিত ধরন হল খড়ের ঘর ১৮%, টিনের ঘর ৩৭% এবং ইটের ঘর ৪৫ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের গৃহের পরিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হল:

চিত্র ২৫ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গৃহের তুলনামূলক পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ২১

৭.৩.১২ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গৃহের মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকগণের গৃহের মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২২ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গৃহের মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

বর্তমান মূল্য(টাকা)	পূর্বের মূল্য(টাকা)	বৃদ্ধি(টাকা)	বৃদ্ধির হার
২,৬৩,৯৯,৫০০/-	১,৬৫,৭০,০০০/-	৯৮,২৯,৫০০/-	৫৯.২৩%

উপরোক্ত ২২ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গৃহের পূর্বের মূল্য টাকা ১,৬৫,৭০,০০০/-, বর্তমান মূল্য টাকা ২,৬৩,৯৯,৫০০/-, বৃদ্ধি টাকা ৯৮,২৯,৫০০/- এবং বৃদ্ধির হার ৫৯.২৩ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের গৃহের মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ২৬ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গৃহের মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ২২

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩.১৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গবাদিপশুর পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের গবাদিপশুর পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২৩ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গবাদিপশুর পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সময়	সংখ্যা	গড় সংখ্যা	মূল্য(টাকা)	জন প্রতি গড় মূল্য(টাকা)	সংখ্যা বৃদ্ধি	সংখ্যা বৃদ্ধির হার	মূল্য বৃদ্ধি (টাকা)	মূল্য বৃদ্ধির হার
পূর্বে	৯৯	.৪৯৫	১৫৭৩০০০	৭৮৬৫				
বর্তমানে	২৮৫	২.৮৫	৬৬২১০০০	৩৩১০৫	১৮৬	১৮৪%	৫০৪৮০০০	৩২০.৯২%

উপরোক্ত ২৩ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গবাদিপশু পূর্বের সংখ্যা ৯৯টি যা বর্তমানে ২৮৫টি, পূর্বের মূল্য টাকা ১৫,৭৩,০০০/-, বর্তমান মূল্য টাকা ৬৬,২১,০০০/- এবং মূল্য টাকা ৫০,৪৮,০০০/- বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে গ্রাহকগণের গবাদি পশুর মোট মূল ও গড় মূল্য পরিবর্তন বিন্যাস যথাক্রমে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ২৭ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গবাদি পশুর মোট মূল্যের পরিবর্তন বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ২৩

চিত্র ২৮ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গবাদি পশুর গড় মূল্য পরিবর্তন

সূত্র : টেবিল নং ২৩

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩.১৪ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের হাঁস-মুরগীর পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের হাঁস-মুরগী পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২৪ : গ্রাহকগণের হাঁস-মুরগীর পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

	সংখ্যা	গড় সংখ্যা	মূল্য (টাকা)	গড় মূল্য (টাকা)	সংখ্যা বৃদ্ধি	মূল্য বৃদ্ধি	মূল্য বৃদ্ধির হার
পূর্বে	১৭১৫	৮.৫৮	২১০৭০০	১০৫৩.৫			
বর্তমানে	১১৭৪৯	৫৮.৭৫	১২২৬৬০০	৬১৩৩	১০০৩৪	১০১৫৯০০	৪৮২.১৫%

উপরোক্ত ২৪ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের হাঁস-মুরগীর সংখ্যা পূর্বে ১৭১৫টি হলে ও বর্তমানে তা ১১৭৪৯টি, পূর্বের মূল্য টাকা ২,১০,৭০০/- যা বর্তমানে টাকা ১২,২৬,৬০০/- তে দাঁড়িয়েছে। হাঁস-মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ১০০৩৪টি এবং মূল্য টাকা ১০,১৫,৯০০/- বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে গ্রাহকগণের হাঁস-মুরগীর গড় মূল্য এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী গড় সংখ্যার পরিবর্তন বিন্যাস যথাক্রমে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল:

চিত্র ২৯ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের হাঁস-মুরগীর গড় মূল্য পরিবর্তন

সূত্র : টেবিল নং ২৪

চিত্র ৩০ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের গবাদি পশুর ও হাঁস-মুরগীর গড় সংখ্যা পরিবর্তন

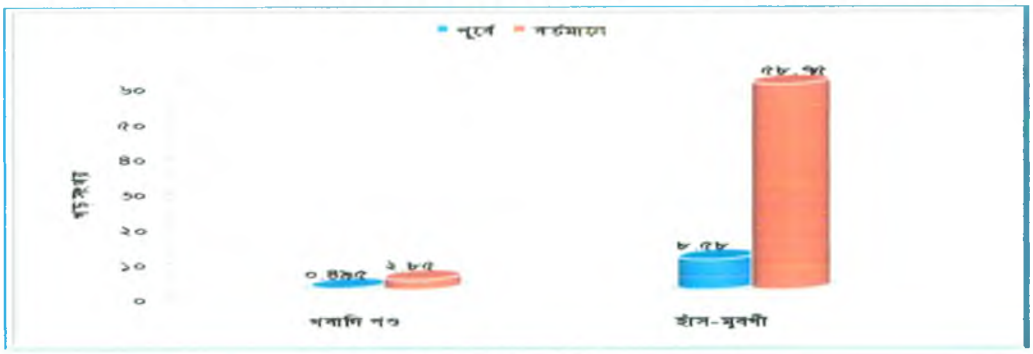

সূত্র : টেবিল নং ২৪

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩.১৫ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের টেলিভিশনের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের টেলিভিশন পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২৫ : গ্রাহকগণের টেলিভিশন পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সময়কাল	সংখ্যা	গড় সংখ্যা	মূল্য	গড় মূল্য	গড় সংখ্যা বৃদ্ধি	মূল্য বৃদ্ধি	মূল্য বৃদ্ধির হার
পূর্বে	৬৯	০.৩৪৫	৭,৭৯,০০০	৩৮৯৫			
বর্তমানে	১৬০	০.৮	১৯,৬২,৫০০	৯৮১২	০.৪৫৫	১১,৮৩,৫০০	২৫১.৯৩%

উপরোক্ত ২৫ নং টেবিল বিশ্লেষণে গ্রাহকগণের ব্যবহৃত টেলিভিশনের সংখ্যা পূর্বে ৬৯টি যা বর্তমানে ১৬০টি হয়েছে, পূর্বের গড় সংখ্যা ০.৩৪৫টি যা বর্তমানে ০.৮টিতে দাঁড়িয়েছে। পূর্বের মূল্য টাকা ৭৭,৯০০০/- হলেও বর্তমান মূল্য টাকা ১৯,৬২,৫০০/ তে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণেরর টিভিসেটের সংখ্যা, মোট মূল্য ও গড় মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস যথাক্রমে তুলে ধরা হল:

চিত্র ৩১ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের টিভিসেটের মোট সংখ্যা

সূত্র : টেবিল নং ২৫

চিত্র ৩২ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের টেলিভিশনের মোট মূল্য পরিবর্তন

সূত্র : টেবিল নং ২৫

চিত্র ৩৩ : গ্রাহকগণের টেলিভিশনের গড় মূল্যের পরিবর্তন

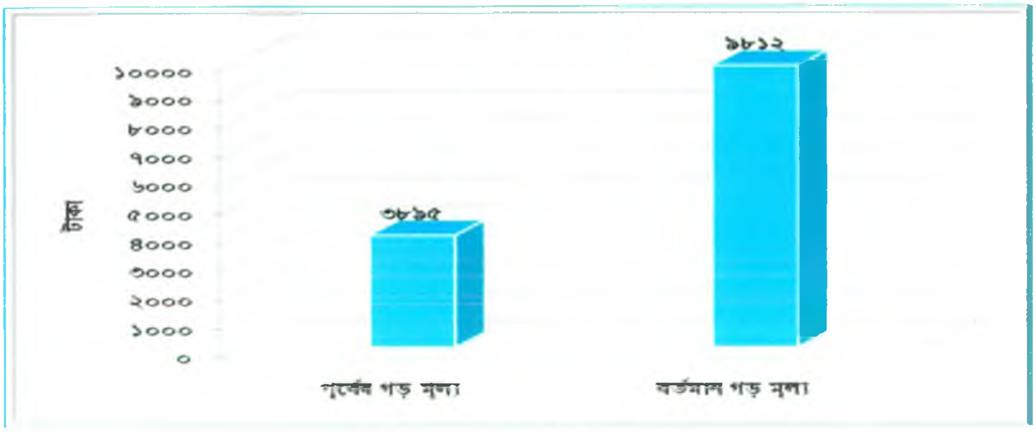

সূত্র : টেবিল নং ২৫

৭.৩.১৬ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের রেডিও/টেপ-রেকর্ডার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের রেডিও/টেপ রেকর্ডারের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২৬ : গ্রাহকগণের রেডিও/টেপ-রেকর্ডার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পূর্বে সংখ্যা	মূল্য(টাকা)	বর্তমান সংখ্যা	মূল্য(টাকা)
১৪	৪৭,০০০	৩৮	১,২৮,০০০

উপরোক্ত ২৬ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিনিয়োগ গ্রাহক পরিবারে রেডিও টেপের সংখ্যা পূর্বে ১৪টি পূর্বের মূল্য ৪৭,০০০/- টাকা, বর্তমান সংখ্যা ৩৮টি, বর্তমান মূল্য ১,২৮,০০০/- টাকা হয়েছে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের রেডিও/টেপ-রেকর্ডার সংখ্যা ও মূল্যের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস যথাক্রমে তুলে ধরা হয়েছে:

চিত্র ৩৪ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের রেডিও/টেপ-রেকর্ডার সংখ্যার পরিবর্তন

সূত্র : টেবিল নং ২৬

চিত্র ৩৫ : গ্রাহকগণের রেডিও/টেপ-রেকর্ডার মূল্যের পরিবর্তন

সূত্র : টেবিল নং ২৬

৭.৩.১৭ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ঘড়ির পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের ঘড়ির পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২৭ : গ্রাহকগণের ঘড়ির পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পূর্বে সংখ্যা	মূল্য	বর্তমান সংখ্যা	মূল্য
১১৪	৯৩৪৭১	২২১	১৭৬২৫০

উপরোক্ত ২৭ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহক পরিবারে পূর্বে ব্যবহৃত ঘড়ির সংখ্যা ১১৪টি, পূর্বের মূল্য ৯৩,৪৭১/- টাকা, বর্তমান সংখ্যা ২২১টি এবং বর্তমান মূল্য ১,৭৬,২৫০/- টাকা দাঁড়িয়েছে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের ঘড়ির সংখ্যা, মূল্যের পরিবর্তন এবং টেলিভিশন, রেডিও-টেপ ও ঘড়ির সংখ্যার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস পর্যায়ক্রমে দেখানো হল:

চিত্র ৩৬ : গ্রাহকগণের ঘড়ির সংখ্যার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ২৭

চিত্র ৩৭ : গ্রাহকগণের ঘড়ির মূল্যের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ২৭

চিত্র ৩৮ : গ্রাহকগণের টেলিভিশন, রেডিও টেপ ও ঘড়ির সংখ্যা পরিবর্তন বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ২৭

৭.৩.১৮ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের বাইসাইকেলের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের সাইকেলের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২৮ : গ্রাহকগণের বাইসাইকেলের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পূর্বে সংখ্যা	মূল্য	বর্তমান সংখ্যা	মূল্য
৬৫	৩৬০০০০	১২০	১৪৮৪৫০০

উপরোক্ত ২৮ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহক পরিবারে ব্যবহৃত বাইসাইকেলের পূর্বের সংখ্যা ৬৫টি, পূর্বের মূল্য ৩,৬০,০০০/- টাকা, বর্তমান সংখ্যা ১২০টি, বর্তমান মূল্য ১৪,৮৪,৫০০/- টাকায় দাঁড়িয়েছে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের সাইকেলের সংখ্যা ও মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস যথাক্রমে দেখানো হল:

চিত্র ৩৯ : গ্রাহকগণের সাইকেলের সংখ্যার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ২৮

চিত্র ৪০ : গ্রাহকগণের সাইকেলের মূল্যের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ২৮

৭.৩.১৯ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের রিক্সা/ভ্যান এর পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের রিক্সা/ভ্যান এর পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ২৯ : রিক্সা/ভ্যান এর পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পূর্বে সংখ্যা	মূল্য	বর্তমান সংখ্যা	মূল্য
৭	৪৭০০০	২১	১৮৭৫০০

উপরোক্ত ২৯ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের ব্যবহৃত/মালিকানাধীন রিক্সা/ভ্যান এর পূর্বের সংখ্যা ৭টি, পূর্বের মূল্য ৪৭,০০০/- টাকা, বর্তমান সংখ্যা ২১টি, বর্তমান মূল্য ১,৮৭,৫০০/-টাকাতে দাঁড়িয়েছে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের রিক্সা/ভ্যানের সংখ্যা ও মূল্যের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস যথাক্রমে দেখানো হল:

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪১ : গ্রাহকগণের রিক্সা/ভ্যানের সংখ্যার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

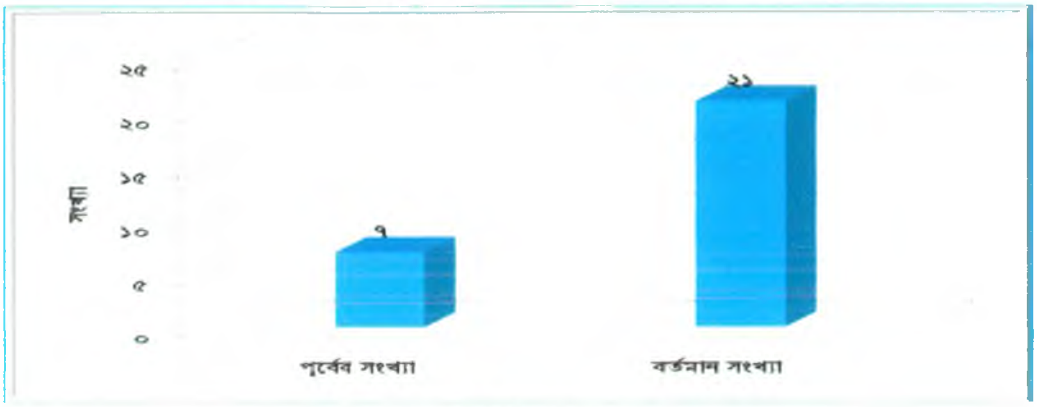

সূত্র : টেবিল নং ২৯

চিত্র ৪২ : গ্রাহকগণের রিক্সা/ভ্যানের মূল্যের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ২৯

৭.৩.২০ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের স্বর্ণের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের স্বর্ণের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৩০ : গ্রাহকগণের স্বর্ণের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পূর্বে পরিমাণ	পূর্বে মূল্য	বর্তমান পরিমাণ	বর্তমান মূল্য
২২৮.১	১,১৪,০৫,০০০	২৮১.৬১	১,৪০,৮২,৫০০

উপরোক্ত ৩০ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের পরিবারে স্বর্ণ সম্পদের পরিমাণ পূর্বে ২২৮.১ ভরি, পূর্বের মূল্য ১,১৪,০৫,০০০/- টাকা, বর্তমান পরিমাণ ২৮১.৬১ ভরি, বর্তমান মূল্য ১,৪০,৮২,৫০০/- টাকাতে উন্নীত হয়েছে। নিম্নে গ্রাহকগণের স্বর্ণের পরিমাণ ও মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে যথাক্রমে দেখানো হল:

চিত্র ৪৩ : গ্রাহকগণের স্বর্ণের পরিমাণ পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস (ভরিতে)

সূত্র : টেবিল নং ৩০

চিত্র ৪৪ : গ্রাহকগণের স্বর্ণের মূল্যের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৩০

৭.৩.২১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের নগদ টাকার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের নগদ টাকার পরিবর্তন বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৩১ : গ্রাহকগণের নগদ টাকা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পূর্বে	বর্তমান	বৃদ্ধি	বৃদ্ধির হার
২১,৯৩,০০০/-	৪৭,৯৬,০০০/-	২৬,০৩,০০০/-	১১৮.৭০%

উপরোক্ত ৩১ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের পরিবারে নগদ টাকার পরিমাণ পূর্বে ২১,৯৩,০০০/- যা বর্তমান ৪৭,৯৬,০০০/- টাকা এবং বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬,০৩,০০০/- টাকা। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের নগদ টাকার পরিমাণ পরিবর্তন বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৪৫ : গ্রাহকগণের টাকার পরিমাণ পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৩১

৭.৩.২২ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের অন্যান্য সম্পদের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের অন্যান্য সম্পদের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৩২ : গ্রাহকগণের অন্যান্য সম্পদ পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পূর্বের সংখ্যা	সংখ্যা বর্তমান	পূর্বের মূল্য	বর্তমান মূল্য	মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ	মূল্য বৃদ্ধির হার
৫০	১৪০	৩০,৭৭,০০০/-	৪৩,৭২,০০০/-	১২,৯৫,০০০/-	৪২.০৯%

উপরোক্ত ৩২ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের অন্যান্য সম্পদের সংখ্যা পূর্বে ৫০টি, মূল্য ৩০,৭৭,০০০/- টাকা, বর্তমান সংখ্যা ১৪০টি, বর্তমান মূল্য ৪৩,৭২,০০০/- টাকায় দাঁড়িয়েছে। নিম্নে গ্রাহকগণের অন্যান্য সম্পদের সংখ্যা ও মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে যথাক্রমে তুলে ধরা হল:

চিত্র ৪৬ : গ্রাহকগণের অন্যান্য সম্পদের সংখ্যার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

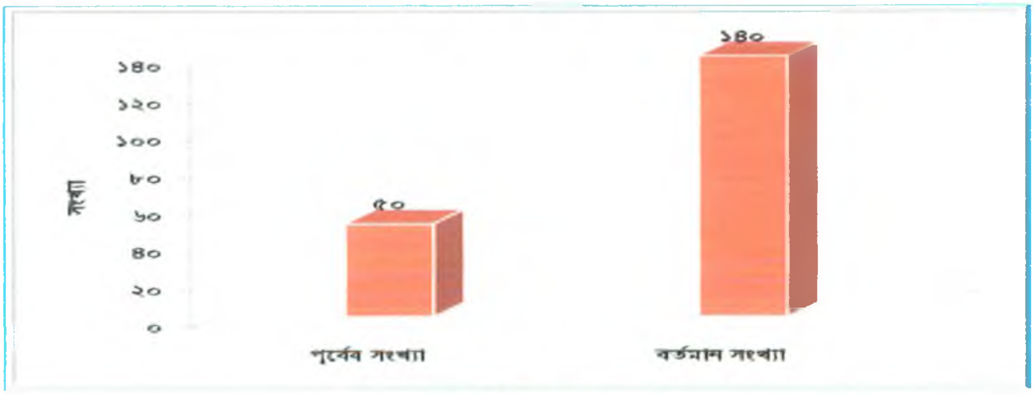

সূত্র : টেবিল নং ৩২

চিত্র ৪৭ : গ্রাহকগণের অন্যান্য সম্পদের মূল্যের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৩২

৭.৩.২৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারে লেখাপড়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকগণের পরিবারে লেখাপড়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৩৩ : গ্রাহকগণের পরিবারে লেখাপড়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

ধরণ	পূর্বে সংখ্যা	বর্তমানে সংখ্যা	বৃদ্ধি সংখ্যা	বৃদ্ধির হার
পুরুষ	২৬৬	৩৫১	৮৫	৩১.৯৫%
নারী	২০৭	৩০০	৯৩	৪৪.৯২%
মোট	৪৭৩	৬৫১	১৭৮	৩৭.৬৩%

উপরোক্ত ৩৩ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের পরিবারে পূর্বে লেখাপড়া জানতেন পুরুষ ২৬৬ জন, নারী ২০৭ জন, মোট ৫৩৬ জন, যা বর্তমানে পুরুষ ৩৫১ জন, নারী ৩০০ জন এবং মোট ৬৫১ জনে উন্নীত হয়েছে। নিম্নে গ্রাহকগণের লেখাপড়ায় সংখ্যা ও উন্নতির পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে যথাক্রমে তুলে ধরা হল:

চিত্র ৪৮ : গ্রাহকগণের পরিবারে লেখাপড়ার সংখ্যা পরিবর্তন বিন্যাস

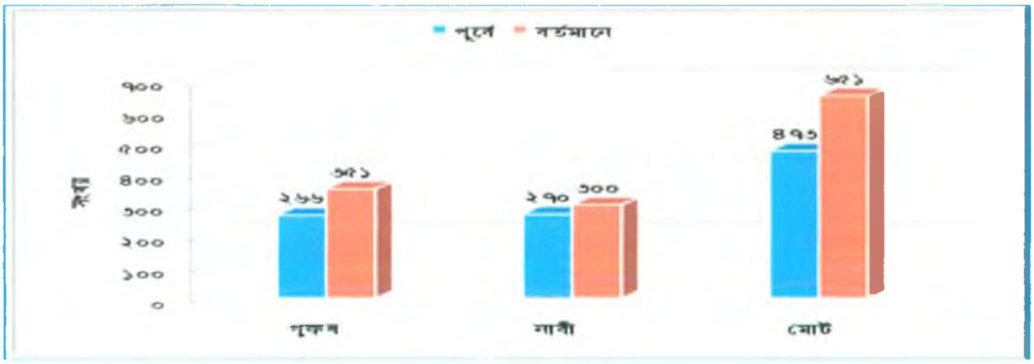

সূত্র : টেবিল নং ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪৯ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লেখাপড়া উন্নতির পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

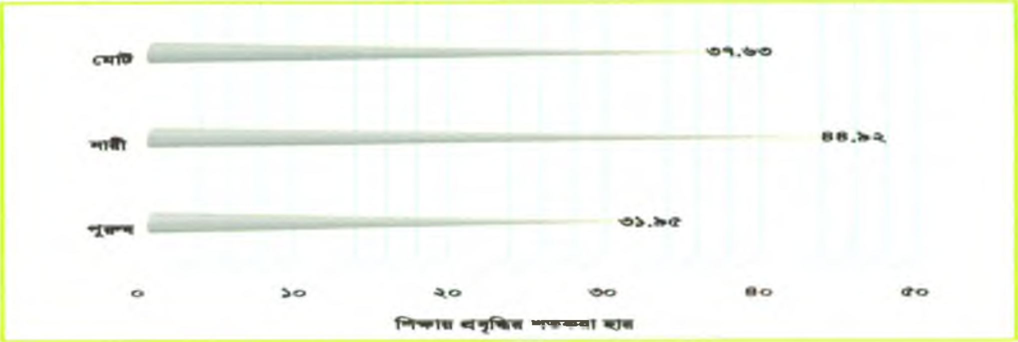

সূত্র : টেবিল নং ৩৩

৭.৩.২৪ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পূর্বে পানির উৎস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের পূর্বে পানির উৎসের অবস্থান নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৩৪ : পূর্বে গ্রাহকগণের পানির উৎস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

উৎস	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
নদী	৪	২
পুকুর	৪৬	২৩
কুয়া	৭	৩.৫
নলকুপ	১১০	৫৫
অন্যান্য	৩৩	১৬.৫
মোট	২০০	১০০

উপরোক্ত ৩৪ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহক পরিবারের পানির উৎস ছিল পূর্বে নদী ২%, পুকুর ২৩%, কুয়া ৩.৫%, নলকূপ ৫৫% এবং অন্যান্য ১৬.৫০ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে পূর্বে গ্রাহকগণের পানির উৎস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস তুলে ধরা হল:

চিত্র ৫০ : পূর্বে গ্রাহকগণের পানির উৎস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

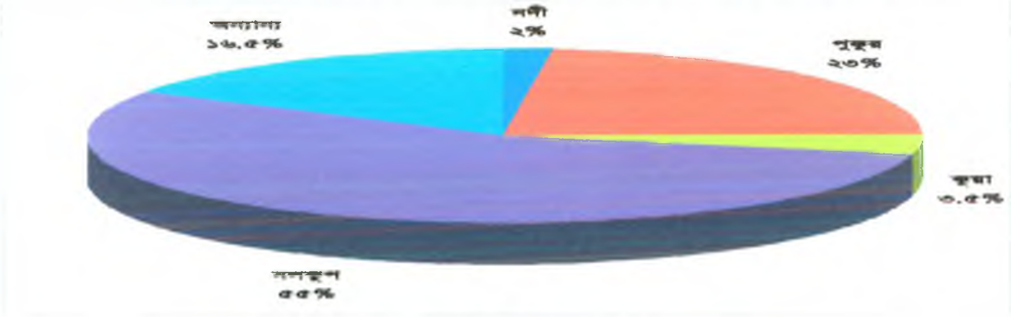

সূত্র : টেবিল নং ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩.২৫ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের বর্তমানে পানির উৎস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকগণের বর্তমানে পানির উৎস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৩৫ : বর্তমানে গ্রাহকগণের পানির উৎস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

উৎস	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
নদী	০	০
পুকুর	২	১
কুয়া	৪	২
নলকূপ	১৯২	৯৬
অন্যান্য	২	১
মোট	২০০	১০০

উপরোক্ত ৩৫নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বর্তমানে গ্রাহকগণের পানির উৎস নদী ০%, পুকুর ১%, কুয়া ২%, নলকূপ ৯৬% এবং অন্যান্য ১ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণের পানির উৎস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস তুলে ধরা হল:

চিত্র ৫১ : বর্তমানে গ্রাহকগণের পানির উৎস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

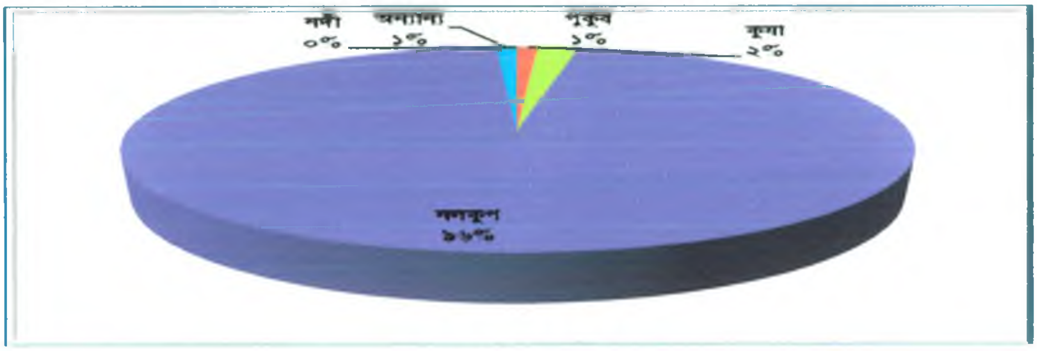

সূত্র : টেবিল নং ৩৫

নিম্নে গ্রাহকগণের পানির উৎসের তুলনামূলক পরিবর্তন বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ৫২ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পানির উৎসের পরিবর্তন বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৩৫

৭.৩.২৬ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পূর্বে ল্যাট্রিন এর অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের পূর্বে ল্যাট্রিন এর অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৩৬ : পূর্বে গ্রাহকগণের ল্যাট্রিন এর অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

ধরন	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
ঝোপ/খোলামাঠ	৭	৩.৫০
গর্ত	১৫	৭.৫০
জলাবদ্ধ	৫	২.৫০
কাঁচা পায়খানা	৯৯	৪৯.৫০
পাকা স্যানিটারি	৭০	৩৫
অন্যান্য	৪	২
মোট	২০০	১০০

উপরোক্ত ৩৬ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহক পরিবারে পূর্বে ল্যাট্রিনের ব্যবহার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঝোপ/খোলামাঠ ৩.৫০%, গত ৭.৫০%, জলাবদ্ধ ২.৫০%, কাঁচা পায়খানা ৪৯.৫০% এবং পাকা স্যানিটারি পায়খানা ৩৫% ছিল। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে পূর্বে গ্রাহকগণের ল্যাট্রিনের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৫৩ : পূর্বে গ্রাহকগণের ল্যাট্রিনের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

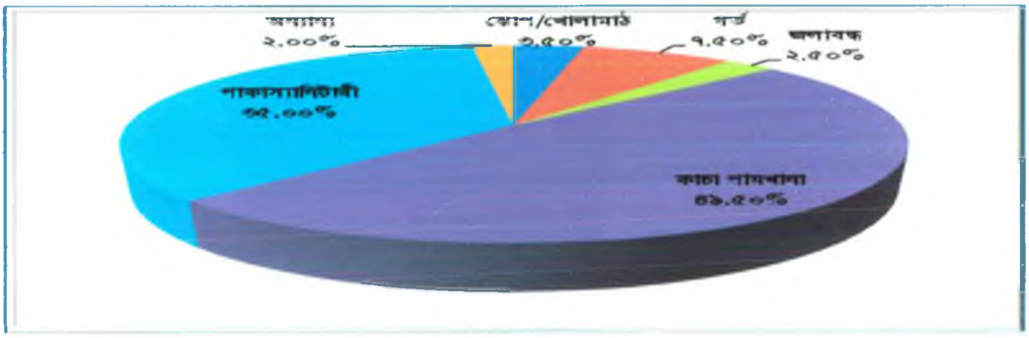

সূত্র: টেবিল নং ৩৬

৭.৩.২৭ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের বর্তমানে ল্যাট্রিন এর অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের বর্তমানে ল্যাট্রিনের এর অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৩৭ : বর্তমানে গ্রাহকগণের ল্যাট্রিন এর অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

ধরন	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
ঝোপ/খোলামাঠ	০	০
গর্ত	২	১
জলাবদ্ধ	০	০
কাঁচা পায়খানা	২৬	১৩
পাকা স্যানিটারি	১৭২	৮৬
মোট	২০০	১০০

উপরোক্ত ৩৭ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বর্তমানে গ্রাহক পরিবারে ল্যাট্রিন ব্যবহারের পরিসংখ্যান হল ঝোপ/খোলামাঠ ০%, গর্ত ১%, জলাবদ্ধ ০%, কাঁচা পায়খানা ১৩% এবং পাকা স্যানিটারি পায়খানা ৮৬% হয়েছে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে বর্তমানে গ্রাহকগণের ল্যাট্রিনের তথ্য বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৫৪ : বর্তমানে গ্রাহকদের ল্যাট্রিনের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

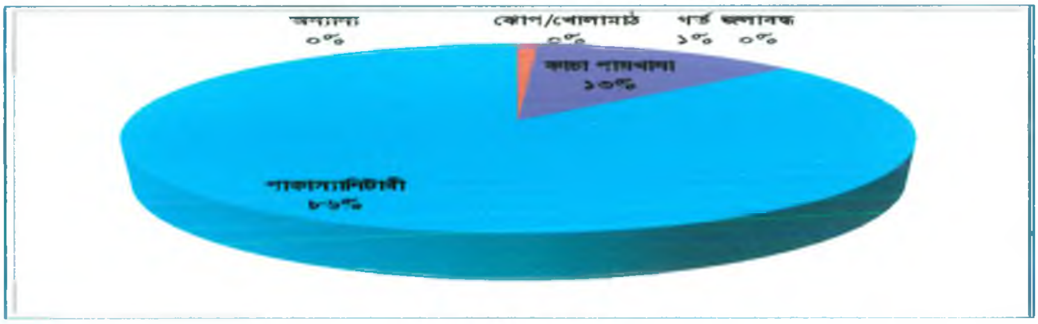

সূত্র : টেবিল নং ৩৭

নিম্নে গ্রাহকগণের ল্যাট্রিনের অবস্থা পূর্বে এবং বর্তমানে পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ৫৫ : বর্তমানে গ্রাহকগণের ল্যাট্রিনের অবস্থা পরিবর্তন বিন্যাস

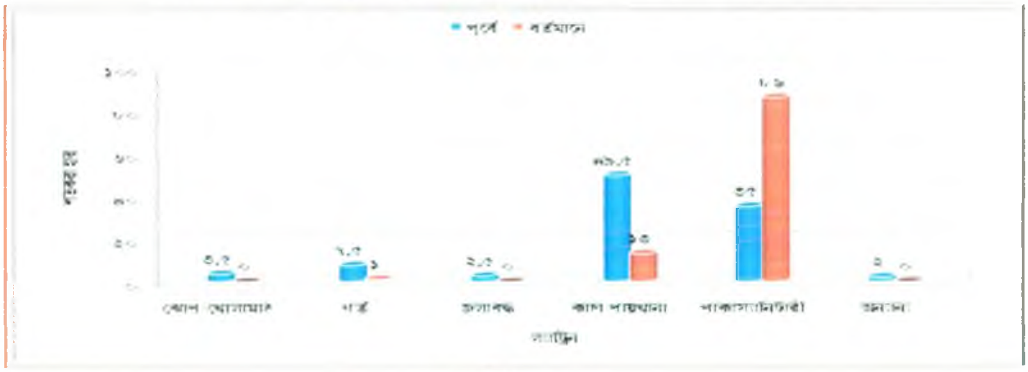

সূত্র : টেবিল নং ৩৭

৭.৩.২৮ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৩৮ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস (টাকায়)

নিয়মিত ফান্ড	কেন্দ্র ফান্ড	অন্যান্য সঞ্চয়
১৬,০৭,০৯৬/-	২,৯৬,৬৮২/-	১২,৯১,৪৮৪/-

উপরোক্ত ৩৮ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সঞ্চয় হল নিয়মিত ফান্ডে টাকা ১৬,০৭,০৯৬/-, কেন্দ্র ফান্ডে টাকা ২,৯৬,৬৮২/- এবং অন্যান্য ফান্ডে টাকা ১২,৯১,৪৮৪/- সঞ্চয় হয়েছে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৫৬ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৩৮

৭.৩.২৯ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ৩৯ : গ্রাহকগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

প্রশিক্ষণ অবস্থা	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
প্রশিক্ষণ পেয়েছেন	৫৫	২৭.৫
প্রশিক্ষণ পাননি	১৪৫	৭২.৫
মোট	**২০০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩৯ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মধ্যে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৫৫ জন এবং অপরদিকে প্রশিক্ষণ পাননি ১৪৫ জন। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের প্রশিক্ষণের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৫৭ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের প্রশিক্ষণের হার সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

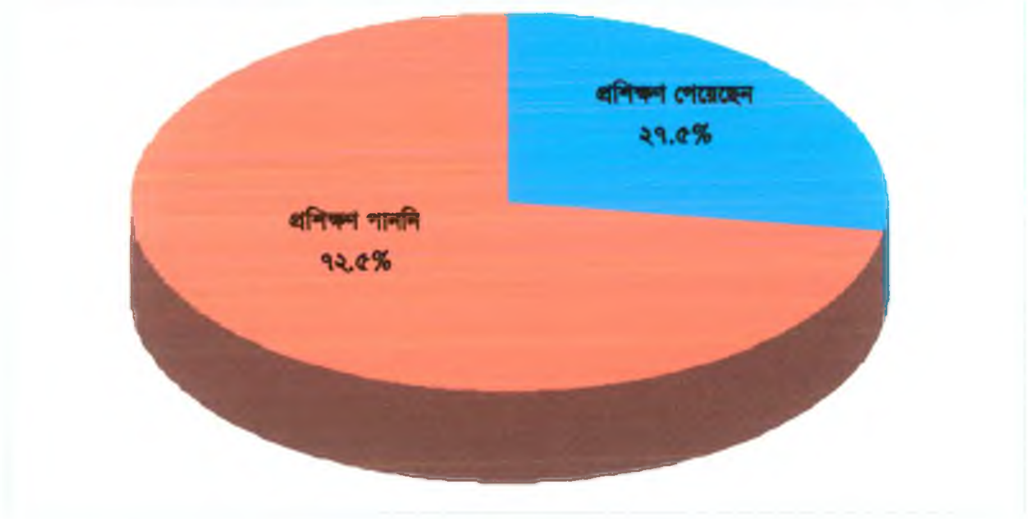

সূত্র : টেবিল নং ৩৯

৭.৩.৩০ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের স্বচ্ছলতার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

টেবিল ৪০ : গ্রাহকগণের স্বচ্ছলতার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

অবস্থা	পূর্বে-গণসংখ্যা (N=২০০)	পূর্বে হার	বর্তমানে-গণসংখ্যা (N=২০০)	বর্তমানে হার	পরিবর্তনের হার
স্বচ্ছলতা	৭৮	৩৯ %	১৭৮	৮৯ %	(+)১২০%
অস্বচ্ছলতা	১২২	৬১ %	২২	১১ %	(-)৮২%
মোট	২০০	১০০%	২০০	১০০%	

উপরোক্ত ৪০ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মতামত অনুযায়ী স্বচ্ছলতার বিবেচনার পূর্বে স্বচ্ছল ছিলেন ৩৯% যা বর্তমানে ৮৯%তে উন্নিত হয়েছে। পূর্বে ৬১% স্বচ্ছল ছিলেন না এবং বর্তমানে এখনও ১১% স্বচ্ছল হতে পারেননি। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের পূর্বে ও বর্তমানে স্বচ্ছলতার হার এবং স্বচ্ছলতার হারের উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস যথাক্রমে দেখানো হল:

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৫৮ : গ্রাহকগণের পূর্বে স্বচ্ছলতার হার সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

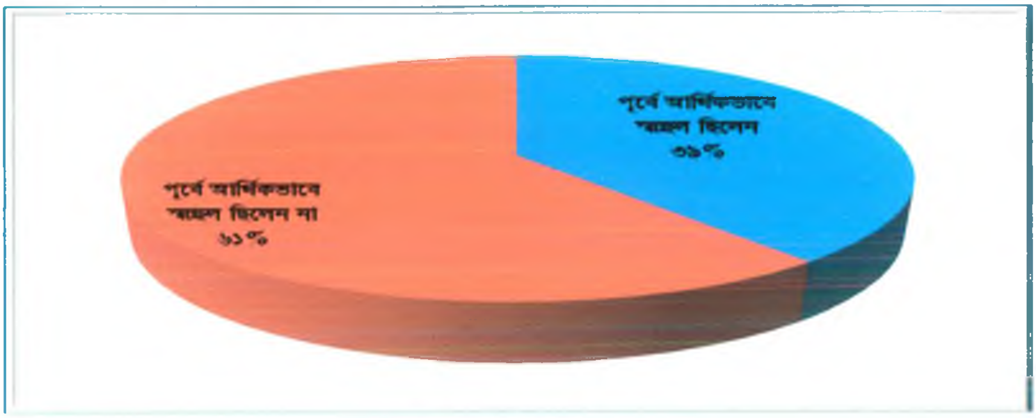

সূত্র : টেবিল নং ৪০

চিত্র ৫৯ : গ্রাহকগণের বর্তমানে স্বচ্ছলতার হার সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

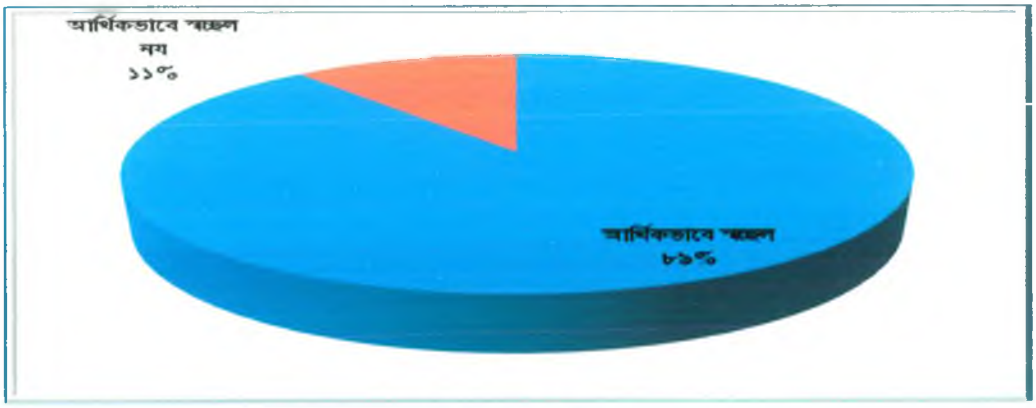

সূত্র : টেবিল নং ৪০

চিত্র ৬০ : গ্রাহকগণের আর্থিক স্বচ্ছলতার হারে পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৪০

৭.৩.৩১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হওয়ার পরিবর্তন বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের উন্নয়ন হওয়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪১ : গ্রাহকগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

উন্নয়নের সুচক	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
উন্নয়ন হয়েছে	১৯০	৯৫
উন্নয়ন হয়নি	১০	৫
মোট	২০০	১০০

উপরোক্ত ৪১ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মতামত অনুযায়ী তাদের ৯৫ শতাংশ নিজেদেরকে স্বচ্ছল হয়েছেন বলে মনে করেন। এখনও ৫ শতাংশ নিজেদেরকে স্বচ্ছল হয়েছেন বলে মনে করেন না। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণের উন্নয়নের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৬১ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের উন্নয়নের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং-৪১

৭.৩.৩২ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৪২ : গ্রাহকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম কি না?	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭৬	৮৮
না	১০	৫
পূর্বের চেয়ে নাজুক	৪	২
জানিনা	৮	৪
অন্যান্য	২	১
মোট	২০০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ৪২ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছেন ৮৮% এবং এখন সক্ষম হননি ৫ শতাংশ। ২% এর অবস্থা পূর্বের চেয়েও নাজুক, ৪% নিজেদের অবস্থান বিশ্লেষণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন এবং ১% এর অবস্থা অন্যান্য। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম কি না, সে সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৬২ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

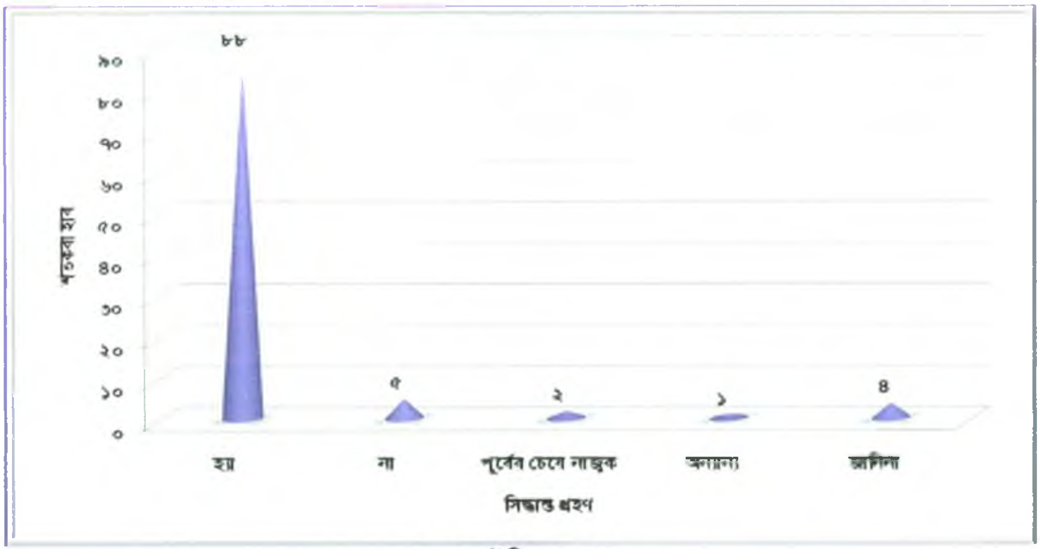

সূত্র : টেবিল নং ৪২

৭.৩.৩৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মর্যাদার উন্নতি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের মর্যাদার উন্নতি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৪৩ : গ্রাহকগণের মর্যাদার উন্নতি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

মর্যাদার উন্নতি	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৮৮	৯৪
না	৪	২
জানিনা	৮	৪
মোট	**২০০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪৩ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের আর্থ-সামাজিক মর্যাদার উন্নতি হয়েছে বলে শতকরা ৯৪ ভাগ মনে করেন। এখনও ২% গ্রাহক নিজেদের মর্যাদার উন্নতি সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং ৪% লোক নিজেদের অবস্থান বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়েছেন।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মর্যাদার উন্নতি বিষয়ক মতামতের তথ্য বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৬৩ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মর্যাদার উন্নতি বিষয়ক মতামতের তথ্য বিন্যাস

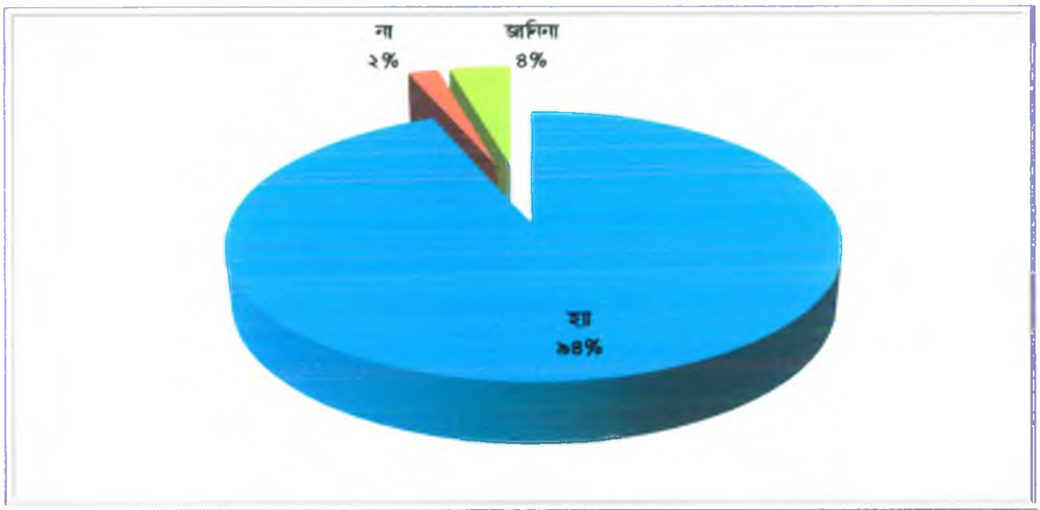

সূত্র : টেবিল নং ৪৩

৭.৪ চতুর্থ স্তর : ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের নৈতিক মান ও ধর্মীয় উন্নয়ন পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

৭.৪.১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের নামাজ পড়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের নামাজ পড়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৪৪ : গ্রাহকগণের নামাজ পড়া পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

ধরন	গণসংখ্যা (N=১৮৯)	পূর্বে হার	গণসংখ্যা (N=১৮৯)	বর্তমানে হার
হ্যাঁ	৯০	৪৭.৬২%	১৮০	৯৫.২৪%
না	৯৯	৫২.৩৮%	৯	৪.৭৬%
মোট	১৮৯	১০০%	১৮৯	১০০%

উপরোক্ত ৪৪ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুসলিম গ্রাহকগণের মধ্যে পূর্বে নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন ৪৭.৬২%, পূর্বে নামাজা আদায় করতেন না ৫২.৩৮%, কিন্তু বর্তমানে নিয়মিত নামাজ আদায় করেন না ৪.৭৬% এবং নিয়মিত নামাজ আদায় করেন ৯৫.২৪ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রাহকগণের নামাজ পড়ার হারে তুলনামূলক পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৬৪ : গ্রাহকগণের নামাজ পড়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

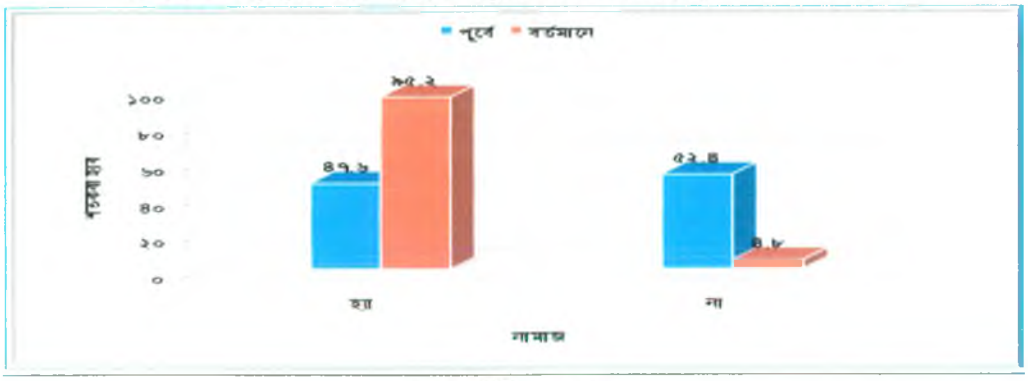

সূত্র : টেবিল নং ৪৪

৭.৪.২ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের রোজা রাখার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের রোজা রাখার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৪৫ : গ্রাহকগণের রোজা রাখার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

ধরন	গণসংখ্যা (N=১৮৯)	পূর্বে হার	গণসংখ্যা (N=১৮৯)	বর্তমানে হার
হ্যাঁ	১৪৭	৭৭.৭৮%	১৮৫	৯৭.৮৮%
না	৪২	২২.২২%	৪	২.১২%
মোট	১৮৯	১০০%	১৮৯	১০০%

উপরোক্ত ৪৫ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুসলিম গ্রাহকগণের মধ্যে নিয়মিত রোজা রাখতেন পূর্বে ৭৭.৭৮ শতাংশ কিন্তু বর্তমানে রোজা রাখেন ৯৭.৮৮ শতাংশ। পূর্বে নিয়মিত রোজা আদায় করতেন না ২২.২২ শতাংশ, বর্তমানে রোজা রাখেন না ২.১২ শতাংশ। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রাহকগণের রোজা রাখার তুলনামূলক পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ৬৫ : গ্রাহকগণের পূর্বে ও বর্তমানে রোজা রাখার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৪৫

৭.৪.৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের কুরআন পড়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের কুরআন পড়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৪৬ : গ্রাহকগণের কুরআন পড়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

ধরন	গণসংখ্যা (N=১৮৯)	পূর্বে হার	গণসংখ্যা (N=১৮৯)	বর্তমানে হার
হ্যাঁ	৫০	২৬.৪৬%	১৪৫	৭৬.৭২%
না	১৩৯	৭৩.৫৪%	৪৪	২৩.২৮%
মোট	**১৮৯**	**১০০%**	**১৮৯**	**১০০%**

উপরোক্ত ৪৬ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুসলিম গ্রাহকগণের মধ্যে নিয়মিত কুরআন পড়তেন পূর্বে ২৬.৪৬%, পড়তেন না ৭৩.৫৪, কিন্তু বর্তমানে কুরআন পড়েন ৪৬.৭২% এবং বর্তমানে নিয়মিত কুরআন পড়েন না ২৩.২৮ শতাংশ। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের কুরআন পড়ার হারে উন্নয়ন তুলনামূলক পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ৬৬ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের কুরআন পড়ার হারে উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৪৬

৭.৪.৪ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের পর্দা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের পর্দা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৪৭ : গ্রাহকগণের পরিবারের সদস্যদের পর্দা করার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পূর্বে পর্দা করতেন	বর্তমানে পর্দা করেন
৮৯ জন	২৩৩ জন

উপরোক্ত ৪৭ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুসলিম গ্রাহকগণের পরিবারের মহিলা সদস্যদের মধ্যে পূর্বে ইসলামের পর্দা বিধান পালন করতেন ৮৯ জন কিন্তু বর্তমানে পর্দা বিধান পালন করেন ২৩৩ জন। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পর্দার সংখ্যা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ৬৭ : গ্রাহকগণের পর্দার সংখ্যা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৪৭

৭.৪.৫ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সুদ লেনদেনের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের সুদ লেনদেনের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৪৮ : গ্রাহকগণের সুদ লেনদেন পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

বর্তমানে সুদ লেনদেন করেন	গণসংখ্যা (N=১৮৯)	শতকরা হার	পূর্বে সুদ লেনদেন করতেন	গণসংখ্যা (N=১৮৯)	শতকরা হার
হ্যাঁ	০ জন	০	হ্যাঁ	৪০ জন	২১.১৬
না	১৮৯ জন	১০০	না	১০৯ জন	৭৮.৮৪
মোট	**১৮৯**	**১০০**	**মোট**	**১৮৯**	**১০০**

উপরোক্ত ৪৮ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুসলিম গ্রাহকগণের মধ্যে পূর্বে সুদের লেনদেন করতেন ২১.১৬ শতাংশ যা বর্তমানে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সুদের লেনদেনের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ৬৮ : সুদের লেনদেনের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

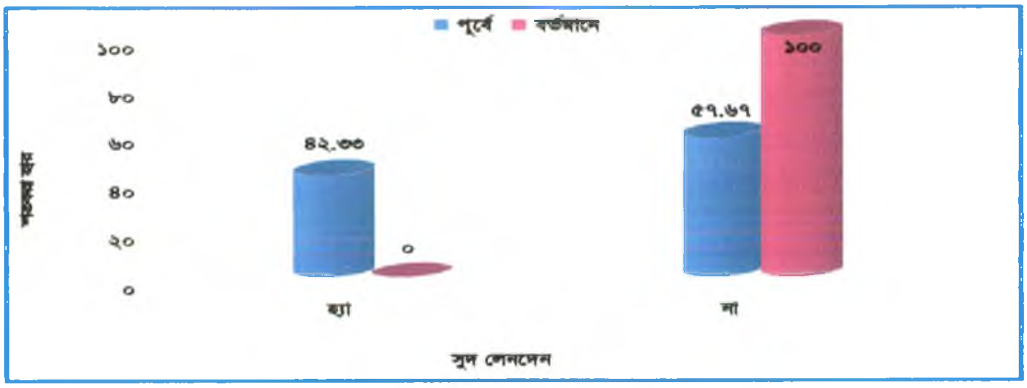

সূত্র : টেবিল নং ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

৭.৪.৬ মুসলিম গ্রাহকগণের ধর্মীয় কাজে উপদেশ দানের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মুসলিম গ্রাহকগণের ধর্মীয় কাজে উপদেশ দানের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৪৯ : মুসলিম গ্রাহকগণের ধর্মীয় কাজে উপদেশ দানে পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

পূর্বে	গণসংখ্যা(N=১৮৯)	শতকরা হার	বর্তমানে	গণসংখ্যা(N=১৮৯)	শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৬ জন	৪০.২১	হ্যাঁ	১৬৭ জন	৮৮.৩৬
না	১১৩ জন	৫৯.৭৯	না	২২ জন	১১.৬৪
মোট	১৮৯	১০০		১৮৯	১০০

টেবিল ৪৯ নং বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুসলিম গ্রাহকগণের নিজেদেরকে ভাল কাজ করার পাশাপাশি অন্যদেরকেও ধর্মীয় কাজের জন্য উপদেশ দিতেন পূর্বে ৪০.২১%, উপদেশ দিতেন না ৫৯.৭৯ শতাংশ। কিন্তু বর্তমানে ধর্মীয় কাজের উপদেশ প্রদানের হার ৮৮.৩৬% এবং এখনও ১১.৬৪% গ্রাহক ধর্মীয় কাজের উপদেশ দানের প্রতি অভ্যস্ত হতে পারেননি। নিম্নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ধর্মীয় কাজে উপদেশ দানের হারে উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ৬৯ : গ্রাহকগণের ধর্মীয় কাজে উপদেশ দানের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৪৯

৭.৪.৭ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ অমুসলিম গ্রাহকগণের ধর্মপালনের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত অমুসলিম গ্রাহকগণের ধর্মপালনের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৫০ : অমুসলিম গ্রাহকগণের ধর্মপালনের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

বর্তমানে	গণসংখ্যা (N=১১)	শতকরা হার	পূর্বে	গণসংখ্যা (N=১১)	শতকরা হার
হ্যাঁ	১১	১০০	হ্যাঁ	৬	৫৪.৫৫
না	০	০	না	৫	৪৫.৪৫
মোট	১১	১০০	মোট	১১	১০০

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ৫০ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অমুসলিম গ্রাহকগণের মধ্যে পূর্বে পরিপূর্ণ ভাবে ধর্মীয় বিধানাবলি পালন করতেন ৭৪.৫৫ শতাংশ, ধর্মীয় বিধান পালন করতেন না ২৫.৪৫ শতাংশ, যা বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে এবং ধর্মীয় বিধানাবলি পালন করেন ১০০ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ অমুসলিম গ্রাহকগণের ধর্মপালন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস পূর্বে ও বর্তমানে যথাক্রমে দেখানো হল:

চিত্র ৭০ : পূর্বে অমুসলিম গ্রাহকগণের ধর্মপালনের সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৫০

চিত্র ৭১ : বর্তমানে অমুসলিম গ্রাহকগণের ধর্মপালনের সংক্রান্ত তথ্যের হার

সূত্র : টেবিল নং ৫০

৭.৪.৮ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের অপরাধে সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের অপরাধে সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৫১ : গ্রাহকগণের অপরাধে সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

অপরাধে জড়িত	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
হ্যাঁ	০	০
না	২০০	১০০
মোট	২০০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ৫১ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের উপর সামাজিক অপরাধ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের শতভাগ গ্রাহকই সামাজিক অপরাধ থেকে মুক্ত রয়েছেন। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সামাজিক অপরাধে সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৭২ : বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সামাজিক অপরাধে সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৫১

৭.৫ পঞ্চম স্তর : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মতামত পর্যালোচনা

৭.৫.১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে আসার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে আসার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৫২: গ্রাহকগণের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে আসার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

বিনিয়োগে আসার কারণ	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
মার্ক-আপ কম	১৯	৯.৫
ইসলামিক পদ্ধতি	১১৬	৫৮
আচরণ উত্তম	২৯	১৪.৫
পদ্ধতি উত্তম	২২	১১
পরিশোধ পদ্ধতি ভালো	৭	৩.৫
অন্যান্য	৭	৩.৫
মোট	২০০	১০০

উপরোক্ত ৫২ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে আসার কারণ হিসাবে জানিয়েছেন মার্ক-আপ কম ৯.৫%, ইসলামিক পদ্ধতি ৫৮%, আচরণ উত্তম

১৪.৫০%, পদ্ধতি উত্তম ১১%, পরিশোধ পদ্ধতি ভালো ৩.৫০% ও বিবিধ কারণ দেখিয়েছেন ৩.৫০ শতাংশ গ্রাহক। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে আসার কারণ দেখানো হল:

চিত্র ৭৩ : গ্রাহকগণের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে আসার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

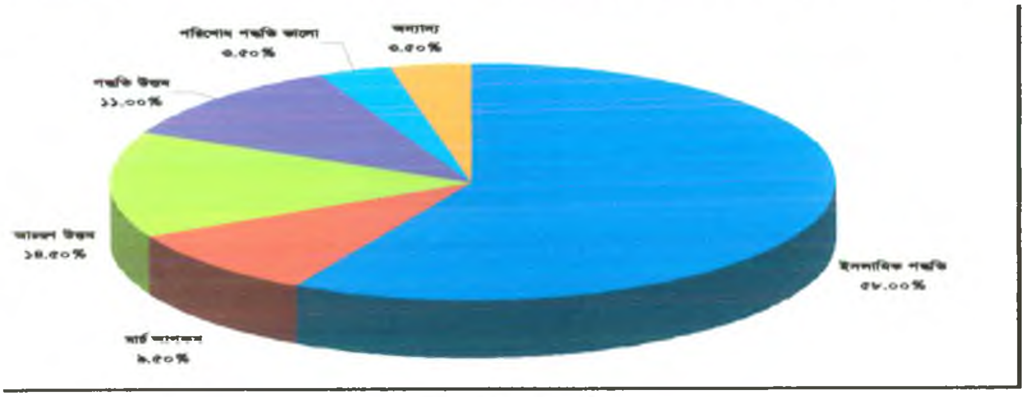

সূত্র : টেবিল নং ৫২

৭.৫.২ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ থেকে পুনরায় বিনিয়োগ নেয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের একই উৎস থেকে থেকে পুনরায় বিনিয়োগ নেয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নরূপ:

টেবিল ৫৩ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ থেকে পুনরায় বিনিয়োগ নেয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

বিনিয়োগের কারণ	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
মার্ক-আপ কম	৬৯	৩৪.৫
ইসলামিক পদ্ধতি	৯৫	৪৭.৫
আচরণ উত্তম	১১	৫.৫
পদ্ধতি উত্তম	১০	৫
পরিশোধ পদ্ধতি ভালো	৮	৪
অন্যান্য	৭	৩.৫
মোট	২০০	১০০

উপরোক্ত ৫৩ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পুনরায় ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের আগ্রহের কারণ হিসেবে জানিয়েছেন মার্ক-আপ কম ৩৪.৫০%, ইসলামিক পদ্ধতি ৪৭.৫০%, আচরণ উত্তম ৫.৫০%, পদ্ধতি উত্তম ৫%, পরিশোধ পদ্ধতি ভালো ৪% এবং

বাকি ৩.৫০% গ্রাহক বিবিধ কারণ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে গ্রাহকগণের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ থেকে পুনরায় বিনিয়োগ নেয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস তুলে ধরা হল:

চিত্র ৭৪ : গ্রাহকগণের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ থেকে পুনরায় বিনিয়োগ নেয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

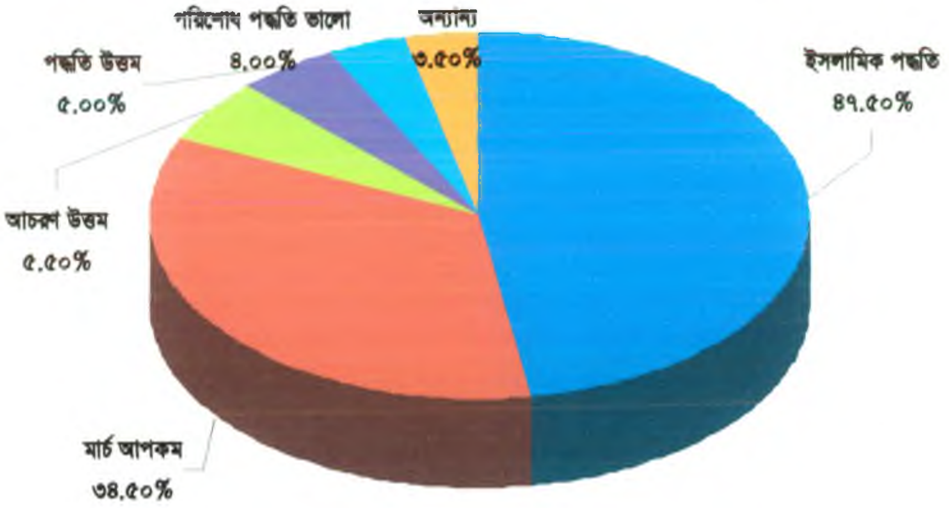

সূত্র : টেবিল নং ৫৩

৭.৫.৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক মুক্তির মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক মুক্তির মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে প্রদত্ত হল:

টেবিল ৫৪ : গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক মুক্তির মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

অর্থনৈতিক মুক্তি মূল্যায়ন	গণসংখ্যা(N=২০০)	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭৪	৮৭
না	৮	৪
জানিনা	১৮	৯
মোট	**২০০**	**১০০**

উপরোক্ত ৫৪ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মধ্যে শতকরা ৮৭ ভাগ মনে করেন যে এ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব, ৪% গ্রাহক এখনও এটি মনে করেন না এবং ৯% গ্রাহক এ বিষয়ে যথার্থ মূল্যায়নে

ব্যর্থ হয়েছেন। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক মুক্তি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৭৫ : গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক মুক্তি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

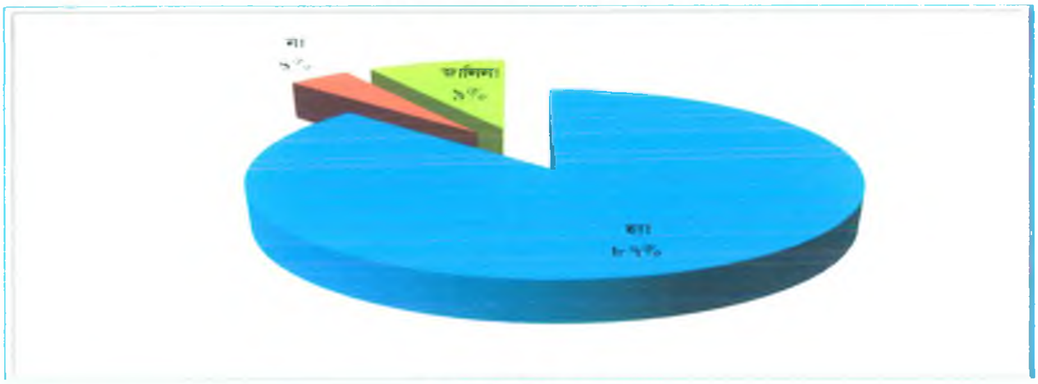

সূত্র : টেবিল নং ৫৪

৭.৫.৪ গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে সমস্যার ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে সমস্যার ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে দেয়া হল:

টেবিল ৫৫ : গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে সমস্যার ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সমস্যার ধরন	গণসংখ্যা (N=২০০)	শতকরা হার
মুনাফা বেশি	৩৮	১৯
অফিস কম	৩০	১৫
প্রশিক্ষণ কম	৭৭	৩৮.৫
শিক্ষাদান কম	১১	৫.৫
তদারকির অভাব	২০	১০
অন্যান্য কাগজপত্র বেশি	৬	৩
পণ্য ক্রয়ে স্বাধীনতার অভাব	৪	২
কাগজপত্রে স্বাক্ষর বেশি	২	১
বিনিয়োগ পরিমাণ কম	৬	৩
অফিস থেকে কেন্দ্র দূরে	৬	৩
মোট	২০০	১০০

উপরোক্ত ৫৫ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগে সমস্যাবলি হল মুনাফা বেশি ১৯%, অফিস কম ১৫%, প্রশিক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

কম ৩৮.৫০%, শিক্ষাদান কম ৫.৫%, তদারকির অভাব ১০%, বিবিধ ডকুমেন্টেশন কাগজপত্র বেশি ৩%, পণ্য ক্রয়ে স্বাধীনতার অভাব ২%, বেশি স্বাক্ষর দিতে হয় ১%, বিনিয়োগের পরিমাণ অপর্যাপ্ত ৩% এবং অফিস থেকে কেন্দ্র দূরে অবস্থিত ৩ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের সমস্যার ধরন বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৭৬ : গ্রাহকগণের সমস্যার ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সূত্র : টেবিল নং ৫৫

৭.৫.৫ গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

টেবিল ৫৬ : গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সমস্যার ধরন	গণসংখ্যা (N= ২০০)	শতকরা হার
মুনাফা বাড়ানো	৩৪	১৭
অফিস বাড়ানো	১৭	৮.৫
প্রশিক্ষণ দেওয়া	৭২	৩৬
শিক্ষাদান করা	১১	৫.৫
তদারকি করা	৪২	২১
অন্যান্য কাগজপত্র কমানো	৬	৩
পণ্য ক্রয়ের স্বাধীনতা প্রদান	৪	২
কাগজপত্র স্বাক্ষর কমানো	২	১
বিনিয়োগর পরিমাণ বাড়ানো	৬	৩
অফিস থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব কমানো	৬	৩
মোট	২০০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ৫৬ নং টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া হল মুনাফা কমানো ১৭%, অফিসের সংখ্যা বাড়ানো ৮.৫%, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া ৩৬%, শিক্ষা কর্মসূচি বাড়ানো ৫.৫%, বিনিয়োগ তদারকি করা ২১%, বিভিন্ন কাগজপত্র কমানো ৩%, পণ্য ক্রয়ের স্বাধীনতা দেয়া ২%, স্বাক্ষরের সংখ্যা কমানো ১%, বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো ৩% এবং কেন্দ্রের দূরত্ব কমানো ৩ শতাংশ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল:

চিত্র ৭৭ : গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

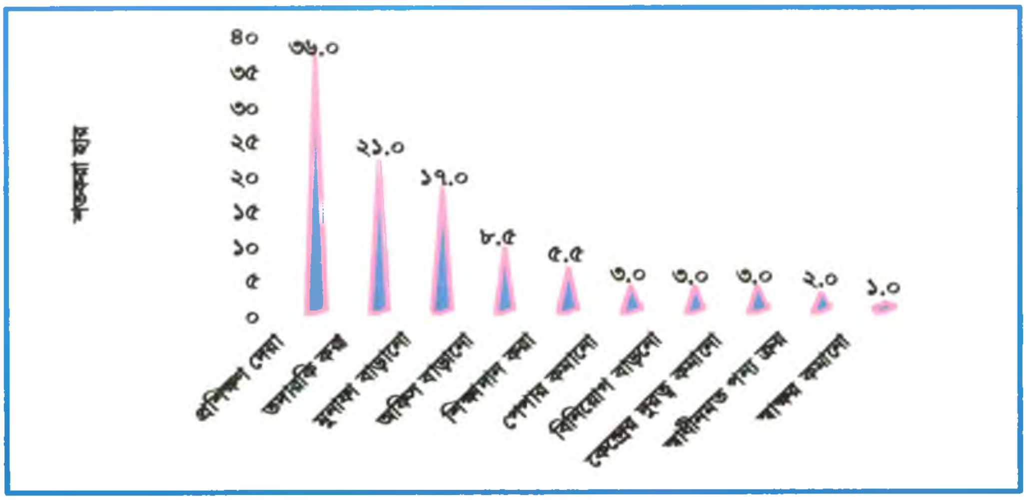

সূত্র : টেবিল নং ৫৬

৭.৬ মাঠ জরিপের ফলাফলের সারসংক্ষেপ

জরিপের ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহকগণের গড় বয়স ৩৫.৫ বছর, যা কর্মমুখি তৎপরতায় প্রকৃত জনশক্তির অংশ গ্রহণ হিসেবে স্বীকৃত। গ্রাহকগণের ৩৫% ৮ম শ্রেণী, ২৫.৫০% ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার অধিকারী, যারা বৃহত্তর অংশের গ্রাহক মাত্র ৭% নিরক্ষর। এটি শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি নির্দেশ করে। গ্রাহকগণের ৪০% ক্ষুদ্র বিবিধ ব্যবসায়ী, ২৫% পশুপালন ও ১৪% মৎসজীবি হওয়ায় খুলনা জেলায় এ তিনটি পেশার আধিক্য প্রতীয়মান। বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ৫.৫% হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এ জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রতি আগ্রহ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। গ্রাহকগণের ৯০% একক পরিবার হওয়ায় এটি খুলনা জেলার সাধারণ পারিবারিক জীবনযাত্রার ধারাকে প্রদর্শন করে। গ্রাহকগণের পরিবারের ৫০.৭২% উপার্জনমুখি কর্মে জড়িত না থাকা তাদের অপর্যাপ্ত কাজের বিষয়টি নির্দেশ করে।

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ৩১.৫০% ব্যবসা/দোকান কর্মে, ২৫% গবাদি পশু পালন ও ১৪% মৎস চাষে বিনিয়োগ করা হয়েছে, যা জেলার অর্থনৈতিক

গতিধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে গ্রাহকগণের লাভ হয়েছে ৬৯.৯% যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে মাত্র ০.৬৪% ক্ষতি হয়েছে যা খুবই গৌণ বিষয়।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রাহক অনুপাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৪৬% যা খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রাহকগণের পূর্বের তুলনায় কর্মসংস্থান ব্যাপক। পুরুষদের কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধি ২২.৫৭%, নারীদের কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধি ৪০০% এবং গড় প্রবৃদ্ধি ৭৪.৪৩% যা গ্রাহকগণের বেকারত্ব দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকাকে প্রমাণ করে। গ্রাহকগণের জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়েছে ২৩.৭০% যা গ্রাহকগণের ব্যয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রমাণিত করে। গ্রাহকগণের আয় বেড়েছে ৪৮.৮০% এবং প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ২৫.১০% যা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকার দাবি রাখে। গ্রাহকগণের জমি বৃদ্ধির হার ৬.৫৪% যা তাদের স্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধির স্বাক্ষর বহন করছে।

গ্রাহকগণের বসবাসের গৃহ পূর্বে খড় ৩৭.৫০%, টিন ৪৪%, ইট ১৮.৫০% থাকলেও তা পরিবর্তিত হয়ে খড় মাত্র ১৮%, টিন ৩৭% এবং ইট ৫০% তে উন্নীত হয়েছে। গ্রাহকগণের গবাদিপশুর সংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ১৮৪% এবং মূল্য প্রবৃদ্ধির হার ৩২০.৯২% যা লক্ষণীয়। গ্রাহকগণের হাঁস-মুরগীর সংখ্যা রেড়েছে ১০০৩৪টি এবং হাঁস-মুরগীর মূল্য বৃদ্ধির হার ৪৮২.১৫% যা এ খাতে উল্লেখযোগ্য বিষয়।

গ্রাহকগণের টেলিভিশন ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩১.৮৮% যা তাদের জীবনযাত্রার মানে উন্নতির সূচক নির্দেশক। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের রেডিও/টেপ ব্যবহারের বৃদ্ধি ১৭১.৪২% ঘটেছে যা ইতিবাচক। গ্রাহকগণের পরিবারে ঘড়ি ব্যবহার ৯৩.৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারে বাইসাইকেলের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৮৪.৬১% যার ফলে তাদের পরিবহণ খাতে ব্যাপক গতি সঞ্চয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারে রিক্সা/ভ্যানের সংখ্যার প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ২০০% যা লক্ষণীয়।

গ্রাহকগণের পরিবারে স্বর্ণের সম্পদ পরিমাণে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৩.৪৫ শতাংশ। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহক পরিবারে নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ১১৮.৭০% যা তাদের আর্থিক কারবারের সামর্থকে বৃদ্ধি করেছে। গ্রাহকগণের বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ বেড়েছে ৪২.০৯% যা খুবই ইতিবাচক। বিনিয়োগ গ্রাহকগণের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মাঝে শিক্ষার হার বেড়েছে ৩১.৯৫%, নারী সদস্যদের মধ্যে বেড়েছে ৪৪.৯২% এবং গড় শিক্ষার হার বেড়েছে ৩৭.৬৩ শতাংশ।

গ্রাহকগণের পরিবারে পূর্বে পানির উৎস নদী ২%, পুকুর ২৩%, কুয়া ৩.৫%, নলকূপ ৫৫%, অন্যান্য ১৬.৫% হলেও বর্তমানে তার উন্নতি ঘটে উৎস হিসেবে নদী ০%, পুকুর ১%, কূয়া ২%, নলকূপ ৯৬% ও অন্যান্য ১% হয়েছে। পূর্বে গ্রাহকগণের ল্যাট্রিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে

জলাবদ্ধ ২.৫০%, ঝোপ/খোলামাঠ ৩.৫০%, গর্ত ৭.৫০%, কাঁচাপায়খানা ৪৯.৫০%, পাকা স্যানিটারি ৩৫% ও অন্যান্য ২% থাকলেও বর্তমানে ঝোপ/খোলামাঠ ০%, গর্ত ১%, জলাবদ্ধ ১%, কাঁচাপায়খানা ১২% ও পাকা স্যানিটারি ৮৬ শতাংশে উন্নতি হয়েছে।

গ্রাহকগণের সঞ্চয় নিয়মিত ফান্ডে, কেন্দ্র ফান্ডে ও অন্যান্য সঞ্চয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহকগণের ২৭.৫০% বিভিন্ন ধরনের পেশাগত ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত হয়ে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। গ্রাহকগণের মাঝে আর্থিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। স্বচ্ছলতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৮.২০%, অপরদিকে অসচ্ছলতা হ্রাস পয়েছে ৮১.৯৬ শতাংশ। বিনিয়োগ গ্রাহকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে ৯৫% তাদের জীবনে কমবেশি ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে ৮৯% গ্রাহক পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা অর্জন করেছেন। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে ৯৪% গ্রাহকের সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ঘটেছে।

মুসলিম গ্রাহকগণের ৪৭.৬২% পূর্বে নিয়মিত নামাজ পড়তেন, যার উন্নতি হয়েছে ৯৫.২৪% তে। পূর্বে মুসলিম গ্রাহকগণের ৭৭.৭৮% নিয়মিত রোজা রাখলেও বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭.৮৮% তে। পূর্বে মুসলিম গ্রাহকগণের মাঝে ২৬.৪৬% নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করলেও তার উন্নতি ঘটে ৭৬.৭২% তে পরিবর্তিত হয়েছে। মুসলিম গ্রাহক পরিবারে মহিলা সদস্যদের ৮৯ জন পর্দা করতো যা উন্নীত হয়েছে ১৬১.৭৯ শতাংশে। মুসলিম গ্রাহকগণ পূর্বে ২১.১৬% সুদের লেনদেনের মাঝে জড়িত থাকলেও বর্তমানে সুদি কারবারের প্রতি আগ্রহ তা ০% তে নেমে এসেছে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অন্যকে উপদেশ দিতেন পূর্বে ৪০.২১% যা বর্তমানে ৮৮.৩৬% তে উন্নতি হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অমুসলিম গ্রাহকগণের মধ্যে পূর্বে স্ব-স্ব ধর্মীয় বিধিবিধান পালন ৫৪.৫৫% ছিল, যা বর্তমানে ১০০% তে উন্নীত হয়েছে।

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ সামাজিক অপারাধের পরিসংখ্যানে দেখা যায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের গ্রাহকগণের অপরাধে জড়ানোর প্রবণতা ০% যা ইতিবাচক। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণের ৫৮% ই সুদবিহীন ইসলামী পদ্ধতি হওয়ার কারণে অত্র প্রকল্পে এসেছেন। বিনিয়োগ গ্রহণের পর উল্লেখযোগ্য ২৯.৫০% গ্রাহক মার্ক-আপ কম হওয়ায় বিষয়টিকে একটি উত্তম দিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিনিয়োগ গ্রহণকারী ৮৭% গ্রাহকই ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ পদ্ধতিকে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রধান সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পেশাগত আর্থিক কর্মে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে প্রধান সমস্যা হিসেবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ৩৮.৫০% গ্রাহক মতামত দিয়েছেন এবং ৩৬ শতাংশ গ্রাহক পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৬. খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকার সফলতা প্রমাণে কাই বর্গ(χ^2-test) ও টি টেস্ট(t-test)

গবেষণার এই অংশে উত্তরদাতা অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের গ্রাহকগণের বিনিয়োগ গ্রহণের কারণে তাদের জীবন ধারণে যেমন, পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যা, আয়-ব্যয়, গৃহের ধরন ও সংখ্যা, পরিবারের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর সংখ্যা, পরিবারের বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও অন্যান্য সম্পদের উপস্থিতি ও সংখ্যা, পরিবারের খাবার পানির উৎস, ল্যাট্রিনের ধরন ও পরিবারের স্বচ্ছলতায় তাৎপর্যপূর্ণ কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা তার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল।

পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য তথ্যের ধরনের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা বিদ্যমান। তথ্যের ধরনের উপর নির্ভর করে প্রধানত দুই ধরনের পরিসংখ্যানিক পরীক্ষা করা হয়। একটি পরিমিতিক (Parametric test) ও অন্যটি অপরিমিতিক (Nonparametric test) হিসেবে গণ্য। তথ্যের ধরন, সংখ্যা, চলকের সংখ্যাসহ আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এই পরিমিতিক (Parametric test) ও অপরিমিতিক (Nonparametric test) পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা আছে যেমন, কাইবর্গ (χ^2-test),[৭] স্টুডেন্ট-টি (t- test),[৮] স্টুডেন্ট-এফ (F- test) পরীক্ষা ইত্যাদি।

---

[৭] Chi-square (χ^2) test: কাই বর্গ (χ^2- test) পরীক্ষা সাধারণত দুই ধরনের তুলনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। একটি গুডনেস অফ ফিট ও অন্যটি স্বাধীনতার পরীক্ষা(Chi-squared test is used to assess two types of comparison: tests of goodness of fit and tests of independence.) হিসেবে পরিচিত।

- গুডনেস অফ ফিট পরীক্ষা তত্ত্বীয় বিন্যাস থেকে গণসংখ্যা বিন্যাস-এর কোন ধরনের পার্থক্য আছে কি না তা প্রতিষ্ঠিত করে(A test of goodness of fit establishes whether or not an observed frequency distribution differs from a theoretical distribution.) থাকে।
- স্বাধীনতার পরীক্ষা কোন কন্টিজেন্সি টেবিলের দুটি চলকের জোড়া পর্যবেক্ষণগুলো একে অন্যদের থেকে স্বাধীন কি না তা নির্ধারণ করে (A test of independence assesses whether paired observations on two variables, expressed in a contingency table, are independent of each other.) থাকে। পরীক্ষা নির্ধারক মানটি নিম্নের সূত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা হয়:

$$\chi^2 = \sum \frac{(obs - \exp)^2}{\exp}$$

যেখানে,
χ^2 = পিয়ারসন যোগিকৃত পরীক্ষা নির্ধারক(Pearson's cumulative test statistic)
obs= পরীক্ষিত গণসংখ্যা(an observed frequency)
exp= প্রত্যাশিত গণসংখ্যা, যা নাস্তি কল্পনা দ্বারা নির্ধারিত(an expected (theoretical) frequency, asserted by the null hypothesis)

স্বাধীনতার মাত্রা(Degrees of freedom): কাই বর্গ পরীক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা হচ্ছে স্বাধীনভাবে জড়িত দৈবচলক সংখ্যা। এটি সারণীর (সারি সংখ্যা-১ ও কলাম সংখ্যা-১) গুণ ফল দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। (A critical factor in using the chi-square test is the "degrees of freedom", which is essentially the number of independent random variables involved. The number of degrees of freedom is equal to the number of cells rc, minus the reduction in degrees of freedom, p, which reduces to (r − 1)(c − 1));

Dhaka University Institutional Repository

p-value: পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় p-এর মান হচ্ছে পরীক্ষা নির্ধাকের মানের দ্বারা নির্ধারিত সম্ভাবনা যেটি নাস্তি কল্পনাকে বর্জন করে যখন এটি সত্য থাকে (In statistical hypothesis testing the p-value is the probability of obtaining a test statistic at least as extreme as the one that was actually observed, assuming that the null hypothesis is true. One often "rejects the null hypothesis")।

৮ **t-test:** টি-পরীক্ষা এমন একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষা যেটি স্টুডেন্টস টি বিন্যাস মেনে চলে, যদি নাস্তি কল্পনা এটি মেনে নেয় (A t-test is any statistical hypothesis test in which the test statistic follows a Student's t distribution if the null hypothesis is supported.)। এই টি-পরীক্ষা সাধারণত ব্যবহৃত হয়:

- একক নমুনার গড় পরীক্ষার ক্ষেত্রে যখন গড়টি নাস্তি কল্পনার নির্ধারিত মানের সাথে তুলনা করা হয় এবং এটি এমন একটি জনসংখ্যা থেকে আসে যেটি পরিমিত বিন্যাস মেনে চলে(A one-sample location test of whether the mean of a normally distributed population has a value specified in a null hypothesis.)।
- দুটি নমুনার গড়-এর পার্থক্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে যখন গড় দুটি আসে এমন দুটি জনসংখ্যা গ্রুপ থেকে যারা সমান পরিমিত বিন্যাস মেনে চলে। এই টি-পরীক্ষা আবার দুই ধরনের যথা: জোড়া টি পরীক্ষা ও জোড়া নয় টি-পরীক্ষা (A two sample location test of the null hypothesis that the means of two normally distributed populations are equal. All such tests are usually called Student's t-tests, though strictly speaking that name should only be used if the variances of the two populations are also assumed to be equal; the form of the test used when this assumption is dropped is sometimes called Welch's t-test. These tests are often referred to as "unpaired" or "independent samples" t-tests, as they are typically applied when the statistical units underlying the two samples being compared are non-overlapping.)।
- A test of the null hypothesis that the difference between two responses measured on the same statistical unit has a mean value of zero. For example, suppose we measure the size of a cancer patient's tumor before and after a treatment. If the treatment is effective, we expect the tumor size for many of the patients to be smaller following the treatment. This is often referred to as the "paired" or "repeated measures" t-test.

Criteria

- জোড়া টি-পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানগুলি অবশ্যই জোড়ায় জোড়ায় আসতে হবে(The number of points in each data set must be the same, and they must be organized in pairs, in which there is a definite relationship between each pair of data points.)।
- তথ্য যদি দৈব নমুনা থেকে নেয়া হয় তাহলে জোড়া নয় টি পরীক্ষা করতে হবে(If the data were taken as random samples, you must use the independent test even if the number of data points in each set is the same)।
- এমনকি তথ্য যদি জোড়ায় জোড়ায় আসার পরও ক্ষেত্র বিশেষে জোড়া টি-পরীক্ষা করা ঠিক নয় (Even if data are related in pairs, sometimes the paired t is still inappropriate. Here's a simple rule to determine if the paired t must not be used - if a given data point in group one could be paired with any data point in group two, you cannot use a paired t test.)।

জোড়া টি-পরীক্ষা পদ্ধতি(Procedure for carrying out a paired t-test):

ধরি, x = পূর্বের মান y =পরের মান, তাহলে পরীক্ষা পদ্ধতিটি হচ্ছে:

১. প্রতি জোড়ার মানের পার্থক্য ($d_i = y_i - x_i$) নির্ধারণ করা এবং প্রতিটি পার্থক্যের ধণাত্মক ও ঋণাত্মক নিশ্চিত করতে হবে।

২. গড় পার্থক্য $\bar{d}$ বের করতে হবে।

৩. এবার পার্থক্যের আদর্শ বিচ্যুতি বের করতে হবে এবং এটি গড় পার্থক্যের আদর্শ এরোর বের করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে।

$$SE(\bar{d}) = \frac{SD}{\sqrt{n}} \qquad T = \frac{\bar{d}}{SE(\bar{d})}$$

৪. এরপর টি-নির্ধারক বের করতে হবে যেটি (n − 1) স্বাধীনতার মাত্রায় টি-বিন্যাস মেনে চলে।

৫. প্রাক্কলিত টি-এর মান সারণীকৃত টি-বিন্যাসের মানের সংগে তুলনা করে p-এর মান বের করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণার তথ্যের ধরনের উপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের জন্য কাই বর্গ (χ^2-test) ও টি-পরীক্ষা (t-test) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলাফল নিম্নরূপ:

টেবিল ৫৭ : পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

	যোগদানের সময়		বর্তমানে		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
পুরুষ						
১	১৭৭	৮৮.৫	১৪০	৭০.০	৩১৭	৭৯.৩
২	২১	১০.৫	৫০	২৫.০	৭১	১৭.৮
৩+	২	১.০	১০	৫.০	১২	৩.০
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ২১.৪৯৭; df = 2 p< ০.০০০						
মহিলা						
০	১৬৭	৮৩.৫	৪০	২০.০	২০৭	৫১.৮
১	৩০	১৫.০	১৪৫	৭২.৫	১৭৫	৪৩.৮
২	৩	১.৫	১১	৫.৫	১৪	৩.৫
৩+	০	.০	৪	২.০	৪	১.০
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ১৬২.০৬১; df = 3 p< ০.০০০						
মোট						
১	১৫২	৭৬.০	২১	১০.৫	১৭৩	৪৩.৩
২	৩৯	১৯.৫	১২৯	৬৪.৫	১৬৮	৪২.০
৩	৬	৩.০	৩৩	১৬.৫	৩৯	৯.৮
৪+	৩	১.৫	১৭	৮.৫	২০	৫.০
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ১৭৫.৯০৩; df = 3 p< ০.০০০						

উপরের টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে ১ জন উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্যের পরিবারের সংখ্যা ছিল ৮৮.৫% যেটি বর্তমানে কমে ৭০%-এসেছে। এটি থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে ২ জন উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্যের পরিবারের সংখ্যা ছিল ১০.৫% এবং সেটি বর্তমানে প্রায় আড়াইগুন বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ২৫% হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পকালীন সময়ে পুরুষ সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। কাইবর্গ যথার্থতা পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত পরিবর্তনটি(p< ০.০০০) অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

মহিলা গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে উপার্জনক্ষমহীন মহিলা সদস্যের পরিবারের সংখ্যা ছিল ৮৩.৫% যেটি বর্তমানে কমে এক চতুর্থাংশের (২০%) নিচে নেমে এসেছে। এটি থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে ১ জন উপার্জনক্ষম মহিলা সদস্যের পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৫% এবং সেটি বর্তমানে প্রায় পাঁচগুণ

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ৭২.৫% হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পকালীন সময়ে মহিলা সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাইবর্গ যথার্থতা পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবর্তনটি($p<$ ০.০০০)অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রাহকগণের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে ১ জন উপার্জনক্ষম মোট সদস্যের পরিবারের সংখ্যা ছিল ৭৬% সেটি বর্তমানে কমে এক সপ্তমাংশের (১০.৫%) নিচে নেমে এসেছে। এটি থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে ২ জন উপার্জনক্ষম মোট সদস্যের পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৯.৫% এবং সেটি বর্তমানে তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ৬৪.৫% হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পকালীন সময়ে মোট সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপকহারে বেড়েছে। কাইবর্গ যথার্থতা পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবর্তনটি($p<$ ০.০০০) অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

টেবিল ৫৮ : পরিবারের মাসিক আয়-ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস(টাকা)

ধরন	সময় (Time)	সংখ্যা (n)	গড় (Mean)	আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation-SD)	টি এর মান (t-value)	স্বাধীনতার মাত্রা (Degrees of Freedom-df)	পি এর মান (p-value)
আয়	যোগদানের সময়	২০০	৯৮৭২.০০	৪৫৭৬.৬৪১	৮.৪৪৫	৩৯৮	.০০০
	বর্তমানে	২০০	১৪৬৯০.০০	৬৬৪৪.১৪২			
ব্যয়	যোগদানের সময়	২০০	৮৫৭৯.৫০	৩৬২১.৯৯২	৫.১০৬	৩৯৮	.০০০
	বর্তমানে	২০০	১০৬১২.৫০	৪৩১১.২০৯			

প্রোক্ত টেবিলে গ্রাহকগণের আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময় গড় আয় ছিল ৯৮৭২ টাকা যেটি প্রকল্পকালীন সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৬৯০ টাকা। টি-পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই বৃদ্ধি পরিসংখ্যানগত দিক থেকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময় গড় ছিল ৮৫৭৯.৫০ টাকা যেটি প্রকল্পকালীন সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৬১২.৫০ টাকা। টি-পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ব্যয়ের এই বৃদ্ধি পরিসংখ্যানগত দিক থেকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

টেবিল ৫৯ : পরিবারের গৃহের সংখ্যা ও ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

	যোগদানের সময়		বর্তমানে		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
ঘরের ধরন						
খড়ের ঘর	৭৫	৩৭.৫	৩৬	১৮.০	১১১	২৭.৮
টিনের ঘর	৮৮	৪৪.০	৭৪	৩৭.০	১৬২	৪০.৫
ইটের ঘর	৩৭	১৮.৫	৯০	৪৫.০	১২৭	৩১.৮
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ৩৭.০৩১; df = 2 $p<$ ০.০০০						

Dhaka University Institutional Repository

ঘরের সংখ্যা						
১	১৭২	৮৬.০	১৪৪	৭২.০	৩১৬	৭৯.০
২	২৩	১১.৫	৪৮	২৪.০	৭১	১৭.৮
৩+	৫	২.৫	৮	৪.০	১৩	৩.৩
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ১১.৯৭৬; df = 2 p< ০.০০৩						

গ্রাহকগণের জীবন ধারণের পরিবর্তন দেখার জন্য উপরের টেবিলে পরিবারের ঘরের ধরন ও সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস দেখানো হল। উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রকল্পে যোগদানের সময় ইটের ঘর ছিল ১৮.৫% যেটি বর্তমানে বৃদ্ধি হয়েছে ৪৫ শতাংশে। এ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে টিন ও খড়ের ঘর ছিল যথাক্রমে ৪৪% ও ৩৭.৫% যা কমে বর্তমানে যথাক্রমে ৩৭% ও ১৮% হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ঘরের ধরনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মানের অনেক উন্নতি হয়েছে। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে দেখা যাচ্ছে এই উন্নতি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রাহকগণের ঘর সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে ১টি ঘর সংখ্যার পরিবার ছিল ৮৬% সেটি বর্তমানে কমে ৭২% হয়েছে। এটি থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে ২টি ঘর সংখ্যার পরিবার ছিল ১১.৫% সেটি বর্তমানে বৃদ্ধি ২৪% হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পকালীন সময়ে গ্রাহকগণের ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেটি কাইবর্গ যথার্থতা পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবর্তনটি(p< ০.০০৩) অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

টেবিল ৬০ : পরিবারের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

	সময় (Time)	সংখ্যা (n)	গড় (Mean)	আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation-SD)	টি এর মান (t-value)	স্বাধীনতার মাত্রা (Degrees of Freedom-df)	পি এর মান (p-value)
গবাদি পশু সংখ্যা	যোগদানের সময়	২০০	.৫০	.৮৫১	৫.৩৫০	৩৯৮	.০০০
	বর্তমানে	২০০	১.৪৩	২.৩০৭			
হাঁস-মুরগী	যোগদানের সময়	২০০	৮.৫৮	৩৯.৮৮১	২.১১৫	৩৯৮	.০৩৫
	বর্তমানে	২০০	৫৮.৭৫	৩৩৩.০৪০			

উপরের টেবিলে গ্রাহকগণের পরিবারের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর সংখ্যার তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময় গবাদি পশুর গড় সংখ্যা ছিল ০.৫০ অর্থাৎ প্রতি ২ পরিবারে ১টি, যেটি প্রকল্পকালীন সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৪৩ অর্থাৎ প্রতি ২ পরিবারে আনুমানিক ৩টি। টি-পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এই বৃদ্ধি পরিসংখ্যানগত দিক থেকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। হাঁস-মুরগীর সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময় গড় সংখ্যা ছিল ৮.৫৮টি, যেটি প্রকল্পকালীন সময়ে বেড়ে

দাঁড়িয়েছে ৫৮.৭৫টি। টি-পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এই বৃদ্ধি পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

টেবিল ৬১ : পরিবারের ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য অন্যান্য এবং সম্পদের বিন্যাস

	যোগদানের সময়		বর্তমানে		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
টেলিভিশন						
ছিলনা	১৩১	৬৫.৫	৪৬	২৩.০	১৭৭	৪৪.৩
ছিল	৬৯	৩৪.৫	১৫৪	৭৭.০	২২৩	৫৫.৮
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ৭৩.২১৮; df = 1 p< ০.০০০						
রেডিও/টেপরেকর্ডার						
ছিলনা	১৮৬	৯৩.০	১৬২	৮১.০	৩৪৮	৮৭.০
ছিল	১৪	৭.০	৩৮	১৯.০	৫২	১৩.০
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ১২.৭৩২; df = 1 p< ০.০০০						
হাত ঘড়ি/দেয়াল ঘড়ির সংখ্যা						
০	১১৭	৫৮.৫	৭৮	৩৯.০	১৯৫	৪৮.৮
১	৬২	৩১.০	৬১	৩০.৫	১২৩	৩০.৮
২	১৩	৬.৫	৩৮	১৯.০	৫১	১২.৮
৩+	৮	৪.০	২৩	১১.৫	৩১	৭.৮
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ২৭.৩২১; df = 3; p< ০.০০০						
বাই সাইকেল সংখ্যা						
০	১৩৭	৬৮.৫	৯৪	৪৭.০	২৩১	৫৭.৮
১	৬১	৩০.৫	৯২	৪৬.০	১৫৩	৩৮.৩
২+	২	১.০	১৪	৭.০	১৬	৪.০
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ২৩.২৮৫; df = 2; p< ০.০০০						
রিক্সা-ভ্যান						
ছিলনা	১৯৩	৯৬.৫	১৮০	৯০.০	৩৭৩	৯৩.৩
ছিল	৭	৩.৫	২০	১০.০	২৭	৬.৮
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ৬.৭১২; df = 1 p< ০.০১						

Dhaka University Institutional Repository

উপরের টেবিলসমূহে গ্রাহকগণের প্রকল্পে যোগদানের পূর্বের ও পরের সময়ের পরিবারের ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্যসহ অন্যান্য দ্রব্য যেমন টেলিভিশন, রেডিও/ টেপরেকর্ডার, হাত ঘড়ি বা দেয়াল ঘড়ি, বাইসাইকেল ও রিক্সা বা ভ্যানের সংখ্যার তুলনামূলক তথ্যের বিন্যাস উপস্থাপন করা হলো। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময় ৩৪.৫ শতাংশ পরিবারে টেলিভিশন ছিল যা প্রকল্পকালীন সময়ে বেড়ে ৭৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কাইবর্গ পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই পরিবর্তনটি পরিসংখ্যানগত দিক থেকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। রেডিও/টেপরেকর্ডারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময় শুধুমাত্র ৭ শতাংশ পরিবারে রেডিও/ টেপরেকর্ডার ছিল যা প্রকল্পকালীন সময়ে বেড়ে ১৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কাইবর্গ পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এই পরিবর্তনটি পরিসংখ্যানগত দিক থেকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। হাত ঘড়ি বা দেয়াল ঘড়ির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময় ৫৮.৫ শতাংশ পরিবারে হাত ঘড়ি বা দেয়াল ঘড়ি ছিল না যা প্রকল্পকালীন সময়ে কমে ৩৯ শতাংশ হয়েছে। কাইবর্গ পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই পরিবর্তনটিও পরিসংখ্যানগত দিক থেকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। একই ভাবে বাইসাইকেলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পে যোগদানের সময় ৬৮.৫ শতাংশ পরিবারে বাইসাইকেল ছিল না যা প্রকল্পকালীন সময়ে কমে ৪৭ শতাংশ হয়েছে। কাইবর্গ পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই পরিবর্তনটিও পরিসংখ্যানগত দিক থেকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। ভ্যান/ রিক্সার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পে যোগদানের সময় ৯৬.৫ শতাংশ পরিবারে ভ্যান বা রিক্সা ছিল না যা প্রকল্পকালীন সময়ে কমে ৯০ শতাংশ হয়েছে। কাইবর্গ পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, এই পরিবর্তনটিও পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

টেবিল ৬২ : খাবার পানির উৎস সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

	যোগদানের সময়		বর্তমানে		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
খাবার পানির উৎস						
নদী	৪	২.০	০	.০	৪	১.০
পুকুর	৪৬	২৩.০	২	১.০	৪৮	১২.০
কুয়া	৭	৩.৫	৪	২.০	১১	২.৮
নলকূপ	১১০	৫৫.০	১৯২	৯৬.০	৩০২	৭৫.৫
অন্যান্য	৩৩	১৬.৫	২	১.০	৩৫	৮.৮
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০
χ^2 = ৯৪.৮৭৪; df = 4 p< ০.০০০						

খাবার পানির উৎস জীবন ধারণের মান নিয়ন্ত্রক। এই মান নিয়ন্ত্রকের পরিবর্তন দেখার জন্য উপরের টেবিলে খাবার পানির উৎসের বিন্যাস দেখানো হল। টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গ্রাহকগণের মধ্যে প্রকল্পে যোগদানের সময় নলকূপের পানি খেতো ৫৫%, যেটি বর্তমানে বেড়ে ৯৬% হয়েছে। এ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে পুকুরের পানি

খেতো ২৩% যা ০% এ নেমে এসেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, খাবার পানির উৎসের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রহীতাদের মানের অনেক উন্নতি হয়েছে। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে দেখা যাচ্ছে এই উন্নতি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

টেবিল ৬৩ : পরিবারের সদস্যদের ব্যবহৃত ল্যাট্রিনের ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

	যোগদানের সময়		বর্তমানে		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
ল্যাট্রিন						
খোলা মাঠ/ ঝোপ	৭	৩.৫	০	.০	৭	১.৮
গর্ত	১৫	৭.৫	২	১.০	১৭	৪.৩
জলাবদ্ধ	৫	২.৫	০	.০	৫	১.৩
কাঁচা পায়খানা	৯৯	৪৯.৫	২৬	১৩.০	১২৫	৩১.৩
পাকা স্যানিটারি	৬৮	৩৪.০	১৭১	৮৫.৫	২৩৯	৫৯.৮
অন্যান্য	৬	৩.০	১	.৫	৭	১.৮
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০

χ^2 = ১১২.৫৩৪; df = 5 p< ০.০০০

খাবার পানির উৎসের মত লাট্রিনের ধরনও জীবন ধারণের মান নিয়ন্ত্রক। এই মান নিয়ন্ত্রকের পরিবর্তন দেখার জন্য উপরের টেবিলে ব্যবহৃত ল্যাট্রিনের বিন্যাস দেখানো হল। টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গ্রাহকগণের মধ্যে প্রকল্পে যোগদানের সময় পাকা স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করত ৩৪% পরিবার, যেটি বর্তমানে বেড়ে ৮৫.৫% হয়েছে। এ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পে যোগদানের সময়ে প্রায় অর্ধেক পরিবার(৪৯.৫%) কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করত, যা কমে বর্তমানে হয়েছে মাত্র ১৩ শতাংশ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ব্যবহৃত ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মানের অনেক উন্নতি হয়েছে। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে দেখা যাচ্ছে এই উন্নতি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

টেবিল ৬৪ : ক্ষুদ্র বিনিয়োগ নেয়ার ফলে পরিবারের সচ্ছলতা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

	যোগদানের সময়		বর্তমানে		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
স্বচ্ছলতা						
স্বচ্ছল	৭৮	৩৯.০	১৭৮	৮৯.০	২৫৬	৬৪.০
অস্বচ্ছল	১২২	৬১.০	২২	১১.০	১৪৪	৩৬.০
মোট	২০০	১০০.০	২০০	১০০.০	৪০০	১০০.০

χ^2 = ১০৮.৫০৭; df = 1 p< ০.০০০

Dhaka University Institutional Repository

উপরের টেবিলে গ্রাহকগণের মতামতের ভিত্তিতে স্বচ্ছলতার বিন্যাস দেখানো হল। টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গ্রাহকগণের মধ্যে প্রকল্পে যোগদানের সময় ৩৯% পরিবার স্বচ্ছল ছিলেন, যেটি বর্তমানে বেড়ে ৮৯% হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ৬০% এর বেশি গ্রাহকগণ মনে করেন তারা পূর্বের থেকে স্বচ্ছল হয়েছেন। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে দেখা যাচ্ছে এই উন্নতি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা সম্পর্কিত গ্রাহক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক মাঠ জরিপের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পরিশেষে বলা যায় যে, অত্র জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মারাত্মক অসুবিধা হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য অর্থের দুষ্প্রাপ্যতা। মহাজন, ব্যবসায়ী ও আত্মীয়স্বজনদের নিকট থেকে গৃহীত অব্যাহত ঋণ খুলনা জেলার প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের দারিদ্র্যকে স্থায়ী করে তুলেছে।[৯] আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান বিশ্বে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা একটি সফল প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যাপক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কল্যাণময় বিধিমালায় পরিপূর্ণ। ইসলাম যে কোন কাজ উত্তমভাবে করার শিক্ষা দেয়।[১০] বাংলাদেশের খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রবর্তিত ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগসমূহ দারিদ্র্য দূরীকরণে খুবই কার্যকর। ধনীর কাছ থেকে দরিদ্রের হাতে কিছু তুলে দিতে পারলে অধিকাংশ সমাজেই দারিদ্র্য কিছুটা কমানো যায়।[১১] এদেশের গুরুত্বপূর্ণ খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ সকল ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যাপক ভূমিকা বিদ্যমান।

---

৯ ড. এম. উমর চাপড়া, অনু. ড. মাহমুদ আহমদ, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০), পৃ. ১০৫

১০ আব্দুল্লাহিয়ান মুহাম্মদ ইউনুস, *ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা, কোম্পানি ব্যবস্থাপনা ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের ভিশন*(ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লি. ২০০৯), পৃ. ১৩

১১ অমর্ত্য সেন, অনু. শিবাদিত্য সেন, *দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ*(কলকাতা : দাশগুপ্ত এ্যান্ড কোঃ প্রাইভেট লি. বাং ১৪১৮), পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা বিষয়ক গবেষণার ফলাফল, সমস্যাবলি ও সম্ভাব্য সমাধান নির্দেশনাসমূহ

৮.১ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ

৮.১.১ গ্রাহকগণের উপর অর্থনৈতিক ফলাফলসমূহ

৮.১.২ গ্রাহকগণের উপর সামাজিক ফলাফলসমূহ

৮.১.৩ গ্রাহকগণের উপর সাংস্কৃতিক ফলাফলসমূহ

৮.২ গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত সমস্যাবলি

৮.৩ গবেষণার আলোকে প্রদত্ত সম্ভাব্য সমাধান নির্দেশনাসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা বিষয়ক গবেষণার ফলাফল, সমস্যাবলি ও সম্ভাব্য সমাধান নির্দেশনাসমূহ

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগর ব্যবস্থার সকল সমস্যা মোকাবেলা করে অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে এটি একটি অতি সম্ভাবনাময় খাত।[১] দরিদ্র সব দেশেই অসাম্য দেখা দেয়।[২] অল্প আয় অভাবগ্রস্ত জীবনের একটি প্রধান সমস্যা[৩] যা দূরিকরণে এটি একটি সঠিক মাধ্যম। গরীবের ভাল করার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। এমনভাবে গরীবদের ভালো করতে হবে যাতে গরীবরা উপকৃত হয়। এ জন্য প্রয়োজন বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা।[৪] দারিদ্র্যহীন পৃথিবী মানে যেখানে প্রতিটি মানুষ তার জীবনের ন্যূনতম চাহিদাসমূহ নিজেই মেটাতে সক্ষম। এরকম পৃথিবীতে কারও অনাহারে মৃত্যু ঘটবে না, কেউ অপুষ্টিতে ভোগবেনা। দীর্ঘদিন থেকে পৃথিবীর সকল নেতৃবৃন্দ এ লক্ষ্যে পৌছাতে চেয়েছেন। কিন্তু সেখানে পৌছানোর কোন নির্দিষ্ট রূপরেখা তারা আঁকতে পারেননি।[৫] খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমুহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধান করতে পারলে, এ জেলার মানুষের জীবনযাত্রায় 'দারিদ্র্যহীন পৃথিবী' গড়ে তোলা সম্ভব।

৮.১ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ

১৮৮২ সালে সৃষ্ট বৃহত্তর খুলনা জেলার খুলনা সদর মহাকুমাই বর্তমান খুলনা জেলা। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কারণে ১৯৮৪ সালে অপর দুটি মহাকুমা বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় রূপান্তরিত হওয়ার ফলে খুলনা জেলার সংকোচন ঘটে এবং প্রাক্তন খুলনা সদর মহাকুমা একটি প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত হয়।[৬] রূপসা, ভৈরব, পশুর, শিবষা নদীসহ অজস্র নদী বিধৌত এ জেলার জীবন যাত্রায় দারিদ্র্য নিত্যকার প্রতিচ্ছবি।

---

১ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *Islamic Microfinance : An Instrument for povety Alleviation*(ঢাকা : অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা ১৩, জুলাই ২০১২), পৃ. ২৮

২ রিজওয়ানুল ইসলাম, *উন্নয়নের অর্থনীতি*(ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ২০১০), পৃ. ৫৭

৩ অমর্ত্য সেন, অনু. অরবিন্দ রায়, *উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা*(কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০০৯), পৃ. ৯২

৪ ড. আকবর আলী খান, *পরার্থপরতার অর্থনীতি*(ঢাকা :দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. ৮

৫ ড. মুহাম্মদ ইউনুস, *গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন*(ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ২৭

৬ মোঃ ইউনুসুর রহমান,ও ও এস.এস. রইজ উদ্দিন আহম্মদ, *খুলনা বিভাগের ইতিহাস*(খুলনা : গাঙচিল প্রকাশন, ২০১০), খ. ১, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

এ জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা চালু করেছে। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প RDS(Rural Development Scheme) চালু করেছে। ব্যাংকটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প দৌলতপুর শাখার মাধ্যমে চালু করা হলেও তা ২০০৭ সালে খুলনা শাখায় এবং ২০১০ সালে তা ফুলতলা শাখা ও পাইকগাছা শাখায় সম্প্রসারিত হয়। ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের তথ্য অনুসারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ জেলার ২৩৫টি গ্রামে ৪৫৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এ ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মধ্যে ৭৫২ জন পুরুষ যা মোট গ্রাহকগণের ৬.১১ শতাংশ। অপর দিকে নারী গ্রাহকের সংখ্যা ১১৫৫৮ জন যা মোট গ্রাহকের ৯৩.৮৯ শতাংশ। ব্যাংকটির অত্র জেলার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সদস্য সংখ্যা ১২৩১০ জন। ২০১১ সালে ব্যাংকটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকসংখ্যা ২৩.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আরডিএস এর ফলে গ্রাহগণের খাদ্যাভ্যাস, গৃহ শিক্ষা বস্ত্র, চিকিৎসা, ল্যাট্রিন ব্যবহার, বিশুদ্ধ পানি পান, আয়-ব্যয়সহ আর্থিক সামাজিক স্বাস্থ্য ও সামাজিকতায় ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।[৭]

অত্র জেলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ক্রমপুঞ্জিভূত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পরিমাণ ১৭৭.৬২ মিলিয়ন টাকা ও এর ৪৭.২৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ স্থিতি ১৩৪.৫৫ মিলিয়ন টাকা, যার ৬৪.২৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ব্যাংকটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩৬.৬০ মিলিয়ন টাকা এবং ৩০.৭১ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২০১০ সালে খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প GSIS(Grameen Small Investment Scheme) এর কার্যক্রম শুরু করে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে তথ্য অনুসারে ব্যাংকটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম জেলার ১৪টি গ্রামের ৭৩ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকটির ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের পুরুষ সদস্য সংখ্যা ৩১১ জন, নারী সদস্য সংখ্যা ২৬৯ জন এবং মোট সদস্য সংখ্যা ৫৮০ জন। এ জেলায় ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫.৩৭ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগ স্থিতি ৫.১১ মিলিয়ন টাকা।

---

৭ RDS has large positive Impact, which is observed in the case of food intake, housing, education, clothing, taking medical treatment, use of toilet, use of clean pure water, income-expenditure and as such economic, socio-economic, health and physiochemical environment. cf. Mohammad Main uddin, *Credit for The Poor: The Experience of Rural Development Scheme of Islami Bank Bangladesh Limited*(Katmondu: The Journal of Nepalese Business Studies), vol. V, No.1, Dec. 2008, pp. 62-75

Dhaka University Institutional Repository

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৮ সালে হতে এ জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প FEMIP(Family Empowerment Micro Investment Program) এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ সম্প্রসারণ ধারা পরিচালনা করে আসছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে ব্যাংকটি এ জেলায় ১২টি গ্রামে ২২১ জন সদস্যের মাঝে এটি পরিচালনা করছে। জেলায় ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ২০.৪৬ মিলিয়ন টাকা ও বিনিয়োগ স্থিতি ১৩.২৭ মিলিয়ন টাকা। সার্বিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ সালে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ ২৬১টি গ্রামে ৫৩২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এ জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের মোট সদস্য সংখ্যা ১৩১১১ জন, যার ১১৯৪৮ জনই নারী সদস্য বাকি ১১৬৩ জন পুরুষ সদস্য অর্থাৎ মোট বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ৯১.১৩ শতাংশ নারী এবং ৮.৮৭ শতাংশ পুরুষ।

৩১ ডিসেম্বর ২০১১ সালে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্রমপুঞ্জিভূত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পরিমাণ ২১৪.৪৫ মিলিয়ন টাকা। এটি পূর্ববর্তী বছর থেকে ৪০.৭০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ স্থিতি ১৫২.৯৩ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছর থেকে এর প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৪৯.০২ শতাংশ । এ সকল জেলায় ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪২.০৫ মিলিয়ন টাকা এবং ৯৭.৮১ শতাংশ বিনিয়োগ আদায়ের হার।

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পাশাপাশি এসব প্রকল্পের আওতায় জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এসব জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শিক্ষাবৃত্তি, শিক্ষা উপহার, বিদ্যালয়, মক্তব, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে আছে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোমূলক কার্যক্রম, চিকিৎসা সহযোগিতা ইত্যাদি। ত্রাণ ও পুণর্বাসন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বিনিয়োগ মওকুফ, কারয হাসানা কার্যক্রম এবং ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য কার্যক্রম। এ ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচির অধিনে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে।

খুলনা জেলায় আয়লা বিধ্বস্ত জনপদের জন্য, 'ফায়েল খায়ের কারয হাসানা' কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ মুনাফা বিহীন এ কর্মসূচির মাধ্যমে আয়লা উপদ্রুত এলাকায় মোট ৫৪ লাখ ৪৯ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলার ২৪টি গ্রামে ৩১২টি গ্রুপ ও ৪৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত এ সেবা কর্মকাণ্ডে সদস্য সংখ্যা ৮৫৭ জন।

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের অধিনে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে আউটডোর অসুস্থ ব্যক্তিদের স্বল্প খরচে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় প্রতি বছরে প্রায় ৬০,০০০ থেকে ৭০,০০০ জন। ইনডোর পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেন ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ জন। এ ভাবে প্রতি বছর এ জেলায় প্রায় লক্ষাধিক লোক খুবই কম খরচে উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্ত হচ্ছেন। হাসপাতাল থেকে জনসাধারণ ২৫% কম খরচে উন্নতমানের বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক ডায়াগনস্টিক সেবা পাচ্ছেন। এ ছাড়া হাসপাতালের জনহিতকর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ফ্রি খাতনা ক্যাম্প, ফ্রি ঠোঁট কাটা ক্যাম্প, ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ, ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও ডায়াবেটিকস্ ক্যাম্প, ফ্রি চক্ষু ক্যাম্প, ফ্রি চিকিৎসাপত্র প্রদান, ভ্রাম্যমান ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং টিম, স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার ব্লাড গ্রুপিং রিপোর্ট প্রদান ইত্যাদি। এসকল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম জেলার জনসাধারণের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি খুলনা, জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর টেক্সটাইল, গার্মেন্টস ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল ও কম্পিউটার বিষয়ে পরিচালনা কোর্স করছে। বিভিন্ন মেয়াদের কোর্সসমূহের মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং। এ ছাড়া ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্পোকেন ইংলিশ কোর্স চালু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় দুইশত ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

'মাঠ জরিপ ২০১২' এর মাধ্যমে জানা যায় যে, খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে তিনটি ব্যাংক এর ৭(সাত) টি শাখায় ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচালনা করছে। আইবিবিএল এর আরডিএস, এআইবিএল এর জিএসআইএস ও এসআইবিএল এর এফইএমআইপি এর মাধ্যমে জেলার প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র জনগণ বিনিয়োগ গ্রহণ করে ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

৮.১.১ গ্রাহকগণের উপর অর্থনৈতিক ফলাফলসমূহ

- গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহকগণের পরিবারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহণের ফলে প্রায় সকল পরিবারের আয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।
- গ্রাহক পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক অধিকার হিসেবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ তাদের অন্নের সংস্থান সহজে করতে পেরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

- ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের বেতন, ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারবারে আয় বৃদ্ধির ফলে বিষয়টি কারবার সংশ্লিষ্টদের আয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন ফেলেছে।

- কৃষিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে কৃষকের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি কৃষিকর্মে সংশ্লিষ্ট ভূমিহীনদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কারণে কাজের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটার মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

- বিনিয়োগ গ্রাহকগণ ক্রমোন্নতি অর্জন করেছেন। উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা গ্রাহকগণ স্থাবর অস্থাবর সম্পদ ক্রয় করেছেন। ফলে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের গ্রাহকগণের বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হয়। এভাবে সঞ্চয় ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের পুঁজি বেড়ে গিয়েছে।

- ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের ক্রমেই কারবার সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন।

- ব্যবসায়িক কারবারে উন্নতির ফলে গ্রাহকগণের মাঝে ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমেই তারা নিজেদের বেশি ঝুঁকি মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

- ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ তাদের কারবারের ক্রমেই উন্নতি লাভ করেছেন। ক্রমেই তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন।

- গ্রাহকগণের নিকট সুদের কারবারের কুফল ক্রমেই স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। ফলে তাদের মাঝে সুদের কারবারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে।

- কারবারে সফলতার কারণে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের কঠোর পরিশ্রমের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। তারা অধিক হারে কর্মমুখি হয়ে পড়েছেন।

৮.১.২ গ্রাহকগণের উপর সামাজিক ফলাফলসমূহ

- গ্রাহকগণের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা তৈরি হয়েছে। তাদের মাঝে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে।

- স্যানিটেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রাহকগণের আগ্রহ বেড়েছে। মান সম্মত পায়খানা ব্যবহারে তারা উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

- জীবানুমুক্ত নিরাপদ পানি ব্যবহার বিষয়ে গ্রাহকগণ সচেতন হয়েছেন। তাদের সুপেয় পানি ব্যবহারের হারে উন্নতি ঘটেছে।

- গ্রাহক পরিবারে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। ফলে স্বাক্ষরতা বাড়ার পাশাপাশি স্কুলে গমণকারি শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- গ্রাহকগণের সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলমান সমাজ ব্যবস্থার সাথে ক্রমেই তারা একীভূত হয়ে পড়ছেন। বাড়ছে তাদের সামাজিক গতিশীলতা।

- গ্রাহক পরিবারে গৃহস্থলীর উন্নয়ন ঘটেছে। তারা নিত্যনতুন দ্রব্যাদি ব্যবহার করছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা পূর্বের দ্রব্যাদি পরিবর্তন করে উন্নতমানের দ্রব্যাদি ব্যবহার করছেন। এভাবে তাদের গৃহস্থলী দ্রব্যাদির উন্নতি ঘটেছে।

- মহিলাদের মর্যাদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীর স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ছে। এ ভাবে নারীর ক্ষমতায়ন তরান্বিত হচ্ছে।

- গ্রাহকগণের অন্ন, বস্ত্রের সংস্থানের পাশাপাশি তাদের সুন্দর ও মানসম্মত বাসস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাসস্থানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেছে।

- সমাজ সম্পর্কে গ্রাহকগণের বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তিত হয়ে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে।

- সমাজ জীবনে গ্রাহকগণ ক্রমেই নিজ নিজ মর্যাদার উন্নতি ঘটিয়েছেন। তাদের সামাজিক মর্যাদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- গ্রাহকগণ ব্যক্তিগতভাবে সমাজে এমন এক অবস্থান তৈরি করেছেন যা পূর্বে তাদের ছিলনা। এভাবে ব্যক্তি মর্যাদার উন্নতি ঘটেছে।

- দক্ষতা বৃদ্ধিতে গ্রাহকগণ বেশ সফল হয়েছেন। প্রত্যেকই নিজ নিজ পেশায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

- গ্রাহকগণ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের আলোকিত করেছেন। এভাবে নিজেরাই স্ব-শিক্ষিত হিসেবে বিকশিত হয়েছেন।

- সমাজ জীবনে পশ্চাৎপদ অবস্থানে থাকা দরিদ্র গ্রাহকগণের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বেড়েছে। ক্রমেই তারা সমাজের নেতৃত্বদানের অবস্থানে চলে এসেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

- সামাজিকভাবে গ্রাহকগণ সংগঠক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অন্যদেরকে পরিচালনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮.১.৩ গ্রাহকগণের উপর সাংস্কৃতিক ফলাফলসমূহ

- বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মধ্যে শৃংখলাবোধ তৈরি হয়েছে। গ্রুপভিত্তিক চলাচলের নীতিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।
- গ্রাহকগণ সময়মত বিভিন্ন কাজ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ক্রমেই তারা সময়ানুবর্তিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।
- ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি গ্রাহকগণের আগ্রহ বেড়েছে। তারা ক্রমেই ইসলামী আদর্শে জীবন পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।
- ধর্মীয় জীবন যাপন করলে যে সকল কল্যাণ লাভ করা সম্ভব, সে সকল কল্যাণ লাভের প্রতি গ্রাহকগণ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।
- দরিদ্র অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মানুষের জীবন ধারায় পরিবর্তন আবশ্যক। এ লক্ষ্যে গ্রাহকগণ কর্মঠ, নিষ্ঠাবান ও উদ্যোগী হিসেবে নিজেদের তৈরি করেছেন।
- সুদ ব্যবস্থার প্রয়োগ না করে, হালাল পন্থায় অর্থায়ন ব্যবস্থার প্রতি গ্রাহকগণ আগ্রহী হয়েছেন। এভাবে সুদের বিকল্প পন্থায় আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়েছে।
- ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সঠিকভাবে পরিচালনার ফলে সমাজের দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। এ সকল নারীদের মধ্যে সাংগঠনিক গুণাবলি ক্রমেই উন্নয়ন ঘটছে।
- পারিবারিক কাঠামো ক্রমেই শক্তিশালী হয়েছে। আর্থিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিবারের সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।
- পালনীয় সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক শৃংখলা তৈরি হয়েছে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে এ সকল সিদ্ধান্তের ইতিবাচক প্রভাব কাজ করছে।
- মুসলিম গ্রাহকগণের ঈমানের ভিত্তিসমূহ শক্তিশালী হয়েছে। সদস্যদের মাঝে ইসলামের অনুশীলন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নিজের আর্থিক সংগতি পরিবর্তনের ফলে গ্রাহকগণের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজের কর্মক্ষমতার প্রতি আস্তা তৈরি হয়েছে।

- বিনিয়োগের সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়নের ফলে গ্রাহককে একে অপরের মাঝে বিভিন্ন প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে হয়েছে। এভাবে গ্রাহকের যোগাযোগ দক্ষতা বেড়েছে।

- মুসলিম সমাজে পূর্ব থেকে চলে আসা কুসংস্কার, শিরক, বিদা'আত ও ভ্রান্ত ধারণা হ্রাস পেয়েছে। ক্রমে এ সকল বিষয়ে ইসলামের সঠিক বিধান গ্রাহকগণের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে।

- নারীর অধিকার বিষয়ে গ্রাহকগণ সচেতনতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ছাড়া যৌতুক ও অন্যান্য বিষয়ে তাদের মাঝে পূর্বেকার ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে।

- গ্রাহকগণের আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। চিন্তা ও ধ্যান ধারণায় পূর্বেকার নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন হয়েছে ও ইতিবাচক ধারণা সুচিত হয়েছে।

- ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও অন্যের অধিকার খর্ব করার প্রবণতা লোপ পেয়েছে। সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যবোধ তৈরি হয়েছে।

- ধর্মীয় জীবনের কল্যাণময় দিকগুলোর দিকে গ্রাহকগণের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এভাবে তারা ইসলামের কল্যাণময় দিকগুলো থেকে উপকার গ্রহণে মনযোগী হয়েছেন।

- ভিক্ষাবৃত্তির মানসিকতা পূর্ণমাত্রায় লোপ পেয়েছে। সাহায্য সহযোগিতার উপর নির্ভরশীলতা কমে নিজেই নিজ ভাগ্যের পরিবর্তন করার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এবং স্ব-কর্মে মনোনিবেশের মাধ্যমে উন্নয়নের সঙ্গে সবাই কাজ করে চলেছেন।

মূলত ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা ব্যাপক এবং ক্রমেই এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। খুলনা জেলার দরিদ্র মানুষের কল্যাণে এটি যথাযথ ফলাফল প্রদান করে চলেছে।

৮.২ গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত সমস্যাবলি

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এতে বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ কিছু সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল সমস্যার কারণে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এর মূল লক্ষ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতে পারছে না। সমস্যাগুলো তাই প্রকল্প সমূহের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত সমস্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

৮.২.১ ইসলামী ব্যাংকিং এর স্বল্পতা

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যাবলির যথেষ্ট স্বল্পতা বিদ্যমান। ৭টি ইসলামী ব্যাংক উক্ত জেলায় কাজ করলেও ইসলামী ব্যাংকিং এর ব্যাপকতা নেই। প্রচলিত সুদি ব্যাংকসমূহের মধ্যে মাত্র একটি ব্যাংকের ইসলামিক উইন্ডোর কার্যক্রম রয়েছে।

৮.২.২ অপর্যাপ্ত শাখা বিন্যাস

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা অপর্যাপ্ত। জেলার অধিকাংশ প্রত্যন্ত এলাকাতে এখনও কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় শাখা খুলতে সক্ষম হয়নি। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং এ আগ্রহী গ্রাহকগণ ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত হতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

৮.২.৩ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অপর্যাপ্ততা

খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে সকল ব্যাংকে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা চালু নেই। কোন কোন ব্যাংক ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিযোগ ব্যবস্থা থাকলেও এগুলোর সকল শাখায় এর প্রসার হয়নি। ফলে আগ্রহী গ্রাহকগণ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৮.২.৪ ইসলামী ব্যবসা চিন্তার অভাব

খুলনা জেলায় ব্যাপকভাবে ইসলামী ব্যবসা বাণিজ্য চিন্তার বিকাশ ঘটেনি। এ জেলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী প্রচলিত ধারার ব্যবসা বাণিজ্যের পদ্ধতিতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত।

৮.২.৫ ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির স্বল্পতা

খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে প্রচলিত ইসলামী পদ্ধতিসমূহের সংখ্যা সীমিত। মুদারাবা, মুবারাহা, মুশারাকা, বায়' মুয়াজ্জাল, বায়' সালাম, বায়' ইসতিসনা পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপক ব্যবহার এখানে অনুপস্থিত।

৮.২.৬ ক্ষুদ্র বিনিয়োগে ব্যাংকিংয়ের জটিল প্রক্রিয়া

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণ মূলত দারিদ্র্য এবং স্বল্প শিক্ষার অধিকারি। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রক্রিয়ায় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এটি ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করছে।

৮.২.৭ পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব

খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ তহবিল খুবই সীমিত। ফলে গ্রাহকগণ এ সকল ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রতি ব্যাপকভাবে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও তাদের চাহিদা মিটাতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

৮.২.৮ সম্পূর্ণ মুনাফামুক্ত তহবিলের অভাব

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে অর্থায়নের জন্য কার্‌য বা ওয়াকফ এর মতো সম্পূর্ণ মুনাফামুক্ত তহবিল সরবরাহ নেই। ফলে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা গণমানুষের পর্যাপ্ত কল্যাণ করতে পারছে না।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.৯ ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রযুক্তির উন্নয়নের অভাব

এ জেলায় পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকাণ্ডে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তির পর্যাপ্ত ব্যবহার নেই। অনেক শাখায় এখনও সেবাদান পদ্ধতি সেকেলে মানের। আধুনিক প্রযুক্তি যথাযথভাবে গ্রহণ না করার ফলে গ্রাহকগণ পর্যাপ্ত সেবা পাচ্ছেন না।

৮.২.১০ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিবেশের অভাব

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিবেশ যথাযথভাবে পাওয়া যায় না। ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের জন্য এর মান সন্মত গ্রাহকসহ অন্যান্য বিষয় প্রত্যাশিত পর্যায়ের থাকেনা। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সমস্যা।

৮.২.১১ ইসলামী বিনিয়োগ সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব

এ জেলার গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রকৃত কল্যাণময় দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন নয়। এহেন অসচেতনতার ফলে এই বিনিয়োগ ব্যবস্থা প্রত্যাশিত গতিতে বিকশিত হচ্ছে না।

৮.২.১২ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সঠিক এলাকা নির্বাচনের অভাব

খুলনা জেলায় পরিচালিত ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক সময় চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এবং প্রকৃত অভাবী এলাকাগুলোকে নির্বাচন করা হয় না। এর ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এর গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়।

৮.২.১৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রচারনার অভাব

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচালনারত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্পর্কে জেলার অধিকাংশ জনগণের ব্যাপক কোন ধারণা নেই। ফলে ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্পর্কে জেলার জনগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তর অংশ অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে।

৮.২.১৪ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহক নির্বাচনে স্বচ্ছতার অভাব

এ জেলায় পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় গ্রাহক নির্বাচনে স্বচ্ছতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হন। এর ফলে প্রকৃত অভাবী জনগোষ্ঠী ব্যাংকের এই মহৎ প্রকল্পসমূহ থেকে উপকার গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

৮.২.১৫ পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব

খুলনা জেলায় শিক্ষার হার এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌছায়নি। এর কারণে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ সঠিকভাবে কারবার পরিচালনা করতে পারছেন না। ফলে এ জেলায় সামগ্রীকভাবে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা তার সঠিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.১৬ গ্রাহকগণের ঋণ ভীতি

খুলনা জেলার জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলিত ঋণ প্রক্রিয়া সর্ম্পকে প্রচণ্ড ভীতি বিদ্যমান। সাধারণ মানুষ এখনও মনে করে, ব্যাংক ঋণ নিলে এক পর্যায়ে অবশিষ্ট সম্পদটুকুও হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। ফলে তারা হয়ে পড়বে একেবারে নিঃস্ব। ঋণ সম্পর্কে এ ভীতির ফলে অনেক গ্রাহকই ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহে পর্যাপ্ত আগ্রহ ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করছেনা।

৮.২.১৭ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের অভাব

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রসারের লক্ষ্যে প্রচলিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রতিকূলে এর নিজস্ব পরিবেশ তৈরি করা আব্যশক। ইসলামী আদর্শ, ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সম্পর্কে খুলনা জেলার অনেক এলাকায় এখনও অনেক ভুল ধারণা বিদ্যমান। এ কারণে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

৮.২.১৮ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিতরণে স্বল্পতা

খুলনা জেলার অনেক এলাকায় তহবিলের সমস্যা না থাকলেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত আকারে এ গুলো বিতরণ করেন না। ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ এ ক্ষেত্রে চাহিদা অনুসারে গ্রাহকগণ লাভ করেন না। ব্যাংক কর্তৃক বিতরণে স্বল্পতার ফলে দরিদ্র গ্রাহকগণ তার প্রাপ্য ক্ষুদ্র ঋণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৮.২.১৯ প্রচলিত এনজিও (NGO) এর ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব

প্রচলিত এনজিওগুলো খুলনা জেলার যে সকল ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে, এর প্রভাব অনেক সময় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থা পরিচালনা ব্যহত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রচলিত তুলনায় বেশি সুযোগ দেয়ায় সাধারণ মানুষ সেগুলোর প্রতি ধাবিত হচ্ছে।

৮.২.২০ সকল ইসলামী ব্যাংকের সমন্বিত উদ্যোগের অভাব

খুলনা জেলায় ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচালনারত ব্যাংকসমূহের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগের অভাব বিদ্যামান। এলাকার ভিত্তিতে চাহিদা নির্ধারণ ও তা বিভিন্ন এলাকায় বিতরণের ক্ষেত্রে কোন সমম্বিত উদ্যোগ নেই। ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে জেলার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়ার কল্যাণমুখি কার্যক্রম সম্ভব হচ্ছে না।

৮.২.২১ সমন্বয়হীনতা

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক ব্যাংকের সাথে অন্য ব্যাংকের সমন্বয় নেই। এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পদ্ধতির মাঝে নিয়মের

Dhaka University Institutional Repository

কিছু কিছু ভিন্নতা থাকার কারণে গ্রাহকগণ কিছুটা বিভ্রান্ত হন। এভাবে সমন্বয়হীনতার ফলে এ কর্মকাণ্ডে প্রভূত সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

৮.২.২২ মহাজনী প্রথার ফাঁদ

খুলনা জেলার সর্বস্তরে এখনও শোষণবাদী মহাজনী প্রথা বিদ্যমান। মহাজনী ও দাদন প্রথার ফলে একদিকে যেমন ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের সাফল্য যথাযথ কাংখিত গতি লাভ করতে পারছে না, অপরদিকে মহাজনী ও দাদন প্রথার যাতাকলে পড়ে প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক শোষণে নিষ্পেষিত হচ্ছে দরিদ্র অসহায় মানুষ।

৮.২.২৩ গণমুখি নিয়মাবলি প্রবর্তনের অভাব

খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পদ্ধতিসমূহ পর্যাপ্তভাবে গণমুখি নয়। গণবান্ধব প্রক্রিয়ায় এগুলো পরিচালনার অভাব বিদ্যমান। ফলে জনগণ আশানুরূপ ফলাফল লাভ করতে পারছেনা।

৮.২.২৪ মুনাফার হার সহনীয় করণের অভাব

খুলনা জেলায় পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে মুনাফার হার প্রচলিত এনজিওগুলো থেকে কম হলেও তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট বেশি। দরিদ্র, অভাবী মানুষ বিনিয়োগ গ্রহণ করে তা থেকে উপার্জনের পরই তা শোধ করবে। সে ক্ষেত্রে মূল্যের সাথে লাভের অংশ তাকে পরিশোধ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে লাভের অংশটি সহনীয়করণের করা হচ্ছে না।

৮.২.২৫ অপর্যাপ্ত অফিস সংখ্যা

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সকলেই কোন না কোন কর্মে লিপ্ত। অফিস সংখ্যা গ্রাহক অনুপাতে কর্ম হওয়ায় তা গ্রাহকগণের ক্ষতির কারণে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় উৎপাদনমুখি কর্ম ত্যাগ করে গ্রাহককে অফিসে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগের জন্য যেতে হয়। এ ক্ষেত্রে তা গ্রাহকের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৮.২.২৬ দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কম

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের অধিকাংশই কর্মমুখি শিক্ষায় প্রশিক্ষণের অধিকারি নয়। কর্মদক্ষতার অভাবে তারা বিনিয়োগ গ্রহণ করলেও তা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে অনেক সময় ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় গ্রাহক যেমন বিনিয়োগের সুফল গ্রহণ করে সঠিক ফলাফল লাভে ব্যর্থ হয়, তেমনি ব্যাংক থেকে নেয়া তার বিনিয়োগ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.২৭ শিক্ষার বিকাশে অপর্যাপ্ত সহযোগিতা

খুলনা জেলার শিক্ষার হার খুব সন্তোষজনক নয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মধ্যেও এ সমস্যা বিদ্যমান। গণশিক্ষা বিকাশে ব্যাংকের কিছু পদক্ষেপ থাকলেও শাখার কার্যক্রম ৫ বছর পূর্ণ হওয়াসহ কিছু শর্তাবলি বিদ্যমান। গণশিক্ষা ব্যাপকভাবে বিকাশ ঘটাতে না পারলে দরিদ্র গ্রাহকগণের জন্য এ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কাংখিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হবে না।

৮.২.২৮ বিনিয়োগের যথাযথ তদারকির অভাব

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাকংসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষ থেকে যথাযথ ভাবে তদারকি করা হয়না। দরিদ্র গ্রাহক অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তার বিনিয়োগের ব্যবহার করতে পারেনা। ব্যাংকের পক্ষ থেকে সঠিকভাবে তদারকির অভাবে গ্রাহক অনেক ক্ষেত্রেই তার কাংখিত সাফল্য পায় না।

৮.২.২৯ আমলাতান্ত্রিক কাগজপত্রের প্রক্রিয়া

ইসলামী ব্যাংকসমূহ থেকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ গ্রাহকগণের নিকট থেকে অনেক বেশি কাগজপত্র নিয়ে থাকেন। দরিদ্র গ্রাহক বেশি কাগজপত্র দেখে একদিকে যেমন ভয় পায়, তেমনি কাগজপত্রের বহুমুখি জটিলতায় তার বিনিয়োগ গ্রহণ ও সার্বিক কার্যক্রম প্রলম্বিত হয়। এতে গ্রাহক মানসিকভাবে বিব্রত বোধ করেন।

৮.২.৩০ গ্রাহকগণের পণ্য ক্রয়ের সীমিত স্বাধীনতা

বিনিয়োগে গ্রাহকগণ যদিও পণ্যের জন্য চাহিদা প্রদান করে থাকেন তবুও স্বল্পশিক্ষা ও সমন্বয়হীনতার কারণে গ্রাহকগণ অনেক সময় স্বাধীন মতো পণ্য ক্রয় করতে পারে না। গরীব গ্রাহক স্বাধীন মতো পণ্য ক্রয়ে ব্যর্থ হওয়ার ফলে তার ব্যবসায়িক কর্মে অনেক ক্ষেত্রে কাংখিত সাফল্য আসেনা।

৮.২.৩১ বেশি স্বাক্ষরের বেড়াজাল

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সাথে সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে, প্রত্যেক গ্রাহককে ব্যাংকের প্রচলিত পদ্ধতি মেনে হিসাব খুলতে হয়, এতে অনেকগুলো স্বাক্ষর করতে হয়। বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অনেকগুলো কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। স্বল্প শিক্ষিত এ সকল দরিদ্র গ্রাহকগণ এ সকল অধিক স্বাক্ষরের বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়াটাকে এক ধরনের বিড়ম্বনা হিসেবে মনে করেন।

৮.২.৩২ চাহিদার তুলনা বিনিয়োগ কম প্রদান

ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ ব্যাংকের নিকট উপস্থিত হয় এ প্রত্যাশায় যে, তারা ব্যাংক থেকে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ পাবেন। কিন্তু অনেক সময়ই গ্রাহকগণ তাদের কাংখিত পরিমাণ বিনিয়োগ পান না। ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকগণের কম বিনিয়োগ দেয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা উন্নতির লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন না।

৮.২.৩৩ অফিস থেকে কেন্দ্র দূরে

অনেক সময় অফিস থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের দরিদ্র গ্রাহকগণ ভোগান্তির শিকার হন। সচরাচর তারা অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন না। এভাবে তাদের কার্যক্রম ব্যহত হয়।

৮.২.৩৪ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের লেনদেন বুথ কম

গ্রাহকগণের লেনদেন বুথ কম হওয়ায় ফলে অনেকে প্রয়োজনীয় সময় ব্যাংকে যেতে পারেন না। যথাসময়ে লেনদেনের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিশোধ দ্রুত শেষ করে পুনরায় বিনিয়োগ গ্রহণ বিলম্ব হয়। এ ভাবে প্রতিনিয়ত তারা লেনদেনের সমস্যায় ভোগতে থাকেন। লেনদেন সহজে করতে না পারায় গ্রাহকগণের কাজে স্থবিরতা দেখা দেয়।

৮.২.৩৫ বিনিয়োগ পরিচালনায় কর্মকর্তার সংখ্যা কম

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রাহকগণের অনুপাতে কর্মকর্তার সংখ্যা খুবই নগন্য। কর্মকর্তা কম হওয়ার ফলে গ্রাহকগণ সহজে তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাননা এবং সুবিধা-অসুবিধা জানাতে পারেন না। এভাবে যোগাযোগহীনতার কারণে গ্রাহকগণের বিনিয়োগ সেবা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

৮.২.৩৬ প্রথম বিনিয়োগ মন্থর গতি

ইসলামী ব্যাংকসমূহের নতুন ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের প্রথম বিনিয়োগের জন্য সময় বেশি নেয়া হয়। গ্রাহকগণের নূন্যতম ৪ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়। ফলে বিনিয়োগ গ্রহণে আগ্রহী ভালো মানের গ্রাহকগণ অনেক সময় সন্তুষ্ট হতে পারে না। এ ভাবে সময় ক্ষেপণের ফলে কখনও কখনও গ্রাহগণের লক্ষ্য পূরণ হয়না এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৮.২.৩৭ সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ স্বল্প

ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয় না। নদী বিধৌত এ জনপদের মৎস খাতসহ সম্ভাবনাময় খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনিয়োগ না হওয়ার ফলে গ্রাহকগণ উপকৃত হন না। এটা তাদের এলাকা ভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক পেশায় যথাযথ কল্যাণ করতে ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.৩৮ কেন্দ্র মিটিংগুলোর জন্য ব্যাংকের নিজস্ব কোন অফিস নেই

সাধারণত কেন্দ্র মিটিংগুলো গ্রাহকগণের বাসা-বাড়িতে হয়ে থাকে। ব্যাংকসমূহের পক্ষ থেকে কেন্দ্র মিটিং এর জন্য কোন অফিস বা জায়গার ব্যবস্থা করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ কেন্দ্র মিটিংয়ে সমস্যায় পড়েন। কেন্দ্র মিটিং এর জন্য ব্যাংক ব্যবস্থাপনা না থাকায় তারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন।

৮.২.৩৯ সাধারণ জামানতবিহীন বিনিয়োগ সীমা কম

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সাধারণ জামানতবিহীন বিনিয়োগ সীমা আইবিবিএল এর আরডিএসসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পরিমাণ টাকা ১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা মাত্র)। বর্তমান প্রেক্ষিতে এটার পরিমাণ কম। এ ছাড়া গ্রাহকগণ যখন উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটান সে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ স্বল্পতা তাদের অগ্রযাত্রাকে মন্থর করে দেয়।

৮.২.৪০ জামানতসহ বিনিয়োগ পরিমাণ কম

ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইবিবিএল এর আরডিএস সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ও এমইআইএস (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প) তে সহায়ক জামানতের মাধ্যমে গ্রাহক বর্ধিত বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারেন। তবে এসকল ক্ষেত্রে সহায়ক জামানতের পরিমাণ যাই হোকনা কোন, বিনিয়োগ গ্রাহককে টাকা ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ টাকা মাত্র) পর্যন্ত বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হয়। এ ক্ষেত্রে এ বিনিয়োগ সীমা অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকগণের চাহিদা মেটাতে পারে না।

৮.২.৪১ ফিল্ড অফিসারদের কাজের পরিধি বেশি

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফিল্ড অফিসারদের কর্ম পরিধি বেশি। ফিল্ড অফিসারদের টার্গেট ৪০০ জন সদস্যদের মধ্যে রাখা হয়। এভাবে ৪০০ জনের টার্গেটের চাপে অনেক সময় মাঠ কর্মকর্তাগণ গ্রাহকগণকে যথাযথ সেবা প্রদান করতে পারেন না। টার্গেটের বোঝা তাদেরকে অতি যান্ত্রিক করে তোলে।

৮.২.৪২ চার্জ ডকুমেন্ট বেশি

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চার্জডকুমেন্ট বেশি নেয়া হয় বলে প্রতীয়মান। প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণে চার্জ ডকুমেন্টের পরিমাণ কম। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় বলে ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ নিতে গ্রাহক বিরক্তিবোধ করেন।

৮.২.৪৩ সঞ্চয়ের খাত বেশি

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সঞ্চয়ের খাত বেশি। গ্রাহকগণের সাধারণ সঞ্চয় করতে হয়। এ ছাড়া রয়েছে কেন্দ্র সঞ্চয়। এর বাইরে গ্রাহকগণের এমএসএস (মুদারাবা

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প) এর সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে সঞ্চয়ের খাত বাড়তে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এতো বেশি খাতের সঞ্চয় গ্রাহকগণের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

৮.২.৪৪ গ্রাহকগণের সঞ্চয়ের উপর লাভ কম

গ্রাহকগণের রক্ষিত সাধারণ সঞ্চয়, কেন্দ্র সঞ্চয় ও অন্যান্য সঞ্চয়ের উপর ব্যাংক থেকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। কিন্তু লভ্যাংশের হার সন্তোষজনক নয়। গ্রাহকগণের সঞ্চয়ের উপর প্রদত্ত লভ্যাংশ বিনিয়োগে প্রদত্ত লাভের তুলনায় মানসম্মত নয়। মূলত সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে এ সকল দরিদ্র গ্রাহকগণ অতি কষ্টে সঞ্চয় করেন। এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত লাভ না পেয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়েন।

৮.২.৪৫ সঞ্চয় লভ্যাংশের উপর কর ও বার্ষিক কর কর্তন

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের কৃত সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে মুদারাবা পদ্ধতির ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে তাদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত লাভের উপর ১০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সঞ্চয় লভ্যাংশের উপর কর(Tax on profit) হিসেবে কর্তন করা হয় এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া প্রতি বছর গ্রাহকগণের সঞ্চয় হতে বার্ষিক কর(Excise Duty) হিসেবে বিভিন্ন হারে টাকা কর্তন করে ব্যাংক কর্তৃক তাও বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রান্তিক চাষী ও দরিদ্র গ্রাহকগণের সঞ্চয় থেকে কর্তনের ফলে তারা মনোক্ষুন্ন হন।

৮.২.৪৬ ব্যাংক প্রদত্ত টিউবওয়েলের বাজেট কম

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহকগণেরকে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কারয হাসানা হিসেবে টিউবওয়েল স্থাপনে অর্থ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষিত গ্রাহককেই এটা দেয়া হয়। টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় এর পরিমাণ টাকা ৫০০০ (পাঁচ হাজার মাত্র)। কিন্তু নদী বিধৌত ও লবনাক্ততাপূর্ণ খুলনা জেলার অনেকাংশে এ অর্থ দিয়ে আদৌ টিউবওয়েল স্থাপন করা সম্ভব নয়।

৮.২.৪৭ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ শুরুর সাথে সাথে কল্যাণ কর্মসূচির অভাব

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কল্যাণ কর্মসূচি চালুর শর্ত হিসেবে শাখায় পাঁচ বছর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়াকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচালনাকারী নতুন শাখাগুলোতে অসহায় ও দরিদ্র গ্রাহকগণ দীর্ঘ পাঁচ বছর ব্যাংকের এ সকল কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.৪৮ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের চিকিৎসা কর্মসূচির অভাব

চিকিৎসা মানুষের একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। খুলনা জেলায় সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার মান সন্তোষজনক না হওয়ায় এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী মৌলিক চিকিৎসা সেবা থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সকল গরীব মানুষ অসহায় ও কর্মহীন হয়ে পড়েন, ব্যাংকের পক্ষ থেকে এসকল গ্রাহকগণের কল্যাণে কোন চিকিৎসা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি।

৮.২.৪৯ গ্রাহকগণের শীতার্তকা দূরীকরণে কর্মসূচি নেই

ষড় ঋতুর বাংলাদেশে শীত আসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নিয়ে। শীতে ব্যহত হয় খুলনা জেলার গরীব মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। শীতের প্রকোপে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, কেউ কেউ হয়ে পড়েন কর্মবিমুখ। ইসলামী ব্যাংকসমূহের পক্ষ থেকে তাদের গরীব শীতার্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসা হয়নি। ফলে এ গ্রাহকগণ উপকৃত হচ্ছেন না।

৮.২.৫০ ওয়েলকাম গিফটের পরিমাণ কম

নবজাতককে স্বাগত জানিয়ে ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের জন্য নবজাতকের জন্য উপহার (Welcome Gift) চালু করেছে। এ প্রকল্প গ্রাহক পরিবারের নবজাতকের জন্য টাকা ১০০০ (এক হাজার মাত্র) মূল্যমানের উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে। বাস্তবতা হল, নবজাতক পরিবারে আনন্দ বয়ে আনার পাশাপাশি বাড়তি ব্যয়ের খাত তৈরি করে। ফলে গরীব মানুষের সংসারে ব্যয়ের বোঝা বাড়ে। এ ক্ষেত্রে নবজাতকের উপহারের মূল্যমান অপ্রতুল।

৮.২.৫১ মা ও শিশু স্বাস্থ্য কল্যাণ কর্মসূচির অভাব

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পে গ্রাহকগণের অধিকাংশ নারী। নারী সমাজে কন্যা-জায়া-জননী সকল পরিচয়েই সমাসীন। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সমস্যা খুলনা জেলার গ্রাহকগণের একটি বড় সমস্যা মূলত মা ও শিশু যেই অসুস্থ হোক এর ফলে পুরো পরিবারই ভোগান্তির শিকার হন। ব্যাংকের কল্যাণ কর্মসূচির অধীনে মা-শিশুর স্বাস্থ্যের কল্যাণে পর্যাপ্ত কর্মসূচি নেই।

৮.২.৫২ ব্যাংক হাসপাতালগুলোতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সুবিধা নেই

ব্যাংকসমূহের আর্তমানবতার সেবার লক্ষ্যে ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কল্যাণমূলক কর্মসূচির আওতায় ব্যাংক হাসপাতালসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে। এ কার্যক্রম নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ গরীব ও অসহায় শ্রেণীর লোক। বিশেষভাবে

দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের স্বাস্থ্যসেবায় ব্যাংক হাসপাতালগুলোতে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই।

৮.২.৫৩ শিক্ষা বৃত্তি বিতরণ গতি মন্থর

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের গ্রাহকগণের জন্য কল্যাণ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা থাকলেও তার গতি মন্থর। সময়ের গতি ও চাহিদার সাথে তা প্রত্যাশিত ভাবে বাড়ছে না। এছাড়া গরীব এ সকল গ্রাহকের সন্তানদের নতুন শ্রেণীর সহায়ক বই, ব্যাগ ইত্যাদি শিক্ষা সহায়ক দ্রব্যাদি প্রদানের মত কর্মসূচির অভাব দৃশ্যমান।

৮.২.৫৪ মেধাবী সন্তানদের জন্য কর্মসূচি অপ্রতুল

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মেধাবী সন্তানদের প্রতিভার বিকাশে পর্যাপ্ত কর্মসূচি আবশ্যক। ব্যাংক কর্তৃক কিছু বৃত্তি কর্মসূচি রয়েছে যা এ সকল অসহায় মেধাবীদের কল্যাণে ভূমিকা পালন করলেও তা পর্যাপ্ত নয়। মূলত দরিদ্র অসহায় পরিবারের এ সকল মেধাবী সন্তানদের কল্যাণে পর্যাপ্ত কর্মসূচির অভাবে তাদের প্রতিভার সঠিক বিকাশ হচ্ছে না।

৮.২.৫৫ পর্যাপ্ত কৃষি সহায়তার অভাব

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের একটি বড় অংশ কম বেশি কৃষির সাথে জড়িত। নদী সভ্যতা অধ্যুষিত খুলনা জেলায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। কৃষির কল্যাণে ব্যাংকসমূহ থেকে কৃষিবীজ সরবরাহসহ এ ধরনের কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় না। ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের দরিদ্র কৃষক কাংখিত সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়।

৮.৩ গবেষণার আলোকে প্রদত্ত সম্ভাব্য সমাধান নির্দেশনাসমূহ

দারিদ্র্য কোন সভ্য সমাজে থাকতে পারেনা।[৮] খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করতে হলে পূর্বে বর্ণিত বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সমাধান একান্ত আবশ্যক। উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধানে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যেতে পারে। গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নির্দেশনাসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৮.৩.১ ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ

খুলনা জেলায় ৭টি ইসলামী ব্যাংকের ১৪টি শাখা বিদ্যমান। জেলার সকল থানা/উপজেলায় এখনও ইসলামী ব্যাংকের শাখা হয়নি যা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ছাড়া জেলার দরিদ্র অধ্যুষিত

---

৮ Dr. Mahammad Yunus, *Towards Creating A Poverty Free World*, Presented At The Bangladesh Economic Association And International Economic Association Conference And Adjustment And Beyond The Reform Expericience In South Asia held In Dhaka, On March 30-31 and 1st April 1998, p. 18

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখা খুলতে হবে। সকল দেশি বিদেশি ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ও জেলায় শুরু করতে হবে।

৮.৩.২ ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বিন্যাস

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলি বিবেচনা করে জেলায় ইসলামী ব্যাংকের শাখা বাড়ানো ও তা বিন্যাস করতে হবে। জেলার সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে ইসলামী ব্যাংকিং এর আওতায় আসতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৩.৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ

জেলার সকল ইসলামী ব্যাংকে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ চালু করতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিং এর সকল শাখাকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পে আওতাধীন করতে হবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যাপ্তি ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। যাতে আগ্রহী গ্রাহকগণ জেলার সকল জায়গা হতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সুবিধা প্রাপ্ত হন।

৮.৩.৪ ইসলামী ব্যবসা চিন্তার প্রসার ঘটানো

প্রচলিত ধারার ব্যবসায়িক পদ্ধতি একদিকে যেমন সুদ ভিত্তিক প্রক্রিয়ার সাথে মানুষকে যুক্ত করে অপরদিকে তা কাংখিত কল্যাণ প্রদানে ব্যর্থ হয়। জেলার জনসাধারণের মাঝে এ বিষয়টি প্রকাশ ঘটাতে হবে। ইসলামী ব্যবসা চিন্তার প্রসারে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে।

৮.৩.৫ ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ সংখ্যা বাড়াতে হবে

খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচালনারত ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যবসা পদ্ধতির সংখ্যা কম। মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, বায়' মুয়াজ্জাল, বায়' সালাম, বায়' ইসতিসনা', হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্সহ ইসলামে অনুমোদিত সকল ব্যবসায়িক পদ্ধতি ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে প্রয়োগ করতে হবে।

৮.৩.৬ ব্যাংকিং এর জটিল প্রক্রিয়া থেকে গ্রাহকগণকে মুক্ত করতে হবে

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক জটিল প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত করতে হবে। গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক অবস্থান বিচার করে তাদের সাথে সম্ভাব্য সহনীয় আচরণ করতে হবে।

৮.৩.৭ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের তহবিল বৃদ্ধি করতে হবে

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করতে হবে। এলাকার আগ্রহী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ যাতে বঞ্চিত না হয় সে দিকে বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩.৮ সুদমুক্ত তহবিলের সরবরাহ করতে হবে

দরিদ্র জনগণের বোঝা লাঘবের জন্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগে ব্যাপক তহবিল সরবরাহের পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে সুদমুক্ত তহবিলের যোগান দিতে হবে। সুদমুক্ত তহবিলের ব্যাপকতা ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে যতবেশি কার্‌য হাসানা প্রয়োগ করা যাবে ততবেশি কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব হবে।

৮.৩.৯ ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন

খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। পুরনো মানের সকল পদ্ধতি বর্জন করতে হবে। সকল শাখাকে এ উন্নত প্রযুক্তির অধীনে আনতে হবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ও এটির সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৩.১০ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরি

ক্ষুদ্র বিনিয়োগের জন্য ইসলামী ভাবধারার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। জেলায় চলমান প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হলেই কেবলমাত্র ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সফলতা লাভে সক্ষম হবে।

৮.৩.১১ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্পর্কিত সচেতনতা তৈরি

জেলার সর্বসাধারণের মাঝে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচালিত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্পর্কিত সচেতনতা তৈরি করতে হবে। এ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন ঘটতে পারে তার সকল দিক সম্পর্কে বোঝাতে হবে।

৮.৩.১২ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সঠিক এলাকা নির্বাচন

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে চাহিদার আলোকে এলাকা নির্বাচন করতে হবে। জেলার মধ্যে প্রকৃত অভাব প্রবণ এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সঠিক এলাকায় এ বিনিয়োগ বিতরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮.৩.১৩ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রচার

খুলনা জেলায় পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। জেলার অধিকাংশ জনগণকে এ প্রচারণার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সকল জনগণ এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত হলেই কেবল তারা এ বিনিয়োগের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

৮.৩.১৪ গ্রাহক নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

এ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়ন করতে হবে। প্রকৃত অভাবী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে। নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে গ্রাহক নির্বাচনে মনোনিবেশ করতে হবে।

৮.৩.১৫ শিক্ষার উন্নতি সংগঠন

ইসলামী ব্যাংকগুলোকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থায় লেনদেনের পাশাপাশি শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে হবে। গরীব অসহায় মানুষদের মাঝে শিক্ষার উন্নয়নে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নূর ও আলোর মতো আরো বেশি গণশিক্ষা উন্নয়নমুখি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৮.৩.১৬ গ্রাহকগণের ঋণ ভীতি দূরীভূতকরণ

প্রচলিত ঋণ সম্পর্কে গ্রাহকগণের মধ্যকার ভীতিকে দূরীভূত করতে হবে। ব্যাংকের এ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহণের ফলে কেউ তার শেষ সম্বলটুকু হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে না এটা বুঝতে হবে। এভাবে ঋণ ভীতি দূর করে গরীবদেরকে এ সুযোগকে কাজে লাগানোর প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

৮.৩.১৭ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরিকরণ

প্রচলিত এনজিও ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণের প্রতিকূলে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ইসলামী আদর্শ, ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সম্পর্কে খুলনা জেলার অনেক এলাকায় এখনও বিদ্যমান ভুল ধারণা দূর করতে হবে। এহেন প্রক্রিয়ায় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হলেই কেবল ইসলামী ব্যাংকসমূহ তার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমে পূর্ণ মাত্রায় সফল হতে সক্ষম হবে।

৮.৩.১৮ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পর্যাপ্ত বিতরণ

ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলার সকল শাখায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিতরণ করতে হবে। গ্রাহকগণের চাহিদাকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিনিয়োগ বিতরণে বিরত থাকা চলবে না। এভাবে এলাকা ভিত্তিক চাহিদার সাথে সমন্বয় করে বিতরণ করলে এ বিনিয়োগ এর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

৮.৩.১৯ প্রচলিত এনজিও (NGO) এর ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাবমুক্ত করণ

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচালনার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে প্রচলিত এনজিও গুলোর ক্ষুদ্র ঋণের নেতিবাচক প্রভাব থেকে দূরে রাখতে হবে। এনজিও গুলোর ক্ষুদ্র ঋণে অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বেশি, সে বিষয়গুলো বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩.২০ জেলার সকল ইসলামী ব্যাংকের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ

খুলনা জেলার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচালনারত সকল ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম সমন্বিতভাবে করতে হবে। দারিদ্র্য নির্মূলের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যাংকসমূহ যদি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলেই সম্মিলিত প্রয়াসে জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

৮.৩.২১ সকল স্তরে সমন্বয় নিশ্চিত করণ

খুলনা জেলায় ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগরত সকল ব্যাংকের সকল শাখার মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের নিয়মাবলিতে প্রচলিত ভিন্নতা দূর করে সমতা আনতে হবে। বিনিয়োগ বিতরণ, আদায়সহ সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।

৮.৩.২২ মহাজনী ব্যবস্থার উচ্ছেদকরণ

মহাজনদের পুঁজিবাদি হাত থেকে খুলনা জেলার দরিদ্র জনগণকে বের করে আনতে হবে। দাদনের ফাঁদে যে সকল এলাকার মানুষ বেশি আক্রান্ত, সেসকল এলাকায় এ বিনিয়োগের ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে হবে। মহাজনী প্রথার পূর্ণ উচ্ছেদ হলেই কেবলমাত্র এ জেলার গরীব মানুষ মুক্তির স্বাদ পাবে।

৮.৩.২৩ গণমুখি বিনিয়োগ নীতি তৈরিকরণ

ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পদ্ধতিগুলোকে গণমুখি করতে হবে। গ্রাহকগণের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। গ্রাহকগণ যাতে বিনিয়োগ গ্রহণ করে তার সুফল ভোগ করতে পারেন সে ব্যবস্থা নিতে হবে। মূলত বিনিয়োগকে পরিবেশ বান্ধব করতে হবে।

৮.৩.২৪ মুনাফার হার সহনীয়করণ

মুনাফার হার আরো কমানো আবশ্যক। দরিদ্র গ্রাহকগণের জন্য যাতে এটি সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসে তা দেখতে হবে। গ্রাহক যাতে বিনিয়োগ গ্রহণ করে সহজেই তা ব্যবহারের মাধ্যমে আয় করতে পারে এবং ব্যাংকে তা লাভসহ ফেরত দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৩.২৫ অফিস সংখ্যা বাড়ানো

ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অফিস বাড়াতে হবে। চাহিদার সাথে সংগতি রেখে এটি করতে হবে। অফিস থেকে গ্রাহকগণ যাতে সহজেই সেবা পেতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৩.২৬ গ্রাহকগণের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ বাড়ানো

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের ফলে গ্রাহকগণ কারবারে বেশি সফল হতে পারেন। যেহেতু ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ দরিদ্র শ্রেণীর, সেক্ষেত্রে দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কারবারের যাবতীয় কার্যক্রম যাতে গ্রাহক সফলভাবে পরিচালনা করতে পারে তার সহায়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৩.২৭ শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো

গণশিক্ষা বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহে কিছু কিছু প্রকল্প থাকলেও তা বাড়াতে হবে। শিক্ষার পূর্ণ বিকাশে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে। দরিদ্র মেধাবীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৮.৩.২৮ বিনিয়োগ তদারকি সহায়তা প্রদান

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের বিনিয়োগ কার্যক্রমে যথাযথভাবে তদারকি সহায়তা প্রদান করতে হবে। বিনিয়োগ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা, গ্রাহকগণের ঝুঁকির মাত্রা কেমন, ব্যবসায়ে লাভ সঠিকভাবে আসছে কিনা তা তদারকি করতে হবে। গ্রাহকগণের দারিদ্র্য বিমোচনে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া কতটুকু কাজ করছে তা খতিয়ে দেখতে হবে।

৮.৩.২৯ অতিরিক্ত কাগজপত্রের ভার লাঘবকরণ

বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক বেশি কাগজের পদ্ধতিকে সহজীকরণ করতে হবে। দরিদ্র গ্রাহকগণ যাতে এটাকে বোঝা হিসেবে মনে না করেন তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য এনজিও এর অনুরূপ সহজ পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে।

৮.৩.৩০ পণ্য ক্রয়ে গ্রাহকগণের স্বাধীনতা বাড়ানো

বিনিয়োগের পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সকল বাধা-নিষেধ দূর করতে হবে। গ্রাহক একাধিক জায়গা হতে একাধিক প্রকারের পণ্য কিনতে চাইলে সে সুযোগ করে দিতে হবে। পণ্য ক্রয়ে গ্রাহক লাভবান হতে পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৮.৩.৩১ বেশি স্বাক্ষরের বেড়াজাল মুক্তকরণ

ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণের অযথা বেশি স্বাক্ষরের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত করতে হবে। গ্রাহকগণের দৃষ্টিতে যেহেতু এটা বিরক্তিকর, তাই যে সকল ক্ষেত্রে গ্রাহকের স্বাক্ষর না নিলেই নয়, সে গুলো ছাড়া বাকি সব বর্জন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩.৩২ চাহিদানুযায়ী বিনিয়োগ প্রদান

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের চাহিদা অনুসারে তাদেরকে বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে। বিনিয়োগ সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাংকের টার্গেট থেকে গ্রাহকগণের ভিন্ন ভিন্ন মৌসুমে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চাহিদার সাথে বিনিয়োগ সরবরাহের সমন্বয় করতে হবে।

৮.৩.৩৩ কেন্দ্র ও অফিসের দূরত্ব কমানো

অফিস থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব কমাতে হবে। যেসকল কেন্দ্র দূরে অবস্থিত সেগুলোকে নিকটে আনতে হবে। গ্রাহকগণ সচরাচর যাতে অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কর্মকর্তাদেরকে গ্রাহকগণের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

৮.৩.৩৪ গ্রাহকগণের লেনদেন বুথ বাড়ানো

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ যাতে সচরাচর লেনদেন করতে পারেন সে লক্ষ্যে লেনদেন বুথ বাড়াতে হবে। লেনদেনকে সহজীকরণ করা সম্ভব হলে গ্রাহকগণ সহজেই পুরাতন বিনিয়োগ সমন্বয় করে নতুন বিনিয়োগ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে গ্রাহকের কার্যক্রম গতিশীল হবে।

৮.৩.৩৫ মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত কর্মকর্তা প্রদান

ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহক অনুপাতে কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়াতে হবে। মাঠ পর্যায়ে বেশি সংখ্যক কর্মকর্তা হলে গ্রাহকগণ সহজেই তাদের সাথে যোগাযোগ করে সুবিধা-অসুবিধা জানাতে পারবেন। এ ভাবে পর্যাপ্ত যোগাযোগের ফলে গ্রাহকগণ দ্রুত তাদের সমস্যাবলি সমাধানে সক্ষম হবেন।

৮.৩.৩৬ প্রথম বিনিয়োগ দ্রুত প্রদান

ব্যাংকসমূহের নতুন ক্ষুদ্র বিনিয়োগ দ্রুত প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৪ সপ্তাহ এর পরিবর্তে ১ সপ্তাহ পর গ্রাহককে প্রথম বিনিয়োগ দেয়া যেতে পারে। গ্রাহকগণ যে আগ্রহ নিয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করেন সে দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৩.৩৭ সম্ভাবনাময় খাতে অগ্রাধিকার প্রদান

ইসলামী ব্যাংকসমূহের খুলনা জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নদী বিধৌত খুলনা জেলার মৎস খাত একটি অতীব সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। এ খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগে বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। এ ছাড়াও অন্যান্য সম্ভাবনা খাতকে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩.৩৮ কেন্দ্র মিটিং ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করা

ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কেন্দ্র মিটিংগুলো গ্রাহকগণের বাসা-বাড়িতে করার পরিবর্তে ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করা উত্তম। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্র মিটিং এর জন্য ব্যাংকের নিজস্ব অফিস যা ব্যবস্থাপনা তৈরি করা যেতে পারে। গ্রাহকগণের উপর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকায় তারা যে চাপে থাকেন তা থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে।

৮.৩.৩৮ জামানতবিহীন বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা

ক্ষুদ্র বিনিয়োগে সাধারণ জামানত বিহীন সীমা আইবিবিএল এর আরডিএস সহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ টাকা ১০০০০০ (এক লক্ষ মাত্র) যা বাড়াতে হবে। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, অপরদিকে গ্রাহকগণের চাহিদা বৃদ্ধি, দুটি বিষয়ই বিবেচনায় রাখতে হবে। সার্বিক বিবেচনায় এটির বিনিয়োগ সীমা টাকা ২০০০০০ (দুই লক্ষ মাত্র) তে উন্নতি করা যেতে পারে।

৮.৩.৪০ জামানতসহ বিনিয়োগসীমা বৃদ্ধিকরণ

ক্ষুদ্র বিনিয়োগে আইবিবিএল এর আরডিএস ও সংশ্লিষ্ট এমইআইএস (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প) এর গ্রাহকগণ সহায়ক জামানতের মাধ্যমে সর্বোচ্চ টাকা ৩০০০০০ (তিন লক্ষ মাত্র) বিনিয়োগ নিতে পারেন সেটি বাড়ানো প্রয়োজন। মূলত এ বিনিয়োগসীমা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাহগণের চাহিদা মেটাতে পারে না। গ্রাহকগণের ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে এটির সীমা টাকা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ মাত্র) করা যেতে পারে।

৮.৩.৪১ মাঠ কর্মকর্তাগণের কাজের পরিধি পরিমিতকরণ

ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাঠ কর্মকর্তাগণের টার্গেট ৪০০ জন গ্রাহক নির্ধারিত, যা কমাতে হবে। গ্রাহকের যথাযথভাবে সেবা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করে এটি ৩০০ জনে নির্ধারণ করা যেতে পারে। টার্গেটের অতিরিক্ত দায়িত্ব মাথায় দিয়ে তাদেরকে যান্ত্রিক না করে যৌক্তিক ও বাস্তবভিত্তিক দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৩.৪২ চার্জ ডকুমেন্ট কমানো

ক্ষুদ্র বিনিয়োগে চার্জ ডকুমেন্টের পরিমাণ বেশি যা কমানো দরকার এ ক্ষেত্রে অন্যান্য এনজিও গুলোর ক্ষুদ্র ঋণের অনুসরণ করা যেতে পারে। ব্যাংকিং এর তথাকথিত জটিল প্রক্রিয়া থেকে এটিকে আলাদা করার চেষ্টা করতে হবে। গ্রাহকগণের মনে বাড়তি বিড়ম্বনা তৈরি থেকে দূরে থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩.৪৩ সঞ্চয়ের খাত কমানো

বহুমুখি সঞ্চয়ের পদ্ধতি ত্যাগ করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণের সঞ্চয়ের খাত কমানো দরকার। সাধারণ, কেন্দ্র ও অন্যান্য সঞ্চয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র একটি সঞ্চয় পদ্ধতি রাখা কল্যাণকর। সঞ্চয় নামক উত্তম বিষয়টি গ্রাহকগণের উপর বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় এ দিকে বিশেভাবে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক।

৮.৩.৪৪ গ্রাহকগণের সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ বৃদ্ধিকরণ

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণের সাধারণ সঞ্চয়, কেন্দ্র সঞ্চয় ও অন্যান্য সঞ্চয়ের উপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশের হার সন্তোষজনক নয় বিধায় এগুলোতে লভ্যাংশ বৃদ্ধিকরণ আবশ্যক। সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের গরীব লোকজন যে সঞ্চয় করেন তার লভ্যাংশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা সম্ভব হলে তা তাদের মানসিক ও আর্থিক উন্নতিতে সফলভাবে কাজে লাগবে।

৮.৩.৪৫ সঞ্চয় লভ্যাংশের উপর কর ও বার্ষিক কর কর্তন মওকুফকরণ

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের গ্রাহকগণের সঞ্চয়ের উপর প্রদত্ত লভ্যাংশ থেকে ১০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ সঞ্চয় লভ্যাংশের উপর কর(Tax on Profit) হিসেবে কর্তন করে তা বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন যেহেতু সরকারের একটি মৌলিক লক্ষ্য, সেহেতু এ সকল দরিদ্রের সঞ্চয় লভ্যাংশ হতে কর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। গ্রাহকগণের হিসাব হতে সঞ্চয় হতে বার্ষিক কর(Excise Duty) কর্তনের বিষয়েও একই পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

৮.৩.৪৬ টিউবওয়েলের বাজেট বৃদ্ধিকরণ

গ্রাহকগণের সুপেয় পানির ব্যবস্থা করনের লক্ষ্যে কার্‌য হাসানা হিসেবে টিউবওয়েল স্থাপন বাবদ বরাদ্দ টাকা ৫০০০ (পাঁচ হাজার মাত্র) অপ্রতুল, তাই এর পরিমাণ বাড়াতে হবে। খুলনা জেলার নদীবৌধত জনপদের জন্য এটা যৌক্তিকিকরণ করতে হবে। টিউবওয়েলে এমন বরাদ্দ দিতে হবে যাতে গ্রাহকগণ প্রকৃত পক্ষেই টিউবওয়েল বসাতে পারেন।

৮.৩.৪৭ শাখার ক্ষুদ্র বিনিয়োগ শুরুর সাথে সাথে কল্যাণমূলক কর্মসূচি চালুকরণ

ব্যাংকের নতুন শাখায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ চালুর ৫ বছর পর সাধারণত কল্যাণমূলক কর্মসূচি চালু করা হয় যা সংশোধন করা দরকার। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ চালুর সাথে সাথেই কল্যাণমূলক কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন। এতে গ্রাহকগণ একই সাথে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ও এর কল্যাণ কর্মসূচির সুফল প্রাপ্ত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩.৪৮ গ্রাহকগণের চিকিৎসা কর্মসূচি নেয়া

চিকিৎসার মতো মৌলিক বিষয়কে প্রকল্পের কল্যাণ কর্মসূচির আওতায় নিতে হবে। মূলত খুলনা জেলার গরীব মানুষের আর্থিক উন্নতি করতে চাইলে তাদের শারীরিক সুস্থতার দিকেও বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে। এ ভাবেই একজন গ্রাহক শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে গড়ে উঠবে।

৮.৩.৪৯ গ্রাহকগণের শীতার্ততা দূরীকরণে কর্মসূচি

খুলনা জেলার গরীব ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ যাতে কনকনে শীতে প্রচণ্ড কষ্ট থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে সে লক্ষ্যে কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। শীতের প্রকোপে গ্রাহকের চলমান জীবন যাত্রা যাতে ব্যহত না হয় সে দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। এহেন সমস্যা মুকাবিলায় কল্যাণকর্মসূচির আওতায় গ্রাহকগণের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা যেতে পারে।

৮.৩.৫০ নবজাতকের উপহার (Welcome Gift) এর পরিমাণ বাড়ানো

গ্রাহক পরিবারে নবজাতকের জন্য (Welcome Gift) হিসেবে টাকা ১০০০ (এক হাজার মাত্র) প্রদান করা হয়, যা বৃদ্ধি করতে হবে। নবজাতক যাতে সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে টাকা ৫০০০ (পাঁচ হাজার মাত্র) করা যেতে পারে।

৮.৩.৫১ মা ও শিশু স্বাস্থ্য কল্যাণ কর্মসূচি

খুলনা জেলার ইসলামী ব্যাংকসমূহের নারী সদস্য আধিক্যপূর্ণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কল্যাণ কর্মসূচিতে মা-ও শিশুর পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কল্যাণে কর্মসূচি গ্রহণ করা আব্যশক। এ ভাবে পরিবারের মা ও শিশুকে সুস্থ রাখতে পারলে মূলত গোটা পরিবারই হাসি খুশিতে ভরে উঠবে।

৮.৩.৫২ ব্যাংক হাসপাতালসমূহে গ্রাহকগণের সুবিধা প্রদান

ব্যাংকসমূহের সহযোগী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থায় এর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের দরিদ্র গ্রাহকগণের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। যেহেতু এটি একটি সমাজকল্যাণমূলক কাজ এবং সমাজের স্বীকৃত দরিদ্ররাই এ কল্যাণের অংশ পাওয়ার যোগ্য হকদার। এ সকল হাসপাতালে তাই এসব ক্ষুদ্র গ্রাহকগণের জন্য মৌলিক খরচের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেয়া যেতে পারে।

৮.৩.৫৩ শিক্ষা বৃত্তি বিতরণ

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি থাকলেও তার গতি অত্যন্ত মন্থর যা দূর করতে হবে। সময়ের সাথে এটির গতি বাড়াতে হবে। গরীব এ সকল

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাহকগণের সন্তানদের জন্য নতুন শ্রেণীর সহায়ক বই, ব্যাগসহ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা দরকার।

৮.৩.৫৪ মেধাবী সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসূচি

খুলনা জেলার ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মেধাবী সন্তানদের জন্য আরো বেশি কল্যাণমুলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মেধাবৃত্তির পাশাপাশি এ সকল মেধাবী সন্তান যাতে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারে তার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।

৮.৩.৫৫ পর্যাপ্ত কৃষি সহায়তা প্রদান

কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি সমৃদ্ধ খুলনা জেলার গরীব মানুষের কল্যাণ চিন্তায় কৃষি সহায়তা বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে কল্যাণ কর্মসূচির আওতায় কৃষিবীজ, কৃষি উপকরণসহ সহায়ক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা যেতে পারে। এ ভাবেই গরীবের মাঝে কৃষি বিপ্লব তৈরি করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে হতে তিনটি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম সফল ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।[৯] জেলায় ব্যাংকসমূহের মোট ৭টি শাখার মাধ্যমে এটি পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোর কার্যক্রম, মোটামুটি সন্তোষজনক। পল্লী উন্নয়নের আধুনিক ধারণা হল সকল ক্ষেত্রেই এটি সম্প্রসারণ করা, যেমন, কৃষি, পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস, পল্লীশিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, গৃহায়ণ, বিনোদন ইত্যাদি যা এ ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত।[১০] ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিচালনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমস্যাগুলোর কারণে ক্ষুদ্র বিনিয়োগসমূহ এর মূল গতিপথে পরিচালিত হতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ সকল সমস্যা সমাধানে পথনির্দেশ করা হয়েছে। এগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে সমস্যাসমূহ সমাধান করা সম্ভব হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়। এভাবে জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এর মূল লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

---

৯ RDS of IBBL has been treated as a sustainable MFI in the rural development and Poverty alleviation of Bangladesh. cf. Jannat Ara pervin, *Sustainability Issues of interest-free micro-finance institutions in rural development and poverty alleviation, The Bangladesh perspective,* CCASP TERUM, Faculty of Business Administration, University of Chittagong, Theoretical and Empirical Researches in urban management, Number 2(11)/May 2009, p. 112-133

১০ অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান খান, '*Evaluation of Financing Rural Development of Bangladesh-An Islamic Approach' Thought On Islamic Economics*(Dhaka : Islamic Economics Resarch Bureau, 1980), পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশ্ব সভ্যতায় এশিয়া মহাদেশের গুরুত্ব অপরসীম। এ মহাদেশের উন্নয়নশীল একটি দেশ বাংলাদেশ। আয়তনে তুলনামূলকভাবে বেশি বড় না হলেও এদেশের ভূ-অর্থনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় নদীবিধৌত জেলা খুলনার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে ভৈরব, পশুর, রূপসা, শিবসাসহ বড় বড় বেশ কয়েকটি নদী, যেগুলো গোটা, জেলার উপর অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন এ জেলার বৈচিত্রতাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

১৮৮২ সালে বৃটিশ আমলে খুলনা জেলা সৃষ্টি হয়েছিল মূলত এ এলাকার ভৌগোলিক গুরুত্বের কারণে। নদী অববাহিকা ও বনভূমি সমৃদ্ধ এ এলাকার গুরুত্ব বৃটিশ শাসকদের নিকট ব্যাপকভাবে ধরা পড়েছিল। ১ জুন ১৮৮২ সালে কার্যক্রম শুরু হওয়া এ জেলার দীর্ঘ কাল ধরে তার গুরুত্ব ধরে রেখেছে। ভৌগোলিকভাবে খুলনা জেলার অবস্থানগত গুরুত্ব ক্রমেই বেড়েছে। জেলা শহর থেকে এটি বিভাগীয় সদরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথমে চালনা ও পরবর্তীতে মংলা সামুদ্রিক বন্দরের কারণে এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

খুলনার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষিতে আমন ধান, পাট, আখসহ প্রয়োজনীয় সকল শস্য এ জেলায় ব্যাপকহারে উৎপন্ন হয়। মৎসখাতে এ জেলার গুরুত্ব বাংলাদেশের সকল জেলার থেকে বেশি। বাগদা ও গলদা চিংড়ী এ জেলার প্রধান রপ্তানিমুখি মৎস। মূলত দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ জেলার মৎস খাত ব্যাপকভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সমৃদ্ধ এ জেলায় উৎপাদনমুখি কারখানার পরিমাণ অনেক। সকল দিক মিলিয়ে এ জেলার অর্থনৈতিক আকর্ষণ অনেক বেশি

সাম্প্রতিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অনেক সুনাম অর্জন করে চলেছে। বহু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে এ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে বহু প্রচলিত সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের কোন ইসলামী ব্যাংকই বন্ধ না হওয়াটা এ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের মজবুত ভিত্তিকেই নির্দেশ করে।

দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ ও মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তর দেশ হিসেবে বাংলা দেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ দেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য ৬০,৭০ ও

Dhaka University Institutional Repository

৮০ এর দশকে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ৭টি ব্যাংক পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী ব্যাংকিং সাফল্যের সাথে পরিচালনা করছে, যেগুলোর শাখার সংখ্যা ৬৩৭টি। এছাড়া প্রচলিত ব্যাংকের ১৮টি ও বিদেশি প্রচলিত ব্যাংকের ৪টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ছাড়াও প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো কাজ করে যাচ্ছে।

খানে আজম খান জাহান আলী(র.) এর স্মৃতিধন্য খুলনা জেলার মুসলিম জনগণ মূলত ইসলামী জীবন ধারার প্রতি ব্যাপকভাবে আগ্রহী। বিশেষত ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বলিত ইসলামী ব্যাংকিং এ জেলায় ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জনসাধারণ সুদ বর্জিত এ ধরনের হালাল কারবারের সাথে যুক্ত হতে চায়। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এ জেলার মানুষের কাছে পরম আগ্রহের বিষয়। জনগণের এ সকল চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়েছে।

পর্যায়ক্রমে খুলনা জেলায় ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ শাখা খুলে ইসলামী ব্যাংকিংকে আরো প্রসারিত করেছে। বর্তমানে এ জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট ১৪টি শাখা জনপ্রিয়তা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে এ এলাকার কল্যাণমুখি অর্থনৈতিক চাহিদাকে অনেকাংশে পূরণ করে চলেছে। খুলনা জেলায় কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শাখাসমূহের আমানত ২০০৭ সালে ৪১১৬.০৯ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ১০৫৮৬.১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ২০০৭ সালে ছিল ৬৩২০.২৩ মিলিয়ন টাকা, যা ২০১১ সালে ১২২৮৬.৬২ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

খুলনা জেলার ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যাপকভাবে অর্থায়ন করে চলেছে। অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে এ ব্যাংকিং এর অংশগ্রহণ বেড়েছে। জেলার সম্ভাবনাময় খাত ও কারবারে এ গুলোর সংশ্লিষ্টতা তৈরি হয়েছে। এ জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন, কৃষি, মৎস খাতসহ জেলার আমদানি বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা অনেক। ২০০৭ সালে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমদানি বাণিজ্য ছিল ৫২৬১.১৯ মিলিয়ন টাকা ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩২৬.২০ মিলিয়ন টাকা যা ২০১১ সালে এসে উন্নতি হয়ে যথাক্রমে ৮৩০৮.০৫ মিলিয়ন ও ৩৫৬৬.৬৬ মিলিয়ন টাকায়। এ জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ ২০০৭ সালে ছিল ৩১৫.৭৪ মিলিয়ন টাকা যা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩৬৭.৫৬ মিলিয়ন টাকায়। বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়া ও বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রবাহ ক্রমবর্ধমান হওয়া জাতীয় অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচ্য।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন একটি সমাজের প্রকৃত উন্নয়নকে নির্দেশ করে। কোন সমাজ কতটা উন্নত তা আমরা উক্ত সমাজের জনসাধারণের জীবন যাত্রার সূচকগুলোকে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে দেখতে পারি। একটি সমাজ বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী তার মৌলিক চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদনসহ অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলোকে কতটুকু সফলভাবে পূরণ করতে পারছে তা বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থান ও উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজের সকল পর্যায়ে গতিশীলতা ও পরিপূর্ণ মানসিক প্রশান্তি উন্নয়নের ইতিবাচক অবস্থানকে নির্দেশ করে।

ইসলামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে হালাল হারামের বিধি নিষেধ তৈরি করে দিয়েছে। হালাল পথে আয় ও তা বৈধ নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় ব্যয়ের বিধান রয়েছে। ইসলাম মানব জাতির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়নের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। অর্থনৈতিক প্রত্যেকটি কর্মকে বিশ্লেষণ ও তা বিন্যাস করা হয়েছে। ইসলামে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র জনগণের জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। বর্তমান বিশ্বে এটিকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০০৬ সালের শান্তিতে নোবেল বিজয়ী গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুস মূলত বাংলাদেশে সফলভাবে এটিকে দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। সমাজের প্রত্যেক মানুষের নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের অধিকার রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগ একটি অধিকারের পর্যায়ভূক্ত। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পুঁজিকে ভিত্তি করে এ শ্রেণী নিজেদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

ইসলাম এক কালজয়ী জীবনদর্শন, যার রয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুষম নীতিমালা, সমাজ থেকে দরিদ্র দূরীকরণে ইসলামের রয়েছ সম্পদ বন্টন, বিন্যাস ও হস্তান্তরের সুনিপুন প্রক্রিয়া। অর্থ সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের নির্দিষ্ট বিধানাবলি এতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ, প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ, সংশোধনমূলক পদক্ষেপ ও বিমোচনমূলক পদক্ষেপ। মূলত ইসলামের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করলেই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি। যাকাত ও উশর দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামের প্রধানতম মাধ্যম। এর বাইরে ইসলামী প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে খারাজ, জিজিয়া,

Dhaka University Institutional Repository

হেবা, ওয়াক্‌ফ, সাদাকাতুল ফিতর, কুরবানি, মানত, ফিদইয়া, কাফফারা, সাদাকায়ে নাফেলা, মিনা, জাবাইর ইত্যাদি। মূলত ইসলামের নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য চিরতরে দূর হয়ে যাবে এবং এভাবেই অর্জিত হবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এ সকল প্রক্রিয়ায় সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানব কল্যাণ সাধন করা সম্ভব।

ক্ষুদ্র ঋণ বর্তমান বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর বাংলাদেশের ইতিহাসে গ্রামীণ ব্যাংক অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্র ঋণের সূচনা করে। বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে জামানতবিহীন এ ঋণ প্রক্রিয়া আজ বিশ্বনন্দিত এবং এ প্রক্রিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের অনেক এনজিও জামানত বিহীন অভিনব পদ্ধতির এ ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা অনুসরণ করছে যার মধ্যে ব্রাক, আশা ও প্রশিকা উল্লেখযোগ্য। এদেশে বর্তমানে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরেটির নিবন্ধন নিয়ে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ সাল পর্যন্ত ৫৬২টি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের মানুষের সৃজনশীলতা ও অপার সম্ভাবনাকে পুঁজি করে এদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়াগ ব্যবস্থা অগ্রসর হচ্ছে। দরিদ্র মানুষকে বিকাশের পথ করে দেয়ার প্রক্রিয়ায় এটি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এদেশের কোটি কোটি ভাগ্যান্বেষী মানুষ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হচ্ছে। প্রায় ষোল কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এদেশের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে পুঁজি করে তাদের আর্থিক অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে বেড়েছে তাদের কর্মসংস্থান ও সঞ্চয় এবং এভাবে এ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী নিয়মনীতি অনুসরণ করে এগুলোর বিনিয়োগের নীতিমালা কার্যকর করে চলেছে। দেশ, জাতি ও অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর সুদ ব্যবস্থাকে বর্জন করে এটি ইসলাম স্বীকৃত মুনাফা পদ্ধতির অনুসরণ করে থাকে। এগুলো তিনটি পদ্ধতি যথা শিরকাত, বায়‘ ও ইজারাকে অনুসরণ করে। এর বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো হল মুদাবারা, মুশারাকা, বায়‘ মুরাবাহা, বায়‘ মুয়াজ্জাল, বায়‘ ইসতিসনা, বায়‘ সালাম, ইজারা/ভাড়া, হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক ইত্যাদি।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ এর বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে সমাজে সেবা প্রদানের পাশাপাশি কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছে। এতে ইসলামী আদর্শের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবসা ও মুনাফা অর্জিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ সকল বিনিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে শিল্পায়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়ন অর্জিত হচ্ছে। এতে জনগণ আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহী হচ্ছে ও এটি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মুসলিম বিশ্বে এক তৃতীয়াংশের বেশি লোক দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অর্থায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম উপাদান ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এখন মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে প্রচলিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক দেশে এটি ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে। মূলত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ মুসলিম বিশ্বের একটি নতুন সংযোজন হলেও এর বিকাশ হচ্ছে যথেষ্ট ইতিবাচকভাবে। যা এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনবে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃত যাতে সমাজের সকল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর সংযোগ রয়েছে। বিশেষত এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এটিতে সফলভাবে অংশগ্রহণ করছে। এদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যবহার এতো বেশি যে, এদেশকে এ ক্ষেত্রের বেলাভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এদেশের বড় বড় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের বাইরেও এ কার্যক্রম প্রসারিত করছে। ক্রমে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত হচ্ছে এবং এর উপকারভোগীতে পরিণত হচ্ছে।

ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ সম্পূর্ণ সুদমুক্ত প্রক্রিয়ায় যাবতীয় বিনিয়োগ কার্যাবলি পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ এদের বিকাশের সাথে সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের তাগিদে ইসলামিক ব্যবসায়িক পদ্ধতির অনুসরণে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করে। ইসলামী পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ধারণার ভিত্তি ব্যাপক। সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণের জন্য ইসলাম অনেক খাত তৈরি করেছে। ইসলামের নির্দেশিত এ সকল খাতকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে ইসলামী ব্যাংকসমূহ। সন্দেহাতীতভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ। এ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রসারিত করা এখন সময়ের দাবি।

খুলনা জেলায় এ ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ এখন ব্যাপকভাবে অগ্রসরমান। বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যানে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ব্যাপক প্রবৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৭ সালে এর ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ ৮৭.৫৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২১৪.৪৫ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। পাঁচ বছরে অত্র জেলায় এ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের ১৪৫% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা প্রশংসনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের উন্নয়নের গতি খুবই ইতিবাচক। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দৌলতপুর শাখার মাধ্যমে প্রথম এটি শুরু হলেও বর্তমানে তা তিনটি ব্যাংকের ৭টি শাখায় প্রসারিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ জেলায় পর্যায়ক্রমে এ বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। জেলায় ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে এ কার্যক্রম। বাড়ছে এর গ্রাহক সংখ্যা, গ্রাম সংখ্যা, শাখা, কেন্দ্র, বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে এ জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প একটি গতিশীল বিষয় হিসেবে রূপলাভ করছে।

এ জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রামের সংখ্যা ২০০৭ সালে ১৮৩টি হলেও ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৬১টিতে। কেন্দ্র সংখ্যা ২০০৭ সালে ছিল ৩৪৪টি, যা ২০১১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩২টিতে। ২০০৭ সালে ক্ষুদ্র বিনিয়োগে পুরুষ ও নারী সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৯৭ ও ৭৪৩৩ জন যা ২০১১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১১৬৩ ও ১১৯৪৮ জন। একই সাথে সদস্যদের সঞ্চয় ২০০৭ সালে ১৮.৬১ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০১১ সালে ৪২.০৫ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। এভাবে খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাপকতা লাভ করছে।

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যাপক চাহিদা বিদ্যমান। জেলায় দরিদ্র জনসাধারণ এটির বিষয়ে ব্যাপকভাবে আগ্রহী। মাঠ জরিপ ২০১২ এর মাধ্যমে জানা যায় গ্রাহকগণ এ সকল বিনিয়োগ ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত থাকতে বেশি স্বস্তিবোধ করেন। মূলত সুদবিহীন প্রক্রিয়া হওয়ার কারণে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আগ্রহ এ বিষয়ে বেশি। শোষণমুখি প্রচলিত ধারার ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে এটি একটি গণবান্ধব খাত হিসেবে জনসাধারণের মাঝে পরিচিত। মূলত খুলনার জনগণের এ আগ্রহকে কাজে লাগাতে পারলে এ জেলায় এর ব্যাপক বিকাশ সাধন করা যেতে পারে।

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ আবর্তিত হচ্ছে প্রধানত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে, যাদের অধিকাংশই প্রধানত নিরক্ষর অথবা স্বল্প শিক্ষিত। পেশার দিক দিয়ে তারা প্রধানত কৃষি, মৎস্যজীবি ও পশু পালনের সাথে জড়িত এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ৯৬.৫% নারী সদস্য। গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ গ্রাহক এই ক্ষুদ্র বিনিয়োগ থেকে আর্থিক ভাবে উন্নতি লাভ করছে। নারী গ্রাহকগণের কর্মে যোগদান ৪০০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে তাদের দৈনন্দিন পারিবারিক অসচ্ছলতা হ্রাস পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রাহক পরিবারে শিক্ষার সংখ্যা, মান এবং পরিবারে খাবার পানির উৎসের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নলকূপের পানির ব্যবহারের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার এর হারও উন্নত হয়েছে। গ্রাহকগণ পূর্বের তুলনায় প্রশিক্ষিত হয়েছে।

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নয়নে গ্রাহকগণের উন্নয়ন উল্লেখ করার মতো। মুসলিম গ্রাহকগণের নামাজ আদায় করা, রোযা পালন করা, কুরআন অধ্যায়ন করা, পর্দা করা, সুদের কারবার থেকে দূরে থাকা এবং অন্যকে সৎকাজে উপদেশ দান বৃদ্ধি পেয়েছে। অমুসলিম গ্রাহকগণের পূর্বের তুলনায় ধর্মপালন বেড়েছে যা লক্ষণীয়। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণের মাঝে সামাজিক অপরাধের হার কম। শুধুমাত্র ইসলামিক পদ্ধতির কারণে গ্রাহকগণ এখানে আসছেন তা নয় বরং মার্কআপ(Mark up) কম ছাড়াও অন্যান্য প্রত্যাশিত সুযোগ সুবিধা এখানে যথেষ্ট বিদ্যমান। অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে এটা গ্রাহকগণের অনুসরণীয় পথপরিক্রমা।

খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যাপক কার্যকারিতা বিদ্যমান। ১৯৮৪ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, খুলনা শাখার মাধ্যমে এ জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং এর যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এটি ৭টি ব্যাংকের ১৪টি শাখার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। খুলনা জেলায় ইসলামী ব্যাংকিং সঞ্চয়, বিনিয়োগ, আমদানি, রপ্তানি, রেমিট্যান্সসহ ব্যাংকিং এর সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক সফলতা অর্জন করে চলেছে। সার্বিক ক্ষেত্রেই খুলনা জেলা মূলত ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিকাশের উর্বর জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

খুলনা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ ব্যাপকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সদা সংগ্রামরত এ জেলার বিপুল জনগোষ্ঠী। অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতীক্ষমান এ এলাকার লক্ষ লক্ষ অনাহারী মানুষের আর্তচিৎকার এ জেলার নিত্যকার চিত্র। এর সাথে ঘুর্ণিঝড় সিডর, আইলাসহ এরূপ আরো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে এ এলাকার ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ সত্যিকারের আলোর পথ দেখিয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের আরো গণমুখি হয়ে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করলে দারিদ্র্যমুক্ত জীবনযাত্রা ও টেকসই অর্থনীতি গড়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করবে খুলনা জেলার জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রায়, এ প্রত্যাশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি
(এ জরিপ শুধু গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত)
ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগনের সাক্ষাৎকার বিবরণী
Questionnaire for the Customer

পিএইচ.ডি গবেষণার শিরোনাম :
'খুলনা জেলার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা'

ফরম আইডি :....................

সাক্ষাতের তারিখ

দিন	মাস	বছর

জন বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলি

১ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকের নাম :..
গ্রাম..........................থানা.............................জেলা... ... .
শিক্ষা : অশিক্ষিত/ স্বাক্ষরজ্ঞান/ ৫ম/ ৮ম/ মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক/ স্নাতক
বয়স....................
পেশা............
ধর্ম : ইসলাম/ অন্যান্য,
পরিবারের ধরন : একক/ যৌথ/ একান্নবর্তী

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যাংক : ....শাখা :..........................

২ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরপরিচয়

পুরুষ	নারী	মোট	কর্মজীবি	বেকার

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলি

৩ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এর বিস্তারিত বিবরণ:

বিনিয়োগ প্রকল্পের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	মোট টাকা	লাভ (টাকা)	ক্ষতি (টাকা)	কর্ম সংস্থান
১. গবাদী পশু পালন, ২. মৎস্য চাষ, ৩. কৃষিকর্ম, ৪. ব্যবসা/ দোকান, ৫. পরিবহণ, ৬. সেবা, ৭. বনায়ণ, ৮. গৃহনির্মাণ, ৯. শিক্ষা ঋণ, ১০. হাঁস-মুরগী পালন, ১১. ম্যানুফ্যাকচারিং ১২. অন্যান্য					

৪ ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যতিত অন্যকোন ঋণ আছে কিনা ? (হ্যাঁ-১, না-২)
থাকলে উৎস : আত্নীয়, প্রতিবেশী, সংগঠন/ সংস্থার নাম, অন্যান্য

৫ পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যা

বর্তমানে			যোগদানের সময়		
পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট

৬ পরিবারের মাসিক আয়/ব্যয় (টাকা)

	বর্তমানে	যোগদানের সময়	বৃদ্ধি/হ্রাস
আয়			
ব্যয়			

৭ পরিবারের নিজস্ব জমির পরিমাণ (শতাংশ):

জমির ধরন	বর্তমানে	যোগদানের সময়
বসত ভিটা/ আবাদি		

৮ পরিবারের গৃহের সংখ্যা ও ধরন:

ঘরের ধরন	বর্তমানে (সংখ্যা)	অনুমানিক মূল্য	যোগদানের সময় (সংখ্যা)	অনুমানিক মূল্য
খড়ের ঘর				
টিনের ঘর				
ইটের ঘর				

Dhaka University Institutional Repository

৯ পরিবারের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী:

ধরন	বর্তমানে (সংখ্যা)	যোগদানের সময় (সংখ্যা)	বর্তমান বাজার মূল্য
গরু/মহিষ			
ছাগল			
হাঁস/মুরগী			

১০ পরিবারের ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ও অন্যান্য সম্পদ:

ধরন	যোগদানের সময় (সংখ্যা)	যোগদানের সময় বাজার মূল্য (টাকা)	বর্তমানে (সংখ্যা)	বর্তমান বাজার মূল্য (টাকা)
টেলিভিশন				
রেডিও/ টেপরেকর্ডার				
হাত ঘড়ি/ দেয়াল ঘড়ি				
বাই সাইকেল				
রিক্সা/ ভ্যান				

১১ পরিবারের স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ টাকা এবং অন্যান্য সম্পদ:

ধরন	যোগদানের সময়	যোগদানের সময় মূল্য (টাকা)	বর্তমানে	বর্তমান বাজার মূল্য (টাকা)
সোনা/ রূপা (ভরি)				
নগদ টাকা				
অন্যান্য				

১২ কতজন লেখাপড়া জানেন?

বর্তমানে			যোগদানের সময়		
পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট

১৩ পরিবারের সদস্যরা কোন উৎস থেকে খাবার পানি পান করেন?

বর্তমানে	যোগদানের সময়
নদী-১, পুকুর-২, কুয়া-৩, নলকূপ-৪, অন্যান্য-৫	নদী-১, পুকুর-২, কুয়া-৩, নলকূপ-৪, অন্যান্য-৫

Dhaka University Institutional Repository

		বর্তমানে	যোগদানের সময়
১৪	পরিবারের সদস্যরা কোন ধরনের ল্যাট্রিন ব্যবহার করেন?	খোলা মাঠ/ ঝোপ-১, গর্ত-২, জলাবদ্ধ-৩, কাঁচা পায়খানা -৪, পাকা স্যানিটারি-৫, অন্যান্য-৬	খোলা মাঠ/ ঝোপ-১, গর্ত-২, জলাবদ্ধ-৩, কাঁচা,পায়খানা -৪, পাকা স্যানিটারি-৫, অন্যান্য-৬

১৫ বর্তমানে কত টাকা সঞ্চিত আছে? নিয়মিত ফান্ড [ ] কেন্দ্র ফান্ড [ ] অন্যান্য সঞ্চয় [ ]

১৬ ব্যাংক থেকে কোন প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকলে তথ্য: হ্যাঁ-১, না-২

১৭ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ নেওয়ার ফলে আপনার পরিবার কি স্বচ্ছল? বর্তমানে: হ্যাঁ-১ না-২ যোগদানের সময়: হ্যাঁ-১ না-২

১৮ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ নেওয়ার পর আপনার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন যাত্রার কোন উন্নয়ন হয়েছে কি? হ্যাঁ-১ না-২

১৯ কেন অন্য সংস্থায় না গিয়ে অত্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগে এসেছেন?
১. মার্ক-আপ কম ২. ইসলামিক পদ্ধতি ৩. আচরণ উত্তম ৪. পদ্ধতি উত্তম
৫. পরিচিত লোক থাকায়
৬. অন্যান্য ....

২০ সর্বশেষ ব্যাংক উৎস থেকে আবার বিনিয়োগ নিবেন কি? : হ্যাঁ-১, না-২,
(নিলে কারণ)
১. মার্ক-আপ কম ২. ইসলামিক পদ্ধতি ৩. আচরণ উত্তম ৪. পদ্ধতি উত্তম
৫. বিনিয়োগ পরিশোধ পদ্ধতি ভাল
৬. অন্যান্য ....

২১ পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে কি না?
১। হ্যাঁ ২। না ৩। পূর্বের চেয়েও নাজুক ৪। জানিনা ৫। অন্যান্য

২২ আপনি কি মনে করেন বিনিয়োগ গ্রহণের পর আপনার সামাজিক মর্যাদার উন্নতি হয়েছে?
১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলি

২৩	উত্তরদাতা নিয়মিত নামাজ পড়েন কি?	বর্তমানে	হ্যাঁ-১, না-২	যোগদানের আগে	হ্যাঁ-১, না-২
২৪	কুরআন নিয়মিত পড়েন কি?	বর্তমানে	হ্যাঁ-১, না-২	যোগদানের আগে	হ্যাঁ-১, না-২
২৫	রোজা রাখেন কি?	বর্তমানে	হ্যাঁ-১, না-২	যোগদানের আগে	হ্যাঁ-১, না-২
২৬	নামাজ, রোজা, কুরআন পড়ার জন্য কাউকে উপদেশ দেন কি?	বর্তমানে	হ্যাঁ-১, না-২	যোগদানের আগে	হ্যাঁ-১, না-২
২৭	নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করেন কিনা? (উত্তর দাতা অমুসলিম হলে)	বর্তমানে	হ্যাঁ-১, না-২	যোগদানের আগে	হ্যাঁ-১, না-২
২৮	পরিবারে কত জন পর্দা করেন?	বর্তমানে	.... জন	যোগদানে আগে	.... জন
২৯	সুদ নেয়া ও দেয়া হারাম এটা মানেন কি না?	বর্তমানে	হ্যাঁ-১, না-২,	যোগদানের আগে	হ্যাঁ-১, না-২,
৩০	এলাকায় গত এক বৎসরে অপরাধ সংগঠনকারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সদস্যদের কেউ ছিল কিনা?				হ্যাঁ-১, না-২,

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতার মতামত/সুপারিশ সংক্রান্ত তথ্যাবলি

৩১ আপনার মতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প আপনার অর্থনৈতিক মুক্তির সমাধান কি না ?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

৩২ বিনিয়োগ গ্রহণে কি ধরনের সমস্যা হয় ?

১. মুনাফার পরিমাণ বেশি
২. পর্যাপ্ত অফিস নেই
৩. বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না
৪. সদস্যদের আক্ষরিক জ্ঞান দান করা হয় না
৫. বিনিয়োগ তদারকি ও পরামর্শদাতার অভাব
৬. অন্যান্য ....

৩৩ সমস্যা সমাধানের উপায় কি?

১. মুনাফার পরিমাণ যৌক্তিক করা
২. পর্যাপ্ত অফিস করা
৩. বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান
৪. সদস্যদের আক্ষরিক জ্ঞান দান
৫. বিনিয়োগ তদারকি পরামর্শ প্রদান
৬. অন্যান্য ....

(উত্তর প্রদান করে সহযোগিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা উৎস

১	আলী, মীর আমীর	:	*খুলনা শহরের ইতিহাস*, খুলনা : লেখক কর্তৃক স্বাগত কুঞ্জ, ১০ দোলখোলা লেন, খুলনা থেকে প্রকাশিত, ১৯৮০
২	জলীল, এ.এফ.এম. আব্দুল	:	*সুন্দরবনের ইতিহাস*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮
৩	রহমান, মোঃ ইউনুসুর ও আহম্মদ, এস.এস. রইজ উদ্দিন	:	*খুলনা বিভাগের ইতিহাস*, খুলনা : গাঙচিল প্রকাশন, খ. ১, ২০১০
৪	সামসুদ্দিন, আবুল কালাম	:	*শহর খুলনার আদিপর্ব*, খুলনা : খুলনা সাহিত্য মজলিশ, ১৯৮৬
৫	ইসলাম, প্রফেসর মোফাখখারুল ও অন্যান্য (সম্পা.)	:	*আঞ্চলিক ইতিহাস সিরিজ : খুলনা*, খুলনা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, কলেজ শিক্ষক ইতিহাস সমিতি, ২০০৮
৬	হোসেন, সৈয়দ ওমর ফারুক	:	*খানে আজম হযরত খানজাহান আলী*(র.), বাগেরহাট : মোরশেদ পাবলিকেশন, ১৯৮২
৭	মিত্র, সতীশ চন্দ্র	:	*যশোহর খুলনার ইতিহাস*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ড. তসিকুল ইসলাম ও শিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত, ঢাকা : লেখক সমবায়, ২০০৬
৮	নাগ, অজিত কুমার	:	*স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা*, কলিকাতা : সেলস এ্যালায়েন্স, ১৯৮৪
৯	জলিল, শেখ আবদুল	:	*ডুমুরিয়ার ইতিহাস*, খুলনা : আরন্যক প্রকাশনা, ২০০৩
১০	ইসলাম, মোঃ নুরুল	:	*খুলনা জেলা*, খুলনা : সাপ্তাহিক খুলনা, ১৯৮২
১১	মিয়া, ড. শেখ গাউস	:	*মহানগরী খুলনা: ইতিহাসের আলোকে*, খুলনা : এ এইচ এম আলী হাফেজ ফাউন্ডেশন, ২০০২
১২	হালিম, মুহাম্মদ আব্দুল	:	*তেরখাদার ইতিহাস*, খুলনা : এএফএম আব্দুল জলীল ট্রাস্ট, ২০০৭
১৩	মিয়া, ড. শেখ গাউস	:	*বাগেরহাটের ইতিহাস*, বাগেরহাট : বেলায়েত হোসেন ফাউন্ডেশন, ২০০১
১৪	রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর	:	*সমাজকর্ম*, ঢাকা : অনন্যা, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

১৫	মান্নান বশিরা ও ইসলাম, মোঃ নুরুল	:	*উন্নয়ন ও সমাজকর্ম*, ঢাকা : সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণা সংস্থা (অসডার), ১৯৯৪
১৬	মিন্টু, আবদুল আউয়াল	:	*বাংলাদেশ, পরিবর্তনের রেখাচিত্র*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৪
১৭	চক্রবর্তী, প্রণব	:	*এনজিও ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রঋণ*, ঢাকা : ল বুক প্যাভিলিয়ন, ২০১২
১৮	ফারুকী, রশিদ ও বদরুদ্দোজা, এস	:	*বাংলাদেশে ক্ষুদ্র-অর্থায়ন কার্যক্রম* : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম) ঢাকা, ২০১২
২০	ইউনুস, ড. মুহাম্মদ	:	*গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬
২১	তারেক, ড. মোহাম্মদ ও আহমেদ, নাসির উদ্দিন	:	সম্পাদিত, *উন্নয়ন অর্থনীতি* : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩
২২	খান, আকবর আলী	:	*পরার্থপরতার অর্থনীতি*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ১৯৯৩
২৩	ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল	:	*সামাজিক উন্নয়ন : নীতি ও পরিকল্পনা*, ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১১
২৪	সেন, অমর্ত্য	:	*জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি*, কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮
২৫	সেন, অমর্ত্য	:	*উন্নয়ন ও সাক্ষরতা*, অনু. অরবিন্দ রায়, কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯
২৬	সেন, অমর্ত্য	:	*দারিদ্র ও দূর্ভিক্ষ*, অনু. শিবাদিত্য সেন, কলিকাতা : দাশগুপ্ত এ্যান্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড, ২০১১
২৭	খান আব্বাস আলী	:	*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৫
২৮	মাহমুদ, আনু	:	বাংলাদেশে এনজিও : *দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন*, ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০
২৯	ইসলাম, রিজওয়ানুল	:	*উন্নয়নের অর্থনীতি*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১০
৩০	আহমদ, অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন	:	*বাংলাদেশ লোক প্রশাসন*, ঢাকা : অনন্যা, ২০০২
৩১	রহীম, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর	:	*ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩
৩২	রহীম, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর	:	*ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

৩৩	রহীম, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর	:	*আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭
৩৪	মোহন, ইকবাল কবীর	:	*ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা : জেরিন পাবলিশার্স, ২০১১
৩৫	মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল	:	*ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শারীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮
৩৬	রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর	:	*ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী : দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ২০০৫
৩৭	রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর	:	*ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯
৩৮	হামিদ, ড. এম. এ.	:	*ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২
৩৯	হুসাইন অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ	:	*দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম*, (সম্পা.) ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯
৪০	ইউনুছ, আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ	:	*ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা, কোম্পানী ব্যবস্থাপনা ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের ভিশন*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লি. ২০০৯
৪১	আমীন, অধ্যাপক মোঃ রুহুল	:	*ইসলামের দৃষ্টিতে উশর, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯৯
৪২	হান্নান, শাহ আবদুল	:	*ইসলামী অর্থনীতি, দর্শন ও কর্মকৌশল*, ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, ২০০২
৪৩	রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর	:	*ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*, ঢাকা ; আহসান পাবলিকেশন, ২০০৪
৪৪	ইসলাম, ড. মুহাম্মদ নুরুল	:	*ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৯
৪৫	মুহাম্মদ, জাবেদ	:	*ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৮
৪৬	সিদ্দিকী, ড. নাজাতুল্লাহ	:	*শরীয়াতের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবার*, মোঃ কারামত আলী নিযামী অনুদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭
৪৭	সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত,	:	*ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত মাসয়ালা-মাসায়েল*, ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫
৪৮	আহমদ, ড. মাহমুদ	:	*টাকার গন্ধ*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

৪৯	রহীম, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর	:	*সুদমুক্ত অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২
৫০	কামাল আবু হেনা মোস্তফা	:	*মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯
৫১	মানিক, নুরুল ইসলাম (সম্পা.)	:	*দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯
৫২	বাদাবী, ড. জামাল	:	আল ইসলামের নৈতিক বিধান, অনুবাদ ড.আবু খলদুন আল মাহমুদ ও ড. শারমিন ইসলাম, ঢাকা : দি পাইওনিয়ার, ২০১২
৫৩	কারযাভী, ড. ইউসুফ	:	*আল ইসলামে দারিদ্র বিমোচন*, অনু. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮
৫৪	চাপরা, ড. এম উমর	:	*ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনু. ড. মিয়া মুহাম্মদ আইউব ও অন্যান্য, ঢাকা : ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০
৫৫	রকীব, আবদুর ও মোহাম্মদ, শেখ	:	*ইসলামী ব্যাংকিং•তত্ত্ব•প্রয়োগ•পদ্ধতি*, ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, ২০০৪
৫৬	খান মুহাম্মাদ আকরাম	:	*সংকলিত রাসুল্লাহ(স.) এর অর্থনৈতিক শিক্ষা*, অনু. নুর হোসেন মজিদী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯
৫৭	শিহাতা, প্রফেসর ড. হোসাইন হোসাইন	:	*ইসলামী ব্যাংকিং এ মুরাবাহা বিনিয়োগঃ করণীয় ও বাস্তবতা*, অনু. মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, সম্পা. মোঃ মুখলেসুর রহমান, ঢাকা : সেন্ট্রাল শারীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০১০
৫৮	রহমান মুহাম্মদ মাহফুজুর ও রহমান, বিএম হাবিবুর	:	সম্পা. *ইসলামী ব্যাংকিং এ শারীয়াহ প্রতিপালন •প্রয়োগ •পদ্ধতি*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০১০
৫৯	চাপরা, ড. এম. ওমর	:	*ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতির রূপরেখা*, অনু. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯
৬০	ইসলাম, ড. মুহাম্মদ নুরুল	:	*ইসলামে সম্পদ অর্জন, ব্যয় ও বন্টন*, ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

৬১ কারযাভী, ড. ইউসুফ আল : *ইসলামী ব্যাংকিং এ মুরাবাহা*, অনু. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ ও অন্যান্য, ঢাকা : সেন্ট্রাল শারীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৯

৬২ আহমাদ, ডা. এসরার : *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনুবাদ মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, ঢাকা : নাকিব পাবলিকেশন্স, ২০১০

৬৩ খান, মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল : *ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ ও ব্যবসা*, ঢাকা : মীর পাবলিকেশন, ২০০১

৬৪ উসমানী, বিচারপতি মুফতী মুহাম্মদ তাকী : *সুদ নিষিদ্ধ, পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, অনু. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৮

৬৫ উসমানী, বিচারপতি মুফতী মুহাম্মদ তাকী : *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, সমস্যা ও সমাধান*, অনু. মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৮

৬৬ উসমানী, বিচারপতি মুফতী মুহাম্মদ তাকী : *ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা*, অনু. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা, ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৩

৬৭ রহমান, এ.এ.এম. হাবীবুর : *ইসলামি ব্যাংকিং*, ঢাকা : প্রকাশিকা-হেলেনা পারভীন(রীনা), ৭২/৮/বি/১ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ২০০৪

৬৮ ফারুক, কাজী ওমর : *ইসলামী ব্যাংকিং : পূর্বশত ইসলামী ব্যক্তিত্ব*, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা : ২০০৬

৬৯ চাপরা, ড. এম. উমর : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, অনু. ড. মাহমুদ আহমদ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০

৭০ ইসলাম, ড. মুহাম্মদ নুরুল : *মহানবী(স.) এর সচিবালয়*, ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ২০১০

৭১ রাহীম, শাহ মুহাম্মদ আবদুর ও উদ্দিন, মুহাম্মদ মমতাজ : *ইসলামিক স্টাডিজ সংকলন*, ঢাকা : প্রফেসরস প্রকাশন, ১৯৯৪

৭২ তপন, ড. শাহজাহান : *থিসিস ও এ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল*, ঢাকা : প্রতিভা, ১৯৯৩

৭৩ সিদ্দিকি, মোঃ হাবিবুল হাসান : *ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা (Microcredit)*, ঢাকা : ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

৭৪ আখতারুজ্জামান, ড. মোঃ : *বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা*, পিএইচ.ডি থিসিস (অপ্রকাশিত), ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

৭৫ আহমদ, ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা : *দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা*, পিএইচ.ডি থিসিস (অপ্রকাশিত), ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১

৭৬ হুসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ : *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৬

৭৭ হুসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ : *সুদ, সমাজ, অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২

৭৮ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. : *সাফল্য ও অগ্রগতির ২৫ বছর*, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০৭

৭৯ খান, আবেদ আহমদ (সম্পা.) : *কৃষি/পল্লী, গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এবং এসএমই নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহ*, ঢাকা : আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. ২০১০

৮০ ইউনুস, ড. মুহাম্মদ : *গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার*, ঢাকা : গ্রামীণ ব্যাংক, ২০০৯

৮১ বাংলাদেশ ব্যাংক : *ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টার প্রাইজ (এসএমই) ঋণনীতিমালা ও কর্মসূচি*, ঢাকা : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১০

৮২ ইসলাম, ড. মুহাম্মদ নূরুল : *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : নাফিজা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১২

৮৩ ইসলাম, ড. মুহাম্মদ নূরুল : *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, ঢাকা : নাফিজা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১২

৮৪ আহমেদ, ড. মাহমুদ : *ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি উৎস

1	Ahmed, Salehuddin And Hakim, M.A (edited)	:	*Attacking Poverty with Micro credit.* Dhaka : Palli Karmo Sahayak Foundation (PKSP) & The University Press Ltd. 2004
2	Ahamed, Salahuddin & others (edited)	:	*Dimensions 0f Development In Islam,* Dhaka : Islamic Economics Research Bureau. 1991.
3	Hannan, Shah Abdul & others (edited)	:	*Zakat And Poverty Alleviation,* Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, 2003.
4	Sen, Amartya	:	*The Idea Of Justice,* London : Penguin Group. 2009.
5	Rahman, Dr. M. Mizanur	:	*Efficiency of Islamic And Conventional Banks In Bangladesh,* Lambert Academic Publishing
6	Editorial Board	:	*Thought On Islamic Economics,* Dhaka : Islamic Economics Research Bureau (IERB), 1980
7	Miah, Md. Haider Ali	:	*A Hand Book of Islamic Banking And Foreign Exchange Operation.* Dhaka: Published by Sahera Haider, 1997
8	Osmani S.R. & Khalily M.A. Baqui(edited)	:	*Reading In Microfinance Reach And Impact,* Dhaka: Institute of Microfinance & The University Press Ltd. 2011
9	Akkas, Dr. S. M. Ali & Others (edited),	:	*Text Book on Islamic Banking,* Dhaka : Islamic Economic Research Bureau (IERB), 2008
10	Akkas, Dr. S. M. Ali (edited)	:	*Woman in Development : Islamic Perspective*, Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, 2006

Dhaka University Institutional Repository

11 Islami Bank Bangladesh Ltd : *Islami Bank, 24 Years Of Progress,* Dhaka : Public Relations Department, Islami Bank Bangladesh Ltd, 2006

12 Siddique, Zillur Rahman (edited). : *Bangla Academy, English Bengali Dictionary,* Dhaka : Bangla Academy, 2003

13 Yunus, Mohammad : *Grameen Bank at A Glance,* Dhaka : Grameen Bank, 2010

14 Islami Bank Bangladesh Ltd, : *Rural Development Scheme (RDS)*, Dhaka : Public Relations Department. IBBL, 2006

আরবি উৎসসমূহ

١ القران الكريم :

٢ البخاري ، محمد ابن اسماعيل : *صحيح البخاري*، داكا : امدادية لائبريرى، ب-ت

٣ مسلم ، بن الحجاج القشيري : *الصحيح ا لمسلم*، داكا: امدادية لائبريرى، ب-ت

٤ ابو بكر، شهاب الدين : معجم *مقايس في اللغة*، بيروت : دار الفكر الطبعة

٥ ضيف مسطو، محي الدين : *الزكاة فقهها واسرارها*، بيروت :دار

٦ الكشميري، شيخ محمد انوار شاه : *فيض الباري*، دلهي : رباني بوك ديبوا ، ١٩٨٨ م

٧ مجلس المراجعة : *دائرة ا لمعارف الاسلامية*، بيروت : دار المعرفة

٨ السرخسي، امام شمس الدين : *كتاب المبسوط*، بيروت :دار المعرفة ١٤١٤ ه

٩ ولي الله، شاه : *حجة الله البالغة*،بيروت :دار الكتب العلمية

١٠ العسكلاني، ابن حجر : *فتح الباري*، بيروت : دار الكتب العلمية، الطبعة لاولي

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন প্রতিবেদন

১. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১

৩. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০, ২০১১

৪. এক্সিম ব্যাংক (এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লি.), বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১

৫. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০, ২০১১

৬. আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০, ২০১১

৭. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০, ২০১১

৮. বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০, ২০১১

৯. গ্রামীণ ব্যাংক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০

১০. ব্র্যাক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১

১১. আশা, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১

১২. পিকেএসএফ-পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১

১৩. প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, কার্যক্রম বিবরণী: জুলাই ২০০৯-জুন ২০১০

১৪. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর খুলনা, প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক ইতিহাস, সম্পা. আবদুস শাকুর, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৯৬

১৫. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০, ২০১১ ও ২০১২, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

১৬. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১০-২০১১, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, মে ২০১১

১৭. ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১১-২০১২, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, মে ২০১২

১৮. Bangladesh Microfinance Statistics-2010, CDF- Credit And Development Forum & InM-Institutes of Microfinance. 2011

১৯. Human Development Report 2010, 2011, UNDP

২০. Statistical Year Book of Bangladesh 2010, Bangladesh Bureau of Statistics, June 2011, Statistics Division, Ministry of Planning

২১. Report of The Household Income & Expenditure Survey 2010, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning

২২. Economic Census 2001 & 2003, Zila Series, Zila, Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, Planning Division, Ministry of Planning

২৩. NGO-MFI In Bangladesh, Volume 7, June 2010, A Statistical Publications of Micro credit Regularity Authority Dhaka, October 2011

২৪. Report of the Poverty Monitoring Survey 2004, Bangladesh Bureau of Statistics, Planning Division, Ministry of Planning, December 2004

Dhaka University Institutional Repository

জার্নাল, পত্রপত্রিকা ও সেমিনার সিম্পোজিয়াম

১. *দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ*, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২০০৩

২. *SIBL, Highlights পরিক্রমা*, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পত্রিকা, বর্ষ-১, সংখ্যা-২, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১১

৩. *যুগ পুর্তি স্মারক*, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খুলনা, খুলনা, ৩১ ডিসেম্বর ২০১১

৪. *Grameen Dialogue, Newsletter*, Published By The Grameen Trust, Bangladesh, Issue 81, October 2011, Issue 82-84, July 2012

৫. *ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা*, জানুয়ারি-জুন ২০১০, প্রকাশনায়, আইবিবিএল, ঢাকা

৬. *ইসলামিক ফাইন্যান্স*, সেন্ট্রাল শারীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর বুলেটিন, ঢাকা, জুলাই ২০০৮

৭. *মসজিদ মিশন বুলেটিন* ২০১২, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি ২০১২

৮. ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, *ক্ষুদ্র ঋণের চালেঞ্জসমূহ: পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের প্রেক্ষিতে দিক নির্দেশনা*, অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা-১৩, ঢাকা, জুলাই ২০১২

৯. ড.আবুবকর রফীক, *প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম পরিচালনা : ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য কর্মসূচী*, অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা-১৩, ঢাকা, জুলাই ২০১২

১০. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের দারিদ্র সমস্যায় ইসলামী প্রতিকার*, অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা-১৩, ঢাকা, জুলাই ২০১২

১১. Mohammad Abdul Mannan, *Islamic Microfinance : An Instrument for poverty Alleviation*, অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা-১৩, ঢাকা, জুলাই ২০১২

১২. Shafiqur Rahaman, Jesmin pervin, Sadia Jahan, Nakib Nasrullah and Nasrin Begum. *Socio-economic Development of Bangladesh: The Role of Islami Bank Bangladesh Ltd.* World Journal of Social Sciences. vol 1, No 4, September 2011, pp. 85-94

১৩. Abul Basher Bhaiyan, Chamhari Siwar, Abdul Jafor Ismail and Barri Talib. *Islamic Micro Credit is the way of Alternative Approach for Eradicating Poverty in Bangladesh: A Review of Islamic Bank Micro credit Scheme.* Australian Journal of Basic and Applied Science. 5(5): 221-230, ISSN 1991-8178 Australia

Dhaka University Institutional Repository

১৪. Mohammad Main uddin, *Credit for the poor: The Experience of Rural Development Scheme of Islami Bank Bangladesh Ltd.* The Journal of Nepalese Business Studies, vol. V No-1 Dcc.2008, pp. 62-75

১৫. Dr. Waheed Akhter, Dr. Nadeem Akhter, Syed Khurram Ali Jaffri, *Islamic Micro-Finance and Poverty Alleviation: A case of Pakistan*, Proceeding 2nd CBRC, Lahore, Pakistan. November 17, 2009

১৬. Abdur Rahim Abdul Rahman, *Islamic Microfinance : A Missing component in Islamic Banking.* Kyoto Bulletin of Islamic area Studies. 1-2, 2007, pp. 38-53

১৭. Dr. Asyraf wasdi Dusuki, *Empowering Islamic Microfinance : Lesson from Group-Based lending Scheme and Ibn Khalduns Concept of Asabiyah',* Paper presented at Monash University, 4th International Islamic Banking and finance conference, Kuala Lumpur on 13-14 November 2006

১৮. Chiara Segrado, *Islamic Microfinance and Socially Responsible Investment,* Case Study Meda project- at The University of Torino, August 2005

১৯. M. M. Rahaman, *Islamic Micro-finance Programme and its impact on rural poverty alleviation,* International Journal of Banking and finance volume 7, Issue-1, Article-7, 31.03.2010, Bond University. 2010

২০. Jannat Ara pervin, *Sustainability Issues of interest-free micro-finance institutions in rural development and poverty alleviation, The Bangladesh perspective,* CCASP TERUM, Faculty of Business Administration, University of Chittagong Theoretical and Empirical Researches in urban management, Number 2 (11)/May 2009 p. 112-133

২১. *Rural Development Scheme of IBBL, A Strategy for Better Implementation.* (IBTRA Monograph no.1) IBTRA. Dhaka. 2000

২২. Mohammad Yunus, *A Poverty Free World When? How?* Romans Lecture at Sheldon Ian Theatre, University at Oxford, U.K. Held On December 2, 2008

২৩. Mohammad Yunus, *Towards Creating A Poverty Free World,* Presented at The Bangladesh Economic Association And International Economic Association Conference And ' Adjustment And Beyond The Reform Experience In South Asia, held In Dhaka, On March 30-31 And April 1,1998

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ওয়েব সাইট

http://www.gdrc.org/icm/islamic-microfinance.pdf

http://www.islamibankbd.com/rds/performance.php

http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=108

http://investhalal.blogspot.com/2011/02/thoughts-on-islamic-microfinance.html

http://www.irti.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IRTI/CM/downloads/Distance_Learning_Files/Financing%20Microenterprises-%20Habib%20Ahmed.pdf

http://www.cgap.org/publications/islamic-microfinance-emerging-market-niche

http://en.wikipedia.org/wiki/Microcredit

http://www.treasury-management.com/article/1/123/1063/looking-east-the-islamic-alternative-.html

http://www.arabnews.com/node/344619

http://www.grameem-Jamel.com/ Microfinancce .html

http://www.grameenfoundation.org/what-we-do/microfinance/financing-microfinance

http://www.dckhulna.gov.bd/

http://bangladeshtalks.com/2011/05/khulna-district-information/

:http://www.bankersacademycom/pdf/Microfinance_and_Islamic_finance. pdf

http://ebookbrowse.com/microfinance-and-islamic-finance-pdf-d51772545

http://www.banglapedia.org/ HTB/101238.htm

http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Khulna/Khuln a/Khulna%20 at%20 a%20 glance.pdf

http://www.mra.gov.bd/

http://dinarstandard.com/maqasid/empowering_islamic_microfinance.pdf.